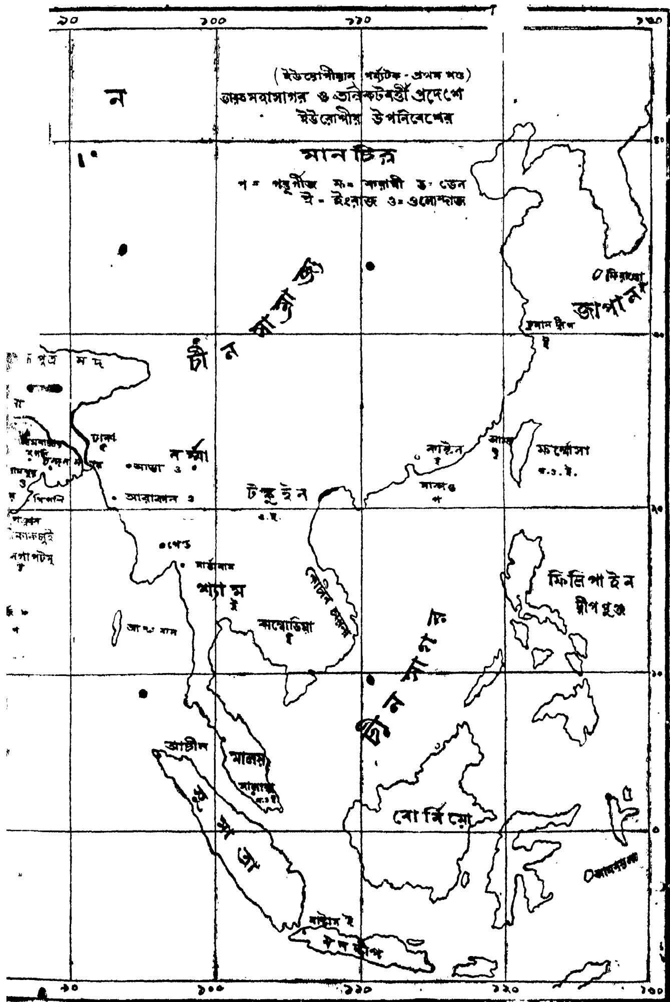


(ইউরোপীয়ান পর্য্যটক - প্রথম খণ্ড)
ভারত মহাসাগর ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশে
ইউরোপীয় উপনিবেশের
মানচিত্র
চীন
বর্ম্মা
টঙ্কুইন
শ্যাম
কাম্বোডিয়া
ফিলিপাইন
দ্বীপপুঞ্জ
ফার্ম্মোসা
বোর্ণিয়ো
জাপান

(সমসাময়িক ভারত উনবিংশ খণ্ড)

সমসাময়িক ভারত

চতুর্থ কল্প—ইউরোপীয়ান্ পর্য্যটক

প্রথম খণ্ড

ই—প—১—টাইটেল

৺যতীন্দ্র নাথ সমাদ্দার বি. এ., এম্. আর. এ. এস্.,

প্রণীত

সর্ব্বজন প্রশংসিত নাটকাবলী

(১) মণিমালা ‖৵০ (২) শিখের কথা ৸০ (৩) অভিশাপ ১৲

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নাথ সমাদ্দার

প্রত্নতত্ত্ববাগীশ

বি. এ., এফ্. আর. ই. এস্., এফ্. আর্. হিষ্ট. এস্., এম্. আর্. এ. এস্.,

এম্. আর্. এস্. এ., মহাশয়ের

(১) অর্থনীতি ১৲ (২) অর্থশাস্ত্র ১।০

(৩) ইংরাজের কথা ... ... ১‖০

(৪) সমসাময়িক ভারত প্রথম খণ্ড ১

(৫) " দ্বিতীয় খণ্ড ১

(৬) " তৃতীয় খণ্ড ১৸৵০

(৭) " অষ্টম খণ্ড ... ... ৩৲

(৮) " ঊনবিংশ খণ্ড ... ... ৩৲

(৯) " চতুর্থ খণ্ড (যন্ত্রস্থ)

(১০) " পঞ্চম খণ্ড "

(১১) " নবম খণ্ড "

(১২) " একাদশ খণ্ড "

(১৩) " একবিংশ খণ্ড "

(১৪) সাহিত্য পঞ্জিকা (Annual Literary year Book)

(সমসাময়িক ভারত—উনবিংশ খণ্ড)

ইউরোপীয়ান্ পর্য্যটক



(প্রথম খণ্ড)

(শ্রীযুক্ত অধ্যাপক যোগেন্দ্র নাথ দাস গুপ্ত এম্. এ.,
মহাশয় লিখিত ভূমিকা সহ)

—o:o—

শ্রীযোগীন্দ্র নাথ সমাদ্দার



প্রকাশক
শ্রীনলিনাক্ষ রায়
"সমসাময়িক ভারত" কার্য্যালয়
মোরাদপুর, পাটনা।
১৩২২

মূল্য ৩৲ টাকা
রাজ সংস্করণ ৭৲ টাকা

৩১২৪

বিলাতের এজেণ্ট—বি. এইচ্. ব্লাকওয়েল—
৫০, ৫১ ব্রডষ্ট্রীট, অক্সফোর্ড।

কলিকাতার এজেণ্ট—হিণ্টন এণ্ড কোং—
১০৯, কলেজ ষ্ট্রীট।

প্রকাশক—শ্রীনলিনাক্ষ রায়
"সমসাময়িক ভারত" কার্য্যালয়
মোরাদপুর, (পাটনা)।

বঙ্গসাহিত্যানুরাগী

পূজনীয়

মাননীয়

শ্রীযুক্ত ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

এম্. এ., এল্. এল্. ডি., সি. আই. ই.,

ভাইস্-চ্যান্‌সেলার্ মহোদয়কে

ভক্তি ও শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ

স্নেহাস্পদ গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

উৎসর্গীকৃত হইল।

পাটলিপুত্র, ফাল্গুন ১৩২২

নিবেদন

"সমসাময়িক ভারত" গ্রন্থাবলীর চতুর্থকল্প—"ইউরোপীয়ান্ পর্য্যটকে"র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল।

মাননীয় কাশীমবাজারাধিপতি, মাননীয় বর্দ্ধমানাধিপতি, মাননীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মাননীয় ভাইস্-চ্যান্সেলার ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহোদয়গণ পূর্ব্বাপরই আমাকে নানারূপে সাহায্য করিতেছেন। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহোদয়ও আমাকে এই গ্রন্থাবলী প্রকাশে যথোচিত উপদেশাদি দানে উপকৃত করিতেছেন এবং এই খণ্ডের অনেকগুলি মূল্যবান পাদটীকাও সংযুক্ত করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত মহোদয়ও এই খণ্ডের ভূমিকা লিখিয়া গ্রন্থের যথেষ্ট মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন আমার ক্ষুদ্র লেখনীর সম্ভবপর নহে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডে যাঁহাদিগের কথা উল্লেখ করিয়াছি তদ্ব্যতীত রাজা মণিলাল সিংহ রায়, কুমার মণীন্দ্র চন্দ্র সিংহ, রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী ও রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠ নাথ সেন মহোদয়গণকে বিশেষরূপে ধন্যবাদ দিতেছি।

নানা কারণে গতবৎসরের প্রকাশিত খণ্ড ও এই খণ্ডের মধ্যে অনেক সময়ের ব্যাবধান হইল। এইবার একসঙ্গে আরও পাঁচখণ্ড যন্ত্রস্থ করিয়াছি এবং ভরসা করি এই বৎসরেই এই গুলি গ্রাহক অনুগ্রাহকের হস্তগত হইবে।

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি. এ. মহাশয় ও স্নেহাস্পদ ছাত্রদ্বয় শ্রীমান্ জ্যোতির্ম্ময় ঘোষ বি. এ ও শ্রীমান্ রামেন্দ্র মোহন সিংহ বি. এ প্রুফ সংশোধন ও ভূতপূর্ব্ব ছাত্র ও মজঃফরপুর কলেজের ইতিহাসের বর্ত্তমান সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীমান্ অতুলানন্দ সেন এম্. এ নির্ঘণ্ট প্রণয়ন করিয়াছেন। আমি অকস্মাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ি, এ সময় রাখাল বাবুর সাহায্য না পাইলে এই খণ্ড বাহির করিতে পারিতাম না। ইম্পিরিয়াল্ লাইব্রারীর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ কুমার ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ আঢ্য মহাশদ্বয়ও নানারূপে সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহাদিগকেও এই অবসরে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

"সমসাময়িক ভারত" কার্য্যালয়
মোরাদপুর, পাটনা
ফাল্গুন, ১৩২২।



সূচী

চিত্র-সূচী

বহুবর্ণের চিত্র



আকবরের মৃগয়া

খুদাবক্স লাইব্রেরী হইতে

ভূমিকা

(পূজনীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ দাস গুপ্ত এম্.এ,
মহাশয় লিখিত)

ভূমিকা

অধ্যাপক সমাদ্দারের "ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতে ইয়ুরোপীয় ভ্রমণকারী"র ভূমিকা স্বরূপ কিছু লিখিতে আমি অনুরুদ্ধ হইয়াছি। বঙ্গীয় পাঠকের নিকট অধ্যাপক সমাদ্দারের কোন পরিচয়ের প্রয়োজন দেখি না, কারণ, তিনি বিভিন্ন প্রকার সাহিত্যিক কৃতিত্বের জন্য সর্ব্বজন পরিচিত এবং তিনি যে সাফল্য লাভ করিয়াছেন তাহা সামান্য নহে। আবার এরূপ কার্য্যে আমার বিশেষ দক্ষতা আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। তথাপি আমি কিছু লিখিতে অগ্রসর হইয়াছি। কারণ আমার মতে অধ্যাপক সমাদ্দার, ভারতের বিদেশী পর্য্যটকগণের বিবরণের সহিত আমাদের পরিচয় করাইতে চেষ্টা করিয়া বাস্তবিক অমূল্য কাজ করিতেছেন।

কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রসঙ্গে আমি বলিয়াছিলাম যে আমাদের স্বদেশের অতীত ইতিহাসের পুনর্গঠনে সাফল্য লাভ করিতে হইলে, এই পুনর্গঠনের উপকরণের কিয়দংশ, আমাদের বাঙ্গালী কবির কাব্যে অনুসন্ধান করিতে হইবে। ষোড়শ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি বলিয়াছিলাম যে শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বাঙ্গালীর রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের মুকুন্দরামের কাব্য এই তমোময় যুগের একাংশ আলোকিত করে। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে র‍্যাল্‌ফ ফিচ (যাঁহার বৃত্তান্ত এই খণ্ড-ভুক্ত হইয়াছে) এই সময়ে বঙ্গদেশে আসিয়া যাহা দেখিয়া শুনিয়াছিলেন তাহার সুন্দর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কবিবর্ণিত বিবরণের সহিত যদি এই ভ্রমণকারীর বিবরণ মিলিয়া যায়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহা একটি আশ্চর্য্য ঐতিহাসিক সাদৃশ্য। কবি

ও ভ্রমণকারীর বিবরণে পরস্পরের বিবরণের যাথার্থ্য সম্বন্ধে এমন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় যাহাতে সন্দেহের কোন কারণ থাকে না এবং উভয় বিবরণই বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। সুতরাং ঐতিহাসিকগণ উভয়ের বিবরণ মোটামুটি ভ্রমশূন্য বলিয়া ধরিয়া লইতে দ্বিধা করিবেন না। এই মত গ্রহণ করিলে অধ্যাপক সমাদ্দারের গ্রন্থের যথেষ্ট মূল্য আছে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী মানব জাতির চিন্তাপ্রবাহ ও উন্নতির ইতিহাসে বিখ্যাত যুগ এবং এই শতাব্দীদ্বয়ের এই শক্তির গতি বুঝিতে যাহা সাহায্য করে তাহা প্রকৃত পক্ষে আমাদের আদরের জিনিষ। অন্য এক উপলক্ষ্যে আমি নিবেদন করিয়াছিলাম যে, ষোড়শ শতাব্দী বাঙ্গালীর পুনরুত্থানের যুগ। এই সময়ে বাঙ্গালী জাতির নিশ্চয়ই আধ্যাত্মিক ও মানসিক জাগরণ ঘটিয়াছিল। উৎসাহশীল ব্যক্তিগণ বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিতেছিল, বাঙ্গালী জাতির চিত্ত বিভিন্ন জাতির চিত্তের সংস্পর্শে আসিতেছিল, ফলপ্রসূ কল্পনার দ্রুত প্রচার হইতেছিল। ইয়ুরোপের ন্যায় বহুদিন তমসাচ্ছন্ন থাকিবার পরে বাঙ্গালার "মানুষ চক্ষু খুলিয়া দেখিল।" কেহ কেহ এই নব জাগরণ বশতঃ মানবজীবনের নশ্বরতার বিষয় চিন্তা করিতে ব্যাপৃত হইলেন এবং স্বর্গসুখ কিরূপ তাহাই ধারণা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ এই নবধর্ম্ম প্রচারক দিগের মাহাত্ম্য গান করিয়া স্বীয় ভক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এতদিন সামাজিক ও রাজনৈতিক আবেষ্টন যে অন্ধকারে আবৃত ছিল অনেকে সেই চিত্রের কথা ভাবিয়া কাব্যামোদে দিন যাপন করিতে লাগিলেন ও এই শ্যামলা বসুন্ধরার অন্তর্ভুক্ত এই শোভাময়ী বঙ্গদেশের বাহ্য প্রকৃতির শোভা বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতায় সপ্তদশ শতাব্দী সম্বন্ধে আমি বলিয়াছিলাম যে, "এই শতাব্দীতে ইয়ুরোপ ও ভারতের ইতিহাস শীঘ্র শীঘ্র

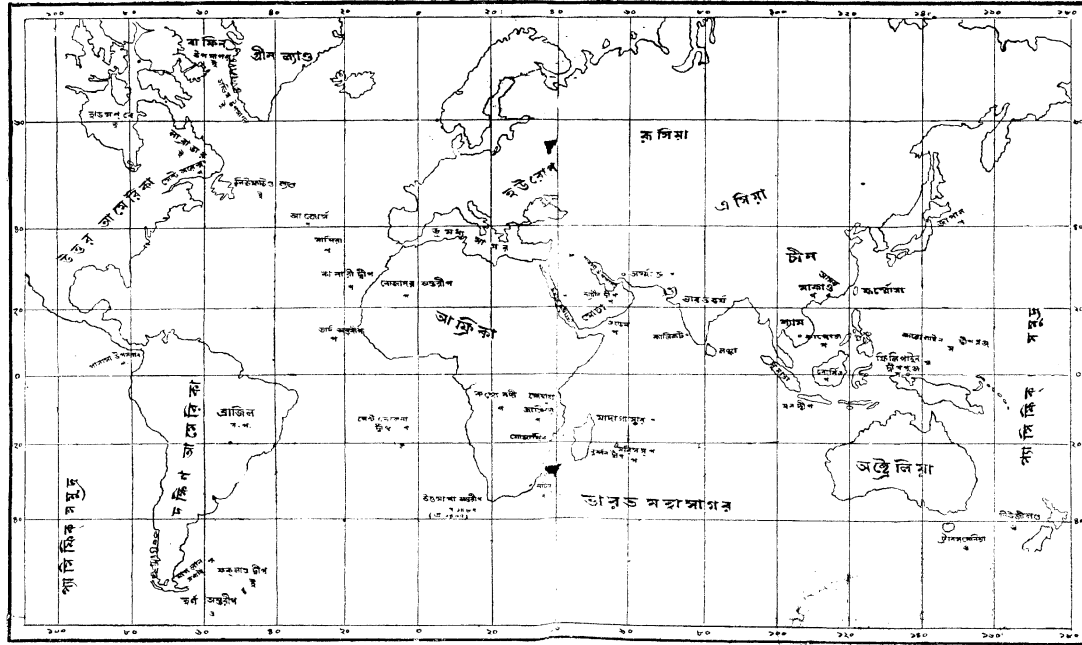
গঠিত হইয়া উঠিতেছিল। ভারতে এই শতাব্দীতেই বার্নিয়ারবর্ণিত ভ্রাতৃ-বিরোধ ঘটে। এই ভ্রাতৃ বিরোধের সমস্ত বিবরণ বার্নিয়ার স্বয়ং দেখিয়া শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যদিও এই ঘটনায় মুগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়তর হইল বলিয়া বোধ হইয়াছিল তথাপি এই ঘটনাই মুগল সাম্রাজ্যের পতনের পূর্ব্বসূচনা করিয়াছিল। ইয়ুরোপে যুক্তপ্রদেশ (হলণ্ড ও বেলজিয়ম) স্বাধীনতা লাভ করিল, দ্বিতীয় ফিলিপ পর্ত্তুগালের রাজ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পৃথিবীর বিজিত প্রদেশ সমূহ এক রাজদণ্ডের অধীন হইল।

"সেল্‌ডেন্‌ কর্ত্তৃক প্রচারিত "সামুদ্রিক বাণিজ্যে একাধিপত্য নীতি" কিছুকাল প্রচলিত থাকিয়া গ্রোটিয়াস্‌ কর্ত্তৃক পূর্ব্বে প্রচারিত "অবাধ সামুদ্রিক বাণিজ্য নীতির" নিকট পরাস্ত হইল। পোপের যে সনন্দ বলে পর্ত্তুগীজগণ উত্তমাশা অন্তরীপের পূর্ব্বাংশস্থিত প্রদেশে একাধিপত্য লাভ করিয়াছিল, তাহা এখন আর কেহ গ্রাহ্য করিত না। ভারতে আকবরের রাজত্বে যেরূপ মানবজীবনের সর্ব্বদিকে সজীবতা দেখা যাইতেছিল, ইংলণ্ডেও তদ্রূপ ঘটিয়াছিল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরেজ জাতির জীবনে যাহা মহৎ ও শ্রেষ্ঠ তাহা এলিজাবেথরূপ প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল।"

যখন আমরা ভাবি যে এই সপ্তদশ শতাব্দীতে "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি"র সূত্রপাত হয়, তখন আমরা এই শতাব্দীর গুরুত্ব বুঝিতে পারি। এলিজাবেথের রাজত্বের শেষভাগে এই কোম্পানি পরিবর্ত্তনশীল বাণিজ্যজীবন-নাটকের অভিনয় আরম্ভ করেন। এই অভিনয়ের ফলে আধুনিক রাজনৈতিক জগতের আশ্চর্য্য সৃষ্টি বর্ত্তমান ব্রিটীশ-ভারত-সাম্রাজ্যের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং যে গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা এলিজাবেথের ইংলণ্ড ও আকবরের ভারতবর্ষের বিষয় জানিতে পারি

তাহা আমাদের আদরের জিনিষ। ইয়ুরোপীয় ভ্রমণকারীদিগের বিবরণ যে এবিষয়ে আমাদের সাহায্য করে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে মিল্‌ডেন্ হলের বিবরণ অধ্যাপক সমাদ্দার আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন, তিনি ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে মোগলকুলতিলক আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে দিল্লী ও আগ্রা পরিদর্শন করেন। তিনি যেরূপ বিপদে পড়িয়াছিলেন, তাঁহাকে যেরূপ বিঘ্ন, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়িতে হইয়াছিল, আকবরের দৃঢ় হস্তের পরিবর্ত্তে যখন জাহাঙ্গীর ও শাহ জাহানের দুর্ব্বল হস্তে মোগল সাম্রাজ্য পরিচালিত হয় তখনও সার টমাস রোর ন্যায় রাজদূতগণকে সেইরূপ বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। কাপ্তেন হকিন্স্ (ইঁহার বিবরণ অধ্যাপক সমাদ্দার কর্ত্তৃক নিশ্চয়ই "সমসাময়িক ভারতে" প্রদত্ত হইবে) আমাদিগকে মুগল সাম্রাজ্যের বিভব, রাজসভার জীবন এবং জনসাধারণের প্রতি বাদশাহের মনোভাবের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে আইনের কঠোরতা, সাধারণ বিচার প্রথা এবং বাদশাহের দৈনন্দিন কার্য্যের কিছু কিছু বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি কঠোর কর্ম্মবীর ও নাবিক হইয়াও যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন তাহা অন্য ভ্রমণকারীদিগের বিবরণ হইতে বড় বেশী বিভিন্ন নহে।

এই সকল কারণে অধ্যাপক সমাদ্দারের মূল্যবান্ গ্রন্থাবলী আমার মতে অত্যন্ত সময়োপযোগী ও বিশেষ আদরের জিনিষ। তাঁহার এই মহৎ উদ্যমের আমি সফলতা কামনা করি।

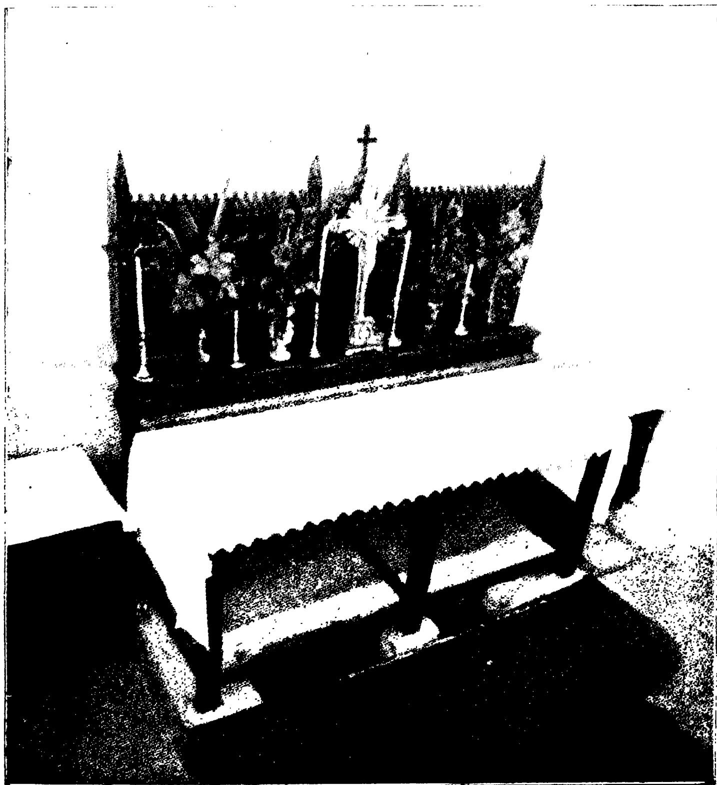


প—পর্ত্তুগীজ
ই—ইংরাজ
ও—ওলন্দাজ
প—স্পেনবাসী

"ইউরোপীয়ান্ পর্য্যটক" প্রথম খণ্ড

ভারতবর্ষ অন্বেষণ কল্পে

ইউরোপীয় জাতিগণ কর্ত্তৃক দেশ আবিষ্কার



সেণ্ট টমাসের সমাধিস্থল

[প্রবাদ এই যে সেণ্ট টমাস্ এই স্থানে সমাহিত হইয়াছিলেন।]

ভারতে
ইউরোপীয়ান্ পর্য্যটক

"সমসাময়িক ভারতে"র প্রথম কল্প "প্রাচীন ভারতে" আমরা ইউরোপ হইতে যে সকল ব্যক্তি এতদ্দেশে আগমন করিয়া স্বচক্ষে দর্শনান্তর অথবা অন্যের প্রমুখাৎ অবগত হইয়া ভারতীয় বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাদের বর্ণনা ধারাবাহিক ক্রমে প্রদান করিতেছি। চতুর্থ কল্প বা "ইউরোপীয়ান্ পর্য্যটকে" আমরা ইউরোপ হইতে অন্যান্য যে সকল মহাজন ভারতবর্ষে আগমন করিয়া তাঁহাদের সমসাময়িক কালের বর্ণনা করিয়াছেন তাহাই পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিবার প্রয়াস পাইব।

প্রথম কল্পে বর্ণিত গ্রীক রোমান প্রভৃতি লেখকগণের বর্ণনা ও ঋষি টমাসের (১) পৌরাণিক কাহিনী ব্যতীত আমরা অল্পবিস্তর উল্লেখযোগ্য

---

(১) প্রবাদ এই মহর্ষি টমাস, যিশু কর্ত্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়া ধর্ম্মপ্রচারার্থ ভারতবর্ষে আগমন করেন। "The apostle Thomas, much against his will and inclination, had to undertake the work of preaching the Gospel to the Indians; and that to induce him to obey the mandate he had received, our Lord appeared to him in person and sold him to

অনেকগুলি ভ্রমণকারীর বৃত্তান্ত নানা স্থলে দেখিতে পাই। আমরা সংক্ষেপে প্রথমতঃ সেই সকল বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া পরে "প্রথম ইংরাজ-পর্য্যটক পদবাচ্য" (২) ফীচ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য সকলের বর্ণনা প্রদান করিব এবং কি কারণে ও কি প্রকারে ইংরাজ পর্য্যটকগণের দৃষ্টি ভারতবর্ষের উপরে নিপতিত হয় তাহাও প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

মেরিনো স্যানুটো নামক ভিনিস নগরের একজন অভিজন ১৩০০ হইতে ১৩০৬ সাল পর্য্যন্ত পূর্ব্বাঞ্চলের নানাস্থান পর্য্যটন করেন। তাঁহার আলেখ্যে (৩) তৎকালীন ভারত ও ভিনিসের বাণিজ্য সম্বন্ধীয় মূল্যবান বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়; কিন্তু, তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন নাই।

স্যানুটোর প্রত্যাগমনের দশ বৎসর পরে ওডোরিকো ডি পর্ডেনোন (৪) নামক সন্ন্যাসী (৫) অর্ম্মাজে (৬) পৌঁছেন এবং তথা হইতে চারিজন

Habban, a minister of King Gondophares of the Indians, who had been sent to Syria in search of competent builders able to undertake the construction of a palace for his Sovereign." (A. E. Medlycott's " India and the Apostle Thomas.") এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে এবং অনেকে ইহা স্বীকার করেন না যে, টমাস ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। বিশপ মেডলিকট প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, টমাস দাক্ষিণাত্যে দেহত্যাগ করেন এবং তথায় তাঁহার সমাধি হইয়াছে।

(২) "The first Englishman entitled to the appellation of a traveller, as far as India is concerned, was " Master Ralph Fitch, Merchant of London" (European Travellers in India : Oaten.)

(৩) পুস্তকের নাম " Liber Seceretorum fidelium Crucis super Terrae Sanctœ recuperatione."

(৪) Odorico di Pordenone.

(৫) Friar (এক শ্রেণীর খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারক)।

(৬) Ormuz.

ধর্ম্মযাজকের অস্থি সংগ্রহার্থ ১৩২১ সালে তিনি বর্ত্তমান বোম্বাইয়ের নিকটবর্ত্তী টানা নামক স্থানে উপনীত হন। প্রবাদ এইরূপ যে, এই চারিজন ধর্ম্মযাজককে হত্যা করা হয় এবং অন্যতম ধর্ম্মপ্রচারক জোর্দ্দেনা ইঁহাদিগকে সমাহিত করেন। পর্ডেনোন এইস্থান হইতে সমুদ্রপথে "পেলোমাম" (৭) "সিলান" (৮), করমণ্ডল উপকূল ও চীন এবং অন্যান্য স্থানে গমন করেন।

অন্যতম সন্ন্যাসী জন ডি ম্যারিগনোলি (৯) চীনের রাজধানী পিকিন হইতে প্রত্যাগমন কালে ১৩৪৭ সনে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ইনিও করমণ্ডল উপকূলস্থ সেণ্ট টমাসের সমাধিস্থলে গমন করেন। স্যার জন ম্যাণ্ডেভিল (১০) নামক জনৈক ইংরাজ পর্য্যটকও এসিয়ার কোন কোন স্থানে পর্য্যটন করেন এবং যদিও তিনি ভারতবর্ষের যৎকিঞ্চিৎ কাহিনী প্রদান করিয়াছেন, তথাপি তাহাতে বিন্দুমাত্রও আস্থা স্থাপন করা যায় না। সার জর্জ্জ বার্ডউড (১১) যথার্থই বলিয়াছেন যে, যদিও ম্যাণ্ডেভিল ভারতবর্ষের কথা লিখিয়াছেন তথাপি তিনি যে কখনও ভারতবর্ষে আগমন

(৭) বর্ত্তমান কুইলোন।

(৮) লঙ্কা বা সিংহল।

(৯) John de Marignolli. ইনিও ফ্রায়ার ছিলেন।

(১০) Sir John Mandeville; ইনি ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বিষয়ক পুস্তক প্রকাশিত করেন।

(১১) Sir George Birdwood তাঁহার সুবিখ্যাত "Report on the Old Records of the India Office" পুস্তকের ১৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "He speaks of the marvyles of Inde," but it is certain he was never there. He may be described as the father of English sensation writers, and is not to be trusted even when he may be telling the truth!"

করেন নাই, তাহা সুনিশ্চিত এবং ভারতবর্ষ-সম্বন্ধীয় অত্যাশ্চার্য্য কাহিনী যে সকল লেখক বর্ণনা করিয়া ইংলণ্ডবাসীর কৌতূহল উদ্রেক করিয়াছেন ম্যাণ্ডেভিলকে তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করা যাইতে পারে। সত্য কথা বলিলেও তাঁহার কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে মনে করিতে হইবে।

১৪০৩ খৃষ্টাব্দে রি গঞ্জেলেজ ডি ক্লাভিজো নামক (১২) পর্ত্তুগীজ-অমাত্য পর্ত্তুগালের নরপতি কর্তৃক সমরকন্দে তৈমুরলংয়ের দরবারে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইনিও ভারতবর্ষে আগমন করেন নাই; কিন্তু অনতিপূর্ব্বেই তৈমুর ভারতবর্ষে অভিযানে ব্যাপৃত থাকাতে ইনি উত্তর-ভারত-সংক্রান্ত কিছু কিছু বৃত্তান্ত লোক-প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছিলেন। লোক পরম্পরায় যাহা শ্রুত হন, তাহাই তিনি স্বীয় পুস্তকে (১৩) লিপিবদ্ধ করেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাহা তিনি লিখিয়াছেন তাহা সত্য না হইলেও কথঞ্চিৎ চিত্তাকর্ষক। তিনি দিল্লীকে রাজধানী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষে যে সমৃদ্ধিশালী অনেক নগর আছে ও অধিবাসীরা যে ধনী তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু, তিনি বলিয়াছেন যে, "দেশের নরপতি ও অধিবাসীরা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী। অন্য জাতিও আছে বটে, কিন্তু তাহারা ঘৃণিত।" এ বর্ণনা সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, ইহাতে সত্য মিশ্রিত থাকিলেও অধিকাংশই অসঙ্গতি পরিপূর্ণ।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে কতগুলি ইউরোপীয়ান পর্য্যটক ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন তাহা সুনির্দ্দেশ করা দুঃসাধ্য। তিনজনের বর্ণনা যথাযথ ভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়; চতুর্থের বর্ণনা পাওয়া যায় না। ভিনিস

(১২) Ruy Gonzalez de Clavigo.

(১৩) পুস্তকের নাম "Narrative of the Embassy of Ruy Gonzalez de Clavigo to the Court of Timour, at Samarcand." A.D. 1403-1406.

বাসী নিকোলো ডি কন্টি, রুসীয়ান্ আথানেসিয়াস্ নিকিটিন্ এবং জিনোয়ার হিরোনিমো ডি সাণ্টো ষ্টিফানো তৎকালীন ভারতের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। কিন্তু, পিদ্রো কভিলহাম্ নামক স্পেন্‌বাসীর বর্ণনা লোপ পাইয়াছে (১৪)।

নিকোলো ডি কন্টি ভারতবর্ষ ও পূর্ব্বাঞ্চলস্থ অন্যান্য দেশে ১৪১৯ হইতে ১৪৪৯ অর্থাৎ প্রায় পঞ্চবিংশ বৎসর অতিবাহিত করেন। মিসরের প্রান্তদেশে স্ত্রী পুত্রের জীবন রক্ষার্থ নিজেকে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে, ১৪৪৯ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পোপের (১৫) নিকট পাপ-মোচনের জন্য প্রার্থনা করেন। পোপ চতুর্থ ইউজীন কন্টিকে তাঁহার পর্য্যটনের ইতিহাস বর্ণনা করিবার জন্য আদেশ প্রদান

(১৪) Nicolo de' Conti : Athanasius Nikitin : Hieronimi di Santo Stefano : Pedro Covilham.

(১৫) "During his travels Conti had once, while in Egypt, been compelled to abjure his religion in order to save his wife and his children from death. Some five years after his return, troubled in conscience by the memory of his faithlessness, Conti sought absolution from Pope Eugene for his sin. The Pope was exceedingly happy in his choice of a penance for the erring wanderer. He ordered him to relate his adventures to Poggio Bracchiolini, his famous secretary, who wrote a Latin Version of them." কন্টি স্বদেশ প্রত্যাগমনের পাঁচ বৎসর পরে অনুতাপানলে দগ্ধ হওয়ায় পোপ তাঁহাকে তাঁহার পর্য্যটনের ইতিহাস বর্ণনার আদেশ প্রদান করেন এবং তদনুসারে কন্টি পোপের সেক্রেটারীর নিকট উহা বর্ণনা করেন। সেক্রেটারী উহা লাটীন ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন।

করেন এবং তদনুসারেই কন্টি যে সকল স্থানে ভ্রমণ করেন, সেই সকলের বৃত্তান্ত আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

কন্টি আরবী ভাষা শিক্ষা করিয়া ছয়শত বণিকের সহিত নিজ পণ্য সহ দামস্কাস হইতে যাত্রা করিয়া আরবের মরুভূমি উত্তীর্ণ হইয়া চালডিয়ায় পৌছেন। তথা হইতে বোগদাদ, পরে আট দিবসে বসোরা, চারিদিনে পারস্যোপসাগর, পাঁচদিনে কালকাস এবং পরে অর্ম্মাজে উপনীত হন। ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করিয়া আরব দেশের কালেকেসিয়া(১৬)বন্দরে যাইয়া পারসীভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তথায় তদ্দেশীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তিনি কয়েকজন পারসীক বণিকের সহিত একমাসে কাম্বে পৌছেন। কন্টি লিখিয়াছেন যে, কাম্বেতে প্রচুর পরিমাণে মূল্যবান্ প্রস্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়। পশ্চিম ভারতবর্ষের উপকূল হইয়া জলপথে কুড়িদিনে তাঁহারা উপকূলবর্ত্তী পাকামুরিয়া ও হেলী নামক দুইটী নগরে গমন করেন। এই দুইটী স্থানে, কন্টি উল্লেখ করিয়াছেন যে, আদা পাওয়া যাইত। এই স্থান হইতে প্রায় তিনশত মাইল অগ্রসর হইয়া বণিকগণ বিজয়নগরে উপস্থিত হন। কন্টি এই সমৃদ্ধিশালী নগর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে বিজয়নগরে এক লক্ষ সৈন্য আছে; অধিবাসীরা ইচ্ছানুসারে বিবাহ করিতে পারে এবং তাহাদের মৃত্যু হইলে তাহাদের পত্নীগণ সহমৃতা হয়। রাজা ভারতবর্ষের সকল নরপতি অপেক্ষা পরাক্রান্ত এবং তাঁহার দ্বাদশ সহস্র পরিচারিকা আছে; এই সকল পরিচারিকার চারি সহস্র সদাসর্ব্বদাই পদব্রজে তাঁহার অনুগমন করে এবং তাঁহার রন্ধনশালায় ব্রতী

(১৬) এই স্থান নির্দ্ধারিত হয় নাই। কালেকেসিয়া-কালহাট বলিয়া বার্ডউড নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিজয়নগরকে কন্টি "বিজেনেগালিয়া" (Bizenegalia) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কন্টি সিংহল সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা যে ভ্রমপূর্ণ তাহা বলাই বাহুল্য।

থাকে ; অন্য চারিসহস্র অশ্বারোহণে অথবা শিবিকায় তাঁহার অনুগামিনী হয় ; দ্বিসহস্র তাঁহার সহিত সহমৃতা হয়। সহমরণ ইহাদের মধ্যে বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখা হয়। বিজয়নগর হইতে আট মাইল দূরবর্ত্তী, পেলাগঙ্গা নামক সহর এই রাজারই অধীন ; ইহার দশ মাইল বিস্তৃতি। এই স্থান হইতে স্থলপথে আমরা পুতিপাটনা পৌঁছি এবং তথা হইতে সেণ্ট টমাসের সমাধিস্থল-সুশোভিত মালাপুরে যাই। মালাপুরে একটী বৃহৎ ও সুন্দর গির্জ্জা আছে। অধিবাসীরা নেষ্টোরিয়ান্ সম্প্রদায়ভুক্ত। সমগ্র প্রদেশ মালাবার নামে খ্যাত।

এই প্রদেশের প্রান্তভাগে প্রায় দ্বিসহস্র মাইল বিস্তৃত জিলাম নামক একটী প্রসিদ্ধ দ্বীপ আছে ; এই দ্বীপে পদ্মরাগ, মণি, অন্যান্য প্রস্তর এবং প্রচুর দারুচিনি আছে। উইলোর ন্যায় এক প্রকার বৃক্ষও এই দ্বীপে আছে। দ্বীপমধ্যে তিন মাইল বিস্তৃত ব্রাহ্মণ-শাসিত একটি নগর আছে ; এই সকল ব্রাহ্মণগণ দর্শনের অধ্যয়নে জীবনাতিপাত করে এবং ইহারা জ্যোতিষ শাস্ত্রেও অভিজ্ঞ।

ইহার অনতিদূরেই সুমাত্রা নামক দ্বীপ আছে ; প্রাচীন কালে ইহা তাপ্রোবেণ নামে আখ্যাত হইত। আমরা এই স্থানে এক বৎসর অতিবাহিত করি। এই স্থানে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মরিচ জন্মে। দ্বীপের এক অংশস্থ অধিবাসিবৃন্দ মনুষ্যমাংস ভোজন করে।

এই স্থান হইতে আমরা টেনাসরীম এবং গঙ্গার বদ্বীপ হইয়া কার্ণোভেম ও মারেজিয়া পৌঁছি। আমরা নদীর উভয় তীরস্থ নানাপ্রকার ফলমূল সুশোভিত সুন্দর সুন্দর গ্রাম দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। এই সকল গ্রামে প্রচুর পরিমাণে রম্ভা এবং নারিকেল জন্মে।

পরে আমরা আরাকান পৌঁছি এবং ইরাবতী নদী উত্তীর্ণ হইয়া

আভায় গমন করি। অত্রস্থ অধিবাসীরা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই মগুপানে সময়াতিপাত করে।

অতঃপর কন্টি পেগু ও যবদ্বীপে নয়মাস অতিবাহিত করিয়া সমুদ্রপথে কাম্বে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং তথা হইতে তিনি কোচীন, কোলাঙ্গরিয়া পলিউরিয়া, মেলিয়ান কোটা ও কালিকট হইয়া সকোট্রায় গমন করেন। শেষোক্তস্থানে দুইমাস অতিবাহিত করিয়া তিনি কাম্বে হইতে যাত্রা করিয়া ১৪৪৪ খৃষ্টাব্দে গৃহে প্রত্যাগমন করেন (১৭)।

কন্টির প্রত্যাগমনের চতুর্ব্বিংশ বৎসর পরে রুসীয়াবাসী আথানেসিয়াস নিকিটিন বাণিজ্য-ব্যপদেশে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার জন্ম-স্থান ভার (১৮) পরিত্যাগ করিয়া ভল্গা নদী হইয়া কাস্পিয়ান সাগরে উপনীত হন। অস্ত্রাকান পৌছিলে দস্যুতে তাঁহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে এবং তিনি কারাগৃহে প্রেরিত হন। মুক্তিলাভ করিয়া তিনি বাকু হইয়া বোখারা পৌছেন। বোখারা তখন বাণিজ্য-প্রধান স্থান ছিল। প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি কিছুকাল সারীতে অবস্থান করেন এবং তথা হইতে পারস্য হইয়া তিনি অর্ম্মাজে পৌছেন। এই স্থান হইতে জাহাজে করিয়া তিনি ভারত-মহাসাগর (১৯) উত্তীর্ণ হইয়া মস্কট, গুজরাট, কাম্বে ও চৌলে উপনীত হন। শেষোক্তস্থলে তিনি জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বিদরে (২০) গমন করিয়া চারি বৎসর

(১৭) Hakluytus Posthumus or Purchas His Pilgrimes. Volumes XI. Chap VII.

(১৮) Tver.

(১৯) নিকিটিন ভারত মহাসাগরকে "Doria Hondustankaia" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(২০) বিদর তখন বামনী রাজ্যের রাজধানীরূপে পরিণত হইয়াছিল।

অতিবাহিত করেন। বিদর তখন বামনী রাজ্যের রাজধানী ছিল। বিদর হইতে তিনি কনকন উপকূল হইয়া অর্ম্মাজে এবং পরে স্থলপথে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

আমরা নিকিটিনের বৃত্তান্ত হইতে কয়েকটী স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতেছি।

অর্ম্মাজ—পৃথিবীর একটী বাণিজ্য-প্রধান স্থান। এই স্থানে সকল দেশীয় লোক এবং সকল প্রকার পণ্য পাওয়া যায় এবং পৃথিবীর যে স্থানে যাহা উৎপন্ন হয় তাহাই অর্ম্মাজে আঁমদানী হয়। তবে, শুল্কের হার অত্যন্ত বেশী—মূল্যের এক দশমাংশ।

কাম্বেয়াট—ভারত মহাসাগরের একটী প্রধান বন্দর। এই স্থানে পরিচ্ছদ, সাটীন ও কম্বল আমদানী হয় এবং নীল প্রস্তুত হয়। এই স্থানে "আগেট" নামক মণিও পাওয়া যায়।

দাবুল—কনকানের অন্তর্গত দাবুলে মহীশূর হইতে অশ্বের আমদানী হয়। ইহাও একটি বিস্তৃত বন্দর।

কালিকট—এই স্থানে মরিচ, দারুচিনি, আদা, রংয়ের বৃক্ষ, লবঙ্গ এবং নানা প্রকার মসলার আমদানী হয়।

বিদর—মুসলমান রাজ্যের রাজধানী। এই স্থানে অশ্ব, নানা প্রকার পণ্য এবং কৃষ্ণবর্ণের ক্রীতদাস ক্রয় বিক্রয় হয়।

বিজয়নগর—হিন্দু নরপতি অত্যন্ত পরাক্রান্ত। তাঁহার সুশিক্ষিত সৈন্যের অবধি নাই এবং তিনি পর্ব্বত-গৃহে বাস করেন। এই প্রকাণ্ড নগর তিন দিকে দুর্গ-বেষ্টিত, মধ্যস্থলে নদী। নগরটী দুর্ভেদ্য।

অন্যতম পর্য্যটক হিয়েনিমো ডি সাণ্টো ষ্টিফানোও "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" এই মহাবাক্যের সার্থকতা সম্পাদনোদ্দেশে পঞ্চদশ শতাব্দীর

শেষভাগে এতদ্দেশে আগমন করেন। যতদূর অবগত হওয়া যায় তাহাতে ১৪৯৪ হইতে ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি ভারতবর্ষে অতিবাহিত করেন। মিসরের রাজধানী কাইরো হইতে যাত্রা করিয়া তিনি নীলনদ হইয়া কেনে নামক স্থানে পৌঁছেন এবং তথা হইতে জলপথে মিসরের দুর্গম মরুভূমিতে সাত দিন অশেষ ক্লেশভোগ করিয়া লোহিত সাগরের অন্তর্গত কোসিরে ও এডেন হইয়া কালিকট পৌঁছেন। এই পর্য্যটক উল্লেখ করিয়াছেন যে, কালিকটে তখন মরিচ এবং আদা জন্মিত। কালিকট হইতে জাহাজ-যোগে ছাব্বিশ দিনে তিনি লঙ্কায় উপনীত হন। লঙ্কায় তখন প্রচুর দারুচিনির বৃক্ষ জন্মিত এবং নানা প্রকার মূল্যবান্ প্রস্তর পাওয়া যাইত। এই স্থান হইতে দ্বাদশ দিনে তিনি করমণ্ডল উপকূলে উপস্থিত হন। এইস্থানে চন্দন উৎপন্ন হইত। দীর্ঘকাল এই স্থানে বাস করিয়া তিনি বর্ম্মার অন্তর্ভূ‍ত পেগু, তথা হইতে মালাক্কা, সুমাত্রা প্রভৃতি স্থান হইয়া সিরিয়ার অন্তর্গত ত্রিপোলীতে উপনীত হন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর পর্য্যটকত্রয়ের মধ্যে ষ্টিফানোর বৃত্তান্তে আমরা উল্লেখযোগ্য কিছুই পাই না এবং কন্টি ও নিকিটিন যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাই প্রণিধানযোগ্য। ইঁহাদের বর্ণনা হইতে ভারতবর্ষের বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক অবস্থার বিষয় বিশেষ কিছু অবগত না হওয়া গেলেও, সামাজিক অবস্থা অনেক পরিমাণে অবগত হওয়া যায়।

কন্টি যখন এতদ্দেশে আগমন করেন, তখন বামনী রাজত্ব ব্যতীত বিজয়নগর রাজ্যের সমকক্ষ অন্য কোন রাজ্য ছিল না। বিজয়নগরের তৎকালীন অবস্থা অবগত হইতে হইলে কন্টি ও নিকিটিনের বর্ণনার উপর অনেকাংশে নির্ভর করিতে হয়। কন্টি বলিয়াছেন যে, বিজয়নগর, অর্থাৎ রাজধানীর পরিধি ষাট মাইল ছিল এবং ৯০,০০০ সহস্র অধিবাসী

অস্ত্রধারণে সক্ষম ছিল। কিন্তু, এ প্রসঙ্গে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিজয়নগর এ সময়ে তাহার কীর্ত্তির শীর্ষস্থান অধিকার করে নাই। ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৫৬৫ বৎসর পর্য্যন্ত ইহা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। সুতরাং, সে হিসাবে কন্টি তথাকার সৈন্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রকৃতই উল্লেখযোগ্য।

উভয় পর্য্যটকের কেহই বিজয়নগর রাজ্যের পরিমাণ প্রদান করেন নাই বটে; (২১) কিন্তু, কন্টি ও নিকিটিন উভয়ের বর্ণনা হইতেই আমরা বিজয়নগর ও বামনী রাজ্যের বিবাদ বিসম্বাদের যথেষ্ট ইতিহাস প্রাপ্ত হই। নিকিটিন বিজয়নগরের সমৃদ্ধির ও উহার অবস্থানেরও বিষদ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। নিকিটিন হইতে আমরা বামনী রাজ্যেরও অনেক ইতিহাস অবগত হইতে পারি। এই সম্বন্ধে আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর ইউরোপীয়ান্ পর্য্যটকগণের মধ্যে একমাত্র নিকিটিনই বামনী-রাজ্যে আগমন করেন। নিকিটিন বিদরনগরকে এই রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান নগর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় বিদরের সমৃদ্ধির প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন যে, নগরটী বহুজনাকীর্ণ; কিন্তু. প্রদেশস্থ অধিবাসীরা অত্যন্ত দরিদ্র। অভিজনগণ ধনী এবং বিলাসপ্রিয়। তাঁহাদিগকে রৌপ্যনির্ম্মিত খট্টায় বহন করা হয় এবং গমনাগমনকালে তাঁহাদের অগ্রে সুসজ্জিত অশ্বারোহণে কুড়িজন অশ্বারোহী ও পশ্চাতে তিনশত অশ্বারোহী, পাঁচশত পদাতিক ও বাদ্যকরগণ গমন করে। নিকিটিন বলিয়াছেন যে, বিজয়নগরের

(২১) আবদার রজাক নামক আরবদেশীয় বণিক্ ১৪৪২ খৃষ্টাব্দে পারস্যের বাদসাহ কর্ত্তৃক বিজয়নগরের নরপতির নিকট দূতরূপে প্রেরিত হন। বিজয়নগরের বৃত্তান্ত জানিতে হইলে রজাকের মূল্যবান্ বৃত্তান্ত পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

বিরুদ্ধে অভিযানকালে সুলতান ৯০০,০০০ সৈন্য, ১৫০,০০০ অশ্ব ও ৫৭৫টি হস্তী সঙ্গে লইয়াছিলেন।

দুঃখের বিষয়, কণ্টি বঙ্গদেশ সম্বন্ধে আমাদিগকে বিশেষ কিছুই বলেন নাই। তৎকালীন বঙ্গের বৈদেশিকগণের বৃত্তান্ত আরও অধিক পরিমাণে হস্তগত হইলে, ঐতিহাসিকগণের অধিকতর সুবিধা হইত। কণ্টি সেই সময়কার আইন কানুন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা যে কেবল বিজয়-নগরে প্রচলিত ছিল তাহা বলিয়া মনে হয় না। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, অপরাধী সাক্ষীদ্বারা স্বীয় নির্দ্দোষিতাপ্রমাণে অশক্ত হইলে তাহাকে দেবতার সম্মুখে লইয়া যাওয়া হইত এবং তাঁহার সম্মুখে তাহাকে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইতে হইত যে সে নির্দ্দোষ। পরে, তাহাকে উত্তপ্ত কোদালি লেহন করিতে হইত এবং যদি উহাতে তাহার জিহ্বায় কোনরূপ ক্ষত না হইত তবে সে নির্দ্দোষ বলিয়া পরিগণিত হইত।

কণ্টি যে সময় ভারতবর্ষে আগমন করেন, সে সময়ে সতীদাহ প্রচলিত ছিল। কণ্টি সতীদাহের নিম্নোক্ত বর্ণনা করিয়াছেন :—"মধ্যভারতে মৃত-দেহকে দাহ করা হয় এবং তাহাদের স্ত্রীগণকেও প্রায়ই তাহাদের সহিত দাহ করা হয়। বিবাহের সময় যেরূপ নির্দ্ধারিত হয় সেই হিসাবেই স্ত্রীকে সহমৃতা হইতে হয়। প্রথমা স্ত্রী আইনানুসারে সহমৃতা হইতে বাধ্য—এমন কি সে স্ত্রী একমাত্র পত্নী হইলেও তাহার নিষ্কৃতি নাই। কিন্তু, অন্যান্য স্ত্রীগণকে এই সর্ত্তে বিবাহ করা হয় যে, স্বামীর মৃত্যুর পর তাহারা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শোভা-বৃদ্ধিকরণার্থ সহমৃতা হইবে। এতদ্দেশে ইহা অত্যন্ত সম্মানের চক্ষে দেখা হয়। মৃত স্বামীকে উত্তম বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া খট্টার উপর স্থাপন করা হয়। পিরামিডের আকারে শবের উপরে চিতা সজ্জিত করা হয়। এই চিতা সুগন্ধী কাষ্ঠ দ্বারা প্রস্তুত হয়।

চিতায় অগ্নি প্রদান করিলে, স্ত্রী বহুমূল্য বেশ ভূষায় সজ্জিতা হইয়া চিতা প্রদক্ষিণ করে। বহুসংখ্যক লোক সতীর সঙ্গে সঙ্গে চিতা প্রদক্ষিণ করে এবং নানারূপ বাদ্যধ্বনি হইতে থাকে। ইতিমধ্যে, একজন পুরোহিত উচ্চ-স্থানারূঢ় হইয়া জীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে ও পরজন্মে ঐ স্বামীর সহিত পুনর্ব্বার মিলিতা হইবার কথা সম্বন্ধে উপদেশ দেন। চিতার চতুর্দ্দিকে কয়েকবার পরিভ্রমণ করিয়া, সতী শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া অবগাহনান্তর চিতায় ঝম্প প্রদান করেন। যদি কেহ এরূপ করিতে ভীতা হয়, তবে তাহাকে বলপূর্ব্বক চিতায় নিক্ষেপ করা হয়। পরে, চিতা-ভস্ম সংগ্রহ করিয়া পাত্রে স্থাপন করা হয়।”

কন্টির পুস্তকে বিজয়নগরের সম্বন্ধীয় আরও অনেক বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় এবং সকলদিক্ পর্য্যালোচনা করিলে ইহা স্বীকার করা যাইতে পারা যায় যে, তাঁহার বৃত্তান্ত অত্যন্ত মূল্যবান্ (২২)।

ইংরাজ-পর্য্যটকগণের এতদ্দেশে আসিবার পূর্ব্বে, আরও কয়েকজন ইউরোপীয় পর্য্যটক ভারতবর্ষে আগমন করেন। লাডোভিকো ডি ভার্থেমা, ডুয়ার্টে বারবোসা, সিজার ডি ফেডারিকি, ফার্ণাণ্ডোনুনিজ এবং ডেমিঙ্গোজ পিজের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এতন্মধ্যে ভার্থেমা, বারবোসা এবং ফেডারিকি অধিকতর উল্লেখযোগ্য। বিজয়নগরের হিন্দুরাজত্বের বৃত্তান্ত জানিতে হইলে নুনিজের পুস্তক অত্যাবশ্যক।

লাডোভিকো ডি ভার্থেমা বোলোনার অধিবাসী ছিলেন। তিনি ভারত-বর্ষ ব্যতীত আরও অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং যে যে দেশে

---

২২) নিকিটিন বিদর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন “All are black and wicked, and the women all harlots, or witches, or thieves, or cheats ; and they destroy their masters with poison.”

গমন করিয়াছিলেন, সেই সকল দেশেরই মূল্যবান্ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভার্থেমার পর্য্যটনের আর একটী বিশেষত্ব এই যে, তিনি রাজনৈতিক বা বাণিজ্য-ব্যপদেশে ভ্রমণ করেন নাই—ভ্রমণের জন্যই দেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। পর্ত্তুগীজগণের ভারতবর্ষে প্রাধান্যলাভ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তিনি এতদ্দেশে আগমন করেন এবং স্থলপথে ভারতবর্ষে আসিবার পথ তিনি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

১৫০২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ভার্থেমা ইউরোপ পরিত্যাগ করেন এবং কাইরো, বিরাট, দামস্কাস এবং মক্কা হইয়া লোহিতসাগরের পথে এডেনে উপনীত হন। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী গুপ্তচরবোধে শেষোক্ত স্থলে তাঁহাকে কারাগৃহে নিক্ষেপ করা হয়। অতিকষ্টে অব্যাহতি লাভ করিয়া তিনি আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব্ব উপকূলে গমন করেন এবং তথা হইতে জাহাজে করিয়া গুজরাটের অন্তর্গত ডিউয়ে উপস্থিত হন। পুনরায় তিনি ভারত-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া অর্ম্মাজে পৌছেন। তথা হইতে হিরাট নগর দেখিয়া পুনর্ব্বার অর্ম্মাজে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং সমুদ্র-পথে কাম্বে উপনীত হন। ভার্থেমা কাম্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "গুজরাটবাসীরা মাংসাহারে বা জীবিতপ্রাণিহত্যায় বিরত থাকে। তাহারা মুসলমানও নহে, হিন্দুও নহে। কিন্তু তাহাদের অধিপতি মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী। তাঁহার গোঁপ এত দীর্ঘ যে, তিনি উহা স্ত্রীলোকের কেশের ন্যায় মস্তকের পশ্চাতে বাঁধিয়া রাখেন এবং তাঁহার দাড়ী এত বড় যে, উহা তাঁহার কটীদেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিত থাকে।"

কাম্বে হইতে ভার্থেমা চৌল, দাবুল, ওনোর, এবং মাঙ্গালোর হইয়া বিজয়নগর পৌছেন। বিজয়নগর পরিদর্শন করিয়া তিনি কালিকটে

গমন করেন। কালিকট এই সময়ে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল এবং ভার্থেমার পুস্তকের এক তৃতীয়াংশ কালিকটের বর্ণনাপূর্ণ। কালিকট পরিত্যাগ করিয়া, তিনি লঙ্কাদ্বীপ হইয়া পুলিকাট, নেগাপটম, "টার্ণাসেরি" এবং "বাঙ্গেল" (২৩) দর্শন করেন। অতঃপর তিনি পেগু, মালাক্কা, সুমাত্রা ও বোর্ণিয়োয় গমন করেন। ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি পর্ত্তুগীজ ও কালিকটের জামোরিনে যে জলযুদ্ধ হয় তাহা দর্শন করেন। পরে, তিনি কোচীনে কার্য্যগ্রহণ করেন এবং অবশেষে ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ-জাহাজে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

অন্যতম পর্য্যটক বারবোসা ষোড়শশতাব্দীর প্রথমভাগে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ইনিও বিজয়নগরের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

(২৩) ভার্থেমা দক্ষিণাত্যের রাজনীতির প্রশংসা করিয়াছেন। বারবোসা বলিয়াছেন যে, অপরাধীর দোষগুণানুসারে বিচার হইত। তবে, বারবোসা ইহাও বলিয়াছেন যে, কালিকটে অভিজনগণ নানারূপ সুবিধা উপভোগ করিতেন এবং তাঁহারা কোন অপরাধেই শৃঙ্খলাবদ্ধ হইতেন না। দরিদ্রগণ নানারূপ অসুবিধা-ভোগ করিত। "বাঙ্গেলের" স্থান নির্দ্দেশে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। কেহ কেহ ইহাকে সন্দীপ ও হাতীয়ার মধ্যবর্ত্তী কোন স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভার্থেমা বাঙ্গেল সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে "I never saw a country in which provisions were so cheap." অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্য এত সস্তা তিনি আর কুত্রাপিও দেখেন নাই। "Here they found the richest merchants they had ever met ; the principal exports were cotton and silk stuffs...The country abounded in grains of every kind—sugar, ginger and cotton and was withal the best place in the world to live in." অর্থাৎ এই স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী বণিক্গণ থাকে। কার্পাস ও রেশমী বস্ত্র প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হয়। দেশে সকল প্রকার শস্য, চিনি, আদা ও কার্পাস হয়। পৃথিবীর মধ্যে বাস করিবার এই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান। সোজাসুজি ভার্থেমার "বাঙ্গেল"কে বঙ্গদেশ বলা যাইতে পারে কি ?

বিজয়নগরের অন্যতম নরপতি কৃষ্ণদেবরায়ের রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্বে কি পরে তিনি বিজয়নগরে গমন করেন তাহা নিশ্চয়রূপে বলা যায় না। তিনি বিজয়নগরের চিত্তাকর্ষক বৃত্তান্ত প্রদান করিয়াছেন। বিজয়নগরের বৃহৎ এবং সুদৃশ্য রাজপ্রাসাদগুলি, ইহার প্রশস্ত গৃহ সকল, রাজপথ ও উদ্যান, ইহার অগাধ বাণিজ্য—এই সকল বিষয়েরই তিনি যথাযথ বর্ণনা করিয়াছেন। বিজয়নগরাধিপতি যে দাক্ষিণাত্যের রাজার সহিত অনবরত যুদ্ধ করিতেন তাহারও কথা উল্লেখ করিয়াছেন। দেশ সুশাসিত ছিল এবং বিজয়নগরের রাজপথে সকল দেশের সকল জাতি সমবেত হইয়া ব্যবসায় করিত।

উড়িষ্যা সম্বন্ধে বারবোসা এইরূপ বলিয়াছেন :—

"উড়িষ্যা হিন্দুরাজ্য; অধিবাসীরা সুদক্ষ সৈন্য। নরপতি প্রায়ই বিজয়নগরের রাজার সহিত যুদ্ধ করেন। উড়িষ্যাধিপতির পদাতিক সৈন্য সংখ্যায় যথেষ্ট—এবং ইহারা সুপটু। এতদ্দেশে বন্দরের সংখ্যা অত্যল্প এবং ইহা বাণিজ্যপ্রধান স্থান নহে। উপকূল হইতে গঙ্গা পর্য্যন্ত দুই শত একুশ মাইল স্থান ইঁহার অধিকৃত। গঙ্গার অপর পারে বঙ্গদেশ অবস্থিত। উড়িষ্যাধিপতি মধ্যে মধ্যে বঙ্গদেশের সহিতও যুদ্ধ করেন। সকল ভারতীয় তীর্থযাত্রী স্নানার্থ গঙ্গাতীরে গমন করে। গঙ্গা স্বর্গরাজ্যস্থ উৎস হইতে উদ্ভূতা বলিয়া ইহারা মনে করে যে, ইহাতে স্নান করিলে সকল পাপ দূরীভূত হয়। এই নদী অত্যন্ত বৃহৎ এবং সুন্দর,—উভয় তীরে সমৃদ্ধিশালী হিন্দুনগর সমূহ সুশোভিত; এই নদী ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্ত্তী-ভূভাগে ভারতবর্ষের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড অবস্থিত। এই ভূভাগ উর্ব্বরা; ইহার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ ও প্রীতিপ্রদ এবং এই নদী হইতে মালাক্কা পর্য্যন্ত ভূমিখণ্ডে ভারতবর্ষের তৃতীয় খণ্ড অবস্থিত।

বার্বোসা বঙ্গদেশ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন—গঙ্গা নদী উত্তীর্ণ হইয়া আমরা বঙ্গরাজ্যে উপনীত হই। রাজ্যের অভ্যন্তরে এবং উপকূলে অনেক নগর আছে। বন্দরে মুসলমান ও হিন্দু বাস করে। ইহারা নানারূপ পণ্য ক্রয় বিক্রয় করে। প্রান্তদেশে "বেঙ্গল" বলিয়া একটী নগর আছে। ইহার অধিবাসীরা শ্বেতকায় এবং বলশালী। নানা-দেশীয় বৈদেশিকগণ এই নগরে বাস করে। এতদ্দেশের জলবায়ু নাতি-শীতোষ্ণ ও দেশ উর্ব্বরা বলিয়া আরব, পারস্য ও আবিসিনিয়ার বণিক্‌গণও এইস্থানে সমবেত হয়। ইহারা সমৃদ্ধিশালী এবং মক্কাদেশীয় নৌকার ন্যায় অনেকগুলি নৌকার অধিকারী। এই সকল নৌকায় করিয়া এই সকল বণিক্‌গণ করমণ্ডল, মালাবার, কাম্বে, পেগু, সুমাত্রা, সিংহল ও মালাক্কায় গমনাগমন করে। এই দেশে প্রচুর পরিমাণে কার্পাস, ইক্ষুদণ্ড, উত্তম আদা ও লঙ্কামরিচ উৎপন্ন হয় এবং সুন্দর সুন্দর বস্ত্রাদিও প্রস্তুত হয়। অধিবাসীরা এই সকল বস্ত্র পরিধান করে এবং ইহা অন্যত্র রপ্তানীও হয়। এই স্থানে ময়দাও প্রস্তুত হয়; কিন্তু অধিবাসীরা পাঁউরুটী প্রস্তুতে সক্ষম নহে। ইহা চর্ম্মের থলির অভ্যন্তরে পুরিয়া জাহাজে করিয়া অন্যত্র প্রেরিত হয়। বঙ্গদেশে নানাপ্রকার ফলও রক্ষিত হয়। এতদ্দেশে বহু পরিমাণে অশ্ব, গাভী, মেষ এবং সুবৃহৎ কুক্কুট পাওয়া যায়। এতদ্দেশীয় মুসলমান বণিক্‌গণ হিন্দু মাতাপিতার নিকট হইতে সন্তান ক্রয় বা অপহরণ করিয়া আনয়ন করে। এতদ্দেশীয় রাজা মুসলমান ও ধনী এবং তাঁহার হিন্দু প্রজাগণ তাঁহার অনুগ্রহ লাভের আশায় মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকে।"

ফেডারিকি অথবা সিজার ফ্রেডারিক ইটালীবাসী ছিলেন। তিনি ১৫৬৩ হইতে ১৫৮১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পূর্ব্বাঞ্চলে ভ্রমণ করেন। ১৫৬৩

খৃষ্টাব্দে ভিনিস হইতে যাত্রা করিয়া তিনি অর্ম্মাজ পৌছেন এবং তথা হইতে জাহাজে করিয়া ডিউ গমন করেন। ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে ফ্রেডারিক গোয়ায় উপনীত হন এবং তথা হইতে স্থলপথে বিজয়নগরে যান। দুই বৎসর পুর্ব্বে বিজয়নগর দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজগণ কর্ত্তৃক ধ্বংস হইয়াছিল। তিনি এই ধ্বংসের এক করুণোদ্রেককারী বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন।

ফ্রেডারিক বিজয়নগর হইতে গোয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সম্ভবতঃ তিনি উড়িষ্যা, বঙ্গদেশ, পেগু ও অন্যান্যস্থানেও ভ্রমণ করেন। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া পর বৎসরে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ফেডারিকি উড়িষ্যা ও গঙ্গানদীর নিম্নলিখিত বর্ণনা করিয়াছেন :—

"উড়িষ্যা একটী সুন্দর রাজ্য এবং এরূপ সুশাসিত যে, যে কোন ব্যক্তি নিরাপদে স্বর্ণ হস্তে করিয়া দেশমধ্যে ভ্রমণ করিতে পারে। রাজা হিন্দু জাতীয়; তাঁহার রাজধানী কটকে অবস্থিত, ইহা সমুদ্র হইতে স্থলপথে ছয় দিবসের ব্যবধান। এই রাজা বৈদেশিকগণকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন; বিশেষতঃ, যাঁহারা বাণিজ্যার্থ এতদ্দেশে গমনাগমন করেন তাঁহাদিগকে অত্যধিক শ্রদ্ধা করেন। তিনি এই সকল বণিকগণের নিকট হইতে শুল্ক গ্রহণ অথবা তাহাদিগকে কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত করেন না। যে সকল জাহাজ এই প্রদেশে আগমন করে তাহা হইতেই কেবল সামান্য শুল্কগ্রহণ করা হয়। উড়িষ্যার প্রত্যেক বন্দরেই ২৫।৩০ খানি ক্ষুদ্র বৃহৎ জাহাজে চাউল এবং সুন্দর শুভ্র বস্ত্র ও তৈল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই তৈলে মৎস্য ভর্জ্জিত করা হয় এবং ইহা খাইতে অত্যন্ত সুস্বাদু। এতদ্ব্যতীত প্রচুর পরিমাণে মাখন, লাক্ষা, মরিচ, আর্দ্রক, হরীতকী এবং রেশম-বস্ত্র প্রস্তুতের

জন্ম এক প্রকার তৃণ এতদ্দেশে পাওয়া যায়। ষোড়শ বৎসর পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় রাজা ও এই রাজ্য পাটনাধিপতি কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়। পাটনাধিপতি বঙ্গদেশের অধিকাংশেরও রাজা। তিনি এই রাজ্য জয় করিয়া তাঁহার রাজ্যে প্রচলিত শুল্কের ন্যায় দ্রব্যের মূল্যের শতকরা বিংশভাগ-শুল্ক প্রচলন করিয়াছিলেন। কিন্তু, তিনি অল্পকালের জন্যই এই রাজ্য ভোগ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; কারণ, তিনি আগ্রা ও দিল্লীর অধিপতি কর্ত্তৃক বিনাযুদ্ধে পরাজিত হন।

"আমি উড়িষ্যা হইতে বঙ্গদেশের পিকুইনো বন্দরে গমন করি। ইহা উড়িষ্যা হইতে পূর্ব্বদিকে একশত সত্তর মাইল। উপকূল ভাগ হইতে সমুদ্রপথে ৫৪ মাইল অগ্রসর হইয়া আমরা গঙ্গানদীতে পড়ি; গঙ্গার বদ্বীপ হইতে সাতগাঁনামক নগরে গমন করি। সাতগাঁ বদ্বীপ হইতে একশত মাইল; জোয়ারের সময় নৌকাপথে সাতগাঁয় পৌঁছিতে হয়। এতদ্দেশীয় নৌকাকে বজরা বলে এবং নাবিকগণ সুদক্ষ। সাতগাঁ পৌঁছিবার পূর্ব্বে বটর নামক স্থানে পৌঁছিতে হয়। জাহাজ ইহার পরে আর অগ্রসর হইতে পারে না। প্রত্যেক বৎসর তাহারা বটরে খড় দ্বারা গৃহ ও বিপণি নির্ম্মাণ করে এবং যতদিন জাহাজগুলি এইস্থানে থাকে, ততদিন্ এই গৃহগুলি রক্ষা করা হয়। কিন্তু, জাহাজগুলির প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে গৃহগুলিতে অগ্নি প্রদান করা হয়। আমি ইহাতে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। সাতগাঁ যাইবার কালে আমি এই গ্রামটীকে বহুসংখ্যক লোকপরিপূর্ণ ও বাজার সমন্বিত দেখিয়াছিলাম কিন্তু, প্রত্যাগমন কালে দেখিলাম যে সমস্ত ভস্মীভূত হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজগুলি সপ্তগ্রামে যাইয়া পণ্য বোঝাই করে।"

পীজ্ ও মুনিক্সের বর্ণনার যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমরা প্রসঙ্গান্তরে গমন করিব। পীজ্ দাক্ষিণাত্যের উৎসবাদির বৃত্তান্ত ও উৎসবকালীন

ব্যায়ামাদির বর্ণনা করিয়াছেন। মুনিজ্ ও পীজ্ উভয় হইতেই আমরা জানিতে পারি যে, তৎকালে নরহত্যা সম্পাদিত হইত। মুনিজ্ দাক্ষিণাত্যের কৃষকগণের একটী চিত্তাকর্ষক বৃত্তান্ত প্রদান করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, "রাজাই সকল ভূমির অধিকারী ছিলেন এবং তিনিই উহা কৃষকগণকে প্রদান করিতেন। কৃষকগণকে উৎপন্ন দ্রব্যের ৭/১০ অংশ রাজাকে প্রদান করিতে হয়; কৃষকগণের কোন ভূমি নাই। প্রজাগণ ইচ্ছামত রাজার নিকট আবেদন করিতে পারিত। কোন স্থানে দস্যুতা হইলে সেই স্থানের শাসনকর্ত্তাই উহার জন্য দায়ী হইতেন। চুরি করিলে, চোরের হস্তচ্ছেদন করা হইত। নিম্নশ্রেণীস্থ লোকেরা অপরাধ করিলেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইত। রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইলে অপরাধীর চর্ম্ম উঠাইয়া ফেলা হইত। দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ অনুমোদিত হইত,—তবে অনুমতি লইতে হইত।"

ভারতবর্ষের এক প্রান্তে যখন পর্ত্তুগীজ্‌গণ স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল, তখন কয়েকজন পর্ত্তুগীজ্ ধর্ম্মযাজক ভারতবর্ষের নানাস্থান পরিভ্রমণ করেন। এই সকল ধর্ম্মযাজকগণের মধ্যে নিকোলাস্ পাইমেণ্টা (২৪) এবং সিবাষ্টিয়ান্ মান্‌রিক্ উল্লেখযোগ্য। প্রথমোক্ত— ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রধান যিশুইট ধর্ম্মযাজক ক্লদিয়াস একোয়াভাইভাকে

(২৪) পাইমেণ্টার পুস্তকের নাম "Indian Observations gathered out of the letters of Nicholas Pimenta, Visitor of the Jesuits in India, and of many others of that Societie, written from divers Indian regions, principally relating the countries and accidents of the Coast of Coromandal and of Pegu." পাইমেণ্টার পত্রগুলি ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে ক্লদিয়াস একোয়াভাইভাকে লিখিত হইয়াছিল।

কতকগুলি পত্র লেখেন। এই পত্র গুলিতে দাক্ষিণাত্যের বিবরণ সূচক বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। মানরিক চাণ্ডিকান, চট্টগ্রাম ও কেদার রায়ের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন।

সিবাষ্টিয়ান্ মান্রিক্ ১৬১২ খৃষ্টাব্দে আবার তিনজন ধর্ম্মযাজকের সহিত খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচারার্থে বঙ্গদেশে প্রেরিত হন। পরবর্ত্তী ত্রয়োদশ বৎসর তিনি ভারতবর্ষের অনেক স্থান দর্শন করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার বর্ণিত সকল বৃত্তান্ত আমাদের হস্তগত হয় নাই। গোয়া হইতে অন্যতম তিনজন ধর্ম্মপ্রচারকের সহিত যাত্রা করিয়া তাঁহারা জলপথে আঞ্জেলিম (২৫) নামক স্থানে পৌছেন। তাঁহাদিগকে তত্রস্থ নবাবের নিকট লইয়া যাওয়া হইলে এবং জাহাজের কাপ্তেনের প্রতি জাহাজের চাবীগুলি দিবার আদেশ হইলে, তিনি অস্বীকার করিলেন। তৎক্ষণাৎ কাপ্তেন ও মানরিকের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। তাঁহাদিগকে বন্ধন ও গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করাইয়া কারাগারে প্রেরণ করা হইল। কাপ্তেন, মানরিককে প্রবোধ দিতে লাগিলেন এবং এ সকলই কেবল তাঁহারা গুপ্তচর কিনা ইহাই পরীক্ষার্থ হইতেছে বলিলেন। কয়েকজন সৈন্য উন্মুক্ত তরবারী হস্তে কারাগৃহে প্রবেশ করিয়া, প্রায় সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া তাঁহাদিগকে হত্যা করিবে এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। অবশেষে, কাপ্তেনের কথাই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল এবং তাঁহাদিগকে অব্যাহতি দেওয়া হইলে তাঁহারা হুগলির উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

মান্রিক্ তৎকালীন বঙ্গের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বঙ্গদেশের সুবাদারের অত্যাচারের

(২৫) আঞ্জেলিমকে পাইমেণ্টা গঙ্গাতীরবর্ত্তী বলিয়াছেন। এই স্থানটী "হিজলী" বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

জন্য ঐ প্রদেশের সমধিক উন্নতি হইত না। যদি কোন ভূম্যধিকারী সরকারী খাজানা দিতে অসমর্থ হইতেন, তবে সুবাদার তাঁহার জমি বাজেয়াপ্ত করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না; তাঁহার স্ত্রী পুত্র পরিজন পর্য্যন্ত কারারুদ্ধ করিতেন। কিন্তু, মান্রিক্ এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, বঙ্গদেশীয় প্রজা বেত্রাঘাত ভিন্ন কিছুতেই রাজস্ব প্রদান করিত না এবং স্বামী বিনা বেত্রাঘাতে রাজস্ব প্রদান করিয়াছে শুনিলে, স্ত্রী তাহাকে কিয়দ্দিবস অনশনে বা অর্দ্ধাসনে কাটাইতে বাধ্য করিত। অধিবাসীরা মনে করিত যে, যে আঘাত করে সেই প্রভু; যে আঘাত করেনা সে কুকুর (২৬)। মান্রিক্ সতীদাহের কথা, হিন্দুর গো-গঙ্গার প্রতি ভক্তি, জগন্নাথে ও সাগরে (২৭) দেহত্যাগের কথারও উল্লেখ করিয়াছেন।

বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া মান্রিক্ চট্টগ্রাম ও তথা হইতে আরাকানে গমন করিয়াছিলেন। এইস্থানে অনেকদিন বাস করিয়া তিনি বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন করেন। গোয়ায় প্রত্যাগমন কালে তিনি পুনর্ব্বার কারারুদ্ধ হন। মুক্তিলাভ করিয়া তিনি ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, কোচীন চায়না প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় বঙ্গদেশে গমন করেন। কিয়দ্দিবস তথায় অবস্থান করিয়া তিনি আগ্রা ও তথা হইতে গঙ্গাপথে লাহোরে উপনীত হন।

মান্রিক্ কাবুল, কান্দাহার ও পারস্য হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন (২৮)।

---

(২৬) "He who gives blows is a master; he who gives none is a dog."

(২৭) মান্রিক্ লিখিয়াছেন যে, তখন গঙ্গা-সাগর কুম্ভীর-পরিপূর্ণ থাকিত এবং কুম্ভীরগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইবার উদ্দেশ্যেই সন্ন্যাসীরা সাগরে ঝম্পপ্রদান করিত।

(২৮) মানরিকের পুস্তকের নাম "Itinerario de las missiones del India Oriental." সর্ব্বপ্রথমে ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে ইহা রোমে প্রকাশিত হয়।

নিকোলাস্ পাইমেণ্টা ও সিবাষ্টিয়ান্ মানরিকের পূর্ব্বে ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে টমাস্ ষ্টীফেন্স নামক একজন ইংরাজ ভারতবর্ষে আগমন করেন। ভারতে ইনিই সর্ব্বপ্রথম ইংরাজ—ইতিপূর্ব্বে আর কোন ইংলণ্ডবাসী ভারতবর্ষে আইসেন নাই। ষ্টীফেন্স গোয়া পৌঁছিয়া সাল্‌সিটের ধর্ম্মপ্রচারকগণের কলেজের অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত হন। ভারতবর্ষে থাকিবার সময় তিনি তাঁহার পিতাকে দুই খানি (২৯) পত্র লিখিয়াছিলেন। এই পত্রদ্বয়ে গোয়ার কথঞ্চিৎ বিবরণ পাওয়া যায়। কথিত হয় যে, তাঁহার পত্রপাঠ করিয়াই ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য-লিপ্সা কাহারও কাহারও মনে বলবতী হয়।

পর্য্যটক হিসাবে ষ্টীফেন্সের কোন মূল্য নাই। সে হিসাবে লণ্ডনের বণিক্ রাল্‌ফ্ ফীচের স্থান অনেক উচ্চে এবং পর্য্যটকদিগের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ফীচের আমূল বৃত্তান্তই আমরা "সমসাময়িক ভারতের" এই খণ্ডে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। ফীচের বর্ণনা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ইংলণ্ডের তৎকালীন অবস্থা আলোচনা করা এবং ফীচের পর্য্যটনের বৃত্তান্ত দিবার পূর্ব্বে আমরা প্রথমে প্রকৃত যে কারণে "প্রথম ইংরাজ" এতদ্দেশে আগমন করেন তাহাই পর্য্যালোচনার প্রয়াস পাইব। ইংরাজের ভারতবর্ষে আগমনের প্রধান কারণ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে ইংলণ্ডের তৎকালীন অবস্থার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা দরকার।

১৫৭০ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে পোপ পঞ্চম পিয়াস ইংলণ্ডের রাজ্ঞী এলিজাবেথকে ধর্ম্মাধিকার হইতে বঞ্চিত ও সিংহাসনচ্যুত

(২৯) কেহ কেহ একখানি মাত্র পত্রের কথা উল্লেখ করেন।

করিবার আদেশ-সূচক এক আজ্ঞাপত্র প্রচারিত করেন (৩০)। এই আজ্ঞাপত্র যাহাতে ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান স্থানে পৌছে তাহার ব্যবস্থা করা হয় এবং মে মাসের পঞ্চদশ দিবসের দিন উহার একখানি লণ্ডনের বিশপ মহাশয়ের দ্বারদেশে সংযোজিত রহিয়াছে দেখা যায়। রাজ্ঞীর মন্ত্রিগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আর কোনও স্থানে এইরূপ আজ্ঞাপত্র আছে কিনা অনুসন্ধানের আদেশ প্রদান করিলে, একজন ছাত্রের নিকটও অন্য একখানি পাওয়া যায়। এই ছাত্রকে পীড়ন করিলে সে স্বীকার করে যে, সে ফেণ্টন নামক এক ব্যক্তির নিকট উহা প্রাপ্ত হইয়াছে। ফেণ্টনকে জিজ্ঞাসা করিলে সে নির্ব্বিবাদে ঐরূপ আজ্ঞাপত্র প্রচারের কথা স্বীকার করিল; কিন্তু নানারূপে পীড়ন করিলেও সে নিজ সহকারীদিগের নাম প্রদান করিল না।

যাহা হউক পোপের এইরূপ অন্যায় আজ্ঞাপত্র প্রচারের জন্য দেশবাসী সকলেই অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং ইহা যে ইংলণ্ডের শত্রু ফ্রান্স বা স্পেনের প্ররোচনায় হইয়াছে তাহা সহজেই বুঝিতে পারিলেন। এদিকে

---

(৩০) ঐতিহাসিক ভনরাঙ্ক (Von Ranka) এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "In the name of Him, who had raised him to the Supreme throne of Right, he (the Pope) declared Elizabeth to have forfeited the realm of which she claimed to be Queen; he not merely released her subjects from the Oath they had taken to her, we likewise forbid, her barons and peoples henceforth to obey this woman's commands and laws under pain of excommunication." ইংলণ্ডের সর্ব্বজনপ্রিয়া রাজ্ঞীর প্রতি এরূপ কটূক্তি-সূচকবাক্য প্রয়োগে জনসাধারণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিল এবং এরূপ অপমানসূচক বাক্য প্রযুক্ত হওয়ার জন্যই অতি অল্পসংখ্যক লোক ব্যতীত অপর সকলেই রাজ্ঞীর সপক্ষে একত্রীভূত হইয়াছিল।



রাজ্ঞী এলিজাবেথ ও তাঁহার সচিবদ্বয় (লর্ড বার্লি ও ওয়াসিংহাম্)

এই আজ্ঞাপত্র প্রচারিত হইবার একপ্রকার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকজন রোমান ক্যাথলিক স্পেনের নরপতি কর্ত্তৃক প্ররোচিত হইয়া এলিজাবেথের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার হত্যার প্রয়াস পাইতে লাগিল। ফলে ইংলণ্ডীয় প্রটেষ্টাণ্টগণ তাঁহাদের রাজ্ঞীর রক্ষার্থে বদ্ধ-পরিকর হইলেন এবং এইরূপ অন্যায় হত্যা ঘৃণাকর মনে করিয়া অনেক রোমান ক্যাথলিকও রাজ্ঞীর পক্ষাবলম্বন করিলেন। জাতীয় স্বাধীনতা বজায় রাখিবার জন্য রাজ্ঞীর সকল প্রজা এক হইয়া সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল (৩১)। এই স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা হইতেই ক্রমে ক্রমে ইংলণ্ড বাণিজ্যপ্রধান স্থান হইয়া পড়িল।

ইংলণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী স্পেন তৎকালে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল। কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করাতে স্পেন আমেরিকার সহিত বাণিজ্য করিয়া দিন দিন আরও সমৃদ্ধিশালী হইতেছিল। স্পেনরাজ এই সময়ে পর্ত্তুগাল ও তাহার উপনিবেশগুলি অধিকারকরণে সক্ষম হওয়াতে স্পেনের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এতদিন ইংলণ্ড স্পেনের এই বাণিজ্যবৃদ্ধির কোনরূপ বাধা প্রদান করে নাই—ইংলণ্ডবাসিগণের দৃষ্টি "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" এই মহামন্ত্রের প্রতি আকর্ষিত হয় নাই। কিন্তু, স্পেন ক্ষমতা ও অর্থবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন ইংলণ্ডকে স্বীয় পদানত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ ও চেষ্টা করিতে লাগিল তখনই ধীরে

(৩১) প্রথিত নামা ঐতিহাসিক ডাঃ ক্রাইটন তাঁহার "Burleigh and his Times" নামক পুস্তকে সত্যই লিখিয়াছেন "Opposition to the Papacy was shown to be a necessary safeguard of the national independence. The stirring events of Elizabeth's reign bound her people together, and demanded that they should offer a united front to their foes."

ধীরে ইংলণ্ডের দৃষ্টি এই অর্থপ্রদানকারী বাণিজ্যের প্রতি পতিত হইল। প্রথমে ব্যক্তিগতভাবে কেহ কেহ এই পথের পথিক হইলেন। ক্রমেই দশের ও দেশের দৃষ্টিপাত ও সঙ্গে সঙ্গে রাজ্ঞীর সহানুভূতিও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সকলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, স্পেনকে দমন রাখিতে হইলে ও স্পেনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে বাণিজ্যবৃদ্ধি ও নূতন দেশ আবিষ্কার করাই একমাত্র উপায়।

ব্যাপারটী বিপজ্জনক হইলেও অগ্রবর্ত্তী হওয়ার নাবিকের অভাব হইল না। এই সকল নাবিকের মধ্যে দুই জনের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য—ইয়র্কসায়ার-বাসী মার্টিন ফ্রবিশার ও ডিভনসায়ারের ড্রেক।

১৫৭৭ খৃষ্টাব্দের শীত ঋতুর ডিসেম্বর মাসে চারিখানি জাহাজ সহ ড্রেক পৃথিবী পরিদর্শনার্থ যাত্রা করেন। ইহার কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে নবেম্বর মাসের ৬ই তারিখে রাজ্ঞীর নিকট একখানি পত্র প্রেরিত হয়। এই পত্র হইতে তৎকালীন অবস্থা বেশ অনুমিত হয়। পত্র-লেখক লিখিয়াছেন "রাজ্ঞী যেন সর্ব্বপ্রথমে স্বর্গরাজ্য অভিলাষ করেন এবং যাহাদিগের হইতে পরমেশ্বর রাজ্ঞীকে পৃথক্ করিয়াছেন তাহাদের সহিত যেন যোগদান না করেন। রাজ্ঞী যেন নিজেকে পরাক্রান্ত ও শত্রুদের দুর্ব্বল করিতে চেষ্টা করেন এবং সমুদ্রপথে প্রকাশ্যে বা ছলে যুদ্ধ করিতে পারেন ও নূতন দেশ আবিষ্কার ও অধিকার করিবার অনুমতি পত্র দান করিতে পারেন। রাজ্ঞীর আদেশ পাইলে আমি সুসজ্জিত রণতরী সহ নিউফাউণ্ডলণ্ডে যাইয়া ফ্রান্স, পর্ত্তুগাল এবং স্পেনের বাণিজ্যতরী আক্রমণ করিতে প্রস্তুত আছি। আক্রমণ করিয়া শ্রেষ্ঠপণ্য সকল এতদ্দেশে আনয়ন ও অবশিষ্ট ধ্বংস করিতে পারি। রাজ্ঞীর ইচ্ছা হইলে আমাদিগকে পরে জলদস্যু বলিয়া বিচার করিতে পারেন; কিন্তু আমি

এবংপ্রকারে তাহাদের রণতরী সমূহ ও নাবিকদিগকে ধ্বংস করিতে পারি। যদি এ কার্য্যে রাজ্ঞীর অনুমতি প্রাপ্ত হই, তবে তৎপরে আমরা স্পেন হইতে ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া অধিকার করিব। তাহা হইলে রাজ্ঞী তথাকার সুবর্ণ ও রৌপ্যের আকর ও ভূমির অধিকারিণী হইবেন। রাজ্ঞীর আদেশ পাইলেই আমি ইহা করিব। তবে অনুমতি শীঘ্র শীঘ্র প্রার্থনা করি, কারণ মনুষ্যজীবন অনিত্য।"

দুই বৎসর দশ মাস জলপথে অতিবাহিত করিয়া এবং উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণানন্তর ড্রেক স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার জলযাত্রাসম্বন্ধীয় নানাকথা ইংলণ্ডে প্রচারিত হইতেছিল। পরিশেষে তিনি স্পেনীয় নাবিকগণ হইতে লুণ্ঠিত পণ্য সহ দেশে পৌঁছিলে জাহাজে অবস্থানকালীনই রাজ্ঞী এলিজাবেথ তাঁহাকে "নাইট" উপাধিতে ভূষিত করিলেন। উত্তমাশা অন্তরীপ হইয়া ড্রেকের ভূপ্রদক্ষিণ এবং অগাধ ধনসম্পত্তি (৩২) সহ স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন দেখিয়া তাঁহার স্বদেশীয় অন্যান্য নাবিকের চিত্ত এই দিকে আকৃষ্ট হয় এবং অন্যান্য ঘটনার সহিত এই ঘটনাই যে রালফ্ ফীচ্ প্রভৃতির ভারতবর্ষে আসিবার অন্যতম কারণ তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। স্পেন দেশীয় রাজা, সৈন্য এবং নাবিকগণ বিশেষ সতর্কতার সহিত অন্যান্য দেশবাসী বিশেষতঃ ইংলণ্ডীয়গণকে অন্যত্র যাইয়া ধনবৃদ্ধির পথে বাধা দিতে থাকিলেও, ধীরে ধীরে ইংলণ্ডবাসিগণের মনে যে ইচ্ছা বলবতী হইতেছিল, তাহা প্রতিহত করিবার ক্ষমতা

(৩২) "Various calculations have been made of the value of the tons of Silver and the large sums of gold and jewels seized either ashore or afloat on the South American coast by this single Vessel, which contained a mere handful of men." (Ryley's Fitch).

কাহারও ছিল না। নিউবেরী, ফীচ, লিডস্ ও ষ্টোরীর বাণিজ্য-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করায় ইংলণ্ড যে কিরূপ ফললাভ করিয়াছেন তাহা ভারতবর্ষের বর্ত্তমান মানচিত্র দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়—সে সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই (৩৩)।

(৩৩) "For cool and deliberate daring the journey of Fitch and his fellow-travellers hardly finds a parallel even in Elizabethan history; its ultimate results will be found in a modern map of India." (Ryley's Fitch).

ফীচের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

ফীচের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

প্রথম খণ্ড।

[বির্‌রা—ফেলুগিয়া—বাবিলন—বাবেল—অর্ম্মাজ]

১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে, আমি, রালফ্‌ ফীচ ভারতবর্ষ এবং পূর্ব্বাঞ্চলের অন্যান্য দেশ দেখিবার উদ্দেশ্যে, বণিক্ জন্ নিউবেরি (যিনি ইতিপূর্ব্বেও একবার অর্ম্মাজে গিয়াছিলেন), মণিকার উইলিয়াম লিডস্ এবং চিত্রকর জেমস ষ্টোরী, (১) মাননীয় সার এডোয়ার্ড অস্‌বর্‌ন্ (২) ও রিচার্ড ষ্টেপার

---

(১) জন্ এলড্রেড নামক লণ্ডনের অন্যতম বণিক্‌ও এই "টাইগার" জাহাজে যাত্রা করিয়াছিলেন। এই সুবিখ্যাত বণিক্ ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে নরফক সায়ারে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ফীচের সহযাত্রী হইবার পূর্ব্বে ত্রিপোলী, বোগদাদ এবং বসোরায় গমন করিয়াছিলেন। ফীচ, নিউবেরি ও অন্যান্য বণিকের সহিত এলড্রেড ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে "টাইগার" জাহাজে করিয়া যাত্রা করিয়া ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সুবিখ্যাত "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" স্থাপনে এলড্রেড বিশেষ যত্ন করেন এবং উক্ত কোম্পানীর প্রথম ডিরেক্টারগণ মধ্যে তিনি অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন। কোম্পানীতে তিনি ছয় হাজার টাকার অংশ ক্রয় করিয়াছিলেন। তিনি ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। মহাকবি সেক্ষপীর তাঁহার ম্যাকবেথ নাটকে টাইগার জাহাজের উল্লেখ করিয়াছেন।

"A Sailor's wife had chestnuts in her lap,
And munch'd, and munch'd and munch'd, 'Give me' quoth I;
'Aroint thee, witch!' the rump-fed ronyn cries,
Her husband's to Aleppo gone, master o' the Tiger."

(২) সার এডোয়ার্ড অস্‌বর্‌ন্ কেন্টের অন্তঃপাতী আসফোর্ডে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে

(৩) নামক নাগরিক ও লণ্ডনের অন্যান্য বণিক্ কর্ত্তৃক প্ররোচিত হইয়া "টাইগার" নামক লণ্ডনের এক জাহাজে সিরিয়ার অন্তর্গত ত্রিপোলী উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। তথা হইতে আমরা দলবদ্ধ বণিক্‌গণ সঙ্গে সপ্ত দিবসে আলেপ্পো (৪) পৌঁছি। তথায় উপনীত হইয়া এবং উপযুক্ত সহচর পাইয়া উষ্ট্রপৃষ্ঠে আমরা সার্দ্ধ দুই দিবসে বির্‌রায় (৫) উপস্থিত হই।

বির্‌রা একটী ক্ষুদ্র সহর; কিন্তু, এইস্থানে প্রচুর খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায় এবং নগর-প্রাচীর ধৌত করিয়া ইউফ্রেটীস নদী প্রবাহিতা হইতেছে। আমরা একখানি নৌকা ক্রয় করিয়া বাবিলন যাইবার জন্য মাঝিদিগের সহিত চুক্তি করি। নিম্নাভিমুখে যাইবার কালে নদীর বেগ এত বেশী যে, এই সকল নৌকায় আর প্রত্যাগমন করা যায় না। নৌকায় করিয়া

জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তিনি লণ্ডনে আগমন করেন। সেই সময়ে লণ্ডনের লর্ড মেয়র সার উইলিয়াম হিউয়েটের কন্যা ধাত্রীর দোষে টেমস নদীতে পড়িয়া যাওয়া মাত্র, অস্‌বরন্ নদী-গর্ভে ঝম্প প্রদান করিয়া বালিকাকে উদ্ধার করেন। ইহাতে সার উইলিয়াম হিউয়েট অস্‌বরন্‌কে আশ্রয় প্রদান করেন। পরে অস্‌বরন্ হিউয়েটের কন্যাকে বিবাহ করেন, ও লণ্ডনের মেয়রপদে নির্ব্বাচিত হন। রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্বকালে তুরস্কের সহিত বাণিজ্যার্থ যে "লেভান্ট কোম্পানী" প্রতিষ্ঠিত হয়, অস্‌বরন্ তাহার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

(৩) ষ্টেপার ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় নূতন উপনিবেশ স্থাপনের জন্য নিযুক্ত হন। "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" প্রতিষ্ঠায়ও ষ্টেপার যত্নবান ছিলেন এবং তিনি সার্দ্ধ সপ্ত সহস্র মুদ্রার অংশ ক্রয় করেন।

(৪) আলেপ্পো সম্বন্ধে পার্চ্চাস নবম খণ্ড নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। "Aleppo is called of the inhabitants Habb, the Chief Mart of all the East frequented by Persians, Indians, Armenians and all Europeans."

(৫) বির্‌রা—বিরজেক বা বির—ইউফ্রেটীস নদীর বামতীরবর্ত্তী নগর।

মাঝিগণ ফেলুগিয়া (৬) নামক নগরে লইয়া যায় এবং তথায় নৌকাখানি বিক্রয় করিতে হয়। যাহা বির্‌রায় পঞ্চাশে ক্রয় করিতে হয়, তাহার মূল্য ফেলুগিয়ায় সাত কি আট। বিরৃরা হইতে ফেলুগিয়া পৌছিতে যোড়শ দিবস অতিবাহিত হয়; সুতরাং একখানিমাত্র নৌকা করিয়া ভ্রমণ বিপজ্জনক; কারণ, নৌকাখানি ভাঙ্গিয়া গেলে আরব-দস্যুগণের হস্তে পণ্যরক্ষা করা অত্যন্ত দুষ্কর হয়। রাত্রিকালেও উত্তমরূপে প্রহরী না রাখিলে উহাদের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া সুকঠিন। কারণ, আরবদেশীয় দস্যুগণ সন্তরণ করিয়া নৌকার নিকটে আসিয়া দ্রব্যাদি চুরি করণান্তর পলায়ন করে। এই জন্য বন্দুক রাখা বিশেষ সুবিধাজনক; ইহারা বন্দুককে বিশেষ ভয় করে। ইউফ্রেটীস নদী তীরে, বির্‌রা হইতে ফেলুগিয়ার মধ্যে কয়েক স্থানে শুল্ক প্রদান করিতে হয়। এই সকল শুল্ক আরব ও মরুভূমির অধিপতি আবরিসের পুত্রগণকে প্রদান করিতে হয়। ফেলুগিয়া একটী ক্ষুদ্র গ্রাম; এই স্থান হইতে এক দিবসে বাবিলনে যাওয়া যায়।

বাবিলন সুবৃহৎ নগর না হইলেও বহুজনাকীর্ণ এবং পারস্য, তুরস্ক ও আরবদেশীয় বৈদেশিকগণ এইস্থানে সমবেত হওয়ার জন্য ইহা একটী বাণিজ্য-প্রধানস্থানে পরিণত হইয়াছে। এই স্থান হইতেই বণিক্‌গণ দলবদ্ধ হইয়া ঐ সকল স্থানে গমন করে। টাইগ্রীস নদী হইয়া আর্ম্মেনিয়া হইতে এই স্থানে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য আনীত হয়। ছাগচর্ম্মনির্ম্মিত থলিয়া বায়ু-পূর্ণ করিয়া ও তদুপরি কাষ্ঠখণ্ড সকল স্থাপন করিয়া ভেলা প্রস্তুত করা হয় ও তাহাতেই এই সকল পণ্য আনয়ন করা হয়। পণ্য নামাইয়া দিয়া ও ঐ সকল থলিয়া বায়ু-শূন্য করিয়া উহাদিগকে উষ্ট্রপৃষ্ঠে প্রত্যর্পণ করা হয়।

---

(৬) ফেলুগিয়া—ইউফ্রেটীস নদীতীরবর্ত্তী ক্ষুদ্র গ্রাম।

পুরাকালে বাবিলন পারস্য রাজ্যের অন্তর্গত ছিল; কিন্তু, বর্ত্তমানে উহা তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত। বাবিলনের অপর পার্শ্বে একটী সুন্দর গ্রাম আছে। এই গ্রাম হইতে নৌকা-নির্ম্মিত সেতু দ্বারা পার হইয়া বাবিলনে পৌঁছিতে হয়। নদীদিয়া কোন নৌকা গতায়াত করিবার সময় উল্লিখিত নৌকা-নির্ম্মিত সেতু হইতে কয়েকখানি নৌকা খুলিয়া লওয়া হয় (৭)।

বাবেলের প্রাসাদ (৮) টাইগ্রীস নদীর এই পারে, নগর হইতে সাত কি আট মাইল দূরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা এক্ষণে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। ধ্বংসাবশেষ দেখিলে ক্ষুদ্র পর্ব্বত বলিয়া ভ্রম হয় এবং এক্ষণে ইহার কোন আকার নাই। সূর্য্যকিরণ-তপ্ত ইষ্টকদ্বারা ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং ইষ্টকের মধ্যে কতক পরিমাণে বেত্র ও তালবৃক্ষের পত্র ব্যবহার করা হইয়াছিল। ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার কোন দ্বারদেশ দেখা যায় না। ইউফ্রেটীস ও টাইগ্রীস নদীর মধ্যবর্ত্তী একটী বৃহৎ সমতল ক্ষেত্রের উপর ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল (৯)।

ইউফ্রেটীস নদীপথে দুইদিবস অতিবাহিত করিয়া আইট (১০) নামক

---

(৭) রাইলি এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ফীচ বোগদাদের কথা এই স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। পার্চ্চাস এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ভুলক্রমে এই সহরকে বাবিলন বলা হইয়াছে; প্রকৃতপক্ষে ইহাই বোগদাদ।

(৮) বাইবেল—জেনেসিস—১১।১-৯ দ্রষ্টব্য।

(৯) সম্ভবতঃ ফীচ এই স্থানে সুবিখ্যাত বেলের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। "From this location, which accords, with that of Cæsar Frederick, who, however, designates the remains "the Tower of Nimrod or Babel," Master Fitch may refer to the mound marking the great temple of Bel." (Ryley's Fitch).

(১০) "Ait."

স্থানে উপনীত হইলে একটী অত্যাশ্চর্য্য দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়। একটী মুখ হইতে অনবরত উত্তপ্ত আলকাতরা ধূমসহ নির্গত হয়; এই আলকাতরা নিকটবর্ত্তী বৃহৎ একটী ভূমিতে পতিত হয় এবং তজ্জন্য এই ভূমি সর্ব্বদাই আলকাতরা-পূর্ণ থাকে (১১)। মূরগণ বলে যে, ইহাই নরকের দ্বার। এত অধিক পরিমাণে আলকাতরা নির্গত হয় যে, এতদ্দেশবাসীরা তাহাদের ব্যবহৃত নৌকাগুলির বহির্দ্দেশে দুই বা তিন ইঞ্চি পুরু করিয়া ইহার প্রলেপ দেয় এবং তজ্জন্য নৌকায় জল প্রবেশ করিতে পারে না। ইহাদের নৌকাগুলিকে দানেক (১২) বলে। টাইগ্রীস নদী জলপূর্ণ থাকিলে আট কি নয় দিবসে বাবিলন হইতে বসোরা যাওয়া যায়; নদী জলপূর্ণ না থাকিলে আরও অধিক দিবস আবশ্যক করে।

প্রাচীনকালে বসোরা (১১) আরবদিগের অধিকৃত ছিল; কিন্তু বর্ত্তমানে ইহা তুরকীগণের অধীনস্থ। তবে, যাহারা ইউফ্রেটীস নদী-মধ্যস্থ দ্বীপ-সমূহে বাস করে, তাহাদিগকে তুরকীগণ পরাজিত করিতে পারে নাই। দ্বীপবাসীরা সকলেই চৌর এবং তাহাদের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই; ইহারা নিজ নিজ উষ্ট্র, অশ্ব, স্ত্রী পুত্র সকল সহিত একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমনাগমন করে। ইহারা নীলবর্ণীয় সুদীর্ঘ অঙ্গাবরণ ব্যবহার করে; ইহাদের স্ত্রীগণের কর্ণ ও নাসিকা তাম্র ও রৌপের অঙ্গুরীপূর্ণ এবং উহারা পদেও তাম্রের অঙ্গুরী পরিধান করে।

---

(১১) চেসনি শিলাজতুর উৎস (The bituminous fountains of Hit) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(১২) "Danec."

(১১) পারস্যোপসাগরের উপরে স্থাপিত সুপ্রসিদ্ধ বন্দর।

বসোরা পারস্যোপসাগরের নিকটে অবস্থিত। এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে মসলা ও ঔষধ আমদানী হয়। এই সকল পণ্য অর্ম্মাজ হইতে আনীত হয়। গম, চাউল এবং খর্জ্জুরও এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং এই স্থান হইতেই বাবিলন, অর্ম্মাজ ও ভারতবর্ষের সকল স্থানে প্রেরিত হয়। আমি বসোরা হইতে পারস্যোপসাগর হইয়া অর্ম্মাজে উপনীত হই। পারস্যকে বামপার্শ্বে এবং আরবের উপকূল-ভাগকে দক্ষিণে রাখিয়া আমরা অনেকগুলি দ্বীপ অতিক্রম করি। বাহারীম দ্বীপও (১২) ইহার মধ্যে ছিল। এই দ্বীপেই গোলাকার ও উজ্জ্বল (১৩) মুক্তা পাওয়া যায়।

অর্ম্মাজ দ্বীপের পরিধি (১৪) পঁচিশ কি ত্রিশ মাইল। পৃথিবীর মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা শুষ্ক দ্বীপ। এস্থানে লবণ ব্যতীত অন্য কিছুই উৎপন্ন হয় না। এই দ্বীপবাসীদের আবশ্যকীয় জল, কাষ্ঠ বা খাদ্য দ্রব্য এবং অন্যান্য সকল দ্রব্যই পারস্য হইতে আনীত হয়। পারস্য এই দ্বীপ হইতে প্রায়

---

(১২) "Ilande Baharim" (Fitch) বর্ত্তমান নাম বাহ্রীন দ্বীপ; এক্ষণেও এই স্থানে প্রচুর মুক্তা পাওয়া যায়।

(১৩) "Orient"—lustrous—উজ্জ্বল।

(১৪) অর্ম্মাজ দ্বীপ পারস্যোপসাগরের মুখে স্থাপিত। ইহার প্রকৃত পরিধি ত্রয়োদশ মাইল। চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অর্ম্মাজ বাণিজ্য-প্রধান স্থান ছিল। আলবুকার্ক ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে ইহা অধিকার করেন। "The wealth and prosperity of Ormuz is described in glowing terms by all early travellers in Asia and it is called in ancient books the richest jewel set in the ring of the world." বর্ত্তমানে অর্ম্মাজ একপ্রকার জনশূন্যস্থান—এক্ষণে পারস্যের অধিকৃত।

দ্বাদশ মাইল দূরবর্ত্তী। সকল দ্বীপগুলিতেই প্রচুর পরিমাণে ফল জন্মে এবং এই সকল দ্বীপ হইতেই অর্ম্মাজে সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্য প্রেরিত হয়। পর্ত্তুগীজগণের এইস্থানে একটী দুর্গ আছে; ইহা এই সমুদ্রের অত্যন্ত নিকটে অবস্থিত; ইহাতে পর্ত্তুগালাধিপতির একজন কাপ্তেন এবং আবশ্যকীয় সৈন্য আছে। সৈন্যদের কতক এই দুর্গে ও কতক নগরে বাস করে। এই নগরে, সকল জাতীয় বণিক্ ও অনেক মূর ও খ্রীষ্টান আছে। ইহা সকল প্রকার মসলা, ঔষধ, রেশম. রেশম-বস্ত্র, পারস্যের বস্ত্র, বাহারীম দ্বীপ হইতে আনীত মুক্তা ও পারস্যের অশ্ব বিক্রয়ের স্থান। অশ্বগুলি ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হয়। এই স্থানের অধিপতি একজন মূর। ইনি নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন এবং পর্ত্তুগালের অধীন। ইহাদের স্ত্রীগণ অদ্ভুত ভাবে সজ্জিতা হয়। ইহারা নাসিকায়, কর্ণে, গলদেশে, হস্তে ও পদে মুক্তাশোভিত অঙ্গুরী ব্যবহার করে। কর্ণে রৌপ্য ও স্বর্ণের তালা এবং নাসিকার পার্শ্বে সুবর্ণের দীর্ঘ পিণ্ড পরিধান করে। কর্ণে ভারী মুক্তা পরিধান করে বলিয়া তাহাদের কর্ণের ছিদ্র এরূপ প্রশস্ত হয় যে, ছিদ্রপথে তিনটী অঙ্গুলী প্রবেশ করান যায়। এইস্থানে পোঁছিবার অব্যবহিত পরেই আমরা কারারুদ্ধ হইল্যাম এবং দুর্গাধ্যক্ষ ডন মথিয়াস ডি আলবুকার্ক আমাদের পণ্যের কতকাংশ বাজেয়াপ্ত করিলেন। তিনি আমাদিগকে এগারই অক্টোবরে জাহাজে করিয়া গোয়ার রাজ-প্রতিনিধির নিকট প্রেরণ করিলেন। তখন ডন ফ্রান্সিসকো ডি মাসকরেনহাস গোয়ার রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। যে জাহাজে আমরা গোয়ায় প্রেরিত হইয়াছিলাম উক্ত জাহাজের কাপ্তেনই উহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন এবং উহাতে একশত কুড়িটী অশ্ব ছিল। অশ্ববহনকারী-জাহাজে পণ্য থাকিলে, ঐ পণ্যের শুল্ক দিতে হয় না; কেবল অশ্বগণের উপর শুল্ক প্রদান করিতে হয়। কিন্তু, যে জাহাজে

অশ্ব থাকে না, সেই জাহাজে গোয়ায় আগমন করিলে মূল্যের শতকরা অষ্টমাংশ শুল্ক প্রদান করিতে হয় (১৫)।

---

(১৫) হাকলিট "Principal Navigationsএ" (দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথমাংশে) নিম্নোক্ত ভূমিকা দৃষ্ট হয় :—

NARRATIVE OF RALPH FITCH.

"The voyage of M. Ralph Fitch marchant of London by the way of Tripolis in Syria, to Ormus, and so to Goa in the East India, to Cambaia, and all the Kingdome of Zelabdim Echebar the great Mogor, to the mighty riuer Ganges, and downe to Bengala, to Bacola, and Chonderi, to Pegu, and from thence to Malacca, Zeilan, Cochin, and all the coast of the East India : begunne in the yeere of our Lord 1583, and ended 1591, wherein the strange rites, maners, and customes of those people, and the exceeding rich trade and commodities of those countries are faithfully set downe and diligently described by the aforesaid M. Ralph Fitch." অর্থাৎ লণ্ডনের বণিক্ মাষ্টার রালফ্ ফীচের ত্রিপোলি, সিরিয়া, অর্ম্মাজ ও গোয়া, কাম্বে এবং মহাপরাক্রান্ত মোগল বাদসাহ জেলালুদ্দিন আকবরের রাজ্যে ভ্রমণ এবং তথা হইতে বঙ্গদেশ, বাকলা, রাজা চাঁদরায়ের রাজ্য, পেগু, শ্যাম, মালাক্কা, সিংহল, কোচীন এবং পূর্ব্বভারতবর্ষের উপকূল পর্য্যটন—১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ ও ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে শেষ। পূর্ব্বোক্ত রালফ্ ফীচ কর্তৃক ঐ সকল দেশের অত্যাশ্চর্য্য আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, লাভজনক বাণিজ্য ও মূল্যবান পণ্য প্রভৃতি সংক্রান্ত যথাযথ বর্ণনা।

Zelabdim—Jalal-ud-din—(জেলালুদ্দিন)।

Chonderi—Chand Rai—চাঁদরায়।

Zeilan—Ceylon—সিংহল।

Bacola—আইন আকবরীর সরকার বাগলা—বাক্লা।

[ডিউ, ডামন, চৌল ও গোয়া]

সিন্ধু প্রদেশের (১) উপকূল-ভাগ অতিক্রম করিয়া নবেম্বর মাসের প্রথম দিবসে আমরা ভারতবর্ষের প্রথম যে নগরে অবতীর্ণ হই, তাহা ডিউ (২) নামে খ্যাত। ইহা কাম্বিয়া রাজ্যের অন্তর্গত একটী দ্বীপে অবস্থিত এবং এই প্রদেশে পর্ত্তুগীজদিগের অধিকারস্থ নগরগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুরক্ষিত। ইহা আকারে ক্ষুদ্র হইলেও, পণ্যপরিপূর্ণ; কারণ, এইস্থানে মক্কা, অর্ম্মাজ এবং অন্যান্য স্থানের জন্য মূর ও খ্রীষ্টিয়ানগণের জাহাজে নানাপ্রকার পণ্য আমদানী হয়। অনুমতি-পত্র না পাইলে মূরগণ এই স্থান অতিক্রম করিতে পারে না। কাম্বেটা এই প্রদেশের প্রধান নগর (৩); ইহা সুবৃহৎ ও বহুজনাকীর্ণ এবং সুদৃশ্য। কিন্তু, দুর্ভিক্ষ হইলে ইহারা যৎসামান্য মূল্যে নিজ সন্তান বিক্রয় করে। কাম্বিয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী সুলতান বাদু (৪) ডিউয়ের অবরোধ কালে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং অব্যবহিত পরেই আগ্রা ও দিল্লীর নরপতি মহাপরাক্রান্ত মোগল কর্ত্তৃক ইহা অধিকৃত হয়। আগ্রা ও দিল্লী কাম্বে প্রদেশ হইতে চল্লিশ দিবসের পথ। এই

---

(১) ফীচ "Coast of Zindi" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(২) ডিউ বর্ত্তমানেও পর্ত্তুগীজদিগের অধিকৃত। অন্যতম পর্য্যটক লাডোভিকো ডি ভার্থেমা ডিউ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"There is an immense trade in this City."

(৩) পারসীক নাম—খাম্বেয়াট বর্ত্তমান কাম্বে।

(৪) বাহাদুর সাহ—১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে হত হইয়াছিলেন।

স্থানের স্ত্রীলোকেরা হস্তে হস্তিদন্তনির্ম্মিত অসংখ্য অঙ্গুরী (৫) পরিধান করে। ইহাতে তাহারা এরূপ আনন্দোপভোগ করে যে, তাহারা অনাহারে থাকিয়াও কঙ্কণ পরিধানে ইচ্ছা করে। ডিউ হইতে আমরা পর্ত্তুগীজদিগের দ্বিতীয় নগর ডামনে (৬) পৌঁছি। ইহাও কাম্বে প্রদেশান্তর্গত এবং ডিউ হইতে চল্লিশ মাইল দূরবর্ত্তী। এখানে শস্য ও চাউল ব্যতীত অন্য কিছুরই আমদানী রপ্তানী নাই। এইস্থানে অনেকগুলি গ্রাম আছে; শান্তির সময় তাহারা (৭) এইগুলি নির্ব্বিবাদে অধিকার করে; কিন্তু যুদ্ধের সময় নগরগুলি শক্রর করায়ত্ত হয়।

এই স্থান হইতে আমরা বাসেম (৮) ও তথা হইতে টানায় (৯) পৌঁছি। এই উভয় স্থানেই কেবল শস্য ও চাউলের ক্রয়-বিক্রয় হয়। নবেম্বর মাসের দশ তারিখে আমরা চোলে(১০) উপস্থিত হই। এই স্থানে দুইটী নগর আছে একটী পর্ত্তুগীজদিগের অধিকৃত, অপরটী মূরদের অধিকারভুক্ত (১১)।

---

(৫) শাঁখা (?)

(৬) ডামন—অন্যতম পর্ত্তুগীজ-অধিকৃত স্থান।

(৭) ফীচ "They" অর্থে সম্ভবতঃ পর্ত্তুগীজদের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন।

(৮) বর্ত্তমান বেসিন।

(৯) বর্ত্তমান থানা (Thana)।

(১০) ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে চৌল আহম্মদনগর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তখন মুর্ত্তাজা নিজামসাহ ঐ রাজ্যের নরপতি ছিলেন। যদি ফীচ আহম্মদনগরের অধীনস্থ স্থানীয় কোন শাসনকর্ত্তার কথা উল্লেখ করিয়া থাকেন, তবে হয়ত মালিক উপাধিধারী কোন আবিসিনিয়ামের কথা বলিয়াছেন। ১২ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(১১) গুজরাটাধিপতি সা বাহাদুর ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে এই সকল স্থান পর্ত্তুগীজ-গণকে দান করেন। অন্যতম পর্য্যটক জন হিউয়েন ভন লিন্‌সোটেন্ তাঁহার

পর্ত্তুগীজদিগেরটী সাগরের নিকটবর্ত্তী, এবং প্রাচীর-বেষ্টিত। ইহার অনতি-দূরেই মুরদিগের নগর—ইহা "সা মালুকো"(১২) নামক মুর নরপতি কর্ত্তৃক শাসিত। এই স্থানে প্রচুর মসলা, ঔষধ, রেশম, রেশমীবস্ত্র, চন্দন, হস্তিদন্ত চীনদেশীয় নানারূপ পণ্য এবং গাগর(১৩) হইতে প্রস্তুত বহু পরিমাণে চিনি ক্রয় বিক্রয় হয়। এই চিনি যে বৃক্ষ হইতে প্রস্তুত হয়, তাহাকে তাল বলে; পৃথিবীর মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক বৃক্ষ। ইহাতে সকল সময় ফল হয় এবং এই বৃক্ষ মদ্য, তৈল, চিনি, সির্কা ও রজ্জু উৎপাদন করে। ইহার পত্র-দ্বারা লোকে গৃহের চাল ও জাহাজের পাল এবং উপবেশন বা শয়নের জন্য মাদুর প্রস্তুত করে। বৃক্ষের শাখাদ্বারা গৃহ ও সম্মার্জ্জনী

পর্য্যটনের বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন "প্রথমে ডামন, পরে বেসিন, চৌল, ডাবুল এবং অবশেষে গোয়া"। "First Daman, from thence fifteen miles under 19 degrees and a half the town of Basin, from Basin ten miles under 19 degrees the town and fort of Chaul, from Chaul to Dabul are ten miles, and lyeth under 18 degrees; from Dabul to the town and Island of Goa are 30 miles, which lyeth under 15 degrees and a half." (Hakluyt Society, 1885, vol 1). প্রত্যাগমন কালে ফীচ বলিয়াছেন যে, গোয়া হইতে চৌল ৯০ মাইল।

(১২) "Xa-maluco" (ফীচ) ১০ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(১৩) "Gagara" (ফীচ)। স্যার হেন্‌রি জনষ্টন লিখিয়াছেন—"Fitch has mixed up the Palmyra with the wild Date and the Cocoanut. The nuts of the Palmyra i. e. the tree-palm do not yield oil and the sugar derived from its sap is not as abundant as that from the wild Date-palm." অর্থাৎ ফীচ বন্যখর্জ্জুর ও নারিকেলের সহিত তাল মিশ্রিত করিয়াছেন।

এবং বৃক্ষের কাষ্ঠদ্বারা জাহাজ নির্ম্মাণ করে। বৃক্ষের শীর্ষদেশ হইতে মন্ত নির্গত হয়। এতদ্দেশবাসীরা এই বৃক্ষের একটী শাখা কর্ত্তন করিয়া, শক্ত করিয়া বন্ধন করে এবং ইহাতে একটী মৃত্তিকাভাণ্ড ঝুলাইয়া দেয়। এই ভাণ্ড তাহারা প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় খুলিয়া লইয়া ইহাতে শুষ্ক দ্রাক্ষা নিক্ষেপ করে এবং অল্পক্ষণেই পাত্রমধ্যস্থ রস মদ্যে পরিণত হয়। এইস্থানে ভারতবর্ষ, অর্ম্মাজ ও মক্কা হইতেঅনেক জাহাজ সমাগত হয়। এই স্থানে অনেক মূর ও হিন্দু বাস করে। ইহাদের মধ্যে একটী অভিনব প্রথা প্রচলিত আছে। ইহারা গোপূজা করে এবং গৃহপ্রাচীর চিত্রিত করিবার জন্য গোময় ব্যবহার করে। ইহারা প্রাণিহত্যা করে না—এমন কি উৎকুণ হত্যাও করে না। ইহারা জীবহিংসা অত্যন্ত দূষণীয় মনে করে। ইহারা মাংসাহার করে না, কেবল চাউল, দুগ্ধ ও শাকসব্জী ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করে। স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রী সহমৃতা হয়; যদি স্ত্রী সহমৃতা না হয়, তবে তাহার মস্তক মুণ্ডন করা হয় এবং ভবিষ্যতে তাহার কোন অনুসন্ধানই করা হয় না। তাহারা বলে যে, মৃত দেহ সমাহিত করা অত্যন্ত দূষণীয়; কারণ, মৃতদেহ হইতে অনেক প্রকার কীট নির্গত হইবে এবং তাহারা দেহ গ্রাস করিলে, আর আহার পাইবে না। সুতরাং, তাহাদের মতে, দেহে অগ্নি প্রদান করাই সমীচীন। কাম্বে প্রদেশে অধিবাসীরা জীবজন্তু হত্যা করে না এবং কদাপিও হত্যা করে নাই। খঞ্জ, কুক্কুর বা বিড়াল এবং পক্ষীর জন্য নগরে দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। তাহারা পিপীলিকাদিগকেও মাংস প্রদান করে(১৪)।

(১৪) বোম্বাই গেজেটীয়ার বলিতেছেন "ফীচ চৌল সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা ফ্রেডারিকের পুস্তক হইতে আমূল গ্রহণ করিয়াছেন এবং নারিকেল হইতে যে শর্করা পাওয়া যায়, উভয়েই তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু, আমরা নারিকেল

ভারতবর্ষে পর্ত্তুগীজদিগের যে সকল নগর আছে, তন্মধ্যে গোয়াই সর্ব্ব-প্রধান। রাজপ্রতিনিধি পারিষদবর্গ সহ এই স্থানেই বাস করেন। ইহা একটী দ্বীপে অবস্থিত। এই দ্বীপ ২৫ কি ৩০ মাইল। ইহা একটী সুন্দর নগর এবং ভারতীয়গণ কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইলেও উত্তম। দ্বীপটীও সুন্দর; নানাবিধ ফলপূর্ণ বৃক্ষের উদ্যান ও প্রচুর তালবৃক্ষ এবং কয়েকটী গ্রামও আছে। এই স্থানে সকল জাতীয় বণিক্ আছে। পর্ত্তুগাল হইতে প্রত্যেক বৎসরে যে (১৫) ৪।৫।৬ খানি রণতরী ভারতবর্ষে আগমন

হইতে চিনি পাই না—খর্জ্জুর বা তাল হইতেই চিনি উদ্ভূত হয়। ফীচের এই অংশের বর্ণনার শেষাংশ দেখিলে পর্য্যটক যে খর্জ্জুর বৃক্ষেরই উল্লেখ করিয়াছেন তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

(১৫) সার জর্জ্জ বার্ডউড ভারতবর্ষের সহিত পর্ত্তুগীজদিগের বাণিজ্য সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা সুদীর্ঘ হইলেও আমরা উহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। "When the Portugese at last, rounding the Cape of Good Hope, burst into the Indian ocean like a pack of hungry wolves upon a well-stocked sheep-walk, they found a peaceful and prosperous commerce, that had been elaborated during 3000 years by the Phœnicians and Arabs, being carried on along all its shores. Here were collected the cloves, nutmegs, mace and ebony of the Moluccas, the sandal-wood of Timor, the costly camphor of Borneo, the benzoin of Sumatra and Java, the aloes-wood of Cochin China, the perfumes, gums, spices, silks, the rubies of Pegu, the fine fabrics of Coromandel, the richer stuffs of Bengal, the spikenard of Nepaul and Bhutan, the diamonds of Golconda, the "Damascus Steel" of Nirmul, the pears, sapphires, topazes and cinnamon of Ceylon, the pepper, ginger, and satin wood of

করে, তাহা সর্ব্বপ্রথমে এই স্থানেই আইসে। সাধারণতঃ তাহারা সেপ্টেম্বর মাসে এই স্থানে আসিয়া ৪০ কি ৫০ দিবস অতিবাহিত করে এবং পরে কোচীনে যাইয়া পর্ত্তুগালে লইয়া যাইবার জন্য জাহাজগুলিতে মরিচ বোঝাই করে। অনেক সময় তাহারা একখানি জাহাজ গোয়াতেই বোঝাই করিয়া অন্যগুলি কোচীনে প্রেরণ করে। কোচীন এইস্থান হইতে দক্ষিণ দিকে এক শত লীগ। গোয়া হিডাল্‌কান্ (১৬) রাজ্যে অবস্থিত। এই রাজ্য ছয় কি সাতদিবস পথ দূরবর্ত্তী। ইহার প্রধান নগর বিজাপুর বলিয়া খ্যাত।

এই স্থানে পৌঁছিবা মাত্র আমরা কারারুদ্ধ হইলাম এবং বিচারকের

Malabar, the lac, agates and sumptuous brocades and jewelry of Cambay, the costus and graven vessels, wrought arms, and broidered shawls of Cashmere, the bdellium of Scinde, the musk of Tibbet, the galbanum of Khorassan, the assafœtida of Afganistan, the sagapenum of Persia, the ambergris, civet, and ivory exported from Zanzibar, and the myrrh, balsam, and frankincense of Zeila, Berbera and Shehr". অর্থাৎ পর্ত্তুগীজগণ যখন উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়া ভারত মহাসাগরে উপনীত হইল তখন তাহাদের অবস্থা অনুমান করিতে হইলে মনে করিতে হইবে যে, একটী মেষশালা এক ক্ষুধার্ত্ত নেকড়ের দল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। মূল্যবান সকল প্রকার দ্রব্যই তখন ভারত মহাসাগরের বন্দরে আমদানী হইয়া রপ্তানী হইত।

(১৬) "Hidalcan" (ফীচ)। বিজাপুরের আদিল সাহ বা আদিলখান নরপতির উপাধির অপভ্রংশ। আলি আদিল সাহের ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হইলে দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল বিজাপুর সিংহাসন লাভ করিয়া বিশেষ যোগ্যতার সহিত রাজত্বান্তে ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

নিকট পরীক্ষিত হইলাম। আমাদের অভিজ্ঞান পত্রের অনুসন্ধান করা হইল এবং আমরা গুপ্তচর বলিয়া অভিযুক্ত হইলাম। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে তাহারা কিছুই প্রমাণ করিতে পারিল না। ডিসেম্বর মাসের দ্বাবিংশ দিবস পর্য্যন্ত আমরা কারারুদ্ধ থাকিলাম; পরে আমাদের নিকট দুইসহস্র ডুকাটের (১৭) প্রতিভূ লইয়া মুক্তি দেওয়া হইল। এই প্রতিভূ ফাদার ষ্টিফেন্স (১৮) ও অন্য একজন ধর্ম্মবন্ধু জোগাড় করিয়া দিলেন। আমাদের জামীন্‌দার আন্দ্রিয়াস টাবোরার্‌কে আমরা ২১৫০ ডুকাট প্রদান করিলাম কিন্তু, সে আমাদের নিকট আরও অধিক দাবী করাতে আমরা রাজপ্রতিনিধি ও বিচারকের নিকট আবেদন করিলাম। কিন্তু, রাজপ্রতিনিধি আমাদিগকে কটুবাক্য বলিলেন এবং আমাদের শীঘ্র স্থান পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন, নতুবা আমাদিগকে অন্য অপরাধে অভিযুক্ত করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন। সুতরাং, মুক্তিলাভের আশায় আমরা নগর পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের (১৯) পাঁচ তারিখের প্রাতঃকালে সেই স্থান ত্যাগ করিলাম। নদী পার হইয়া আমরা ভীতচিত্তে পদব্রজে দুইদিবস অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমরা পথও চিনিতাম্ না এবং কাহারও প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারায় কোন পথপ্রদর্শকও লইয়াছিলাম না।

---

(১৭) মুদ্রাবিশেষ।

(১৮) ২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১৯) হাকলিট এপ্রিল মাসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ফীচ, নবেম্বর মাসের ২৯ তারিখের কথা লিখিয়াছেন। ফীচ ও সঙ্গিত্রয় অর্ম্মাজেও একবার কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। প্রথম পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় খণ্ড

[বিজাপুর, গোলকন্দা, মছলিপট্টম, বেলাপোর, ও বিজনি]

সর্ব্বপ্রথমে আমরা বেলেরগাঁ (১) নামক নগরে উপনীত হইলাম। ইহা প্রচুর পরিমাণে হীরক, মুক্তা ও অন্যান্য মূল্যবান্ প্রস্তরের ক্রয়-বিক্রয়স্থান। বেলেরগাঁ হইতে আমরা বিজাপুরে গমন করিলাম। ইহা একটী সুবৃহৎ সহর এবং এতদ্দেশীয় রাজার রাজধানী। রাজার দরবারে অনেক হিন্দু আছে। ইহারা সকলেই পৌত্তলিক। বনমধ্যস্থ মন্দিরে ইহাদের দেবমূর্ত্তি থাকে। এই সকল মন্দিরকে "প্যাগোডা" কহে। দেবমূর্ত্তির কতক গাভী, কতক বানর, কতক মহিষ, কতক ময়ূর এবং কতকগুলি ভূতের ন্যায় আকারের। এইস্থানে বহুসংখ্যক হস্তী পাওয়া যায়। এই সকল হস্তী যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়। অধিবাসীদের প্রচুর সুবর্ণ ও রৌপ্য আছে। ইহাদের গৃহগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত, সুন্দর এবং উচ্চ।

এইস্থান হইতে আমরা গোলকন্দায় গমন করিলাম। এই স্থানের নরপতি "কুটুপ ডি লাসাস" (২) নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন। এই

---

(১) ফীচ্—"Bellergan" বলিয়া লিখিয়াছেন। রাইলী ইহাকে বর্ত্তমান "বেলগাঁ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(২) "Cutup de lashach" সম্ভবতঃ মহম্মদ কুলি কুতব সা—ইনি ১৫৮০ হইতে রাজত্ব করেন।

স্থানে, হিডাল্‌কান্ (৩) রাজ্যে এবং দাক্ষিণাত্যের রাজার রাজ্যে হীরক (৪) পাওয়া যায়। এই নগরটী সুন্দর; গৃহগুলি ইষ্টক ও কাষ্ঠ নির্ম্মিত; নগরে ফল ও সুপেয় জলের বিন্দুমাত্রও অভাব নাই। এই স্থানের পুরুষ ও স্ত্রীলোক কটীদেশে একখানি মাত্র কাপড় পরিধান করিয়া গমনাগমন করে—দ্বিতীয় বস্ত্র ব্যবহার করেনা। আমাদের নিকট এইস্থান অত্যন্ত উষ্ণ বোধ হইয়াছিল।

মে মাসের শেষভাগ হইতে এইস্থানে শীতঋতু আরম্ভ হয়। এই প্রদেশে মছলিপট্টম (৫) বলিয়া একটী বন্দর আছে। এইস্থান হইতে ইহা আট দিবসের পথ। এই বন্দরে ভারতবর্ষ, পেগু ও সুমাত্রা হইতে বহুসংখ্যক জাহাজ মরিচ, মসলা এবং অন্যান্য মূল্যবান্ পণ্য লইয়া সমাগত হয়। এই প্রদেশ অত্যন্ত সুন্দর এবং উর্ব্বর।

এই স্থান হইতে আমি সেরুইডোর(৬) প্রদেশে গমন করি; এতদ্দেশীয়

---

(৩) "হিডাল্‌কান্" (Hidalcan) পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৪ পৃষ্ঠা ১৬ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(৪) অন্যতম পর্য্যটক লিন্‌সোটেন্ বলিয়াছেন যে, হীরক ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যেই ইংরাজ পর্য্যটকগণ এতদ্দেশে আগমন করেন। ফীচ্ অন্যত্রও হীরকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু, রাইলী এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, অন্য উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়াই যে ফীচ্ ও তাঁহার সঙ্গিত্রয় এতদ্দেশে আসিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। "It can not be doubted that far larger motives prompted and sustained the adventurers" (Ryley's Fitch. Page 93.)

(৫) করমণ্ডল উপকূলস্থ প্রথম ইংরাজ-উপনিবেশ। ১৬১১ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন হিপন্ এই স্থানে কুঠী স্থাপন করেন এবং ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে গোলকন্দার মুসলমান নরপতি ইংরাজদিগকে এই স্থানের জন্য এক ফার্ম্মান্ প্রদান করেন।

(৬) "Seruidore"—সম্ভবতঃ বিদর সহর (Ser—সহর Vidore—বিদর—সহর বিদর) ভ্রমক্রমে এইরূপ লিখিত হইয়াছে।



সম্রাট আকবর (যোগীবেশে)

রাজা বারিদ সাহ নামে কথিত হইয়া থাকেন (৭)। গৃহগুলি খড় ও কৰ্দ্দম নির্ম্মিত। এখানে অনেক মুর্ ও হিন্দু আছে, কিন্তু ইহারা অধার্ম্মিক।

সেরুইডোর হইতে আমি বেলাপোরে (৮) এবং তথা হইতে বারামপোরে (৯) উপনীত হই। শেষোক্ত স্থান জেলালুদ্দীন্ আকবরের অধিকৃত। এই স্থানের মুদ্রা রৌপ্যনির্ম্মিত, গোলাকার, এবং ইহার মূল্য কুড়ি পেন্স। মুদ্রার রৌপ্য উত্তম। এই প্রদেশটি অত্যন্ত সুবৃহৎ এবং বহুজনাকীর্ণ। জুন, জুলাই এবং আগষ্ট অর্থাৎ বর্ষাঋতুতে রাজপথ জলপূর্ণ থাকায় অশ্বারোহণ ব্যতীত গমানাগমন অসাধ্য। এদেশের গৃহগুলি কৰ্দ্দম ও খড় দ্বারা নির্ম্মিত। এইস্থানে প্রচুর পরিমাণে কার্পাসের বস্ত্র ও পশম-নির্ম্মিত চিত্রিত বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। চাউল ও অন্যান্য শস্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদিত হয়। আমরা যে সকল গ্রাম ও নগর অতিক্রম করিতেছিলাম, সেই সকল স্থানেই আট দশ বৎসরের বালক ও পাঁচ ছয় বৎসরের বালিকার বিবাহ দেখিয়াছি। বর ও কনে উভয়েই উত্তমরূপে সজ্জিত হইয়া ও একই অশ্বে আরোহণ করিয়া নগর মধ্য দিয়া গমন করে ও সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার বাদ্যধ্বনি হইতে থাকে। এবম্প্রকারে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া তাহারা চাউল ও নানাপ্রকার ফল

---

(৭) ফীচ "The king is called, the king of Bread" লিখিয়াছেন। নিশ্চয়ই ইহা বিদর রাজ্যের নরপতিগণের "বারিদ সাহ" উপাধির অপভ্রংশ।

(৮) বেরার প্রদেশের অন্তর্গত আকোলা জিলায় অবস্থিত।

(৯) বুর্হানপুর। মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত নিমরা জিলার একটী নগর। ১৪০০ খৃষ্টাব্দে ইহা নাসির খাঁ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬০০ সনে আকবর ইহা অধিকার করেন। আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ আছে। আবুল ফজল বলিয়াছেন যে, গ্রীষ্মকালে ইহা ধুলী-ধূসরিত এবং বর্ষাকালে ইহার রাজপথগুলি কৰ্দ্দম পরিপূর্ণ হয়।

ভক্ষণ করে এবং রাত্রির অধিকাংশ সময় নৃত্যে অতিবাহিত করিয়া বিবাহবাসর সম্পন্ন করে। দশবৎসরবয়স্ক না হইলে স্ত্রীপুরুষ এক শয্যায় শয়ন করে না। তাহাদের মতে এত অল্পবয়সে বিবাহ দিবার কারণ এই যে, পিতার মৃত্যু হইলে মাতার সহমৃতা হইতে হয়; সুতরাং পিতার মৃত্যু হইলে পুত্রের শ্বশুর অভিভাবকরূপে পুত্রের লালন পালন করিতে পারে এবং তাহারাও পুত্র কন্যাদিগকে বিবাহিত দেখিয়া দেহত্যাগ করিতে পারে।

এই স্থান হইতে আমরা মাণ্ডোওয়ে (১০) নগরে গমন করি। মাণ্ডোওয়ে একটী সুরক্ষিত বৃহৎ নগর। দ্বাদশ বৎসর অবরোধ করিয়া আকবর (১১) ইহা অধিকার করিয়াছিলেন। অন্যান্য দুর্গের ন্যায় ইহা একটী উচ্চ পর্ব্বতোপরি স্থাপিত এবং ইহার পরিধিও সুবৃহৎ।

মাণ্ডোওয়ে হইতে আমরা বিজনি (১২) ও তথা হইতে সেরিঙ্গে (১৩) উপনীত হই। শেষোক্ত স্থানে আমাদের সহিত বহুসংখ্যক সৈন্য, হস্তী ও উষ্ট্র ছিল। এইস্থানে প্রচুর কার্পাস, কার্পাসবস্ত্র ও ঔষধের আমদানী হয়।

---

(১০) মাণ্ডোগড় বা মাণ্ডু। মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভূত ধাড় রাজ্যের একটী নগর। আকবর ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে ইহা অধিকার করেন।

(১১) ফীচ্ সর্ব্বত্রই আকবরকে "Zelabdim Echebar" বলিয়াছেন।

(১২) উজ্জয়িনী—১৫৭১ সনে আকবর কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়।

(১৩) সিরঞ্জি—রাজপুতনার অন্তর্গত টঙ্ক্ রাজ্যের নগর। এককালে ইহা মসলিন্ ও ছিটের জন্য সুপ্রসিদ্ধ ছিল।

[আগ্রা, ফতেপুর, সপ্তগ্রাম, প্রয়াগ ও বারাণসী]

আমরা পরে আগ্রা পৌঁছি। পথিমধ্যে আমাদের অনেকগুলি নদী অতিক্রম করিতে হয়। বর্ষার জন্য নদীগুলির জল এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, অনেক সময় জীবনরক্ষার্থ আমাদের সন্তরণ করিতে হইয়াছিল। আগ্রা একটী সুবৃহৎ নগর ; বহু জনাকীর্ণ; গৃহগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত; রাজপথগুলি সুন্দর ও বৃহৎ এবং ইহার পাদদেশে একটী নদী প্রবাহিতা হইতেছে। এই নদী বঙ্গোপসাগরে মিলিতা হইয়াছে। এই নগরে প্রাকারবেষ্টিত একটী সুন্দর ও সুরক্ষিত দুর্গ আছে। এই স্থানে অনেক মুর ও হিন্দু বাস করে। ইহার রাজা "জেলাবদীন্ আকবর" নামে খ্যাত। অধিবাসীরা সাধারণতঃ তাঁহাকে আকবর বলে।

আগ্রা হইতে আমরা ফতেপুরে (১) গমন করি। এই স্থানেই রাজার দরবার হয় (২)। এই নগর আগ্রা হইতে বৃহৎ; কিন্তু, ইহার গৃহ ও রাজপথগুলি সেরূপ প্রশস্ত নহে। এইস্থানে মুর ও হিন্দু উভয় প্রকারেরই বহু অধিবাসী বাস করে। পরম্পরা প্রকাশ এই যে, আগ্রা ও ফতেপুরে রাজার একসহস্র হস্তী, ত্রিংশসহস্র অশ্ব, চতুর্দ্দশ

---

(১) আকবর কর্ত্তৃক ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। আইন-ই-আকবরীতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পৃথিবীর সকল স্থান হইতে এই স্থানে বণিক্‌গণ সমাগত হইত।

(২) "He keepeth a great Court, which they call Derrican"—ফীচ। Derrican সম্বন্ধে রাইলী পাদটীকায় লিখিয়াছেন "Probably Dera-i-khan, house of the Prince."

শত সুশিক্ষিত মৃগ, আটশত দাসী এবং অত্যাশ্চর্য্যজনক চিতা ব্যাঘ্র, মহিষ, কুক্কুট এবং বাজপক্ষী আছে। রাজার সুবৃহৎ দরবার গৃহ (৩) "দেরিকান" নামে খ্যাত। আগ্রা ও ফতেপুর উভয়ই সুবৃহৎ ও উভয়ই আমাদের লণ্ডনাপেক্ষা বৃহৎ ও জনাকীর্ণ। আগ্রা ও ফতেপুর দ্বাদশ মাইল(৪) ব্যবধান এবং এই সুদীর্ঘপথ খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যের বিপণিতে পরিপূর্ণ। বিপণি-গুলি এরূপ লোকপরিপূর্ণ যে, দেখিলে মনে হয় প্রত্যেকটী দোকানই যেন এক একটী হাট। আর দর্শকের মনে হয়, তিনি যেন পথ অতিক্রম করিতেছেন না, যেন একই নগরে রহিয়াছেন। নগরে অনেক রকম সুন্দর সুন্দর যান আছে; ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সুন্দর কারুকার্য্য-শোভিত ও স্বর্ণ-খচিত। যানে দুইটী করিয়া চক্র আছে এবং উহা আমাদের ইংলণ্ডীয় বৃহৎ কুক্কুরের ন্যায় দুইটী ক্ষুদ্র ষণ্ড দ্বারা আকর্ষিত হয়। এই সকল ক্ষুদ্রাকারের ষণ্ডগুলি দ্রুতগতিতে অশ্বের সমকক্ষ। প্রত্যেক যানে দুই কি তিনটী লোক যাইতে পারে। যানগুলি রেশম বা অন্য কোন রকম সুন্দর বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই স্থানে পারস্য এবং ভারতবর্ষের বহির্দ্দেশস্থ বণিকগণ রেশম, বস্ত্র ও মূল্যবান্ মুক্তা, হীরক ও প্রবাল সহ সমাগত হয়। রাজা শার্টের ন্যায় একটী শ্বেত অঙ্গাবরণ (৫) ও লোহিত বা পীতবর্ণের ক্ষুদ্র এক খণ্ড বস্ত্র মস্তকে পরিধান করেন। খোজাব্যতীত অন্য কেহই তাঁহার অন্তঃপুরে গমন করিতে পারে না। এই খোজাগণই তাঁহার পরিবারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণ করে।

---

(৩) "Dericcan"—দেওয়ানী—আম-দরবার গৃহ। পূর্ব্ববর্ত্তী পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(৪) বাস্তবিক পক্ষে ইহা একবিংশ মাইল ব্যবধান।

(৫) "Cabie" (কাচ)। পারসীক কোয়াবা (Quaba).

আমরা তিনজনেই ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত ফতেপুরে অবস্থিতি করিলাম। তৎপরে, জন্ নিউবেরী লাহোর নগরোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। তথা হইতে তিনি পারস্য ও আলেপ্পো বা কনষ্টান্টিনোপল্—যে স্থানে তিনি সহজে গমন করিতে পারিবেন, সেই উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন। তিনি আমাকে বঙ্গদেশ ও পেগুর অভিমুখে যাত্রা করিতে উপদেশ দিলেন। দুই বৎসর পরে, ভগবানের কৃপা থাকিলে ইংলণ্ডীয় কোন জাহাজে আসিয়া বঙ্গদেশে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন (৬)। মণিকার উইলিয়ম্ লীড্‌স্‌কে ফতেপুরে আকবরের অধীনে চাকুরীতে নিযুক্ত থাকা অবস্থায় আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলাম। আকবর তাঁহাকে যত্ন করিতেন। তিনি তাঁহাকে গৃহ, কয়েকজন ক্রীতদাস, একটী অশ্ব এবং প্রত্যহ ছয়টী করিয়া সিক্কা মুদ্রা (৭) দিতেন। আগ্রা হইতে, লবণ, অহিফেন, হিং, সীসক, কার্পেট এবং অন্যান্য পণ্য দ্রব্যের কোন এক ক্ষেপ রপ্তানীকালীন

---

(৬) নিউবেরী ও লীড্‌স সম্বন্ধে আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। সার হেনরী জনষ্টন বলিয়াছেন—"Very likely the jeweller married an Indian wife and lost all inclination to return to England. At any rate he is not heard of again. Nor indeed was John Newberry, who seems to have reached Lahore, but thenceforth disappeared, having been, it is supposed, murdered in the journey between there and Persia." অর্থাৎ, সম্ভবতঃ মণিকার ভারতবর্ষে বিবাহ করিয়া আর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। অন্ততঃ পক্ষে তাঁহার আর কোন বিবরণ শ্রুত হওয়া যায় না। জন্ নিউবেরী লাহোর পৌঁছিয়াছিলেন; তৎপরে, তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছু অবগত হওয়া যায় না। সম্ভবতঃ পারস্যের পথে তাঁহাকে হত্যা করা হয়।

(৭) "Sixe S.S" (ফীচ)। "Shillings sterling" কি ?

যমুনা নদীবাহী একশত আশীখানি নৌকার সঙ্গে আমি বঙ্গদেশের অন্তর্গত সপ্তগ্রামে আসিয়া পৌছিলাম। এই স্থানের প্রধান বণিক্‌গণ মুসলমান ও হিন্দু—উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত। এতদ্দেশে অনেকগুলি অদ্ভুত আচার প্রচলিত আছে। ব্রাহ্মণগণই ইহাদের পুরোহিত। ইহারা জলমধ্যে আসিয়া নানারূপ আচার সহকারে গলদেশে সূত্র স্থাপন এবং উভয়হস্তে জল নিক্ষেপ করে। ঐ সূত্র প্রথমে দুই হস্ত দ্বারা এবং পরে এক হস্ত দ্বারা আকর্ষণ করে। শীত বা গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতেই তাহারা অবগাহন করে। এই সকল হিন্দুগণ কদাপি মাংসাহার বা প্রাণিহত্যা করে না। ইহারা তণ্ডুল, মাখন, দুগ্ধ ও ফল ভক্ষণে জীবন ধারণ করে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার জলমধ্যে উলঙ্গাবস্থায় প্রার্থনা করে এবং উলঙ্গ হইয়াই মাংস রন্ধন ও আহার করে। প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ইহারা মৃত্তিকোপরি শয়ন করে, এবং গাত্রোত্থান করিয়া ৩০ কি ৪০ বার সূর্য্যের দিকে হস্তোত্তোলন এবং পরে হস্ত ও পদ বিস্তৃত করিয়া এবং বাম পদের পূর্ব্বে দক্ষিণ পদ রাখিয়া পৃথিবীকে চুম্বন করে। যখনই তাহারা শয়ন করে, তখনই তাহারা সীমা নির্দ্দেশার্থ অঙ্গুলীদ্বারা মৃত্তিকায় চিহ্ন স্থাপন করে। ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ কপোলদেশে, কর্ণে এবং গলদেশে পীতবর্ণের মৃত্তিকা লেপন করে। ইহারা এই মৃত্তিকা চূর্ণ করে এবং প্রত্যহ প্রাতে ঐরূপ লেপন করে। ইহাদেরই কয়েকজন বৃদ্ধ ঐরূপ পীতবর্ণের মৃত্তিকা আধারে করিয়া রাজপথে গমন করে এবং যে সকল লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহাদের মস্তকে ও গলদেশে লেপন করে। ইহাদেরই পত্নীগণ, ১০, ২০, কি ৩০ জন একত্রে দল-বদ্ধ হইয়া নদীতীরে গমন করে এবং তথায় স্নান ও অন্যান্য আচার সমাপনান্তে কপালে এবং মুখে চিহ্ন করে এবং কিছু মৃত্তিকা সঙ্গে করিয়া

গান করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। দশ বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বেই ইহাদের কন্যাগণ বিবাহিতা হয়। পুরুষগণের সাতটী স্ত্রী থাকিতে পারে। ইহারা ইহুদীগণাপেক্ষাও ধূর্ত্ত। যখন একে অপরকে নমস্কার করে, তখন হস্তোত্তোলন করিয়া ও মস্তকস্পর্শ করতঃ "রাম," "রাম" বলে।

আগ্রা হইতে বঙ্গদেশে আসিবার কালে আমি যখন প্রয়াগে উপনীত হই, তখন দেখি সেইস্থানে যমুনা গঙ্গানাম্নী এক বৃহতী নদীর সহিত সম্মিলিতা হইয়াছে। ইহার পরে আর যমুনার নাম শ্রুত হওয়া যায় না। গঙ্গা উত্তর-পশ্চিম হইতে বহির্গতা হইয়া পূর্ব্বাভিমুখিনী হইয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিতা হইয়াছে। এতদ্দেশে যথেষ্ট ব্যাঘ্র, তিতির, ঘুঘু ও নানাপ্রকার কুক্কুট পাওয়া যায়। এই স্থানে অনেক উলঙ্গ ভিক্ষুক দেখিতে পাওয়া যায়। অধিবাসীরা উহাদিগকে সন্ন্যাসী বলে এবং বিশেষরূপে সম্মান করে। আমি একটী সন্ন্যাসীকে দেখিয়াছিলাম—সে অন্যান্যের ন্যায় একটী বিকটাকার জন্তুবিশেষ। সে অঙ্গে কিছুই পরিধান করিতে চাহিত না; তাহার দাড়ী অত্যন্ত দীর্ঘ ছিল এবং তাহার সুদীর্ঘ কেশদ্বারা সে তাহার শরীরের কতকাংশ আবৃত করিয়া রাখিত। তাহার অঙ্গুলীর দুই একখানি নখ দুই ইঞ্চি দীর্ঘ ছিল; কারণ, সে তাহার নখের কোন অংশই ছেদন করিত না। সে কাহারও সহিত বাক্যালাপও করিত না। তাহার সঙ্গে আট কি দশজন শিষ্য থাকিত এবং তাহারাই উহার হইয়া কথোপকথন করিত। যখন কেহ তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতে ইচ্ছা করিত, তখন সে তাহার বক্ষঃস্থলে নিজ হস্ত স্থাপন করিত, কিন্তু কোন কথা কহিত না। এমন কি, সে রাজার সহিতও কথোপকথন করিত না। আমরা প্রয়াগ

হইতে নৌকাপথে অগ্রসর হইয়া দেখিলাম গঙ্গা এই স্থানে অত্যন্ত প্রশস্তা। এই স্থানে নানাবিধ মৎস্য, বন্য কুক্কুট, হংস, সারস এবং অন্যান্য পক্ষী পাওয়া যায়। এই প্রদেশ অত্যন্ত উর্ব্বর এবং বহু-জনাকীর্ণ। এতদ্দেশীয় পুরুষগণের অধিকাংশেরই মুখমণ্ডল দাড়ী-শূন্য; ইহাদের অনেকেরই মস্তক দীর্ঘ। কাহারও কাহারও মস্তকের চূড়াব্যতীত অন্যান্যাংশ মুণ্ডিত। এই গঙ্গানদীতে অনেক দ্বীপ আছে। গঙ্গার জল সুমিষ্ট এবং সুপেয় এবং ইহার নিকটবর্ত্তী স্থান সকল উর্ব্বর।

প্রয়াগ হইতে আমরা বারাণসীতে আগমন করি। ইহাও একটী বৃহৎ নগর এবং এই স্থানে কার্পাস নিৰ্ম্মিত বস্ত্র প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়। এই স্থানের সকল অধিবাসীই হিন্দু এবং আমি কদাপি ইহাদের মত পৌত্তলিক দেখি নাই। বহুদূরদেশ হইতে হিন্দুগণ এই স্থানে তীর্থ দর্শনার্থ সমাগত হয়। নদীতীরে বহুপরিমাণে সুন্দর সুন্দর গৃহ সকল দৃষ্ট হয় এবং সাধারণতঃ সকল গৃহেই দণ্ডায়মান দেবমূর্ত্তি বিদ্যমান। মূর্ত্তিগুলি প্রস্তর বা কাষ্ঠনির্ম্মিত। গৃহগুলির ন্যায় মূর্ত্তিগুলি কিন্তু সুন্দর নহে। সেগুলি সিংহ, ব্যাঘ্র, বা হনুমানের ন্যায় পশ্বাকার। কতকগুলি আবার পুরুষ, স্ত্রী বা ময়ূরের ন্যায়; কতকগুলি চারি হস্ত বিশিষ্ট ভূতের ন্যায়। ইহাদের কতক যুগ্মাসনাসীন; কাহারও হস্তে এক দ্রব্য; অপরের হস্তে অন্য দ্রব্য। প্রাতঃকালে, এমন কি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেও স্ত্রী পুরুষগণ নগর হইতে আসিয়া গঙ্গায় অবগাহন করে। অনেকগুলি বৃদ্ধ মৃত্তিকাস্তূপের উপর উপবেশন করিয়া প্রার্থনা করে এবং যাত্রীদিগকে তিনটী কি চারিটী করিয়া খড় (৮) প্রদান করে। এই সকল যাত্রী ঐ খড়গুলি অঙ্গুলী মধ্যে স্থাপন করিয়া গঙ্গায় অবগাহন করে। কেহ কেহ কপোলদেশ

(৮) কুশ।


SARASWAT

চিত্রিত করিবার জন্য উপবেশন করে। ইহারা বস্ত্রমধ্যে তণ্ডুল, যব অথবা অর্থ রক্ষা করে ও স্নানান্তে প্রার্থনারত-বৃদ্ধগণকে ইহা দান করে। দানান্তে বৃদ্ধগণ ইহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করে এবং ইহাতেই সকলে পবিত্র হয়। পরে, ইহারা ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তির নিকট গমন করিয়া পূজা করে। নানাস্থানে দণ্ডায়মান মূর্ত্তি আছে—ইহারা তাহাদিগকে হর বলে। বৃহৎ বৃহৎ নানারূপ খোদিত প্রস্তরের উপরে ইহারা জলদান করে এবং এই সকল প্রস্তরের উপরে ইহারা তণ্ডুল, গম, যব এবং অন্যান্ত দ্রব্য নিক্ষেপ করে। এই হর দেবতার, নখবিশিষ্ট চারিটী হস্ত আছে। এই সকল মূর্ত্তি ব্যতীত অধিরোহণীবিশিষ্ট ইহাদের একটী পবিত্র কূপ আছে। এই কূপের জল অত্যন্ত ময়লা এবং দুর্গন্ধবিশিষ্ট ; কারণ, ইহাতে অনবরত যে প্রচুর পুষ্প নিক্ষিপ্ত হয়, তাহাতেই ইহার জল ঐরূপ দুর্গন্ধবিশিষ্ট হইয়া গিয়াছে ; তথাপি সদা সর্ব্বদাই ইহাতে লোক অবগাহন করে (৯)। কারণ, ইহারা বলে যে, ইহাতে স্বয়ং ভগবান স্নান করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য ইহাতে অবগাহন করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ইহারা ঐ কূপ হইতে বালুকা সংগ্রহ করে। এই বালুকাকে ইহারা বড় পবিত্র বলিয়া মনে করে। ইহারা জলমধ্য ব্যতীত অন্য কোন স্থানেই প্রার্থনা করে না। ইহারা অবগাহন কালে হস্ত দ্বারা মস্তকের উপরে জল প্রদান করে। স্নানান্তে ইহারা তিনবার সামান্য পরিমাণে জলপান করে এবং পরে স্বগৃহস্থ দেবতার নিকট গমন করে।

কেহ কেহ নিজের দৈর্ঘ্যানুযায়ী স্থান ধৌত করণান্তর তথায় হস্ত পদ বিস্তার করতঃ শয়ানাবস্থায় প্রার্থনা করে এবং গাত্রোত্থান

---

(৯) মণিকর্ণিকা।

না করিয়া সেই মৃত্তিকা ২০।৩০ বার চুম্বন করে। কেহ কেহ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ১৫টী কি ১৬টী পাত্রসহ পূজা করে এবং পূজাকালীন ক্ষুদ্র ঘণ্টাধ্বনি করে। ইহারা পাত্রের চতুর্দ্দিকে জলের গণ্ডী প্রদান করিয়া পূজা করে। অনেকে ইহাদের নিকট উপবেশন করিয়া থাকে এবং একজন ঐ পাত্রগুলি পূজকের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়। পূজকগণ পাত্রের উদ্দেশ্যে নানা কথা বারংবার উচ্চারণ করে। তাহারা তাহাদের দেবতাদের নিকট গমন করে এবং তাহাদিগকে পূজা করে। পূজান্তে তাহারা নিকটবর্ত্তী সকলের কপোলদেশ চিহ্নিত করে। ইহা বিশেষ গৌরব জনক মনে করা হয়। অনেক সময় পঞ্চাশ, কোন কোন সময় একশত জনও এই কূপে স্নানার্থ সমাগত হইয়া এই সকল দেবমূর্ত্তিকে পূজা করে।

ইহাদের গৃহে যে সকল দণ্ডায়মান দেবমূর্ত্তি দেখা যায় গ্রীষ্মকালে উহাদিগকে ব্যজন করা হয়। যাত্রী সমাগত হইলে তাহারা একটী ক্ষুদ্র দোলায়মান ঘণ্টা ধ্বনি করিতে থাকে এবং অনেকে ইহাদিগকে ভিক্ষা প্রদান করে। যাহারা দূরদেশ হইতে আগমন করে, তাহারা নিশ্চয়ই ভিক্ষা প্রদান করিয়া থাকে। এই সকল দেবমূর্ত্তির অধিকাংশই কৃষ্ণবর্ণের এবং ইহাদের পিত্তলনির্ম্মিত নখ আছে। কোন কোন মূর্ত্তি ময়ূরের উপর উপবিষ্ট থাকে; কোন কোন মূর্ত্তি দীর্ঘনখবিশিষ্ট কদাকার অন্যান্য পক্ষীর উপরেও স্থাপিত হইয়া থাকে। দেখিতে কোন মূর্ত্তিই সুন্দর নহে; এবং, সকলগুলিই দেখিতে বিভিন্নাকারের। একটী মূর্ত্তিকে তাহারা অন্যগুলি অপেক্ষা অধিক সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকে। কারণ, তাহারা বলে যে, এই দেবতাই তাহাদিগকে সকল প্রকার খাদ্য ও বস্ত্র প্রদান করিয়া থাকে এবং একজন সদা সর্ব্বদাই উহাকে ব্যজনী-হস্তে

বাতাস করিতে থাকে। এই প্রদেশে মৃত ব্যক্তিগণের কেহ ভস্মীভূত হয়, কেহ অৰ্দ্ধদগ্ধাবস্থায় নদীতে নিক্ষিপ্ত হয় এবং কুক্কুর ও শৃগালগণ তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে আহার করে। এদেশে স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রীগণ সহমৃতা হয়। যদি স্ত্রী সহমৃতা না হয়, তবে তাহার মস্তক মুণ্ডন করা হয় এবং পরে আর তাহার কোন অনুসন্ধানই লওয়া হয় না। কটীদেশে সামান্য একটু বস্ত্র বন্ধন ব্যতীত অধিবাসীরা আর কোনরূপ বস্ত্র পরিধান করে না। স্ত্রীলোকগণের গলদেশে, হস্তে ও কর্ণে রৌপ্য, তাম্র ও টীনের অলঙ্কার এবং অঙ্গুলীতে প্রস্তর-সুশোভিত হস্তিদন্তের অঙ্গুরী শোভা পায়। ইহাদের কপালের মধ্যদেশ হইতে মস্তকের চূড়াদেশ পর্য্যন্ত রক্তবর্ণে রঞ্জিত করা হয়। শীত ঋতুতে (আমাদের মে মাসে) পুরুষেরা তুলা-পূর্ণ অঙ্গাবরণ ও আমাদের দেশীয় মুদীদের হামামদিস্তার ন্যায় মস্তকাবরণ ব্যবহার করে। মস্তকাবরণে ছিদ্র থাকে এবং কর্ণের নিম্নে বাঁধিবার জন্য সূত্র থাকে। যদি কোন পুরুষ বা স্ত্রী পীড়িত হয় এবং তাহার জীবনের আশা না থাকে, তবে তাহাকে সমস্ত রাত্রি দেবতার নিকট রাখা হয়। ইহাতে হয় সে রক্ষা পায় বা তাহার মৃত্যু হয়। যদি সেই রাত্রিতে সে সুস্থ না হয়, তবে তাহার বন্ধু-বান্ধবগণ সমাগত হইয়া তথায় কিয়ৎকাল উপবেশন করিয়া ক্রন্দন করে এবং পরে নলনির্ম্মিত ক্ষুদ্র ভেলায় তাহাকে স্থাপন করিয়া নদীতে ভাসাইয়া দেয়।

স্ত্রী ও পুরুষের বিবাহকালে উভয়ে নদীতীরে আগমন করে, এবং নদীতীরে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, গাভী ও গোবৎস রাখা হয়। আর সেই বর, কনে, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, গাভী ও বৎস একত্রে জলমধ্যে গমন করে। বর কনে ব্রাহ্মণকে চারি গজ পরিমিত শুভ্র এক খণ্ড বস্ত্র ও নানাপ্রকার

দ্রব্য-পূর্ণ এক করণ্ড প্রদান করে। ব্রাহ্মণ বস্ত্রখানি গাভীর উপরে স্থাপন ও গাভীর পুচ্ছ স্পর্শ করিয়া মন্ত্রপাঠ করে। কনের হস্তে জলপূর্ণ তাম্র বা পিত্তলের একটি পাত্র থাকে এবং বর ব্রাহ্মণের ও কনের হস্তস্পর্শ করিয়া থাকে এবং সকলেই গাভীর পুচ্ছ ধরিয়া থাকে। পাত্রস্থিত জল গাভীর পুচ্ছের উপরে নিক্ষেপ করা হয় এবং এবম্প্রকারে ঐ জল সকলের হস্ত স্পর্শ করে। তখন, ব্রাহ্মণ, বর ও কনের বস্ত্র একত্র বন্ধন করে। পরে, তাহারা গাভী ও গোবৎস প্রদক্ষিণ করিয়া দরিদ্রগণকে যথাসাধ্য ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে গাভী ও গোবৎস দান করে। অবশেষে স্ত্রী ও পুরুষ তাহাদের বিভিন্ন দেবতার নিকট গমন করিয়া অর্থদান ও সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করণান্তর মৃত্তিকা চুম্বন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করে। ইহাদের প্রধান দেবতাগুলি কৃষ্ণবর্ণের এবং দেখিতে অত্যন্ত কদাকার; বিকটাকার মুখবিশিষ্ট; কর্ণ মণিমুক্তাযুক্ত; দন্ত ও চক্ষু রৌপ্য ও কাচনির্ম্মিত এবং হস্ত নানা দ্রব্যপূর্ণ। পাদুকা পরিধান করিয়া দেবমন্দিরে গমন নিষিদ্ধ। দেবমন্দিরে সদা সর্ব্বদাই দীপ প্রজ্জ্বলিত থাকে।

[পাটনা—গৌড়—কুচবিহার—হুগলি—সপ্তগ্রাম—
ত্রিপুরা—ভূটান—বাকলা—শ্রীপুর—সোনারগাঁ]

জলপথে গঙ্গানদী হইয়া আমি বারাণসী হইতে পাটনা গিয়াছিলাম। পথিমধ্যে আমি অনেক সুন্দর নগর ও উর্ব্বর প্রদেশ দেখিয়াছিলাম। গঙ্গার সহিত বহু বৃহতী নদী সম্মিলিতা হইয়াছে। ইহার কতকগুলি গঙ্গারই ন্যায় বড় এবং এই জন্যই গঙ্গার প্রস্থ এত অধিক। বর্ষাকালে এক কূল হইতে অন্য কূল দৃষ্টিগোচর হয় না। ভারতবাসী পুরুষগণ অর্দ্ধ-দগ্ধাবস্থায় গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হইলে তাহাদিগের বদনমণ্ডল নিম্নদিকে ও স্ত্রী-লোকগণের মুখ এরূপাবস্থায় ঊর্দ্ধদিক হইয়া ভাসমান হয়। আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে, শরীরের সহিত কিছু বন্ধন করিয়া দিবার জন্য এরূপ হয়; কিন্তু, তাহারা বলিল যে, এরূপ কিছুই করা হয় না। আরব-দেশীয় চোরের ন্যায় এদেশে অনেক চোর আছে (১)। ইহাদের নির্দ্দিষ্ট আবাস নাই; কোন সময় একস্থলে, অন্য সময় অন্যত্র বাস করে। এই স্থানের স্ত্রীলোকেরা রৌপ্য ও তাম্রে সুসজ্জিতা থাকে। পদাঙ্গুলিতে এত অধিক পরিমাণে রৌপ্য ও তাম্রের অঙ্গুরী পরিধান করে যে, ইহারা পাদুকা পরিধান করিতে পারে না। পাটনায় নিম্নলিখিত প্রকারে সুবর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অধিবাসীরা ভূমিতে গভীর কূপ খনন করিয়া, ঐ মৃত্তিকা ধৌত করে এবং এবম্প্রকারে সুবর্ণ প্রাপ্ত হয়। যাহাতে ঐ

(১) ৩৫ পৃষ্ঠায় বসোরার বিবরণেও ফীচ এইপ্রকার ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদের ন্যায় যাযাবর জাতি বর্ত্তমানেও দৃষ্ট হয়।

মৃত্তিকা কূপমধ্যে পতিত না হয়, তজ্জন্য ইহারা গর্ত্তের চতুর্দ্দিক ইষ্টক দ্বারা বেষ্টন করে। পাটনা একটী বৃহৎ ও দীর্ঘ নগর। প্রাচীনকালে ইহা একটী রাজ্য ছিল; কিন্তু, এক্ষণে ইহা প্রবলপরাক্রান্ত মোগলাধিপতি আকবরের অধীন। অধিবাসীরা কৃশ ও দীর্ঘাঙ্গ এবং দীর্ঘজীবী। রাজপথগুলি অত্যন্ত বৃহৎ; গৃহগুলি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত এবং খড়দ্বারা আচ্ছাদিত। এই নগরে কার্পাস, কার্পাসের বস্ত্র, প্রচুর পরিমিাণে চিনি, প্রচুর অহিফেন ও অন্যান্য পণ্য পাওয়া যায়। চিনি এইস্থান হইতে বঙ্গদেশে ও অন্যত্র রপ্তানী হয়। এই স্থানের শাসনকর্ত্তা আকবরের অধীন—ইনি "টিপ্পারদাস" (২) নামে কথিত হন এবং অধিবাসীরা ইঁহাকে যৎপরোনাস্তি সম্মান করে। পাটনায় আমি একটী কপট অবতার দেখিয়াছিলাম। এই ব্যক্তি বাজারে অশ্বের উপর আরোহণ ও নিদ্রার ভান করিয়া উপবিষ্ট ছিল এবং অনেক ব্যক্তি আসিয়া হস্তদ্বারা প্রথমে ইহার পাদস্পর্শ করিয়া, পরে নিজ নিজ হস্ত চুম্বন করিতেছিল। তাহারা ইহাকে মহৎ বলিয়া বিবেচনা করিতেছিল; কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে সে একটী অলস-প্রকৃতির লোক ছিল মাত্র। আমি তাহাকে এই অবস্থায় দেখিয়াছিলাম। এতদ্দেশবাসীরা এইরূপ কপটতা ও ভণ্ডামি করে।

পাটনা হইতে আমি গৌড়ের (৩) অন্তর্গত টাণ্ডা (৪) নামক দ্বীপে গমন করি। পূর্ব্বকালে ইহা একটী রাজ্য ছিল। কিন্তু, এক্ষণে ইহা আকবরের অধিকৃত। এই স্থানে প্রচুর কার্পাস ও কার্পাসবস্ত্রের

(২) "Tipperdas" (ফীচ)। সম্ভবতঃ তৎকালীন শাসনকর্ত্তার নাম বা উপাধির অপভ্রংশ। ফীচ অনেকস্থলে এইরূপ করিয়াছেন।

(৩) ফীচ গৌড়কে "Gouren" বলিয়া লিখিয়াছেন।

(৪) হাকলিট টাণ্ডাকে মালদহের একটী ক্ষুদ্র নগর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

আমদানী ও রপ্তানী হয়। অধিবাসীরা কটীদেশে সামান্য একখণ্ড বস্ত্র ব্যবহার করে—অন্য কোনরূপ বস্ত্র পরিধান করে না। এই স্থান বঙ্গদেশের অন্তর্ভূত। এই প্রদেশে ব্যাঘ্র, বন্য-মহিষ এবং প্রচুর পক্ষী পাওয়া যায়। অধিবাসীরা অত্যধিক পরিমাণে পৌত্তলিক। পূর্ব্বকালে বর্ষার সময় গঙ্গা নিকটবর্ত্তী প্রদেশ ও গ্রাম সমূহকে প্লাবনে নষ্ট করিয়াছিল এবং তজ্জন্য সেই সময় হইতেই টাণ্ডা গঙ্গা হইতে তিন মাইল দূরবর্ত্তী। গঙ্গার পূর্ব্বের ভূমি এক্ষণে শুষ্কাবস্থায় রহিয়াছে। আগ্রা হইতে যমুনা ও গঙ্গা হইয়া বঙ্গদেশে পৌছিতে আমি পাঁচমাস অতিবাহিত করিয়াছিলাম। তবে, ইহাপেক্ষা স্বল্প সময়েও পৌছান যায়।

বঙ্গদেশ হইতে আমি কুচবিহারে (৫) যাই। ইহা টাণ্ডা হইতে উত্তরদিকে পঞ্চবিংশ দিবসের পথ। এতদ্দেশীয় নরপতি হিন্দুজাতীয়—ইঁহার নাম "সুকেল কাউন্স" (৬)। ইঁহার বৃহৎ রাজ্য কোচীন চায়না হইতে অনতিদূরবর্ত্তী। শেষোক্ত স্থান হইতেই এই রাজ্যে মরিচের আমদানী হয়। এই রাজ্যের বন্দরের নাম কাছিগেট (৭)। উভয়দিকে সুতীক্ষ্ণ বংশদণ্ড বা বেত্র দ্বারা সমস্ত প্রদেশ সুরক্ষিত। এতদ্দেশবাসীরা

---

(৫) ফীচ "Coache" লিখিয়াছেন।

(৬) রাইলী লিখিয়াছেন "Col. Haughton, late Commissioner of the Cooch Behar Division, has kindly furnished me with a Coorshinamah, or genealogical table of the Cooch Behar family in which this prince appears under the name of Sukladuge or Seela Roy; he was progenitor of the Durrung branch of the family." শুক্লধ্বজ কুচবিহারাধিপতি নরনারায়ণের ভ্রাতা ছিলেন। ইনি সিংহাসনাধিরোহণ না করিলেও অনেক দেশ জয় করিয়াছিলেন।

(৭) "Cacchegate" (ফীচ)। এইস্থান নির্দ্ধারিত হয় নাই।

ইচ্ছা করিলে তাহাদের দেশকে জল দ্বারা প্লাবিত করিতে পারে। এরূপ অবস্থায় মনুষ্য বা অশ্ব এ দেশে প্রবেশ করিতে অক্ষম হয়। যুদ্ধের সময় দেশবাসীরা সকল জল বিষাক্ত করে। এই স্থানে প্রচুর রেশম, মৃগনাভি ও কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্র পাওয়া যায়। অধিবাসীদিগের কর্ণ অত্যন্ত বৃহৎ—এক বিতস্তি পরিমাণ দীর্ঘ; বাল্যকালে বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা উহারা এইরূপ দীর্ঘায়তন করে (৮)। এ দেশে হিন্দু ব্যতীত অন্য জাতি নাই—ইহারা প্রাণিহত্যা করে না। এই স্থানে মেষ, কুক্কুর, বিড়াল, পক্ষী ও অন্যান্য জীব জন্তুর জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। জীবজন্তু, বৃদ্ধ বা খঞ্জ হইলে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহাদিগকে এই সকল চিকিৎসালয়ে রক্ষা করা হয়। যদি কোন ব্যক্তি কোন জন্তু ধৃত বা ক্রয় করিয়া আনয়ন করে, তবে অধিবাসীরা তাহাকে অর্থ বা খাদ্য প্রদান করে এবং উহাকে মুক্ত করিয়া দেয় অথবা চিকিৎসালয়ে রক্ষা করে। এতদ্দেশীয়েরা পিপীলিকাকে মাংস প্রদান করে। সামান্য ক্রয় বিক্রয়ের জন্য ইহারা বাদাম (৯) ব্যবহার করে। এই বাদাম তাহারা অনেক সময় আহার করে।

এই স্থান হইতে আমি হুগলি প্রত্যাবর্ত্তন করি। বঙ্গদেশের এই স্থান পর্ত্তুগীজদিগের অধিকৃত। ইহা সপ্তগ্রাম হইতে তিন মাইল দূর- । পর্ত্তুগীজগণ ইহাকে "পোর্টো পিকুইনো" (১০) বলে। রাজপথ

(৮) সমসাময়িক ভারত, মেগস্থেনিস, ১০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৯) বাস্তবিক বাদাম ব্যবহৃত হইত কিনা? কুচবিহার, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি উত্তরাঞ্চলস্থ স্থানে বাসকালে আমরা কড়ির ব্যবহার দেখিয়াছি। ফীচের দৃষ্টিভ্রমে কড়ির স্থলে বাদাম লিখিত হয় নাই ত? অবশ্য, ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মেক্সিকো দেশে কাকাও নামক ফল ব্যবহৃত হইত।

(১০) সম্ভবতঃ ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।

দস্যুসঙ্কুল বলিয়া আমরা বনপথে অগ্রসর হইয়াছিলাম। আমরা গৌড়ে অত্যল্প সংখ্যক গ্রাম দেখিতে পাইয়াছিলাম—প্রায় সকলগুলিই পরিত্যক্ত এবং মহিষ, শূকর, হরিণ এবং ব্যাঘ্র পরিপূর্ণ। "পোর্টো পিকুইনো" হইতে দক্ষিণ পশ্চিমদিকে "আঞ্জেলি" (১১) নামক পোতাশ্রয় আছে; ইহা উড়িষ্যার (১২) অন্তর্গত। ইহা একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল এবং এই রাজ্যের নরপতি বৈদেশিকগণের প্রতি বিশেষ সদয় ব্যবহার করিতেন। পরে, ইহা নিকটবর্ত্তী পাটন-রাজ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। অধিকদিন ইহা পাটন-রাজের অধিকারভুক্ত ছিল না; কারণ ইহা আগ্রা, দিল্লী ও কাম্বের অধিপতি আকবরের অধীনস্থ হয়। উড়িষ্যা সপ্তগ্রাম হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ছয় দিবসের পথ। এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে চাউল, কার্পাস-বস্ত্র এবং ঘাসের বস্ত্রও পাওয়া যায়। শেষোক্ত দ্রব্য অনেকটা রেশমের ন্যায়। তৃণ হইতে সুন্দর বস্ত্র এই প্রদেশে নির্ম্মিত হইয়া ভারতবর্ষে ও অন্যান্য স্থানে প্রেরিত হয়। এই আঞ্জেলি পোতাশ্রয়ে ভারতবর্ষ, নেগাপটম্, সুমাত্রা, মালাক্কা এবং অন্যান্য স্থান হইতে প্রত্যেক বৎসর অনেক জাহাজ সমাগত হয় এবং এই স্থান হইতে ভারতবর্ষের জন্য প্রচুর পরিমাণে চাউল, কার্পাস-বস্ত্র, চিনি, মরিচ, মাখন এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য সংগৃহীত হয়।

সপ্তগ্রাম মুসলমানদিগের অধিকৃত একটী সুন্দর নগর—সকল দ্রব্যই এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে একস্থান বা অন্য

(১১) হিজলীর বন্দর বলিয়া অনুমিত হয়।

(১২) ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে দায়ুদের মৃত্যু হইলে উড়িষ্যা মোগলরাজ্য ভুক্ত হয়। ঐ সময় হইতে ১৭৫১ সন পর্য্যন্ত উহা মোগলদের করায়ত্ত থাকিয়া ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রগণের অধিকার ভুক্ত হয়।

স্থানে একটী করিয়া হাট আছে। এই হাটগুলিকে তাহারা "চাণ্ডো" বলে। অধিবাসীদের 'পেরিকোস' (১৩) নামক বৃহৎ নৌকা আছে। তাহারা এই নৌকায় করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিয়া চাউল ও অন্যান্য পণ্য ক্রয় করে। এই সকল নৌকায় ২৪ কি ২৬টী দাঁড় আছে; ইহারা প্রচুর ভার বহন করিতে পারে; কিন্তু নৌকার কোন আচ্ছাদন নাই। এই স্থানের অধিবাসীরা গঙ্গাজলকে অত্যন্ত পবিত্র মনে করে। ইহাদের নিকটে কূপের পানীয় জল থাকিলেও, ইহারা দূরবর্ত্তী গঙ্গা হইতে গঙ্গা-জল আনয়ন করে। যদি পান করিবার উপযুক্ত পরিমাণে গঙ্গাজল না থাকে, তবে অন্য জলের উপর গঙ্গাজল ছিটাইয়া উহাই পান করে এবং এরূপ করিলে তাহারা পবিত্রতা বোধ করে।

সপ্তগ্রাম হইতে আমি ত্রিপুরা রাজ্যের অভ্যন্তর হইয়া অগ্রসর হই। এই রাজ্যের সহিত মোগলগণের অনবরত যুদ্ধ চলিতেছে। আরাকান (১৪) ও "রাম" (১৫) রাজ্য মোগলদিগের অধিকৃত এবং ইহা ত্রিপুরা-রাজ্যাপেক্ষা

(১৩) বর্ত্তমানেও "কোস" নামক নৌকা পাওয়া যায়।

(১৪) পারসীক রাখাং (Rakhang)।

(১৫) বর্ত্তমানে চট্টগ্রামের দক্ষিণস্থ এক নগর। "Rame" (ফীচ)—স্যার অর্থার ফেয়ার প্রণীত "বর্ম্মার ইতিহাসে" দৃষ্ট হয় যে চট্টগ্রাম আরাকানের অধিকার ভুক্ত ছিল। তিনি বলিয়াছেন (২৭০ পৃষ্ঠা) "The name of Ramu is applied to the Country of Chittagong in a general description of Bengal which is found in Purchas. (Vol. v. p. 508). These instances probably explain the name of Ruhmi, Rahma, or Rahma given to a kingdom on the Sea Coast of the Bay of Bengal by Arabian Voyagers in the ninth and tenth centuries of the Christian era. It has been supposed to refer to Ramri in Arakan, or to Ramanya, the classic

পরাক্রান্ত বলিয়া চট্টগ্রাম অনেক সময় আরাকানাধিপতির (১৬) হস্তগত হয়

name of Pegu. There is now a village called Ramu in the Southern part of the Chittagong district, which is a police station. It probably represents the name by which the territory in question was known to the Arabs. and which we may now conclude extended from the north bank of the river Naf to the confines of Bengal. Fitch heard the name when in Chittagaon and the King of Arakan then held the country north of the Naf." অর্থাৎ পার্চ্চাস বঙ্গদেশের যে একটী বৃত্তান্ত তাঁহার পুস্তকের ৫ম খণ্ডে প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে রামু নাম চট্টগ্রামকেই বলা হইয়াছে। নবম ও দশম দশাব্দীতে আরব দেশীয় বণিক্‌গণ বঙ্গোপসাগরের উপকূলস্থ যে স্থানকে রুমি, রাম অথবা রমো বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সম্ভবতঃ ইহাই সেই স্থান। ইহা আরাকানের অন্তর্গত রামড়ি বা পেগুর ভাল নাম রমন্ন বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে, চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণে রামু নামে একটী গ্রাম আছে। আরবগণ যে রাজ্যের উল্লেখ করিত সম্ভবতঃ বর্ত্তমান রামুই সেই রাজ্য নির্দ্দেশ করিতেছে। আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, নাফ নদীর উত্তর কূল হইতে বঙ্গদেশের সীমা পর্য্যন্ত এই রাজ্য বিস্তৃত ছিল এবং আরাকানাধিপতিই নাফের উত্তরস্থ প্রদেশের রাজা ছিলেন। হাণ্টার বলেন যে, এই জেলা ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দী অর্থাৎ বঙ্গদেশে আফগানদের প্রাধান্যের সময়েই মুসলমানদের করায়ত্ত হইয়াছিল। মোগল ও আফগানদের বিবাদের সময় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ইহা আরাকান রাজের পুনর্ব্বার করতলগত হয়; কিন্তু, মোগলেরা ইহা আরাকানরাজ্যভুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতেন না এবং ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে তোডরমল্ল ইহার খাজনা নির্দ্ধারণ করেন। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে ইহা মোগলদের রাজ্যভুক্ত হয়।

(১৬) ফীচ "Under the king of Recon" বলিয়াছেন। এই সময়ে চট্টগ্রাম আরাকানের অধীনস্থ ছিল। পূর্ব্বোক্ত ১৫ টীকা দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বোক্ত কুচবিহার হইতে ভোটান (১৭) রাজ্য চারি দিবসের পথ ; ইহার প্রধান নগর "কৌচী" (১৮) এবং রাজা "দারমেন" (১৯) বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। অধিবাসীরা বলবান্ এবং সুদীর্ঘ আকারের। চীন ও তাতার হইতে বণিক্গণ এই স্থানে আগমন করে। এই সকল বণিক্গণ মৃগনাভি, কম্বল, (২০) মণি, রেশম, মরিচ এবং পারস্যে উৎপাদিত জাফরণের ন্যায় জাফরণ ক্রয়ের জন্য এই প্রদেশে সমাগত হয়। এই প্রদেশ সুবৃহৎ—ইহা অতিক্রম করিতে তিন মাস সময় অতিবাহিত হয়। এই প্রদেশে অত্যন্ত উচ্চ পর্ব্বত আছে। একটী পর্ব্বত এরূপ অত্যুচ্চ যে, এই স্থান হইতে ছয় দিবসের পথ অগ্রসর হইলেও ইহা সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। এই সকল পর্ব্বতে এক বিতস্তি-দীর্ঘ কর্ণ-বিশিষ্ট (২১) মনুষ্য বাস করে। এই সকল মনুষ্যের কর্ণ দীর্ঘ না হইলে উহাদিগকে বানর বলিয়া অভিহিত করা হয়। অধিবাসীরা বলে যে, পর্ব্বতে আরোহণ করিলে সমুদ্রগামী জাহাজ দৃষ্টিভূত হয় ; কিন্তু এই সকল জাহাজ কোন্ স্থান হইতে আগমন করে বা কোথায় গমন করে তাহা ইহারা বলিতে পারে না। পূর্ব্বাঞ্চল হইতে এই স্থানে বণিক্গণ আগমন করে। অধিবাসীরা বলে যে, এই সকল বণিক্গণ চীন হইতে আগমন করে এবং তাহাদের দেশ উষ্ণ-

---

(১৭) "Bottanter" (ফীচ)। পারসীক ভাষায় লিখিত পুস্তকে ইহা "Bhutant" বলিয়া লিখিত।

(১৮) "Couche or Quicken" ফীচ।

(১৯) " Dermain" (ফীচ)—ধর্ম্মরাজ।

(২০) ভূটানের কম্বল চিরপ্রসিদ্ধ ; সনাতন "ভোট কম্বলের" কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

(২১) মেগস্থেনিস ১০০ পৃষ্ঠা ও পূর্ব্ববর্ত্তী ৮ পাদটীকা (৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

প্রধান। কিন্তু, যাহারা পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে—অর্থাৎ উত্তর হইতে আগমন করে, তাহারা বলে যে, তাহাদের দেশ শীতপ্রধান। উত্তরদেশীয় এই সকল বণিক্‌গণ—পশমের বস্ত্র, মস্তকাবরণ, শ্বেতবর্ণের প্যাণ্টালুন এবং মস্কো বা তাতার দেশীয় পাদুকা ব্যবহার করে। ইহারা বলে যে, ইহাদের দেশে সুন্দর অশ্ব পাওয়া যায়; কিন্তু, অশ্বের সংখ্যা অত্যল্প। কাহারও কাহারও ৪, ৫, কি ৬ শত অশ্ব ও গাভী আছে। ইহারা দুগ্ধ ও মাংস আহার করিয়া জীবন ধারণ করে। ইহারা গাভীর পুচ্ছ ছেদন করিয়া বহুমূল্যে বিক্রয় করে। এতদ্দেশে গাভীর পুচ্ছকে অত্যন্ত আদর করা হইয়া থাকে। এই সকল পুচ্ছের কেশ এক গজ দীর্ঘ; অধিবাসীরা হস্তীর মস্তকে শোভা-সম্বর্দ্ধনার্থ ইহা ব্যবহার করে এবং ইহা পেগু ও চীনে বহু পরিমাণে ব্যবহৃত ও ক্রয় বিক্রয় হয়। অধিবাসীরা অত্যন্ত দ্রুতগামী।

বঙ্গদেশীয় চট্টগ্রাম হইতে আমি বাকলায় (২২) উপনীত হই। এত-

(২২) রাইলী বাকলা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "Probably Barisal, the present headquarters of the Bakarganj district." বেভারিজ সাহেব এ সম্বন্ধে তাঁহার "District of Bakarganj"এ বলিয়াছেন "According to one tradition, much of the present district was formerly the bed of a large river, called Sugandha or Fragrant. This river threw up chars the lands at the east receiving the names of Bakla. ......It is certain that the general name for much of the present district was Bakla. ......Bakla is mentioned by the traveller Ralph Fitch who visited it in 1586. He says "From Chatigan...teeth." This Bacola has entirely disappeared, and it is only a conjecture which identifies it with Kachua, the ancient seat of the Chandradwip Rajhas. Fitch

দেশীয় রাজা হিন্দু ও দয়ালু এবং বন্দুক ব্যবহারে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করেন। তাঁহার সুবৃহৎ উর্ব্বর রাজ্যে চাউল, প্রচুর পরিমাণে কার্পাস বস্ত্র এবং রেশম-বস্ত্র পাওয়া যায়। গৃহগুলি সুন্দর ও উচ্চ; রাজপথ সুপ্রশস্ত; অধিবাসীরা মাত্র কটীদেশে ক্ষুদ্র বস্ত্র পরিধান করে। স্ত্রীলোকেরা হস্তে ও গলদেশে বহু পরিমাণে রৌপ্যচক্র ব্যবহার করে এবং পাদদেশে রৌপ্য, তাম্র ও হস্তিদন্ত নির্ম্মিত অঙ্গুরী পরিধান করে।

বাক্লা হইতে আমি গঙ্গাতীরবর্ত্তী শ্রীপুর (২৩) গমন করি। রাজা

---

does not mention how he came to it from Chatigan—nor is there any local tradition of there having been a town called Bacola or Bakla. If a town so large and flourishing as that described by Fitch ever existed in Bakargunj it must have been washed away by the Meghna very many years ago."

তৎপরে, বেভারিজ সাহেব আইন-ই-আকবরি হইতে বাকলার বৃত্তান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন। "সরকার বাকলা সমুদ্রতীরে অবস্থিত। দুর্গটী বৃক্ষরাজি মধ্যে স্থাপিত। এই রাজত্বের উনত্রিংশ বৎসরে বৈকালে পাঁচটার সময় জলপ্লাবনে সরকার বাকলা সম্পূর্ণরূপে প্লাবিত হইয়া যায়। রাজা নৌকায় করিয়া পলায়ন করেন; তাঁহার পুত্র পূর্ণানন্দ রায় অন্যান্য লোকজন সহ দেবমন্দিরের উর্দ্ধদেশে আশ্রয় লাভ করেন। উক্ত দেবমন্দির ব্যতীত সকল গৃহাদি বিনষ্ট হয় এবং এবম্প্রকারে ২০০,০০০ লোক মৃত্যু-মুখে পতিত হয়।"

বেভারিজ বলিতেছেন যে, এই ঘটনা ১৫৮৩ কি ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে ঘটে কিন্তু ২।৩ বৎসর পরে ফীচ বাকলায় আসিলেও এ সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন নাই।

নিকোলাস পাইমেণ্টাও বাকলার বর্ণনা করিয়াছেন।

(২৩) শ্রীপুর—টেলার সাহেব তাঁহার "Topography of Dacca" নামক পুস্তকের ৭০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "Seeripore" was situated about 60 leagues to the south of Sunergong. The Portugese are said to have

চাঁদরায় (২৪) নামে খ্যাত। অধিবাসীরা সকলেই বিদ্রোহভাবাপন্ন—ইহাদের নরপতি আকবরের অধীনতা স্বীকার করে না। কারণ এই স্থানে এত অধিক নদী ও দ্বীপ আছে যে, ইহারা একটি হইতে অন্যটীতে পলায়ন করে এবং আকবরের অশ্বারোহী সৈন্য ইহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারে না। এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে কার্পাস-বস্ত্র প্রস্তুত হয়।

শ্রীপুর হইতে অষ্টাদশ মাইল ব্যবধানে স্বর্ণ গ্রাম (২৫) অবস্থিত। ভারতবর্ষের মধ্যে এই স্থানেই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম কার্পাস-বস্ত্র (২৬) প্রস্তুত হয়। এই সকল প্রদেশের প্রধান নরপতি ঈশা খাঁ (২৭) অন্য সকল নরপতি মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং খৃষ্টীয়ানদের বিশেষ বন্ধু। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের ন্যায় গৃহগুলি ক্ষুদ্র এবং খড়ের ছাউনি বিশিষ্ট; দেওয়ালের চারি পার্শ্বে কয়েকখানি মাদুর দেওয়া হয় এবং ব্যাঘ্র ও শৃগাল হইতে রক্ষা পাওয়ার

settled here about the middle of the 16th century." শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের "কেদার রায়" ৭১—৭৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ফীচ "Serrepore" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং গঙ্গাতীরবর্ত্তী বলিয়াছেন। তজ্জন্য কেহ কেহ ইহাকে শ্রীরামপুর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু, চাঁদরায়ের উল্লেখ ও অন্যান্য বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে ইহাকে চাঁদ রায় কেদার রায়ের শ্রীপুর বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। রেনেলের মানচিত্র দ্রষ্টব্য।

(২৪) "Chondery" (ফীচ) চাঁদরায়।

(২৫) "Sinnergan" ফীচ। মুসলমান সময়ের অন্যতম রাজধানী—বর্ত্তমানে ঢাকা জিলার একটি নগণ্য গ্রাম।

(২৬) ঢাকাই মসলিন্। কানিংহাম আর্কিয়লজিকাল সার্ভে রিপোর্ট ১৫ খণ্ড, ১৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২৭) অন্যতম বার ভূঞা। চাঁদরায়ের মৃত্যুর পরে তাঁহার রাজ্য মোগল হস্তগত হয়। শ্রীযুক্ত আনন্দ নাথ রায় প্রণীত "বার-ভূঞার" ইতিহাস ৫৫—৫৮ দ্রষ্টব্য।

জন্য একটী করিয়া দ্বার আছে। অনেক অধিবাসী অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী। এই স্থানে মাংসাহার অথবা জীবহত্যা করা হয় না। অধিবাসীরা চাউল, দুগ্ধ ও ফল ভোজনে জীবনধারণ করে। সামান্য একটু বস্ত্র পরিধান করে; শরীরের অন্যান্য স্থান আবৃত রাখিবার জন্য অন্য কোনরূপ বস্ত্র ব্যবহার করে না। এই স্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে কার্পাস-বস্ত্র রপ্তানী হয় এবং ভারতবর্ষের নানা স্থান, এবং লঙ্কা, পেগু, মালাক্কা, সুমাত্রা প্রভৃতি স্থানের ব্যবহারের জন্য চাউলও এই স্থান হইতে প্রেরিত হয়।

তৃতীয় খণ্ড

[সুন্দীপ ও পেগু]

১৫৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৮শে নবেম্বর আলবার্ট করৌআলস নামক এক ব্যক্তির একখানি ক্ষুদ্র জাহাজে করিয়া আমি পেগু অভিমুখে যাত্রা করিলাম। গঙ্গানদী দিয়া ও সুন্দীপ, ত্রিপুরা, আরাকান এবং মোগলরাজ্য অতিক্রম করিয়া ও উহাদের বামপার্শ্বে রাখিয়া এবং দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া, আমরা পেগুর অন্তর্গত নিগ্রেসের সৈকতে উপনীত হইলাম। প্রতিকূল বায়ু প্রবাহিত হইলে আমরা জাহাজের পণ্যাদি সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিতাম; কারণ জাহাজে এত পণ্য ও লোক ছিল যে শয়ন করিবার স্থানমাত্র ছিল না। বঙ্গদেশ হইতে পেগু নব্বই লীগ। আমরা নিগ্রেসের সৈকতে উপনীত হইয়া দেখিলাম যে যে স্থানে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা কম গভীর সে স্থানেও ইহা ৪ ফাদম। তিন দিবস পরে আমরা কসমীনে (১) উপস্থিত হইলাম। ইহা একটী অতি সুন্দর নগর, সুসজ্জিত এবং সু-অবস্থিত। অধিবাসীরা আকারে দীর্ঘ, স্ত্রীলোকেরা সুশ্রী; তাহাদের মুখমণ্ডল গোলাকার ও তাহাদের চক্ষুগুলি ক্ষুদ্র। গৃহগুলি উচ্চস্তম্ভোপরি নির্ম্মিত, ব্যাঘ্রভয়ে অধিবাসীরা এই সকল গৃহে অধিরোহণী সাহায্যে আরোহণ করে। এতদ্দেশে সকল

(১) কুশীমানগড়ের অপভ্রংশ, বর্ত্তমান বেসীন। ইহা বেসীন নদীর উভয় তীরে অবস্থিত। কথিত হয় যে, ১২৪৯ খৃষ্টাব্দে তালেং বংশীয় এক রাজকুমারী দ্বারা ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ফীচের উল্লিখিত সকল স্থান নির্দ্দেশ করা অসম্ভব।

প্রকার দ্রব্যই প্রচুরপরিমাণে জন্মে। এস্থানে সুবৃহৎ ডুম্বুর, কমলা, নারিকেল এবং অন্যান্য ফল পাওয়া যায়। সৈকতস্থান খুব উচ্চ; কিন্তু প্রণালীতে প্রবেশ করিবার পর ভূভাগ নীচু। ইহা নদীসঙ্কুল এবং জনপদবাসীরা 'পারোস' নামক নৌকা করিয়া যত্রতত্র গমনাগমন করে এবং এই সকল নৌকায় তাহারা স্ত্রী পুত্র পরিজন লইয়া গৃহের ন্যায় বাস করে।

নিগ্রেস হইতে পেগু, নদীপথে দশ দিবসের ব্যবধান। আমরা কসমীন হইতে পেগুতে নৌকা করিয়া গমন করি এবং নদীপথে অগ্রসর হইয়া মেদন নামক সুন্দর নগরে পৌঁছি। এই স্থানে বহু পরিমাণে 'পারোস' আছে; কারণ অধিবাসীরা গৃহ পণ্যাদি এই সকল নৌকায় করিয়া নদীর উপরেই বাস করে। ইহারা যত্রতত্র নদীপথেই গমনাগমন করে এবং নৌকাতেই সকল পণ্য রক্ষা করে। আতপ নিবারণার্থ তাহারা মস্তকে বৃহৎ ছত্র ব্যবহার করে। ছত্র বৃহৎ গাড়ীর চক্রের ন্যায় এবং নারিকেল ও ডুম্বুর বৃক্ষপত্র-নির্ম্মিত এবং অত্যন্ত পাতলা।

মেডন হইতে আমরা ডেলায় গমন করি; ইহাও একটী সুদৃশ্য সহর এবং ইহার একটী সুন্দর বন্দর আছে। এই বন্দর হইতে অনেক জাহাজ মালাক্কা, মক্কা ও অন্যান্য স্থানে গমন করে। এই স্থানে ১৮টী কি ২০টী সুদীর্ঘ ও সুবৃহৎ গৃহ আছে; এই সকল গৃহে তাহারা রাজার অনেক হস্তী রক্ষা করে। এই স্থানের বনে তাহারা বন্য হস্তী ধৃত করে। ইহা একটী অত্যন্ত উর্ব্বর দেশ।

ডেলা হইতে আমরা কিরিয়ন্ (২) গমন করি। ইহাও একটী সুন্দর নগর এবং ইহারও একটী বন্দর আছে। মক্কা, মালাক্কা, সুমাত্রা এবং

(২) কিরিরণ বা আন্-লিন্। পেগুনদীর বামতীরে।

অন্যান্য স্থান হইতে অনেক জাহাজ এই বন্দরে সমাগত হয়। জাহাজ সকল এই স্থানে অবস্থান করিয়া ভারাবতরণ করে ও পরে নৌকাপথে এই সকল পণ্য পেগুতে প্রেরিত হয়।

কিরিয়ন্ হইতে আমরা মাকাও (৩) নামক সুন্দর সহরে গমন করি। এই স্থানে আমাদের নৌকাসকল রক্ষা করিয়া আমরা রজ্জু ও লেপ নির্ম্মিত একপ্রকার আসনে উপবেশন করিয়া সেই দিবসেই পেগু পৌছি। বাহকগণ এই সকল আসনের দণ্ড ধারণ করিয়া বহন করে। আমরা সেই দিবসেই পেগু পৌছি।

পেগু একটী সুবৃহৎ নগর, সুরক্ষিত এবং অত্যন্ত সুন্দর। ইহার প্রাচীরগুলি প্রস্তর নির্ম্মিত এবং ইহার চতুর্দ্দিকে বৃহৎ পরিখা রহিয়াছে। এই স্থানে দুইটী নগর আছে—একটী পুরাতন, একটী নূতন। পুরাতন নগরে বৈদেশিক সকল বণিক্ ও স্থানীয় অনেক বণিক্ বাস করে। পুরাতন নগরেই সকল পণ্য বিক্রীত হয়। বিক্রীত পণ্যের পরিমাণও প্রচুর। নগরের চতুর্দ্দিকে অনেক উপনগর আছে। গৃহ সকল বেত্র নির্ম্মিত ও খড় দ্বারা আচ্ছাদিত। এই বেত্রকে বংশ বলে।

প্রত্যেকের গৃহে একটী করিয়া গুদাম আছে। পণ্যরক্ষার্থ ইহা ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত হয়; কারণ, অনেক সময়ে এক ঘণ্টায় চারি পাঁচশত গৃহ ভস্মীভূত হয়। সুতরাং গুদাম না থাকিলে ও বায়ু প্রবাহিত হইলে অল্প সময়েই তোমার সমস্ত ভস্মীভূত হইবার আশঙ্কা আছে।

নূতন নগরে রাজা, অভিজন ও ভদ্রলোক বাস করেন। ইহা অতি সুবৃহৎ নগর, বহুজনাকীর্ণ, চতুষ্কোণ এবং সুন্দর প্রাচীর-বেষ্টিত এবং

(৩) কেহ কেহ ফীচ-লিখিত মাকাওকে মে-কে Meh-Kay বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বহুকুম্ভীর ও জলপূর্ণ পরিখা বেষ্টিত। নগরের কুড়িটি প্রস্তর নির্ম্মিত দ্বার আছে। প্রহরীদের জন্য উচ্চ গৃহ রহিয়াছে—এইগুলি কাষ্ঠনির্ম্মিত, সুবর্ণের গিল্টি করা এবং দেখিতে অত্যন্ত সুশ্রী। নগরের রাজপথ গুলি এরূপ সুন্দর যে, আমি এরূপ আর কুত্রাপি দেখি নাই—এক দ্বার হইতে অন্যটী সোজা এবং এরূপ প্রশস্ত যে দশ কি দ্বাদশ জন ব্যক্তি একত্র তাহাদের মধ্য দিয়া অশ্বারোহণে গমন করিতে পারে। রাজপথের উভয় পার্শ্বে প্রত্যেক ব্যক্তির দ্বারদেশে একটি করিয়া তালবৃক্ষ রহিয়াছে; ইহাতে যেরূপ ছায়া প্রদান করে, সেইরূপ শোভাও বৃদ্ধি করে। গৃহগুলি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ও টাইল দ্বারা আচ্ছাদিত। রাজপ্রাসাদ নগরাভ্যন্তরে অবস্থিত এবং প্রাচীর ও পরিখাবেষ্টিত। অভ্যন্তরস্থ মন্দিরগুলি কাষ্ঠনির্ম্মিত, অত্যুত্তম রূপে গিল্টি করা এবং সম্মুখে প্রচুর কারুকার্য্যসমন্বিত। শেষোক্ত স্থলও মূল্যবান্ গিল্টি করা। যে গৃহে তাঁহার দেবমূর্ত্তি রহিয়াছে, উহার টাইল রৌপ্য নির্ম্মিত এবং মন্দিরের প্রাচীরগুলি সুবর্ণের গিল্টি করিয়া সুসজ্জিত। রাজপ্রাসাদের প্রথম দ্বারের অভ্যন্তরে একটি সুবৃহৎ কক্ষ আছে। এই কক্ষের উভয় পার্শ্বে রাজ-হস্তিগণের জন্য গৃহ রহিয়াছে; এই সকল গৃহ সুবৃহৎ ও সুন্দর। হস্তিচয় নরপতি কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিয়োজিত হয়। অন্যান্য হস্তীর মধ্যে তাঁহার চারিটি শ্বেত হস্তী আছে; ইহারা অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক এবং এই হস্তী সুদুর্লভ। এই নরপতি ব্যতীত অন্য কাহারও শ্বেত হস্তী নাই; অন্য কাহারও থাকিলে এই রাজা উহা চাহিয়া পাঠাইবেন। যখন এইরূপ কোন শ্বেত হস্তী রাজার নিকট আনীত হয়, তখন নগরের সকল বণিক্ এই হস্তী দেখিবার জন্য আদিষ্ট হয় এবং প্রত্যেক বণিক্‌কেই হস্তীকে অর্দ্ধ ডুকাট করিয়া উপহার প্রদান করিতে হয়। এরূপ করিয়া প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হয়; কারণ,

নগরে অনেক বণিক্ আছে। তৎপরে তাহারা রাজগৃহে বাস করিলেও তুমি তোমার ইচ্ছানুযায়ী আসিয়া সেই হস্তী দেখিতে পার। এই রাজার উপাধি"শ্বেত হস্তীর নরপতি।" যদি অন্য কোন রাজার শ্বেত হস্তী থাকে, এবং যদি তিনি উহা ইঁহাকে প্রদান না করেন, তবে ইনি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবেন। কারণ, এই রাজা অপর রাজাকে জয় না করা অপেক্ষা নিজরাজ্যের অধিকাংশ ধ্বংস করিতেও প্রস্তুত হয়েন। এত-দ্দেশীয়েরা এই সকল শ্বেত হস্তীকে অত্যন্ত যত্ন করে। প্রত্যেকটি হস্তী সুবর্ণের গিল্‌টি করা গৃহে বাস করে এবং রৌপ্য ও সুবর্ণের পাত্রে আহার গ্রহণ করে। নদীতে প্রত্যহ স্নানার্থ গমন কালে তাহাদের উপরে সুবর্ণের চাঁদোয়া অথবা ছয়জন কি আটজন লোক তাহাদের প্রত্যেকটির উপরে রেশম বস্ত্র ধারণ করিয়া গমন করে। আট দশ জন হস্তীর পুরোভাগে ঢক্কা ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি করে। যখন হস্তীর স্নান সমাপন হয় এবং সে নদী হইতে কূলে আগমন করে, তখন একজন ভদ্রলোক তাহার পদগুলি রৌপ্যপাত্র করিয়া ধৌত করে। ইনি রাজা কর্ত্তৃক এই কার্য্যের জন্যই নিয়োজিত আছেন। কৃষ্ণবর্ণের হস্তী যতই বৃহৎ হউক না কেন এরূপ যত্ন করা হয় না। অত্যন্ত বৃহদাকারের ও সুন্দর শেষোক্ত হস্তীও পাওয়া যায়—ইহাদের কোন কোনটি ৯ফীট পর্য্যন্ত উচ্চও হয়। প্রকাশ এইরূপ যে রাজার পাঁচ সহস্র যুদ্ধ-হস্তী আছে। এতদ্ব্যতীত অশিক্ষিত আরও অনেক হস্তী আছে।

এই রাজার একটী সুবৃহৎ স্থান আছে। তিনি বন্য হস্তীদিগকে এই স্থানে ধৃত করেন। ইহা পেগু হইতে এক মাইল দূরবর্ত্তী; স্থানের অভ্যন্তরে সুন্দর প্রাঙ্গন আছে এবং তন্মধ্যে বৃহৎ একটী কুঞ্জও রহিয়াছে, অনেক শিকারী এই বনমধ্যে হস্তিনীসহ প্রবেশ করে; কারণ

স্ত্রীহস্তী ব্যতীত বন্য হস্তী আবদ্ধ করা যায় না। করিণীদিগকে এই উদ্দেশ্যেই শিক্ষা দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক শিকারীর এই প্রকার ৫।৬টী শিক্ষিতা হস্তিনী আছে। তাহারা বলে যে তাহারা স্ত্রীগুলিকে এমন এক-রূপ তৈল মর্দ্দন করায় যে (৪) উহার গন্ধ পাইলে বন্য হস্তিগণ উহাদিগকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে চাহে না। শিকারিগণ বন্য হস্তিগণকে উপর্য্যুক্ত স্থানের নিকটে আনয়ন করিলে, তাহারা নগরে সংবাদ প্রেরণ করে এবং অনেক অশ্বারোহী ও পদাতিক নগর হইতে সেই স্থানে সমবেত হইলে তাহারা স্ত্রীহস্তীকে একটি সোজা পথে প্রবেশ করিতে বাধ্য করে। এই পথ প্রাসাদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

করিণী ও বন্যহস্তী এই পথে প্রবেশ করিলে প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করা হয়। পরে তাহারা করিণীকে বহির্দ্দেশে আনয়ন করে। হস্তী একাকী রহিয়াছে দেখিতে পাইলেই সে ক্রন্দন ও চীৎকার করিতে থাকে এবং গৃহপ্রাচীর ভগ্ন করিবার চেষ্টা করে। এই সকল প্রাচীর বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ডদ্বারা নির্ম্মিত। হস্তী নিজ দন্ত দ্বারা এই সকল কাষ্ঠ-খণ্ডের কতকাংশ ভগ্ন করিতে সক্ষম হয়। তৎপরে শিকারীরা তীক্ষ্ণ বেত্র দ্বারা হস্তীকে আঘাত করিতে থাকে এবং তাহাকে একটী গৃহে আশ্রয় লইতে বাধ্য করে। তথায় তাহারা তাহার শরীরের মধ্য-প্রদেশ ও পাদদেশ রজ্জু দ্বারা বন্ধন করে এবং তিন চারিদিন তাহাকে আহার ও জল না দিয়া দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকিতে বাধ্য করে। পরে, তাহারা সেই স্থানে একটী করিণী, আহার এবং পানীয় আনয়ন করে এবং হস্তীও কয়েক দিবসে বশ্যতা স্বীকার করে।

এই হস্তীগুলিই রাজার যুদ্ধের সময়ে প্রধান সাহায্য করে। যখন

(৪) সম্ভবতঃ ফীচ এইস্থানে হস্তিমদের উল্লেখ করিয়াছেন।

তাহারা যুদ্ধে প্রেরিত হয়, তখন তাহাদের পৃষ্ঠদেশে কাষ্ঠনির্ম্মিত একখানি আসন স্থাপন করিয়া উহা রজ্জু দ্বারা বন্ধন করা হয়। এই আসনের অভ্যন্তরে উপবিষ্ট পাঁচ ছয় জন বন্দুক, তীর, ধনুক, বর্শা ও অন্যান্য অস্ত্র সহ যুদ্ধ করে। অধিবাসীরা বলে যে, হস্তীর চর্ম্ম এত পুরু যে স্থানবিশেষ ব্যতীরেকে গুলিও ইহাদের চর্ম্ম বিদ্ধ করিতে পারে না। অধিবাসীদের অস্ত্রাদি একেবারেই ভাল নহে। ইহাদের বন্দুক আছে বটে; কিন্তু, ইহাদের লক্ষ্য করিবার শক্তি নাই। বর্শা ও তরবারিগুলি আকারে ক্ষুদ্র এবং তীক্ষ্ণধার নহে।

রাজা বিশেষ জাঁকজমকের সহিত দরবার করেন। বহির্দ্দেশে উপবেশনকালে, তাঁহার সকল অমাত্য তাঁহার উভয় পার্শ্বে দূরে দূরে উপবেশন করেন এবং বহুসংখ্যক প্রহরী সেই স্থান রক্ষা করে। দিবসে দুইবার রাজা বহির্দ্দেশে উপবেশন করেন। দরবার-প্রাঙ্গণ সুবৃহৎ। কোন ব্যক্তি রাজার সহিত বাক্যালাপের ইচ্ছা করিলে, তাহাকে হাঁটু গাড়িয়া উপবিষ্ট হইয়া নিজ হস্তদ্বয় দ্বারা মস্তকস্পর্শ করতঃ মস্তক দ্বারা তিনবার ভূমিস্পর্শ করিতে হয়। প্রবেশকালে, মধ্যপথে এবং রাজার নিকটে পৌঁছিয়া, তিনবার এইরূপ করিতে হয়। পরে, প্রার্থী রাজার নিকটে উপবেশন করিয়া নিজ প্রার্থনা নিবেদন করে। যদি তিনি রাজার প্রিয়পাত্র হন, তবে তিনি রাজাসনের ৩।৪ হস্তের মধ্যে উপবেশন করেন; তাহা না হইলে আরও অধিক দূরে উপবেশন করিতে হয়।

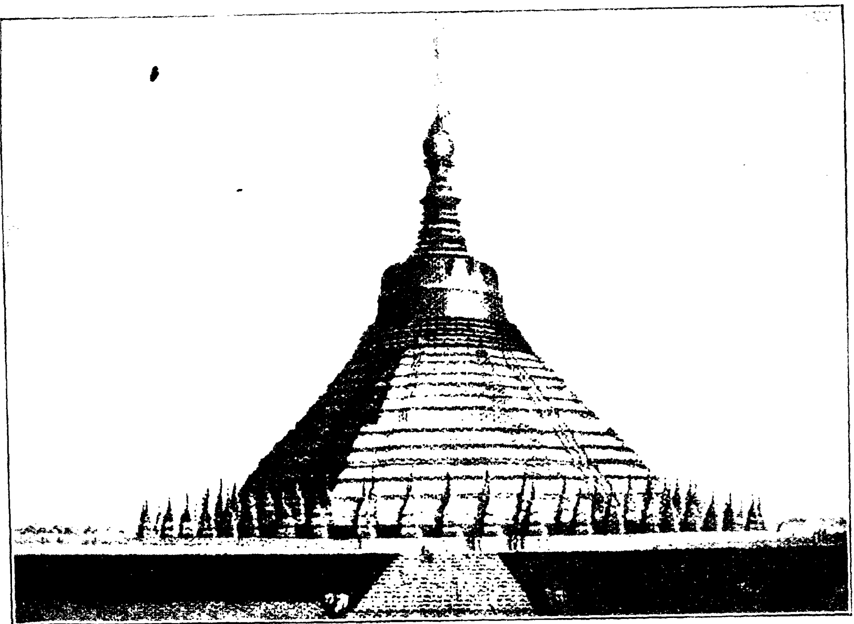
যুদ্ধোদ্গমকালে রাজা অনেক সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন। আমি যে সময় ঐ স্থানে ছিলাম, তখন তিনি শ্যামদেশের অন্তর্গত ওডিয়া নগরে তিন লক্ষ সৈন্য এবং পঞ্চ সহস্র হস্তী

সহকারে যুদ্ধার্থ গমন করেন। ত্রিংশ সহস্র সৈন্য তাঁহার শরীর রক্ষা করিত।

এতদ্দেশের অধিবাসীরা বৃক্ষের মূল, ওষধি, পত্র, কুক্কুর, বিড়াল, ইন্দুর ও সর্প আহার করে—ইহারা বিশেষ কিছুই পরিত্যাগ করে না। বহির্দ্দেশে গমনকালে, রাজা বহুসংখ্যক প্রহরী ও অভিজন বেষ্টিত হইয়া ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণ কখনও বা হস্তিপৃষ্ঠে উত্তমরূপে স্ুবর্ণের গিল্টি করা আসনে উপবেশন করিয়া, কখনও বা ষোড়শ বা অষ্টাদশ ব্যক্তি কর্ত্তৃক বাহিত যানে বসিয়া ঘটিয়া থাকে। শেষোক্তআসনের উর্দ্ধদেশ আচ্ছাদিত, কিন্তু, উহার চতুষ্পার্শ্বে কোনরূপ আচ্ছাদন নাই। ইহার সর্ব্বাবয়ব উত্তমরূপে সুবর্ণের গিল্টি করা এবং মুক্তা ও মণি সুশোভিত। এই সকল মূল্যবান্ দ্রব্য এদেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এতদ্দেশীয় ভাষায় এই শকটকে "সেরিয়ন্" (৫) বলা হয়। স্ত্রী ও পুরুষ উভয় শ্রেণীই রাজার সম্মুখে বহুবার আমোদ প্রমোদ করে। রাজার নাবিকসৈন্য বা জাহাজ নাই। তাঁহার গৃহগুলি সুবর্ণে ও রৌপ্যে পরিপূর্ণ। এদেশে সুবর্ণ ও রৌপ্যের যথেষ্ট আমদানী হয়; কিন্তু, খরচ মাত্র নাই। রাজার মুক্তা, মণি এবং অন্যান্য মূল্যবান্ প্রস্তরের খনি আছে।

রাজপ্রাসাদের নিকটেই রাজার বহুমূল্য ধন আছে; ইহা তাঁহার অতিসন্নিকটে অবস্থিত বলিয়া, তিনি ইহা মূল্যবান্ মনে করেন না। প্রাচীরবেষ্টিত ও দ্বারদ্বয় সমন্বিত একটী অঙ্গনে ইহা রক্ষিত হয়। এই দ্বারদ্বয় সকল সময়েই উন্মুক্ত থাকে এবং সকল ব্যক্তি সকল সময়েই ইহা দর্শন করিতে পারে। এই প্রাঙ্গণমধ্যে মূল্যবান্ গিল্টি করা

(৫) আমেরিকার অন্তর্গত পেরু ও ফ্লোরিডায়ও এবম্প্রকারে মনুষ্যকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাওয়া হয়।



"স্থই-মা-ডা"

চারিটী গৃহ আছে; এই সকল গৃহ সীসক দ্বারা আচ্ছাদিত। প্রত্যেক গৃহমধ্যে মূল্যবান্ ও সুদীর্ঘ দেবমূর্ত্তি রহিয়াছে। প্রথম গৃহে সুবর্ণ-নির্ম্মিত একটী রাজমূর্ত্তি রহিয়াছে; তাঁহার মস্তকে বৃহৎ বৃহৎ মণি-মুক্তা-সমন্বিত মুকুট রহিয়াছে। এই রাজমূর্ত্তির নিকটে সুবর্ণনির্ম্মিত চারিটী বালকের দণ্ডায়মান মূর্ত্তি আছে। দ্বিতীয় গৃহে একটি সুবৃহৎ ও আশ্চর্য্যজনক রৌপ্যমূর্ত্তি রহিয়াছে—এই মূর্ত্তিটী একটী গৃহের ন্যায় উচ্চ; এই মূর্ত্তির এক একটী পদ মনুষ্যপদের ন্যায় লম্বা; এই মূর্ত্তিটী উপবিষ্টাবস্থায় রহিয়াছে এবং ইহার মস্তকে মূল্যবান্ প্রস্তরসুশোভিত একটী মুকুট আছে। তৃতীয় গৃহে, শেষোক্ত মূর্ত্তি অপেক্ষা বৃহৎ পিত্তল-নির্ম্মিত ও বহুমূল্যমুকুটপরিহিত একটী মূর্ত্তি আছে। চতুর্থ বা শেষ গৃহে আবার পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তি অপেক্ষাও বৃহৎ ও বহুমূল্য-প্রস্তর-সমন্বিত মুকুটপরিহিত এক পিত্তল-মূর্ত্তি আছে।

এই প্রাঙ্গণের অনতিদূরেই আর চারিটী অত্যাশ্চর্য্য দেবমূর্ত্তি আছে। ইহারা তাম্রময় এবং যে স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই স্থানেই রহিয়াছে। কারণ ইহারা এত বৃহৎ যে, ইহাদিগকে স্থানান্তরিত করিবার উপায় নাই। চারিটি মূর্ত্তি গিল্টি করা চারিটি গৃহে রক্ষিত আছে। মূর্ত্তি-গুলির মস্তক ব্যতীত অন্যান্য সকল স্থল গিল্টি করা এবং তাহাদের দেখিতে কৃষ্ণবর্ণের মোরিয়ানের ন্যায়। এই সকল প্রতিমূর্ত্তি গিলটি করিতে তাহাদের প্রভূত অর্থ ব্যয় হয়।

রাজার এক স্ত্রী ও প্রায় তিনশত উপপত্নী আছে। ইহাদের গর্ভে তাঁহার প্রায় ৮০ কি ৯০টী সন্তান সন্ততি জন্মিয়াছে। তিনি প্রায় প্রত্যহই বিচারার্থ উপবেশন করেন। বিচারার্থীরা কোনরূপ বাক্যালাপ করে না; কিন্তু, সূচী অপেক্ষা দীর্ঘ লৌহখণ্ড দ্বারা পত্রে আবেদন লিখিয়া

রাজার সম্মুখে স্থাপন করে। এই সকল পত্র প্রায় সওয়া গজ দীর্ঘ এবং দুই ইঞ্চি প্রস্থ; এই সকল পত্রের দুইটী ভাঁজ। আবেদনকারী উপহার হস্তে কিঞ্চিদ্দূরে দণ্ডায়মান থাকে। যদি তাহার আবেদন গ্রহণীয় হয়, তবে রাজা উপহার গ্রহণ করিয়া প্রার্থনা পূর্ণ করেন। আবেদন গ্রহণীয় না হইলে, রাজা উপহার গ্রহণ করেন না।

কাম্বের অহিফেন, সেণ্ট থোম বা মছলিপট্টমের চিত্রিত বস্ত্র এবং বঙ্গদেশীয় শ্বেত বস্ত্র ব্যতীত অন্য কোন পণ্য পেগুতে আমদানী হয় না। উপর্য্যুক্ত দ্রব্যগুলি বহুপরিমাণে তথায় ব্যয়িত হয়। এই স্থানে তাহারা সৈয়া নামক মূল দ্বারা রঞ্জিত কার্পাসসূত্রও যথেষ্ট পরিমাণে আনয়ন করে। এই লোহিত বর্ণ কিছুতেই নষ্ট হয় না। ইহা এই স্থানে মহামূল্যে বিক্রীত হয় এবং বহু পরিমাণে আমদানীও হয়। বঙ্গদেশ, সেণ্ট থোম এবং মছলিপট্টমের জাহাজগুলি নিগ্রেসের সৈকত হইতে কস্‌মিনে আগমন করে। সমুদ্রতীরবর্ত্তী মার্ত্তান নামক পেগুর বন্দরে অনেক জাহাজ চন্দন, পোর্সিলেন এবং চীনের অন্যান্য পণ্য, বোনিয়ো দ্বীপের কর্পূর এবং সুমাত্রার অন্তর্গত ক্রুটীনের মরিচ আমদানী হয়। পেগুর অন্তর্গত সিরিয়ণ বন্দরে মক্কার পশম বস্ত্র, লাল রং, ভেল্‌ভেট, অহিফেন ও অন্যান্য পণ্য আইসে। পেগুতে আটটী দালাল আছে; ইহারা তারিঘি নামে অভিহিত হয় এবং ইহারা ন্যায্য মূল্যে পণ্য বিক্রয় করিতে বাধ্য। পারিশ্রমিক বাবুদ ইহারা মূল্যের শতাংশের দুই অংশ প্রাপ্ত হয়। তাহাদের কথার উপর নির্ভর করিয়া পণ্য বিক্রীত হয় বলিয়া, তাহারাই তোমাদের প্রাপ্য আদায় করিয়া দেয়। যদি দালাল নির্দ্ধারিত দিবসে মূল্য প্রদান না করে, তাহা হইলে তুমি তাহাকে স্বগৃহে লইয়া রাখিতে পার,—উহাদের পক্ষে ইহা অত্যন্ত

লজ্জাকর। যদি তাহাতেও সে মূল্য প্রদান না করে, তবে তুমি তাহার স্ত্রী, সন্তান এবং ক্রীতদাসগণকে লইয়া তোমার দ্বারদেশে রৌদ্রে বন্ধন করিয়া রাখিতে পার। এদেশের এই রীতি। এতদ্দেশীয় প্রচলিত মুদ্রা পিত্তলনির্ম্মিত এবং ইহা "গন্সা" নামে অভিহিত হয়। ইহা দ্বারা লোকে স্বুবর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, মৃগনাভি এবং অন্যান্য সকল দ্রব্যই ক্রয় করিতে পারে। স্বুবর্ণ ও রৌপ্য পণ্যের ন্যায় ক্রয় বিক্রয় হয় এবং অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় ইহারও মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। এতদ্দেশীয় প্রচলিত পিত্তল মুদ্রার নির্দ্ধারিত ওজন আছে এবং ইহা আমাদের দেশীয় অর্দ্ধ ক্রাউন মুদ্রার ন্যায়। পেগুতে স্বুবর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, মণি, মৃগনাভি, গন্ধ, লঙ্কামরিচ, টীন, সীসক, তাম্র, লাক্ষা, চাউল, চাউলের মদ্য ও চিনি পাওয়া যায়। চিনি বড় অল্পই পাওয়া যায় কারণ এদেশের হস্তীগুলিই এদেশের ইক্ষুবংশ ধ্বংস করে, নতুবা এতদ্দেশে অনেক চিনি হইত। এতদ্দেশবাসীরা মন্দির নির্ম্মাণেও এই সকল ইক্ষুদণ্ড ব্যবহার করে। তাহাতেও চিনির ক্ষতি হয়। এই ইক্ষুদণ্ড নির্ম্মিত মন্দিরগুলি দেখিতে পাঁউরুটীর ন্যায়; কোন কোনটী গির্জ্জার ন্যায় উচ্চ ও বেশ প্রশস্ত; কতকগুলির পরিধি প্রায় একচতুর্থাংশ মাইল। মন্দিরগুলির অভ্যন্তর মৃত্তিকা ও প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। এই সকল মন্দির নির্ম্মাণে তাহারা প্রচুর পরিমাণে স্বুবর্ণ প্রয়োগ করে; কারণ, মন্দিরগুলি গিল্‌টি করা এবং কোন কোনটীর নিম্ন হইতে শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ গিল্‌টি করা। উন্মুক্ত অবস্থায় থাকে বলিয়া বৃষ্টিতে গিল্‌টি নষ্ট হয় এবং তজ্জন্য প্রতি দশ কি দ্বাদশ বৎসর অন্তর তাহারা নূতন করিয়া গিল্‌টি করে। যদি তাহারা এবম্প্রকারে স্বুবর্ণ নষ্ট না করে, তবে পেগুতে স্বুবর্ণ অত্যন্ত প্রচুর হইত এবং সস্তাও হইত।

পেগু হইতে দুই দিবসের পথে একটী দেবমন্দির আছে; ইহা পেগুবাসী সকলেরই তীর্থক্ষেত্র; ইহা "ডগোন" নামে অভিহিত হয়। ইহা অত্যন্ত সুবৃহৎ এবং নিম্ন হইতে শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত গিল্টি করা। নিকটবর্ত্তী একটী গৃহে ইহাদিগের পুরোহিত (৬) বাস করে। এই গৃহ ৫৫ পদ দীর্ঘ এবং ইহার মধ্যে তিনটী পথ এবং গিল্টি করা ৪০টী স্তম্ভ আছে (৭)। ইহার চতুর্দ্দিক উন্মুক্ত এবং চতুষ্পার্শ্বে গিল্টি করা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভ আছে। ইহার অভ্যন্তর ও বহির্দ্দেশ উভয়ই

---

(৬) পুরোহিতগণকে "Tallipoies" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

(৭) পেগুর সুপ্রসিদ্ধ প্যাগোডা—"স্বই—মা—ডা" (Shwe—maw—daw)। আমরা ইহার চিত্র প্রদান করিলাম। প্রবাদ এই যে, এই মন্দির দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। বর্ম্মার ইতিহাস লেখক সাইম্ মন্দিরের নিম্নলিখিত বর্ণনা করিয়াছেন—"This extraordinary pile of buildings is erected on a double terrace, one raised upon another; the lower and greater terrace is about 10 feet above the natural level of the ground, forming an exact parallelogram; the upper and lesser terrace is similar in shape, and rises about 20 feet above the lower terrace, or 30 feet above the level of the country. I judged a side of the lower terrace to be 1,391 feet; of the upper, 684." সাইম্ বলিয়াছেন যে, প্যাগোডা বা মন্দিরটী ইষ্টক ও সুরকী নির্ম্মিত, নিম্নে অষ্টভুজাকৃতি এবং উচ্চে পেঁচাল। সর্ব্বনিম্নে ৫৭টী চূড়া এবং কিঞ্চিদূর্দ্ধে আরও ৫৩টী চূড়া। ভূমি হইতে মন্দিরশীর্ষ ৩৬১ ফীট।

গিল্টি করা। যাত্রীদিগের থাকিবার জন্য চতুষ্পার্শে সুন্দর সুন্দর গৃহ আছে। পুরোহিতদিগের ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য অনেকগুলি সুদৃশ্য গৃহ আছে; এই সকল গৃহের অভ্যন্তরে সুবর্ণের গিল্টি করা অনেক পুরুষ ও স্ত্রীমূর্ত্তি রহিয়াছে। আমার মনে হয় পৃথিবীর মধ্যে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান। ইহা অত্যন্ত উচ্চ। ইহাতে পৌঁছিবার জন্য চারিটী পথ আছে—এই চারিটী পথের উভয় পার্শ্বে ফলবান্ বৃক্ষরাজী এরূপভাবে প্রোথিত হইয়াছে যে লোক সকল দুই মাইল পথ ছায়ায় ছায়ায় অগ্রসর হইতে পারে। উৎসব দিবসে লোকসমাগমের জন্য স্থলপথে বা জলপথে অগ্রসর হওয়া দুষ্কর; কারণ পেগুরাজ্যের সকল স্থল হইতে যাত্রিগণ এই সকল উৎসবে সমাগত হয়।

পেগুতে অনেক পুরোহিত আছেন; ইঁহারা সকল প্রকার দুষ্কর্ম্মের বিরুদ্ধে ধর্ম্মোপদেশ দেন। অনেক লোক এই সকল পুরোহিতের ধর্ম্মব্যাখ্যাশ্রবণার্থ সমাগত হয়। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে দ্বারদেশস্থ বৃহৎ পাত্রের জল দ্বারা পাদ ধৌত করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হয়। প্রবেশকালে, প্রথমতঃ পুরোহিতের নিকট ও পরে সূর্য্যের উদ্দেশ্যে নিজ নিজ হস্তদ্বয় মস্তকে স্পর্শ করিয়া, শেষে উপবেশন করিতে হয়। পুরোহিতগণের পরিধেয় কিছু আশ্চর্য্যজনক; তাহারা কেবল ধূসর বর্ণের একখণ্ড পাতলা বস্ত্র পরিধান করে ও স্কন্ধদেশে পীতবর্ণের একখানি বস্ত্র বহন করে। এই উভয় খণ্ডই প্রশস্ত কোমর-বন্ধদ্বারা শরীরের সহিত বন্ধন করিয়া রাখা হয়। গলদেশ হইতে সূত্রদ্বারা যে চর্ম্মখণ্ড ঝুলাইয়া রাখা হয়, তাহাতেই তাহারা উন্মুক্ত মস্তকে ও নগ্নপদে উপবেশন করে। কেহই জুতা পরিধান করে না। ইহারা দক্ষিণ হস্তে কিছুই পরিধান করে না এবং গ্রীষ্মকালে সূর্য্যোত্তাপ

ও বর্ষায় বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য বৃহৎ ছত্র ব্যবহার করে। পুরোহিত হইবার পূর্ব্বে তাহারা বিদ্যালয়ে যাইয়া কুড়ি বা ততোধিক কাল অধ্যয়ন করে; পরে তাহারা "রোলি" অভিধেয় এক পুরোহিতের সম্মুখে আগমন করে। ইনি সর্ব্বাভিজ্ঞ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত; ইনি তাহাদিগকে নানারূপ বাধা দেন এবং তাহারা বন্ধুবান্ধব পরিত্যাগ করিবে কিনা, স্ত্রীসংসর্গ হইতে বিরত থাকিবে কিনা এবং চিরকালের জন্য 'টালিপো'র ব্যবসায়াবলম্বন করিবে কিনা, এই সকল সম্বন্ধে বহুবার পরীক্ষা করেন। যদি কেহ এই সকল প্রস্তাবে সম্মত হন, তবে তিনি বহুমূল্য বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া অশ্বারোহণে নগরাভ্যন্তরে বাদ্যধ্বনি সহকারে ভ্রমণ করেন; এবম্প্রকারে তিনি প্রমাণ করেন যে, "টালিপো" হইবার জন্য তিনি সকল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিতেছেন। কয়েকদিবস অতিবাহিত হইলে তিনি পুরোহিতের বেশে দশ কি দ্বাদশ জন ব্যক্তি কর্ত্তৃক বাহিত আসনে উপবিষ্ট হইয়া ও নিজ বন্ধুবান্ধব এবং অনেকগুলি পুরোহিত সমভিব্যাহারে নগরবহির্ভাগে স্বগৃহে গমন করেন এবং তথায় তাঁহাকে রাখিয়া অন্য সকলেই প্রস্থান করে। প্রত্যেক পুরোহিতেরই একটী করিয়া ক্ষুদ্র গৃহ আছে; ইহা ছয় কি আটটী কাষ্ঠস্তম্ভের উপরে স্থাপিত এবং দ্বাদশ কি চতুর্দ্দশটী সোপানবিশিষ্ট অধিরোহণীর সাহায্যে এই গৃহে প্রবেশ করিতে হয়। সাধারণতঃ এই সকল গৃহ রাজপথের সন্নিকটে এবং বৃক্ষ ও বনমধ্যে নির্ম্মিত হয়। কাষ্ঠ বা মৃত্তিকা নির্ম্মিত বৃহৎ পাত্র স্কন্ধদেশের সহিত বন্ধন করিয়া ইহারা ইহাদের আহার্য্য-ভিক্ষার্থ গমন করে। ইহারা চাউল, মৎস্য ও শাকসব্জীই আহার করে। ইহারা কিছুই প্রার্থনা করে না; কিন্তু দ্বারদেশে সমাগত হইলেই কোন গৃহস্থ এক দ্রব্য

অন্য গৃহস্থ অন্য দ্রব্য প্রদান করে। ইহারা সকল বস্তুই এই পাত্রে রক্ষা করে। ইহারা বলে যে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যেই সন্তুষ্ট থাকা আবশ্যক। ইহারা চন্দ্র দৃষ্টে উৎসব সম্পন্ন করে এবং প্রতিপদে ইহাদের প্রধান উৎসব সংঘটিত হয়। এই দিবসে অধিবাসীরা স্বীয় স্বীয় মন্দিরে চাউল ও অন্যান্য দ্রব্য প্রেরণ করে। মন্দিরস্থ সকল পুরোহিত একত্র হইয়া প্রেরিত আহার্য্য ভক্ষণ করে। পুরোহিতগণের ধর্ম্মপ্রচারকালে অনেক ব্যক্তি বেদীতে উপহার স্থাপনা করে। বেদীর নিকটে উপবিষ্ট এক ব্যক্তি ঐ সকল উপহার গ্রহণ করে। পরে ইহা পুরোহিতগণের মধ্যে বিভক্ত হয়। ধর্ম্মপ্রচার ব্যতীত ইহাদের অন্য কোন প্রকার উৎসব বা পূজা আমি দেখিলাম না।

পেগু হইতে আমি লাঙ্গিয়ানদের (৮) দেশের আইয়ামাহিতে গমন করি। লাঙ্গিয়ানদের আমরা 'আইয়ানগোমিস' (৯) বলি। ইহা পেগুর উত্তর-পূর্ব্বে পঞ্চবিংশ দিবসের পথ। গমনকালে আমি অনেক উর্ব্বর ও চিত্তবিনোদক দেশ অতিক্রম করিয়াছিলাম। এই প্রদেশ অত্যন্ত নীচু এবং সুন্দর সুন্দর নদীপরিপূর্ণ। গৃহগুলি অত্যন্ত কদর্য্য—বেত্র-নির্ম্মিত এবং খড় দ্বারা আচ্ছাদিত। এই স্থানে বন্য-মহিষ ও হস্তী আছে। আইয়ামাহি একটী অত্যন্ত সুন্দর ও বৃহৎ নগর—ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহগুলি জনপূর্ণ। রাজপথ সকল সুপ্রশস্ত, অধিবাসীরা সুদৃশ্য ও বলবান্। ইহারা কেবল একখানি বস্ত্র পরিধান করে; ইহারা মস্তক ও পদদ্বয় অনাবৃত রাখে। এই সকল দেশে অধিবাসীরা জুতা পরিধান

(৮) "Langeiannes" (ফীচ)।

(৯) সানষ্টেটের অন্তর্গত জিমী।

করে না। এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকগণ পেগুর স্ত্রীগণ অপেক্ষা সুশ্রী। এই সকল দেশে গম জন্মে না। ইহারা চাউলের পিষ্টক প্রস্তুত করে। এই আইয়ামাহিতে চীন হইতে অনেক বণিক্ আগমন করে এবং প্রচুর পরিমাণে মৃগনাভি, সুবর্ণ, রৌপ্য এবং চীনদেশীয় অন্যান্য দ্রব্য আনয়ন করে। এইস্থানে প্রচুর আহার্য্য পাওয়া যায়। এত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় যে, অন্যত্রের ন্যায় ইহারা মহিষের দুগ্ধ দোহন করে না। এইস্থানে প্রচুর তাম্রও পাওয়া যায়। এই দেশে অসুস্থ ব্যক্তিগণ আরোগ্যান্তে ভূতকে মাংস প্রদান করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করে। আরোগ্য লাভ করিলে, তাহারা নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্রসহ উৎসব করে এবং সমস্ত রাত্রি ধরিয়া নৃত্য করে। ইহাদের বন্ধুগণ কুক্কুট, ডুম্বুর, ও অন্যান্য ফলসহ সমবেত হইয়া নৃত্যসহকারে ভূতের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে ও এবম্প্রকারে ভূতকে দূরীভূত করে। নৃত্যগীতকালে তাহারা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার ও ভূতের নাম ধরিয়া ডাকিতে থাকে। তাহারা বলে যে এই প্রকারে ভূত দূরীভূত হয়। কেহ পীড়িত হইলে এক কি দুইটী "টালিপো" রোগীর রোগশয্যায় উপবেশন করিয়া যাহাতে ভূত আঘাত না করে এবং সন্তুষ্ট থাকে, তজ্জন্য সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া গান করে। কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহারা বেত্র-নির্ম্মিত মন্দিরের ন্যায় গৃহ প্রস্তুত করে এবং উহা গিল্টি করিয়া তন্মধ্যে শব স্থাপন করে এবং চতুর্দ্দশ কি ষোড়শজন ব্যক্তি উহা স্কন্ধে করিয়া বাদ্যধ্বনিসহকারে নগরবহির্ভাগে গমন করিয়া শব দাহন করে। মৃতের সকল পুরুষ বন্ধু তাহার সমভিব্যাহারে গমন করে এবং তাহারা পুরোহিতগণকে অনেক মাদুর ও বস্ত্র প্রদান করে। গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া তাহারা দুইদিবসকাল উৎসব করে। পরে, মৃতের স্ত্রী সকল প্রতিবেশিনী সহকারে শ্মশানে

গমন করিয়া নির্দ্ধারিতকাল ক্রন্দন করে এবং অভস্মীভূত অস্থিগুলি সংগ্রহ করিয়া ও প্রোথিত করণান্তর গৃহে প্রত্যাগমন করে। এইখানেই এই ব্যাপারের শেষ হয়। ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের আত্মীয় পুরুষ ও স্ত্রীগণ নিজ নিজ মস্তক মুণ্ডন করে। বিশেষ ঘনিষ্ঠ না হইলে ইহারা মস্তক মুণ্ডন করে না ; কারণ, ইহারা নিজ নিজ কেশের অত্যধিক যত্ন করে।

কাপলান্ নামক স্থানে অধিবাসীরা মুক্তা ও অন্যান্য মণি সংগ্রহ করে। ইহা পেগুর অন্তর্গত আভা নামক স্থান হইতে ছয়দিবসের ব্যবধান। উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত হইতে এইগুলি সংগৃহীত হয়। যাহারা এই সকল মুক্তা প্রভৃতির গহ্বর খনন করে, কেবল তাহারাই গহ্বর-সকাশে যাইতে পারে।

ব্রহ্মগণ নিজ নিজ পদ বা উদর অথবা শরীরের অন্য কোন অংশ কোন কৃষ্ণবর্ণের দ্রব্যদ্বারা রঞ্জিত করে ; প্রথমে তাহারা চর্ম্ম ক্ষতবিক্ষত করিয়া পরে উহাতে একপ্রকার রং প্রয়োগ করে ; এই রং সদাসর্ব্বদাই থাকে। অধিবাসীদের মধ্যে ইহা বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখা হয় ; কিন্তু রাজাত্মীয় ব্রহ্মগণ ব্যতীত কেহই এরূপ করিতে পারে না। এতদ্দেশ-বাসীরা শ্মশ্রু রাখে না ; মুখমণ্ডলের কেশ উৎপাটন করে। কেহ কেহ মুখের স্থানবিশেষে ষোল কি কুড়িটী কেশ রাখিয়া অন্য সমস্তই উৎপাটন করে। শ্মশ্রুবিশিষ্ট ব্যক্তি দেখিলে ইহারা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকে। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই তাহাদের দন্ত কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করে ; কারণ, তাহারা বলে যে কেবল কুক্কুরের দন্তই শ্বেতবর্ণের।

পেগুদের মধ্যে কোন মোকর্দ্দমায় কোন্ পক্ষের দাবী ন্যায্য ইহা স্থির করা কঠিন হইলে, উভয় পক্ষই গভীর জলে দুইখানি বেত্র স্থাপন

করে এবং উভয় পক্ষ ঐ বেত্র ধরিয়া জলমধ্যে গমন করে। জলমধ্যে যে অধিকক্ষণ ডুবিয়া থাকিতে পারে, তাহারই জয়লাভ হয় (১০)।

---

(১০) ফীচের বর্ম্মাগমন উপলক্ষে রাইলী লিখিয়াছেন "The risks he ran in this unsettled region, where the western adventurers were already not too favourably known, were perhaps less on the whole than on the Malabar coasts, where Portugese jealousy was added to native suspicion and Mussulman rivalry" অর্থাৎ মালাবার উপকূলে পর্ত্তুগীজদিগের ঈর্ষা ও মুসলমানগণের সহিত প্রতিদ্বন্দিতার জন্য ঐ স্থানে ভ্রমণ অধিকতর বিপজ্জনক ছিল।

এ স্থলে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, গোয়াপেক্ষাও পেগুর খ্যাতি অধিকতর ছিল।

চতুর্থ খণ্ড

[মালাক্কা, জাপান, বঙ্গদেশ, সিংহল, কোচীন, কালিকট, বির, আলেপ্পো, লণ্ডন]।

১০ই জানুয়ারী আমি পেগু হইতে মালাকা (১) গমন করিলাম। পথিমধ্যে মার্ত্তাবান এবং তৌদ্বীপ প্রভৃতি পেগুর অনেকগুলি বন্দর, অতিক্রম করিলাম। শেষোক্ত স্থানে প্রচুর পরিমাণে টীন পাওয়া যায় ও ঐ টীন ভারতবর্ষে প্রেরিত হয়। এতদ্ব্যতীত, আমরা টানাসেরাই

---

(১) ফীচের মালাক্কাগমনের অব্যবহিতপূর্ব্বেই উহা পর্ত্তুগীজদিগের হস্তগত হয়। অন্যতম ইউরোপীয়ান্ পর্য্যটক লিন্‌সোটেন্ লিখিয়াছেন যে ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই গোয়ায় সংবাদ পৌঁছে যে আচীন্ ও জহোরের অধিপতিদ্বয় একযোগে পর্ত্তুগীজদিগের চীন ও জাপানের সহিত বাণিজ্যপথ রোধ করিয়াছেন। এই সংবাদে সেপ্টেম্বরমাসে ডম—পোলো—ডি—লিম—পিরেইরা (Dom Paulo de Lima Pereira) সৈন্যসামন্ত সহ উক্ত নরপতিদ্বয়ের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। তিনি উহাদিগকে পরাভূত করিয়া ১৫৮৮ সনের এপ্রিলমাসে গোয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৬৪১ খৃষ্টাব্দে মালাক্কা ওলন্দাজগণকর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। ইংরাজগণ ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ইহা অধিকার করেন; কিন্তু, ১৮১৮ হইতে ১৮২৫ সাল পর্য্যন্ত ইহা ওলন্দাজগণের করায়ত্ত থাকিয়া শেষোক্ত সনে পুনর্ব্বার ইংরাজাধিকারে আইসে। মালাক্কা পূর্ব্বে বাণিজ্যপ্রধান স্থান ছিল। কবি নর্ম্মান্ ইহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"Malacca's market grand and opulent,
Whither each Province of the long seaboard
Shall send of merchantry rich varied hoard."

ও অন্যান্য বহু দ্বীপ অতিক্রম করিয়া ফেব্রুয়ারী মাসের অষ্টম দিবসে মালাক্কা পৌঁছিলাম। এই স্থানে পর্ত্তুগীজদিগের একটী দুর্গ আছে; ইহা সমুদ্রের নিকটে অবস্থিত। নগরের বহির্ভাগস্থ চতুর্দ্দিকের দেশ মালয় জাতির অধিকৃত—ইহারা অত্যন্ত অহঙ্কারী। ইহারা কটিবন্ধে ও মস্তকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড ব্যবহার করে—এতদ্ব্যতীত ইহারা এক প্রকার উলঙ্গ। এই স্থানে চীন, মালাক্কা, বান্দা ও যাবাদ্বীপপুঞ্জের দ্বীপসমূহ হইতে অনেক জাহাজ প্রচুর পরিমাণে মসলা, ঔষধ এবং হীরক ও অন্যান্য মূল্যবান্ পণ্য সহ সমাগত হয়। এই সকল দ্বীপে গমনাগমন করা মালাক্কার কাপ্তেনের অনুমতি ব্যতীত সম্ভবপর নহে; সেই জন্য কাপ্তেন প্রতি বৎসর প্রচুর অর্থ উপায় করেন। সুমাত্রা-দ্বীপে অধিষ্ঠিত আচীমের রাজার সহিত পর্ত্তুগীজদিগের অনেক সময় যুদ্ধ হয়। আচীম হইতেই বহুপরিমাণে মরিচ ও অন্যান্য মসলা প্রত্যেক বৎসর পেগু ও লোহিত মহাসাগরের অন্তর্গত মক্কা ও অন্যান্য স্থানে প্রেরিত হয়।

পর্ত্তুগীজগণ চীনের অন্তর্গত মাকাও হইতে জাপানে গমন কালে সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে শ্বেত রেশম, সুবর্ণ, মৃগনাভি, এবং চীনা মাটীর বাসন লইয়া যায় এবং প্রত্যাবর্ত্তনকালে জাপান হইতে কেবল রৌপ্য লয়। তাহাদের একটী বৃহৎ জাহাজ প্রতি বৎসর সেই স্থানে গমন করে এবং তথা হইতে ছয় সহস্রের অধিক রৌপ্যমুদ্রা চীনে আনয়ন করে। জাপান হইতে আনীত এই মুদ্রা ও ভারতবর্ষ হইতে আনীত আরও দুই সহস্র মুদ্রা তাহারা চীনে বিশেষ লাভজনক ব্যবসায়ে প্রয়োগ করে এবং তাহারা চীন হইতে সুবর্ণ, মৃগনাভি, রেশম, তাম্র, চীনা মাটীর বাসন, এবং অন্যান্য বহু মূল্যবান্ ও গিল্‌টি করা দ্রব্য

আনয়ন করে। পর্ত্তুগীজগণ চীনের অন্তর্গত কাণ্টনে বাণিজ্য করিতে আসিয়া মাত্র কয়েক দিবস কাণ্টনে অতিবাহিত করে। নগরের দ্বার-দেশে আগমন করিলে একখানি পুস্তকে তাহাদের নাম লিপিবদ্ধ করিতে হয় এবং রাত্রিতে বহির্দ্দেশে গমনকালে ঐ নাম কাটিয়া দিতে হয়। রাত্রিতে তাহারা নগরাভ্যন্তরে বাস করিতে পারে না; নগর-বহির্ভাগে নিজ নিজ নৌকায় তাহাদের রাত্রিবাস করিতে হয়। সময় অতিক্রান্ত হইলে কেহ সেই স্থানে বাস করিলে, তাহার প্রতি মন্দ ব্যবহার করিয়া তাহাকে কারারুদ্ধ করা হয়। চীনদেশবাসিগণ বড় সন্দিগ্ধ এবং বৈদেশিকগণকে বিশ্বাস করে না। বৈদেশিকগণ যে তাঁহার দেশে আগমন করে, কথিত হয় যে, রাজা এ সংবাদ অবগত হয়েন না। এবং ইহাও সত্য যে, সাধারণ অধিবাসিবৃন্দ কদাচিৎ তাহাদের রাজাকে দেখিতে পায় এবং যে স্থানে তিনি উপবেশন করেন, সে স্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও সক্ষম নহে। তিনি ভ্রমণার্থ বহির্গত হইলে, ক্ষুদ্র গবাক্ষবিশিষ্ট ও সুন্দররূপে গিল্‌টি করা আসনে উপবিষ্ট হইয়া থাকেন। ঐ গবাক্ষদ্বারা তিনি ইচ্ছানুসারে তাঁহার প্রজাদিগকে দেখিতে পান; কিন্তু, তাহারা তাঁহাকে দেখিতে পায় না; কারণ তাঁহার বহির্দ্দেশে থাকা কালে, প্রজারা মস্তকে হস্তার্পণ করতঃ মস্তক মৃত্তিকা সংলগ্ন করিয়া থাকে এবং তিনি অতিক্রান্ত না হইলে উহা উত্তোলন করিতে পারে না। মৃতের জন্য শোক করিতে হইলে তাহারা শ্বেতসূত্রনির্ম্মিত পাদুকা এবং খড়ের মস্তকাবরণ ব্যবহার করে। স্বামী স্ত্রীর জন্য দুই বৎসর ও স্ত্রী স্বামীর জন্য তিন বৎসর কাল শোক প্রকাশ করে; পুত্র পিতার জন্য এক বৎসর ও মাতার জন্য দুই বৎসর ঐরূপ করে। যত দিন ধরিয়া তাহারা শোকপ্রকাশ করে, ততদিন তাহারা শবের উদরস্থ অন্ত্র বাহির ও

উদর চূর্ণ দিয়া পূর্ণ করিয়া, উহা শবাধারে স্থাপন করতঃ গৃহে রক্ষা করে। পরে নির্দ্দিষ্ট শোকসময় অতিবাহিত হইলে, তাহারা উহা বাদ্যধ্বনি সহকারে বহির্দ্দেশে লইয়া গিয়া দাহন করে। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তাহারা শোক-চিহ্ন দূরীভূত করিয়া ইচ্ছামত বিবাহ করে। পুরুষগণ ইচ্ছানুসারে যতগুলি ইচ্ছা উপপত্নী রাখিতে পারে; কিন্তু, একটীর অধিক স্ত্রী রাখিতে পারে না। চীনবাসিগণ এবং কোচীন চায়নার অধিবাসিগণ কুক্কুর বা বিড়ালের লোম নির্ম্মিত সুতীক্ষ্ণ পেন্সিল দ্বারা লেখে। ইহাদের লেখা নিম্নাভিমুখী।

যাবার অন্তর্গত লাবন্ দ্বীপ হইতে উৎকৃষ্ট হীরকের আমদানী হয়। এই সকল হীরক নদীমধ্যে পাওয়া যায়; কারণ, রাজা পর্ব্বত খনন করিতে দেন না।

আয়াম্বা (২) নামক যাবার অন্যতম দ্বীপ হইতেও হীরক আইসে। রাজার এক রাশি সুবর্ণের মৃত্তিকা আছে। ইহা নদী মধ্যে জন্মে এবং রাজার যখন সুবর্ণের অভাব হয়, তখন তাঁহার কর্ম্মচারীরা ঐ মৃত্তিকার কতকাংশ কর্ত্তন করিয়া দ্রবীভূত করে এবং ঐরূপ করিলেই সুবর্ণ উৎপাদিত হয়। এই মৃত্তিকারাশি বৎসরে একবার মাত্র দৃষ্ট হয়; এপ্রিল মাসে যখন নদীর জল হ্রাস হয়, তখনই ইহা দেখা যায়।

বীমা নামক অন্যতম দ্বীপে স্ত্রীলোকগণ ভ্রমণ ও পরিশ্রম করে; পুরুষগণ গৃহরক্ষাদি কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে (৩)।

(২) আয়াম্বা—বর্ত্তমান যাম্বা বা যাম্বি। ওলন্দাজগণ ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে একটী কুঠী নির্ম্মাণ করে। এই নগরের চতুর্দ্দিকে হিন্দু দেবতাগণের বহু প্রস্তরমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

(৩) সুম্বোয়া নামক "ডচ্ ইষ্ট ইণ্ডিসে"র দ্বীপ।

১৫৮৮ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ্চ আমি মালাক্কা হইতে মার্ত্তাবানে এবং তথা হইতে পেগুতে প্রত্যাবর্ত্তন করি। এই প্রকারে আমি পেগুতে দ্বিতীয়বার আগমন করিয়া সেপ্টেম্বর মাসের সপ্তদশ তারিখ পর্য্যন্ত তথায় অতিবাহিত করিয়া জাহাজে আরোহণ করি এবং প্রতিকূল বায়ুর জন্য নানারূপ কষ্ট ভোগ করিয়া পরবর্ত্তী নবেম্বর মাসে ঈশ্বরানুগ্রহে বঙ্গদেশে পৌঁছি। জাহাজ অভাবে আমি তথায় ১৫৮৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের তিন দিবস পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিয়া কোচীনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। একে অনেক বণিক্ ও অপরাপর যাত্রী—তায় গ্রীষ্মকাল সুতরাং স্বচ্ছলে সুপেয় বারির অভাবে এই যাত্রায় আমরা অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করি। যাহা হউক ভগবানের ইচ্ছায় আমরা মার্চ্চ মাসের ছয় তারিখে সিংহলে পৌঁছি; জল গ্রহণের ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের জন্য এই স্থানে আমরা পাঁচ দিবস অপেক্ষা করি।

এই সিংহল দ্বীপ অতি সুন্দর ও উর্ব্বর; কিন্তু রাজার সহিত পর্ত্তুগীজদের ক্রমাগত যুদ্ধের জন্য দ্রব্যাদি অত্যন্ত মহার্ঘ। পর্ত্তুগীজদিগের দুর্গে তিনি কোনরূপ খাদ্য আনয়ন করিতে দেন না বলিয়া, অনেক সময় পর্ত্তুগীজগণ খাদ্যাভাব বোধ করে। উহাদের খাদ্যাদি প্রতি বৎসর বঙ্গদেশ হইতে আসিয়া থাকে। নরপতি রাজা উপাধিধারী এবং মহাপরাক্রান্ত। পর্ত্তুগীজদিগের কলম্বো দুর্গে তিনি এক লক্ষ সৈন্য ও বহু হস্তী সহ অভিযান করেন। সিংহলের অধিবাসীরা সকলেই উলঙ্গ; তবে অনেকে বন্দুক ব্যবহারে সুদক্ষ। রাজা অপরের সহিত বাক্যালাপকালে এক পায়ের উপর দণ্ডায়মান থাকিয়া অন্য পদ জানুর উপর ন্যস্ত ও হস্তে তরবারী ধারণ করেন। বাক্যালাপকালে রাজার উপবেশন করা রীতি-বিরুদ্ধ। রাজা কার্পাস ও উর্ণামিশ্রিত সুন্দর চিত্রিত অঙ্গাবরণ ব্যবহার

করেন। তাঁহার সুদীর্ঘ কেশ উত্তমরূপে বিন্যস্ত থাকে; তিনি মস্তকে ক্ষুদ্র একখণ্ড বস্ত্র ব্যবহার করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার শরীরের অন্যান্যাংশ উন্মুক্ত থাকে। এক সহস্র শরীররক্ষী সৈন্য তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকে এবং তিনি তাহাদের মধ্যস্থলে থাকেন। যখন তিনি গমনাগমন করেন, তখন অনেকগুলি শরীররক্ষী তাঁহার অগ্রে ও অবশিষ্ট তাঁহার পশ্চাদনুগমন করে। ইহারা সিংহলজাতীয়; কথিত হয় যে এই জাতি সকল মালাবার জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহাদের কর্ণগুলি অত্যন্ত বৃহৎ (৪); কর্ণ যতই বৃহদাকারের হয়, ততই ইহারা অধিক সম্মানার্হ হয়। কাহারও কাহারও কর্ণ একবিতস্তিপরিমিত। ইহারা দারুচিনি কাষ্ঠ ব্যবহার করে এবং ইহা অতি সুগন্ধী। এই দ্বীপে প্রচুর পরিমাণে মুক্তা ও অন্যান্য নানাপ্রকার মূল্যবান্ প্রস্তর পাওয়া যায়; উত্তম উত্তম সকল প্রকার মণি ইত্যাদিও পাওয়া যায়; কিন্তু, এতদ্দেশীয় নরপতি সে গুলি খনি হইতে উদ্ধৃত করিতে দেন না, কারণ তিনি মনে করেন যে, ওরূপ করিলে শত্রুরা ঐ গুলির আকর অবগত হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে দেশ হইতে দূরীভূত করিবে। এই দেশে অশ্ব নাম মাত্র নাই। পেগুর ন্যায় বৃহদাকারের হস্তী এতদ্দেশে পাওয়া যায় না; কিন্তু, কথিত হয় যে, এতদ্দেশীয় হস্তী আকারে ক্ষুদ্র হইলেও অন্যান্য হস্তী ইহাদিগকে অত্যন্ত ভয় করে এবং ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হয় না। এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকগণ কটীবন্ধ হইতে জানুপর্য্যন্ত-বিলম্বিত একখানি মাত্র বস্ত্র পরিধান করে; শরীরের অন্যান্য স্থান অনাবৃত থাকে। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই ক্ষুদ্রাকারের এবং কৃষ্ণবর্ণের। গৃহগুলিও ক্ষুদ্র তাল কি নারিকেল পত্র দ্বারা নির্ম্মিত ও আচ্ছাদিত।

(৪) ৬৪ পৃষ্ঠা ও ৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মার্চ্চমাসের একাদশ দিবসে আমরা সিংহল হইতে যাত্রা করিয়া উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিলাম। এইস্থানের অনতিদূরে,—নেগাপটম ও সিংহলের মধ্যে,—ধীবরেরা শুক্তি সংগ্রহ করে। প্রতি বৎসরেই বহু পরিমাণে শুক্তি সংগৃহীত হয় এবং তদ্দ্বারা বঙ্গদেশের অভাব পূরণ হয়। পারস্যোপসাগরের অন্তর্গত বাহ্রীনদ্বীপের (৫) শুক্তির ন্যায় ইহা তত উজ্জ্বল নহে। কমরীণ অন্তরীপ হইয়া আমরা পর্ত্তুগীজদিগের কুলামদ্বীপ অতিক্রম করি; পর্ত্তুগাল হইতে এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে মরিচ আমদানী হয়। উপকূলভাগ হইতে অগ্রসর হইয়া মার্চ্চমাসের দ্বাবিংশ দিবসে আমরা কোচীন পৌঁছিলাম। ইহার জলবায়ু উষ্ণ এবং এই স্থানে বড়ই খাদ্যাভাব। এই স্থানে শস্য বা চাউল জন্মে না। যাহা পাওয়া যায় তাহা বঙ্গদেশ হইতে আনীত হয়। নদী দূরস্থ বলিয়া এই স্থানে সুপেয় জল পাওয়া যায় না। জলাভাবে এতদ্দেশীয় অনেক লোককে কুষ্ঠগ্রস্তের ন্যায় দেখা যায় এবং কাহারও কাহারও পদ কটীবন্ধের ন্যায় স্ফীত হয় এবং অধিকাংশ লোকেই গমনাগমনে অশক্ত। অধিবাসীরা মালাবার বা কালিকটের নেয়ার জাতীয়; কিন্তু, অন্যান্য মালাবার জাতীয় অপেক্ষা ইহাদের অনেক প্রভেদ আছে। ইহাদের মস্তক কেশপরিপূর্ণ—ঐ কেশ সূত্রদ্বারা বাঁধা থাকে। অধিবাসীরা দীর্ঘ এবং বলবান্ ও দীর্ঘ তীর ও ধনুক ব্যবহারে পরিপক্ক। তীর ধনুকই ইহাদের প্রধান অস্ত্র। দুই একটী বন্দুকও আছে; কিন্তু, ইহারা উহা ব্যবহারে সুদক্ষ নহে।

এই স্থানে মরিচ জন্মে; ইহার লতা অনেকটা আমাদের দেশীয় শ্যামালতার ন্যায়; কিন্তু, ইহা গমের শীষ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ। প্রথমে এগুলি সবুজ বর্ণের থাকে; পরিপক্ক হইতে আরম্ভ করিলেই ইহারা

(৫) ৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সেগুলি কর্ত্তন করিয়া শুষ্ক করিতে দেয়। ইহার পত্র দ্রাক্ষার পত্র অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও পাতলা। অধিবাসীদের গৃহগুলি ক্ষুদ্র ও নারিকেল বৃক্ষের পত্রদ্বারা আচ্ছাদিত। পুরুষগণ দীর্ঘ ; কিন্তু, স্ত্রীগণ ক্ষুদ্রা। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই কৃষ্ণবর্ণের। কটীদেশে ক্ষুদ্র একখানি বস্ত্র ব্যতীত, দেহের অন্যান্য সকল স্থানই অনাবৃত। ইহাদের কর্ণগুলি কুৎসিৎ, দীর্ঘ এবং উহাতে মুক্তা ও প্রস্তরসমন্বিত অঙ্গুরী পরিধান করে। রাজা একস্থানে অধিক দিন বাস করেন না। তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি গৃহ আছে ; তাঁহার শরীররক্ষীর সংখ্যা অত্যল্প। তিনি তাহাদের আজ্ঞানুসারেই এক গৃহ হইতে অন্য গৃহে গমন করেন। কালিকটে যে মরিচ ও দারুচিনি পাওয়া যায়, তাহা এই স্থানেই জন্মে। সর্ব্বোৎকৃষ্ট দারুচিনি সিংহলেই জন্মে এবং ক্ষুদ্র বৃক্ষ হইতেই সংগ্রহ করা হয়। এস্থানে প্রচুর তালবৃক্ষ আছে ; তালই ইহাদের প্রধান খাদ্য ; ইহাই তাহাদের আহার ও পানীয় জলের কার্য্য করে এবং পূর্ব্বে যেরূপ বর্ণনা করিয়াছি, এই বৃক্ষ হইতে ইহাদের অনেক আবশ্যকীয় দ্রব্য জন্মে (৬)।

নেয়ারগণ জামোরিণের প্রজা ; এই জামোরিণ মালাবারজাতিভুক্ত। নেয়ারগণ সদাসর্ব্বদাই পর্ত্তুগীজদিগের সহিত যুদ্ধ করে। জামোরিণ সদাসর্ব্বদাই পর্ত্তুগীজদিগের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ থাকেন ; কিন্তু, তাঁহার প্রজাবর্গ সমুদ্রতীরে দস্যুবৃত্তিদ্বারা পর্ত্তুগীজদিগের দ্রব্যাদি অপহরণ করে। তাহাদের প্রধান কাপ্তেনের নাম আলি ; তাঁহার অধীনে তিনটী দুর্গ আছে। পর্ত্তুগীজগণ জামোরিণের নিকট অনুযোগ আনয়ন করিলে তিনি উত্তর দেন যে, তিনি তাহাদের দস্যুতা করিতে প্রেরণ করেন নাই। কিন্তু, বাস্তবিক পক্ষে, তাঁহার সম্মতিসহকারেই এই সকল

(৬) ফীচ এ স্থানেও পূর্ব্বের ন্যায় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

কার্য্য সম্পাদিত হয়। এই সকল দস্যুগণ সিংহল হইতে গোয়া পর্য্যন্ত স্থান সকলে দস্যুতা করে এবং চারি কি পাঁচখানি নৌকা একত্র করিয়া গমন করে। প্রত্যেক নৌকায় ষাট কি সত্তর জন লোক থাকে। ইহারা এই উপকূলে অত্যন্ত ক্ষতি করে এবং প্রতিবৎসর পর্ত্তুগীজদিগের অনেক নৌকা বিনষ্ট করে। এই সকল দস্যুর মধ্যে অনেকগুলি মূর জাতীয়। এই রাজার রাজ্য কোচীনের দ্বাদশ লীগ হইতে গোয়ার নিকট পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আমি আটমাসকাল অর্থাৎ নবেম্বর মাসের দুই তারিখ পর্য্যন্ত কোচীনে অতিবাহিত করিয়াছিলাম; কারণ ইতিমধ্যে কোন জাহাজ ঐ স্থান হইতে যাত্রা করে নাই। দুই দিবস পূর্ব্বে কোচীনে উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ জাহাজ পাইতাম। কোচীন হইতে গোয়ায় গমন করিয়া আমি তিন দিবস তথায় অতিবাহিত করি। কোচীন হইতে গোয়া একশত লীগ। গোয়া হইতে আমি চৌলে (৭) গমন করি; গোয়া হইতে চৌল ষাট লীগ। আমি চৌলে ত্রয়োবিংশ দিবস অতিবাহিত করিয়া এবং জাহাজের আবশ্যকীয় খাদ্যাদি সংগ্রহ করিয়া অর্ম্মাজে যাত্রা করি; বালসোরা যাইবার উদ্দেশ্যে আমি এইস্থানে পঞ্চাশ দিন বাস করি। গোয়া হইতে অর্ম্মাজ চারিশত লীগ।

*   *   *   *   *

আমার পুস্তকের এই খণ্ড শেষ করিবার পূর্ব্বে আমি ভারতবর্ষ ও তাহার পূর্ব্বাঞ্চলস্থ দেশ সকল যে যে দ্রব্য উৎপাদন করে তাহাদের কিছু কিছু বর্ণনা করা ভাল মনে করি।

মরিচ—ভারতবর্ষের অনেকস্থলে, বিশেষতঃ কোচীনে মরিচবৃক্ষ

(৭) ৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রচুর জন্মে; ইহা বিনা পরিশ্রমে ঝোপের মধ্যে উৎপন্ন হয়। পরিপক্ক হইলে অধিবাসীরা ইহা সংগ্রহ করে। গুল্মটী অস্মদ্দেশীয় দ্রাক্ষার ন্যায় এবং ইহা কোন বৃক্ষ বা দণ্ডে সংযুক্ত করিয়া না দিলে ভূমিসাৎ হয়। প্রথম সংগ্রহকালে ইহা সবুজবর্ণ থাকে; পরে, রৌদ্র-তপ্ত হইলে কৃষ্ণবর্ণ হয়।

আর্দ্রক—আমাদের দেশীয় পলাণ্ডুর ন্যায় জন্মে; শীকড়েই আদা হয়; ইহা ভারতবর্ষের অনেক স্থানে পাওয়া যায়।

লবঙ্গ—মালাকাদ্বীপ-পুঞ্জে উৎপাদিত হয়; ইহা অস্মদ্দেশীয় 'লরেল' বৃক্ষের ন্যায়।

জায়ফল ও জৈত্রী—উভয়ে একত্রে বন্দাদ্বীপে উৎপাদিত হয়। অস্মদ্দেশীয় 'ওয়ালনাট' বৃক্ষাপেক্ষা আকারে ক্ষুদ্র।

শ্বেত চন্দন—অত্যন্ত সুগন্ধপূর্ণ এবং ইহা ভারতবাসিগণ অত্যন্ত প্রীতির চক্ষে দেখিয়া থাকে; সামান্য জলে ঘর্ষণ করিয়া উহারা ইহা সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করে। ইহা তাইমর দ্বীপে জন্মে।

কর্পূর—বহুমূল্য দ্রব্য এবং স্বর্ণাপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। আমার বিশ্বাস ইহা খৃষ্ট-ধর্ম্মসেবী কোন দেশে উৎপাদিত হয় না। চূর্ণীকৃত কর্পূর চীনদেশ হইতে আইসে; কিন্তু, যাহা বেত্রমধ্যে জন্মে এবং যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহা বোর্ণিয়োদ্বীপে জন্মে।

মুসব্বর—কোচীন চায়নায় উৎপাদিত হয়।

লঙ্কা মরিচ—বঙ্গদেশ এবং যাবাদ্বীপে জন্মে।

মৃগনাভি—তাতার দেশে জন্মে। তত্রস্থ বণিকগণ যাহারা উহা পেগুতে বিক্রয়ার্থ আনয়ন করে, তাহারা বলে যে উহা নিম্নোক্ত-প্রকারে সংগৃহীত হয় (৮)। তাতার দেশে ক্ষুদ্র হরিণের ন্যায় এক প্রকার

(৮) কীচের মৃগনাভি সংগ্রহের বৃত্তান্ত বিশেষ আশ্চর্য্যজনক সন্দেহ নাই।

জন্তু আছে; দেশবাসীরা উহাকে জালবদ্ধ করতঃ প্রহার করিয়া হত্যা করে। পরে উহারা উহার অস্থি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডাকারে কর্ত্তন করে এবং মাংসখণ্ডগুলি চর্ম্মমধ্যে স্থাপনা করিয়া উহা প্রহার করিতে থাকে। এবম্প্রকারে মৃগনাভি নির্গত হয়।

তৈলস্ফটিক—ইহা কি প্রকারে উৎপাদিত হয়, সে সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়; তবে, অনেকেরই এই মত যে উহা সমুদ্র হইতে নির্গত হয় এবং ইহা উপকূলে পাওয়া যায়।

মণি মুক্তা—মণি মুক্তা প্রভৃতি পেগুতে পাওয়া যায়।

হীরক—ভিন্ন ভিন্ন স্থানে হীরক পাওয়া যায়—যথা, বিজয়নগর, আগ্রা, দিল্লী, এবং যাবাদ্বীপ।

মুক্তা—সর্ব্বোৎকৃষ্ট মুক্তা পারস্যোপসাগরের অন্তর্গত বাহ্রীনদ্বীপে পাওয়া যায়। নিকৃষ্টগুলি সিংহলদ্বীপের নিকটবর্ত্তী পিস্‌ফারি এবং চীনের সর্ব্ব দক্ষিণ উপকূলবর্ত্তী আইনাম্‌ দ্বীপে জন্মে।

*   *   *   *   *

অর্ম্মাজ হইতে আমরা বালসারা বা বসোরা এবং তথা হইতে বাবিলনে গমন করি। পথের অধিকাংশ মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক রজ্জুদ্বারা আকর্ষিত নৌকা করিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। বাবিলন (১) হইতে স্থলপথে আমি মস্থলে উপনীত হই। মস্থল নিনেভার নিকটবর্ত্তী; নিনেভা বর্ত্তমানে জনশূন্য ও ধ্বংসাবশেষপূর্ণ; ইহা টাইগ্রীস নদীর তীরবর্ত্তী। মস্থল হইতে আমি মাদ্দিন গমন করি; মাদ্দিন আর্ম্মেনিয়ানদের দেশে অবস্থিত; কিন্তু, বর্ত্তমানে এইস্থানে কুর্দ্দি নামক এক জাতি বাস

(১) ৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

করে। মার্দ্দিন হইতে আমি অর্ফা গমন করি; ইহা একটী ক্ষুদ্র সুন্দর সহর এবং এইস্থানে মৎস্যপূর্ণ একটী উৎস আছে। মূরগণ এই উৎস-সকাশে আব্রাহাম সংক্রান্ত অনেক উৎসব সম্পাদন করে। মূরগণ বলে যে আব্রাহাম এককালে এইস্থানেই বাস করিতেন। তথা হইতে আমি বির্‌রায় (১০) যাইয়া ইউফ্রেটীস নদীতে গমন করি। বির্‌রা হইতে আলেপ্পো যাইয়া কয়েকমাস বাস করি; তথা হইতে ত্রিপোলি হইয়া ও ইংলণ্ডগামী একখানি জাহাজ দেখিতে পাইয়া ইংলণ্ড যাত্রা করি এবং অনুকূল বায়ুতে ও ঈশ্বরানুগ্রহে আমি ১৫৯১ সনের ২৯শে এপ্রিল লণ্ডনে উপনীত হই।

আটমাস আমি আমার স্বদেশের বহির্ভাগে ছিলাম (১১)।

---

(১০) ৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১১) ফীচের জীবনের অবশিষ্টাংশের জন্য পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

ফীচের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের
পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট

রাজ্ঞী এলিজাবেথের পত্রদ্বয়

[যাহাতে নিউবেরী ও তাঁহার সঙ্গিত্রয়ের সুবিধা হয় তজ্জন্য রাজ্ঞী এলিজাবেথ্, সম্রাট আকবরকে ও চীনের সম্রাটকে দুই খানি সুপারিস্ পত্র, নিউবেরীর নিকট দিয়াছিলেন]।

প্রথম পত্র—সম্রাট্ আকবরের প্রতি :—

"Elizabeth by the grace of God, Queen of England, etc. To the most inuincible, and most mightie prince, lord Zelabdim Echebar King of Cambaya. Inuincible Emperor, etc. The great affection which our subjects have to visit the most distant places of the world, not without good will and intention to introduce the trade of marchandize of al nations whatsoever they can, by which meanes the mutual and friendly trafique of marchandize on both sides may come, is the cause that the bearer of this letter John Newbery, jointly with those that be in his company, with a curteous and honest boldnesse, doe repaire to the borders and countreys of your Empire, we doubt not but that your imperial Maiestie through your royal grace, will

favourably and friendly accept him. And that you would doe it the rather for our sake, to make us greatly beholding to your Maiestie ; wee should more earnestly, and with more wordes require it, if wee did think it needful. But by the singular report that is of your imperial Maiesties humanitie in these uttermost parts of the world, we are greatly eased of that burden, and therefore wee use the fewer and lesse words ; only we request that because they are our subjects, they may be honestly intreated and received. And that in respect of the hard journey which they have undertaken to places so far distant, it would please your Maiesty with some libertie and securitie of voiage to gratifie it, with such privileges as to you shall seeme good : which curtesie if your Imperiall Maiestie shal to our subjects at our requests performe, wee, according to our royall honour, will recompence the some with as many deserts as we can. And herewith we bid your Imperial Maiestie to farewel."

উপর্য্যুক্ত পত্রের মর্ম্ম :—

রাজ্ঞী এলিজাবেথ লিখিতেছেন যে, "আমাদের প্রজাগণের বিভিন্ন দেশ দেখিবার ইচ্ছা এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলদেশের পণ্যাদি পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচলিত করিবার উদ্দেশ্যে, পত্রবাহক জন্ নিউবেরী আপনার রাজ্যে যাইতেছেন। আমাদের সন্দেহ নাই যে, আপনি তাঁহাকে সাদরে ও বন্ধুভাবে গ্রহণ করিবেন। এরূপ কার্য্য আপনি আমাদের প্রতি সম্মান বশতঃ

ও উপকৃত করিবার আশায়ই করিবেন। আপনার খ্যাতি প্রতিপত্তি এতদ্দেশ পর্য্যন্ত যেরূপ বিস্তৃত হইয়াছে, তাহাতে এসম্বন্ধে আপনাকে বিস্তৃত লেখা অনাবশ্যক। তবে আমরা এই অনুরোধ করিতেছি যে, আমার প্রজাগণ যেন উত্তম ব্যবহার প্রাপ্ত হন। এবং তাঁহারা এত দূরদেশে যাত্রা করিতেছেন বলিয়া যেন আপনি তাঁহাদিগকে যেরূপ মনে করেন সেই রূপ অনুগ্রহ করিবেন। আপনি আমাদের প্রজাগণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিবেন, আমরাও যথাসাধ্য আপনার অনুগ্রহের প্রতিদানের চেষ্টা করিব।"

দ্বিতীয় পত্র—চীন সম্রাটের প্রতি ঃ—

"Elizabeth by the grace of God Queene of England, etc. Most Imperial and inuincible prince, our honest subject John Newbery the bringer here of, who with our favour hath taken in hand the voyage which nowe hee pursueth, to the parts and countreys of your Empire, not trusting upon any other ground then upon the favor of your Imperiall clemencie and humanitie, is mooved to undertake a thing of so much difficultie, being perswaded that hee having entred into so many perils, your Maiestie will not dislike the same, especially, if it may appeare that it be not damageable unto your royall Maiestie, and that to your people it will bring some profite : of both which things he not doubting, with more willing minde hath prepared himselfe for his destinated voyage unto us

well liked of. For by this meanes we perceive, that the profit which by the mutual trade on both sides, at the princes our neighbors in ye West do receive, your Imperial maiestie and those that be subject under your dominion, to their great joy and benefit shall have the same, which consisteth in the transporting outward of such things whereof we have plenty, and in bringing in such things as we stand in need of. It cannot otherwise be, but that seeing we are borne and made need one of another, and that wee are bound to aide one another, but that your imperial Maiestie wil wel like of it, and by your subjects not like indeur wil be accepted. For the increase whereof, if your imperial Maiestie shall adde the securitie of passage, with other privileges most necessary to use the trade with your men, your Maiestie shall doe that which belongeth to a most honorable and liberal prince, and deserve so much of us, as by no continuance or length of time shall be forgotten. Which request of ours we do most instantly desire to be take in good part of your Maiestie, and so great a benefit towards us and our men, we shall endevor by diligence to requite when time shall serve there unto. The God Almighty long preserve your Imperial Maiestie."

উপর্য্যুক্ত পত্রের মর্ম্ম :—

"পত্রবাহক জন্ নিউবেরী, আমাদের আদেশানুযায়ী আপনার রাজ্যে, আপনার নিকট হইতে প্রত্যাশিত অনুগ্রহ ও দয়ার উপর নির্ভর করিয়াই এই বাণিজ্যে ব্রতী হইয়াছেন। আমরা আশা করি যে উক্ত নিউবেরী বহু বিপদ অতিক্রম করিয়া আপনার রাজ্যে উপনীত হইলে আপনি তাঁহাকে ঘৃণা করিবেন না। বিশেষতঃ, আপনার বিরুদ্ধাচরণ না করিলে এবং এই বাণিজ্যে আপনার প্রজাগণের লাভ হইলে—যে দুই উদ্দেশ্যে তিনি এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন—আপনি ইহা অননুমোদন করিবেন না। কারণ, আমরা দেখিতেছি যে এইরূপ পণ্য বিক্রয়ে উভয়পক্ষেরই লাভ হইবে এবং উভয়ের যে সকল দ্রব্যের অনাটন আছে তাহা পূর্ণ হইবে। উভয়ের এইরূপ পরস্পর সাহায্য বাঞ্ছনীয় এবং আপনি ও আপনার প্রজাগণ, আশা করি, ইহা অনুমোদন করিবেন। আপনার ন্যায় উদার-হৃদয় নরপতি ইঁহাদের প্রতি যে সকল অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবেন, তাহা আমরা নিশ্চয়ই প্রতিদানের চেষ্টা পাইব।"

(২)

ফীচের কারারোধ।

কারারুদ্ধকালে রালফ্ ফীচ তাঁহার লণ্ডনস্থ বন্ধু লিওনার্ড পুরকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। এই পত্রে ফীচ তাঁহার পর্য্যটনের বৃত্তান্ত ও কারা-রোধের বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। আমরা এই পত্রের আংশিক অনুবাদ প্রদান করিতেছি।

"প্রিয়তম বন্ধু মাষ্টার পূর,—

আলেপ্পো পরিত্যাগের পরে আমি আর তোমাকে কোন পত্র লিখিতে পারি নাই। কারণ, আমি বাবিলনে অসুস্থ হওয়ায়, তথা হইতে বালসারা গমন করি। এই স্থান টাইগ্রিস্ নদীপথে দ্বাদশ দিবসের ব্যবধান। এ স্থান অত্যন্ত উষ্ণ। ভগবান্‌কে ধন্যবাদ আমি এই স্থানে সহজেই রোগমুক্ত হইলাম। এইস্থানে চতুর্দ্দশ দিবস অতিবাহিত করিয়া আমরা অর্ম্মাজাভিমুখে যাত্রা করি। সেপ্টেম্বর মাসের পঞ্চদিবসের দিন আমরা তথায় পৌছি এবং ঐ মাসের নবম দিবসেই কারারুদ্ধ হই। কারাগৃহে অক্‌টোবরের একাদশ দিবস পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিয়া অন্য দুইশত যাত্রিসহ গোয়া উদ্দেশ্যে জাহাজে করিয়া রওনা হই। ডিউ ও চৌল অতিক্রম করিয়া আমরা নবেম্বর মাসের ২৯ শে তারিখে গোয়া পৌছিবামাত্র কারারুদ্ধ হই। এই স্থানে আমাদের ২২শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত থাকিতে হয়। ভগবানের ইচ্ছায় আমরা দুইটী পাদ্রীর দর্শন পাই—একজন ইংরাজ অপরটী ফ্লেমিং। ইংরাজ ধর্ম্মযাজকের নাম পাদ্রী টমাস্ ষ্টিভেন্স, অপরের নাম পাদ্রী মার্কো। ইঁহারা রাজপ্রতিনিধির ও অন্যান্য কর্ম্মচারীর নিকট প্রার্থনা করিয়া এবং আমাদের প্রতিভূস্বরূপ হইয়া বিশেষ উপকার করেন। ইঁহারা সাহায্য না করিলে আমরা জীবিতাবস্থায় গোয়া পরিত্যাগে সক্ষম হইলেও দীর্ঘকাল কারাবাস ভোগ করিতাম।

চতুর্দ্দশ দিবস কারাবাসের পরে, আমাদের দ্বিসহস্র ডুকাটের প্রতিভূ প্রদানের আদেশ প্রদান করা হইল। উহা প্রদান না করা হইলে কারাগার পরিত্যাগের কোনই সম্ভাবনা ছিলনা। উপর্য্যুক্ত পাদ্রীগণ আমাদের জন্য প্রতিভূ সংগ্রহ করিলেন। সকলেই আমাদের মুক্তিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। অর্ম্মাজে এবং এইস্থানে কারাগৃহে বাসকালীন আমাদের অনেক

পণ্য বিনষ্ট হয়। তবে, কিয়দংশ সুবিধামত মূল্যে বিক্রীত হইবে; কতকের কোনই মূল্য পাওয়া যাইবে না। আমি আশা করি যে ঈশ্বরানুগ্রহে শাসনকর্ত্তা চৌল ও ডিউ হইতে প্রত্যাগমন করিলে আমরা মুক্তিলাভ করিব। সম্ভবতঃ ইষ্টারের সময় ইহা সংঘটিত হইতে পারে। তবে আমাদের একজনের প্রত্যাগমন আবশ্যককর হইবে। কারণ আমরা যথেষ্ট ক্লেশভোগ করিয়াছি এবং আমাদের পণ্যের অনেকাংশ বিনষ্ট হইয়াছে। ভগবানের ইচ্ছায় ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিলে, আমি পুনরায় এইস্থানে প্রত্যাগমন করিব। ইহা একটী সুন্দর দেশ এবং উর্ব্বর। রাত্রি ও দিন একই প্রকার দীর্ঘ এবং এতদ্দেশে প্রচুর পরিমাণে ফল জন্মে। এত ক্লেশ সত্বেও আমরা কৃশ হই নাই—খাদ্যদ্রব্য প্রচুর ও সস্তা। অন্যান্য আশ্চর্য্য বিষয়ের বর্ণনা এই পত্রে সম্ভবপর নহে—সুতরাং আমি এইস্থানেই ক্ষান্ত হইলাম। ইতি ২৫শে জানুয়ারি, ১৫৮৪।"

জন্ হিউয়েন্ ভন্ লিনসোটেন্‌ও এই কারারোধের বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। লিনসোটেনের বর্ণনা এই খণ্ড-ভুক্ত হইয়াছে বলিয়া উহা আর এস্থানে প্রদত্ত হইল না।

জন্ নিউবেরী অর্ম্মাজ হইতে যে দুইখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে যাত্রিত্রয়ের অর্ম্মাজের কারারোধের বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম পত্রখানি জন্ এলড্রেডকে ও দ্বিতীয়খানি পূর্ব্বোক্ত পূর্‌কে ও উইলিয়াম সাল্‌স্‌কে লিখিত। আমরা ঐ দুইখানি পত্রের মর্ম্ম নিম্নে প্রদান করিলাম।

জন্ নিউবেরী কর্ত্তৃক জন্ এলড্রেড এবং উইলিয়ম্ সাল্‌স্‌কে লিখিতঃ—

"গোয়াতে আমাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হইবে, তাহা জগদীশ্বরই জানেন। সুতরাং তুমি স্পেনের রাজার নিকট হইতে কোন পত্র প্রেরণ

করিতে পারিলে আমাদিগের প্রভূত উপকার হইবে। হয়ত, তাহারা আমাদের হত্যা করিতে পারে, অথবা দীর্ঘকাল কারাগারেও রাখিতে পারে। ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। যে সকল পণ্য আমরা সঙ্গে আনয়ন করিয়াছি, এই গোলমাল না ঘটিলে, সে গুলি বিশেষ লাভে বিক্রয় করিতে সক্ষম হইতাম।" (১৫৮৩ সন, ২১শে সেপ্টেম্বর)।

নিউবেরী কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত পূর্‌কে গোয়া হইতে ১৫৮৪ সনের জানুয়ারী মাসের ২০শে তারিখে লিখিত পত্রের মর্ম্ম :—

"অর্ম্মাজ হইতে আপনাকে যে শেষ পত্র খানি লিখি তাহাতে আমাদের যে বিপদ ঘটিয়াছিল তাহার বর্ণনা করিয়াছি। উক্ত পত্রে লিখিয়াছি যে অর্ম্মাজে পৌঁছিবার চারি দিবস পরে আমি ও আমার সঙ্গিগণ কারাগারে প্রেরিত হইলাম। আমাদিগকে অর্ম্মাজে ও গোয়ায় কারারুদ্ধ হইবার কারণ এই যে, আমাদিগকে গুপ্তচর মনে করা হইয়াছিল এবং নাবিক ড্রেক্ পর্ত্তুগালাধিপতির একখানি জাহাজ এই সময় আক্রমণ করিয়াছিলেন। যাহাহউক গোয়ার প্রধান ধর্ম্মযাজক এবং সেণ্ট পলস্ কলেজের দুইজন পাদ্রীর অনুগ্রহ না হইলে আমাদের বহু দিবস কারাগৃহে থাকিতে হইত। সেণ্ট পলস্ কলেজের পাদ্রীদ্বয় আমাদের জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। অর্ম্মাজের কারাগারেও আমাদিগকে বহু দিবস অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। গোয়ায় ত্রয়োদশ দিবস অতিবাহনের পরে জেমস্ ষ্টোরী সেণ্টপলের মঠে প্রবেশ করিলেন। দ্বাবিংশ দিবসের পর আমি কারাগৃহের বহির্দ্দেশে আগমন করিলাম এবং পরদিবস ফীচ ও লীডসও আসিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। এই সকল বিপদ না হইলে, আমরা পণ্য-বিক্রয়ে বিশেষ ফলবান্ হইতাম। অনেকগুলি দ্রব্য বিশেষ লাভে বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছি। অর্ম্মাজে কারাগারে অবস্থানকালীন

আমি প্রাতঃকালে কারাগৃহের বহির্দ্দেশে আসিয়া পণ্যাদি বিক্রয়ান্তে রাত্রিতে পুনর্ব্বার তথায় প্রত্যাগমন করিতাম। যাহাহউক, বিশেষ ক্লেশ ভোগ করিলেও আমার এই স্থানে থাকিবার ইচ্ছা আছে।"

(৩)

ফীচের স্বদেশ প্রত্যাগমন ও শেষ জীবন

মালাক্কা হইতে লণ্ডন পৌঁছিতে ফীচের তিন বৎসর এক মাস অতিবাহিত হইয়াছিল (১৫৮৮ সনের ২৯শে মার্চ্চ হইতে ১৫৯১ সনের ২৯শে এপ্রিল)। মালাক্কা হইতে মার্ত্তাবান, তথা হইতে পেগু হইয়া তিনি বঙ্গদেশের একটী বন্দর হইতে * সিংহলে গমন করেন। পরে কমরীন্ অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়া ও কুইলন্ নামক প্রসিদ্ধ বন্দর হইয়া তিনি কয়েক মাস কোচীনে অতিবাহিত করেন। পরে চৌল, অর্ম্মাজ, বসোরা এবং বোগদাদ হইয়া এসিয়া মাইনরের কয়েকটী বাণিজ্য-প্রধান স্থান পরিভ্রমণ করিয়া আলেপ্পো ও ত্রিপোলিস ও পরে লণ্ডনে গমন করেন।

দুঃখের বিষয়, লণ্ডন প্রত্যাগমনের পরবর্ত্তিকালের ফীচের জীবনী বিষয়ক ঘটনা সমূহের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি বিশেষ অগ্রগামী ছিলেন না। প্রথম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠনের সময়ে তিনি তাহার একটী অংশও গ্রহণ করেন নাই এবং যদিও তিনি বণিক্‌গণকে তাঁহার অমূল্য উপদেশাদি দ্বারা সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তথাপি তাঁহার নিকট হইতে কোন বিশেষ সাহায্য গ্রহণ করা হয় নাই। ১৬০০ সনের ১লা অক্টোবর বণিক্‌গণের যে সভা

* রাইলী এই বন্দরকে শ্রীরামপুর বলিয়া অনুমান করেন।

হয় তাহাতে স্থিরীকৃত হয়, যে কি প্রকার পণ্য সংগৃহীত হইবে তাহা অন্য তুই জনের সহিত মাষ্টার এলড্রেড ও মাষ্টার ফীচ স্থির করিবেন।

১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বরের সভায় যে মন্তব্য স্থিরীকৃত হয় তাহাতে ফীচের উল্লেখ পাওয়া যায়। "Letter to be obtained from King James to the King of Cambaya, the Governors of Aden, and two more places not far from Aden; titles to be enquired of Ralph Fitch." অর্থাৎ রাজা জেম্সের নিকট হইতে কাম্বের রাজা এবং এডেন ও অন্যান্য তুই স্থানের শাসনকর্ত্তার জন্য পত্র গ্রহণ করিতে হইবে—শেষোক্ত তুই জনের উপাধি রালফ্ ফীচের নিকট অনুসন্ধান করিতে হইবে।

(৪)

ফীচের সংক্ষিপ্ত জীবনী

("Dictionary of National Biography" হইতে উদ্ধৃত)

ভারতবর্ষে পর্য্যটনকারী রালফ্ ফীচ (১৫৮৩—১৬০৬) ইউফ্রেটীস নদীর উপত্যকা হইয়া ভারতবর্ষে আগমনকারী ইংরাজদের অন্যতম। লেভাণ্ট কোম্পানীর অন্য চারি জন বণিক্—জন নিউবেরী, জন এলড্রেড্, উইলিয়াম লীডস্ এবং চিত্রকর জেমস্ ষ্টোরী ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বাদশ দিবসে লণ্ডন হইতে যাত্রা করেন। ফীচ ও তাঁহার সঙ্গিগণ মে মাসের প্রথম দিবসে ত্রিপোলীতে এবং তথা হইতে সাত দিবসে আলেপ্পো পৌছেন। পুনর্ব্বার ৩১শে তারিখে উষ্ট্র-পৃষ্ঠে রওয়ানা হইয়া পর্য্যটকগণ তিন দিবসে ইউফ্রেটীস নদী-তীরস্থ বীর্‌রায় উপনীত হইয়া

একখানি বৃহৎ নৌকা ক্রয় করেন। নদী পথে ফেলুগিয়া পৌঁছিয়া তাঁহারা তীরে অবতরণ করেন ও তথায় এক সপ্তাহ অতিবাহিত করিয়া মরুভূমি মধ্যদিয়া বোগদাদ এবং জুলাই মাসের দ্বাবিংশ দিবসে পারস্যোপসাগরের উপকূলস্থ বসোরায় উপস্থিত হন। এলড্রেড্ বাণিজ্যোদ্দেশ্যে তথায় অপেক্ষা করিতে থাকেন।

সেপ্টেম্বর মাসের চতুর্থ দিবসে ফীচ এবং তাঁহার অন্য সঙ্গিত্রয় অর্ম্মাজে উপনীত হইলে সপ্তাহমধ্যে ভিনিসিয়ান্ বণিকগণের প্ররোচনায় তত্রস্থ শাসনকর্ত্তা কর্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। অক্টোবর মাসের একাদশ দিবসে গোয়ার শাসনকর্ত্তার নিকট প্রেরিত হইলে তাঁহারা ডিসেম্বর মাসের দ্বাবিংশ দিবস পর্য্যন্ত কারাক্লেশ ভোগ করিতে থাকেন। ষ্টোরী সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিলে ফীচ, নিউবেরী এবং লীডস্ দুই জন জিস্যুইট ধর্ম্মযাজকের চেষ্টায় কারামুক্ত হন। এই দুই জন ধর্ম্মযাজকের মধ্যে অন্যতর, টমাস্ ষ্টিফেন্স অক্সফোর্ডের নিউ কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং ইংরাজদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে উত্তমাশা অন্তরীপ হইয়া ১৫৭৯ সনে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল ফীচ ও তাঁহার সঙ্গিদ্বয় গোয়া হইতে বিজাপুর, ও গোলকন্দা হইয়া আকবরের দরবারে উপনীত হন। ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের অষ্টাবিংশ দিবস পর্য্যন্ত তাঁহারা এই স্থানে অতিবাহিত করেন। নিউবেরী এই স্থান হইতে পারস্য ও কনষ্টান্টিনোপল হইয়া যাত্রা করিবার উদ্দেশ্যে লাহোরাভিমুখে গমন করেন। কিন্তু, যখন নিউবেরী সম্বন্ধে আর কিছুই অবগত হওয়া যায় না, তখন অনুমান করা যায় যে তাঁহাকে পাঞ্জাবে হত্যা করা হয়। ষ্টোরী গোয়ায় সন্ন্যাস ব্রত ত্যাগ করিয়া এতদ্দেশীয় একজন স্ত্রীলোককে বিবাহ করেন এবং লীডস্ সম্রাট আকবরের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন।

ফীচ আগ্রা হইতে নৌকাযোগে প্রয়াগ, বারাণসী, পাটনা হইয়া বঙ্গদেশের অন্যতম প্রাচীন রাজধানী গৌড়ে গমন করেন। এই স্থান হইতে তিনি কুচবিহার, তথা হইতে হুগলী ও সপ্তগ্রাম দর্শন করেন। পূর্ব্বাভিমুখে তিনি ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম ও তথা হইতে নৌকাযোগে বাকলা, শ্রীরামপুর, সোনারগাঁ গমন করেন। ১৫৮৬ সালের ২৮শে নবেম্বর তিনি শ্রীরামপুর হইতে পর্ত্তুগীজদিগের একখানি ক্ষুদ্র জাহাজে বর্ম্মার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পরে ক্রমান্বয়ে বেসীন, সিরিয়ন, মাকাও ও পেগুতে উপস্থিত হন। বর্ম্মার তিনি যে চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশেষ মূল্যবান্। ইতঃপূর্ব্বে আর কোন ইংরাজ এতদ্দেশীয় আচার ব্যবহারের চিত্র প্রকটিত করেন নাই। ১৫৮৮ সালের ১০ই জানুয়ারী তিনি পেগু হইতে যাত্রা করিয়া ৮ই ফেব্রুয়ারী মালাক্কা গমন করেন। ২৯শে মার্চ্চ ফীচ স্বদেশোদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া মার্ত্তাবান, পেগু, কসমিম্ হইয়া নবেম্বরে বঙ্গদেশে উপনীত হন। ১৫৮৯ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী তিনি মালাবার উপকূল পৌছিলে জাহাজাভাবে আট মাস তথায় অপেক্ষা করিতে বাধ্য হন। পরে তিন দিবস ছদ্মবেশে গোয়ায় অতিবাহিত করিয়া ২রা নবেম্বর গোয়া হইতে চৌল, অর্ম্মাজ ও তথা হইতে বসোরা গমন করেন। পরে বীর, আলেপ্পো, ত্রিপোলী হইয়া ১৫৯১ সনের ২৯শে এপ্রিল লণ্ডনে উপনীত হন।

(৫)

জন্ নিউবেরী

জন্ নিউবেরী সুদক্ষ পর্য্যটক ও সাহসী বণিক্ ছিলেন। তিনি সর্ব্বসমেত তিনবার ইংলণ্ড পরিত্যাগ করেন ; শেষ বারেই তিনি ফীচের সঙ্গী

হইয়াছিলেন। ফীচের ন্যায় তাঁহার সম্বন্ধেও অধিক অবগত হওয়া যায় না। ১৫৮৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন ভ্রমণকারিগণ ফতেপুরসিক্রীতে পৃথক হ'ন (৫৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য), তখন নিউবেরী লাহোরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং পারস্য হইয়া ইংলণ্ড গমন ও তথা হইতে পেগুতে জাহাজ প্রেরণ করিবার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করেন। ইহা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, তিনি ঐরূপ কার্য্যের সফলতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন।

প্রথমবার তিনি জেরুজালেমে গমন করেন। নিম্নে এই বারের পর্য্যটনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে :—

"আমি, জন নিউবেরী লণ্ডনের অধিবাসী ও বণিক্, ১৫৭৮ সনের মার্চ্চমাসের অষ্টম দিবসে লণ্ডন নগর হইতে সিরিয়ার অন্তর্গত ত্রিপোলী ও তথা হইতে জেরুজালেম্ ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান পরিদর্শন করিতে যাত্রা করি। আমি ফ্রান্সের অন্তর্গত মার্সেলিস্ হইয়া ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যদিয়া মে মাসের ত্রয়োদশ দিবসে ত্রিপোলী পৌঁছি এবং জেরুজালেম্ ও অন্যান্য প্রধান স্থানে গমন করি। ১৫৭৯ সনের জুনমাসের পঞ্চদশ দিবসে পুনর্ব্বার ত্রিপোলীতে উপনীত হইয়া লাইবানাস পর্ব্বত দর্শন ও স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিয়া ১৫৭৯ সনের নবেম্বর মাসের দশম দিবসে মঙ্গলমত লণ্ডনে পৌঁছি।"

দ্বিতীয়বার যাত্রার নিম্নোক্ত ভূমিকা দৃষ্ট হয় :—

"আমি জন্ নিউবেরী পূর্ব্ববারে ত্রিপোলী, জেরুজালেম্ ও লাইবানাস পর্ব্বতভ্রমণযাত্রায় সফলকাম হইয়া একবার আরও দীর্ঘ এবং বিপজ্জনক জলযাত্রায় ব্রতী হইয়াছিলাম। জিব্রালটার অন্তরীপ, ভূমধ্যসাগর, পূর্ব্বোক্ত ত্রিপোলী এবং ইউফ্রেটীস নদী হইয়া পারস্যোপসাগরের অর্ম্মাজ

নগর পর্য্যন্ত ও তথা হইতে পারস্যের পূর্ব্বাঞ্চল হইয়া মিডিয়া, আর্ম্মেনিয়া, জর্জ্জিয়া, কার্ম্মেনিয়া, ও কনষ্টান্টিনোপল ও তথা হইতে জলপথে কৃষ্ণ-সাগর হইয়া, দানিয়ুব নদীমধ্য দিয়া পোলণ্ড, প্রুসিয়া ও অন্যান্য স্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী হাল নগরে উপনীত হই। তথা হইতে স্থলপথে ১৫৮২ সনের আগষ্ট মাসের শেষ দিবসে লণ্ডনে পৌঁছি। এই প্রকারে আমি প্রায় দুইবৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলাম।"

নিউবেরীর উৎসাহ এত অধিক ছিল যে, তিনি ১৫৮২ সনের আগষ্ট মাসে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, পুনরায় ১৫৮৩ সনে ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ইহা হইতে অনুমিত হইতে পারে যে ভারতীয় যাত্রার তিনিই অন্যতম প্রবর্ত্তক ও পথপ্রদর্শক।

শার জর্জ্জ বার্ডউড লিখিয়াছেন যে, নেউবেরী গোয়ায় পণ্যাজীবরূপে কালাতিপাত করেন। (Report on the Old Records of the India Office, ১৯৭ পৃষ্ঠা।)

(৬)

ভারতবর্ষে কি ২ দ্রব্য তৎকালে উৎপাদিত হইত, সে সম্বন্ধে রালফ্ ফীচ তাঁহার বর্ণনায় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। মূলগ্রন্থ (৯৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ১৮ হইতে ২০ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত ফেডারিক ভারতের উৎপন্ন দ্রব্যের এক তালিকা প্রদান করিয়াছেন। আমরা এই শেষোক্ত তালিকারও সংক্ষিপ্ত অনুবাদ প্রদান করিলাম।

"ভারতবর্ষের পূর্ব্বাঞ্চলে মরিচ ও আর্দ্রক জন্মে; বস্তুতঃ পক্ষে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এই দুইটী দ্রব্য পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের অনেক স্থলে বিনা পরিশ্রমে বন্য গুল্মাদির মধ্যে মরিচ জন্মে; পক্ক হইলে

অধিবাসীরা এই গুলি সংগ্রহ করে। মরিচের গাছ আমাদের দেশের "আইভি"র ন্যায়।

আর্দ্রকও এই ভাবে জন্মে; ভূমি কর্ষণ ও বীজবপন করা হইলেই ইহা উৎপন্ন হয়।

লবঙ্গ মালাক্কা হইতে আইসে। ইহার বৃক্ষগুলি আমাদের দেশীয় 'লরেল" বৃক্ষের ন্যায়।

জায়ফল ও জৈত্রী বান্দা দ্বীপে উৎপাদিত হয়।

তাইমর দ্বীপ হইতে শ্বেত চন্দন আমদানী হয়। মুসব্বর কোচীনচায়না হইতে আনীত হয়। লঙ্কা-মরিচ বঙ্গদেশে, পেগুতে এবং যাবাদ্বীপে জন্মে।

মৃগনাভি তাতার দেশে উৎপন্ন হয়।

তৈল-স্ফটিক ঠিক কোথায় জন্মে বলিতে পারি না; তবে, ইহা নিশ্চিত যে ইহা সমুদ্র হইতে উপকূল ভূমিতে আইসে এবং তথা হইতে সংগৃহীত হয়।

পেগু রাজ্যে মণি প্রভৃতি পাওয়া যায়। হীরক বিজয়নগর, দিল্লী ও যাবাদ্বীপ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মুক্তা নানাস্থানে সংগৃহীত হয়।"

(৭)

২৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত পাদ্রী ষ্টীফেন্সের পত্রের অংশ-বিশেষের অনুবাদ।

(এই পত্র ১৫৭৯সনে পাদ্রী ষ্টীফেন্স কর্ত্তৃক তাঁহার পিতাকে লিখিত হইয়াছিল)

মার্চ্চ মাসের শেষভাগে আমি লিস্‌বন পৌছিয়াছিলাম। জাহাজ রওনা হইবার মাত্র আট দিবস অবশিষ্ট ছিল। প্রকৃতপক্ষে কোন

* ষ্টীফেন্সের পত্রে যে সকল অবান্তর কথা আছে তাহা এই অনুবাদের অন্তর্ভুক্ত করা হইল না।

গুরুতর কারণ না ঘটিলে আমাদের আসিবার পূর্ব্বেই জাহাজ যাত্রা করিত। এপ্রিল মাসের চতুর্থ দিবসে পাঁচখানি জাহাজ গোয়াভিমুখে রওনা হইল। এই সকল জাহাজে নাবিক ও সৈন্যগণব্যতীত অনেকগুলি বালক বালিকা ছিল। সমুদ্রযাত্রার ক্লেশ বালকবালিকাগণই পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিগণাপেক্ষা অধিক সহজে সহ্য করিতে পারে। যাত্রাকালে বাদ্য ও কামানের শব্দে সেইস্থান মুখরিত হইতেছিল। এপ্রিল মাসের দশম দিবসে আমরা মাদিরার নিকটবর্ত্তী সাণ্টোবন্দরের সমীপবর্ত্তী হইলাম। এই সময়ে একখানি ইংরাজের জাহাজ আমাদের প্রতি গোলাবর্ষণ করিল, কিন্তু কোনরূপ ক্ষতি সম্পাদনে সক্ষম হইল না। আমাদিগের জাহাজ বৃহৎ কামানগুলি ছাড়িতে আরম্ভ করিলেই ইংরাজ-জাহাজ দুরে প্রস্থান করিল। ইংরাজ-জাহাজখানি অত্যন্ত সুন্দর ছিল; কিন্তু, তাহাকে এরূপ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে দেখিতে আমি দুঃখিত হইয়াছিলাম। সে এইরূপ ভাবেই ইতঃস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল। আমরা কানারি দ্বীপপুঞ্জের নিকট পুনরায় এই ইংরাজ-জাহাজের সন্দর্শন লাভ করিয়াছিলাম। শেষোক্ত দ্বীপপুঞ্জে আমরা উপরোক্ত এপ্রিল মাসের ত্রয়োদশ দিবসে উপনীত হই। প্রতিকূল বায়ুর জন্য আমরা এই দ্বীপে চারিদিবস অতিবাহিত করিয়া টেনেরীফ্ দ্বীপের উচ্চ পর্ব্বত দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। মে মাসের চতুর্দ্দশ দিবস পর্য্যন্ত এরূপ প্রতিকূল বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল যে উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিবার আশা সুদূর পরাহত বোধ হইতেছিল। তথাপি, গিনী এবং কাপোভার্দোর দ্বীপপুঞ্জের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া অবশেষে গিনীদ্বীপে উপনীত হইলাম। এই দ্বীপে অত্যন্ত গ্রীষ্ম ও বায়ুর অভাবে লোকে এতদূর কষ্ট বোধ করে যে এই দ্বীপ অতিক্রম করিতে পারিলে জাহাজবাসী লোকে

বিশেষ সুখী হয়। ………এই উপকূল ভাগে আমরা নানাকারণে ত্রিশদিবস অতিবাহিত করি। ………এই সমুদ্রে যে সকল জন্তু দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বাস্তবিকই অদ্ভুত। যে সকল কুক্কুট আছে তাহারা অত্যন্ত বৃহদাকারের—ইহাদের আকারানুযায়ী পর্ত্তুগীজগণ ইহাদিগকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করে। সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে হইলে পত্র শেষ করা সম্ভবপর হইবে না। এদেশের মৎস্যগুলি মনুষ্যের ন্যায় বৃহৎ ; জাহাজ হইতে যাহা কিছু সমুদ্রগর্ভে পতিত হয়, এই সকল মৎস্য তাহা ভক্ষণ করে ; ইহারা সুবিধা পাইলে মনুষ্য-ভোজনেও বিরত হয় না। এতদ্ব্যতীত নানাবর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যও আছে। নাবিকেরা পূর্ব্বে উপরোক্ত মৎস্য ভক্ষণ করিত কিন্তু ইহারা মনুষ্যাহারেও বিরত নহে দেখিয়া এক্ষণে আর এই সকল বৃহৎ মৎস্য ভক্ষণ করা হয় না। তথাপি, নাবিকেরা বড়শী সাহায্যে এইগুলি ধৃত করে। হেরিংয়ের ন্যায়, পক্ষবিশিষ্ট একপ্রকার মৎস্যও পাওয়া যায় ; ইহারা একত্রে দলবদ্ধ হইয়া উড্ডীয়মান হয়। ইহাদের দুই প্রকার শত্রু আছে। সমুদ্র মধ্যে "আলবোকোর" নামক মৎস্য দ্রুতবেগে ইহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ইহাদিগকে উদরস্থ করে। ইহারা উড্ডনকালে পক্ষিসকলকর্ত্তৃকও ধৃত হয়। ………আমরা উত্তমাশা অন্তরীপের ছয় মাইল দূরে নোঙর করিলাম। এই স্থানে একজন নাবিক একটী বৃহৎ ও বহু মূল্যবান্ মুক্তা সমুদ্র হইতে সংগ্রহ করিল। সমুদ্র মধ্যে এই সকল মুক্তা জন্মে ; এই সকল মুক্তা শক্ত ও লাল। ………কিছু দূর অগ্রসর হইলে আমরা অনেকগুলি কর্কট দেখিতে পাইলাম। সহস্র সহস্র মৎস্য আমাদের জাহাজের চতুষ্পার্শে দৃষ্ট হইল। আমরা এত প্রচুর মৎস্য ধৃত করিলাম যে পঞ্চদশ দিবস আমাদের আর কোন খাদ্যদ্রব্যের আবশ্যকতা রহিলনা।

এগুলি আমাদের বিশেষ উপকারে আসিল; কারণ আমাদের মাংস একেবারেই ছিল না এবং অন্যান্য খাদ্যেরও যথেষ্ট অভাব ছিল।

অবশেষে নাবিকেরা কয়েকটী কুক্কুট দেখিতে পাইল। এই সকল কুক্কুট, ও সমুদ্র মধ্যস্থ কয়েকটী সর্প দেখিয়া নাবিকেরা ভারতবর্ষের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়াছি বলিয়া স্থির করিল। পরদিন ভারতবর্ষের উপকূলভাগ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। অবশেষে অক্টোবর মাসের চতুর্ব্বিংশ দিবসে আমরা গোয়ায় উপনীত হইলাম। এইস্থানের অধিবাসিবর্গ তাম্বুলবর্ণের; কিন্তু ইহাদের মুখ, ওষ্ঠ ও কর্ণ ইথিওপিয়ানগণের ও কাফ্রীর ন্যায় কদাকার নহে। অধিকাংশই মাত্র বিতস্তিপরিমিত বস্ত্র ব্যবহার করে; শরীরের অনেকাংশই অনাবৃত থাকে। দ্রাক্ষা ব্যতীত এই দেশে ইউরোপীয় অন্য কোন বৃক্ষই নাই। কিন্তু এতদ্দেশীয় দ্রাক্ষার কোন মদ্য প্রস্তুত হয় না; সমস্ত মদ্যই পর্ত্তুগাল হইতে আমদানী হয়। এতদ্দেশবাসীরা পানার্থ জল অথবা তালের মদ অথবা নারিকেল ফলের জল পান করে। এবারে এই পর্য্যন্ত। পত্র অত্যন্ত দীর্ঘ হইল। যদি স্বাস্থ্য ভাল থাকে তবে পত্রান্তরে আরও লিখিব। ইতি ১০ই নবেম্বর, ১৫৭৯।

জন হিউয়েন ভন্‌
লিন্‌সোটেনের
পর্য্যটন-বৃত্তান্ত

জন হিউয়েন্ ভন্ লিন্সোটেনের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

১৫৮৩ সনের এপ্রিল মাসের অষ্টম দিবসে আমরা লিসবন্ নদী হইতে বহির্গত হইয়া সমুদ্র মধ্য দিয়া মাডুরা দ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম।

এই সকল জাহাজে সাধারণতঃ ৪।৫ শত লোক থাকে। সৈন্য ও নাবিক সংগ্রহ সুবিধাজনক হইলে কোন কোন সময় ইহাপেক্ষা অধিক লোক ও অসুবিধাজনক হইলে কম লোক থাকে। জাহাজগুলি যাত্রা-কালে অধিক পণ্য লয় না; কেবল কয়েক পীপা মদ্য ও তৈল এবং সামান্য পরিমাণ অন্যান্য পণ্য লয়। ভারতবর্ষে যাত্রাকালে ইহারা প্রচুর পরিমাণে পর্ত্তুগীজ-মুদ্রা সঙ্গে লয়। এতদ্দেশীয় প্রধান বণিক্গণ ভারতবর্ষ হইতে মরিচ ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে বহুসংখ্যক মুদ্রা এই সকল জাহাজে প্রেরণ করে। জাহাজগুলি নদীমুখ হইতে সমুদ্রে পতিত হইলে, প্রত্যেক জাহাজের মনুষ্যের সংখ্যা গণনা করা হয়। যে সকল ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকে, বক্সী তাহাদিগের নাম তালিকাভুক্ত করে এবং এইরূপ অনুপস্থিত ব্যক্তিবর্গের পণ্য থাকিলে ঐ পণ্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া উহাও তালিকাভুক্ত করা হয়। জাহাজের অধ্যক্ষ সুবিধামত এই সকল পণ্য বিক্রয় করিতে পারেন। যে সকল ব্যক্তি জাহাজে অবস্থিতিকালীন মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাদের পণ্যও এইরূপ করা হয়। তবে, এই সকল পণ্যের মূল্যের স্বল্পাংশই পণ্য-স্বামীর হস্তগত হয়—ইহা প্রায়ই অপহৃত হয়।

[অতঃপর লিন্‌সোটেন্ জাহাজের নাবিকদিগের বেতনাদির বর্ণনা করিয়া গোয়ার বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন]।

গোয়া

গোয়া পর্ত্তুগীজদিগের প্রধান নগর। পর্ত্তুগীজদিগের অধিকাংশ বাণিজ্যাদিব্যাপার এইস্থান হইতেই নির্ব্বাহিত হয়। এই স্থানেই প্রধান শাসনকর্ত্তা, প্রধান ধর্ম্মযাজক, পর্ত্তুগালের নরপতির পরামর্শদাতা এবং প্রধান বিচারক বাস করেন। এই স্থান হইতেই পর্ত্তুগীজ-শাসনাধীন এসিয়ার স্থানসমূহ শাসিত হয়। সকল প্রকার ভারতীয় পণ্যই এই গোয়ায় আমদানী হয় এবং আরব, আর্ম্মেনিয়া, পারস্য, কাম্বে, বঙ্গদেশ, পেগু, শ্যাম, মালাক্কা, যবদ্বীপ, চীন প্রভৃতি স্থানের বণিকগণ এই নগরে সমবেত হইয়া থাকেন। গোয়া একটী দ্বীপ—ইহা একটী নদীদ্বারা সম্পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত এবং ইহার পরিমাণ প্রায় তিন মাইল মাত্র। ইহা ভারতবর্ষের উপকূলের মধ্যেই অবস্থিত। নগরের উত্তর দিক্ হইতে নদীটী প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণদিক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি হইয়াছে। নগর-মধ্য দিয়াও নদী প্রবাহিতা হইতেছে এবং এইস্থানে ইহা অতি অল্প প্রশস্তা। এই দ্বীপের মধ্যে আবার কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে; এইগুলিতে তদ্দেশীয় অধিবাসিবর্গ বাস করে। নগরের অপর পার্শ্বে নদী এত ক্ষুদ্রা যে বর্ষাকালেও সকলে হাঁটিয়া পার হইতে পারে—নদীর জল জানুর উপরে উঠে না। এই দিকে, সম্প্রতি পর্ত্তুগীজগণ যুদ্ধের সময় নগর রক্ষার্থ একটী প্রাচীর ও কয়েকটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছে। কারণ অনেক সময়ে "হিদালকান"(১)

(১) ৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কর্ত্তৃক নদীমুখ অবরুদ্ধ হয়। উত্তরদিকে বার্দেস(২) দ্বীপ। পর্ত্তুগীজগণ নির্ভয়ে এইস্থানে তাহাদের জাহাজ নোঙর করিয়া পণ্যাদি বোঝাই করে। এই দ্বীপ পর্ত্তুগীজদিগের শাসনাধীনে; ইহাতে অনেকগুলি গ্রাম আছে এবং এই গ্রামগুলি কানারীন নামক জাতিপূর্ণ। ইহাদের অধিকাংশই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী; কিন্তু ইহারা স্বদেশীয়ভাবে বস্ত্র পরিধান করে, অর্থাৎ শরীরের গোপনীয় স্থান ব্যতীত অন্যান্য সকল স্থানই উলঙ্গ রাখে। এই দ্বীপ প্রচুর তালবৃক্ষে পরিপূর্ণ; নিকটবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জসমূহও এই বৃক্ষপরিপূর্ণ। এই দ্বীপে নারিকেল ফলও জন্মে। এই দ্বীপ মহাদেশ। (ভারতবর্ষ) হইতে একটী নদী দ্বারা বিভক্ত। এই নদী এরূপ ক্ষুদ্র যে ইহা ভারতবর্ষ হইতে দৃষ্ট হয় না। গোয়ার দক্ষিণদিকে সালসীট্‌ নামক অন্য একটী দ্বীপ আছে; ইহাও পর্ত্তুগীজদের অধীনস্থ এবং পূর্ব্বোক্ত দ্বীপের ন্যায় কানারীন জাতীয় অধিবাসী ও তালবৃক্ষে পরিপূর্ণ এবং মহাদেশ হইতে একটী ক্ষুদ্র নদীদ্বারা বিভক্ত। এই সালসীট্‌ ও গোয়াদ্বীপ মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে এবং এই দ্বীপগুলিও তালবৃক্ষপরিপূর্ণ। উপরোক্ত নদীমুখে প্রাচীন গোয়া নামক একটী দ্বীপ আছে; ইহাতে উল্লেখযোগ্য কোন পণ্য উৎপাদিত হয় না এবং ইহার জনসংখ্যাও স্বল্প। উপরোক্ত বার্দেস ও সালসীট্‌ দ্বীপদ্বয় পর্ত্তুগালের নরপতিগণকর্ত্তৃক ভাড়া দেওয়া হয় এবং এই ভাড়াদ্বারা প্রধান ধর্ম্মযাজক, মঠধারী, পুরোহিত এবং অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীদের বেতন প্রদত্ত হয়। দ্বীপটী পর্ব্বতপূর্ণ এবং কোন কোন স্থানে এরূপ মরুভূমিপূর্ণ ও অসমান যে কোন কোন স্থানে

(২) গোয়ার উত্তরে অবস্থিত স্থান; বর্ত্তমানে ইহা পর্ত্তুগীজ গোয়ার অংশ বিশেষ

মনুষ্যগণ বিশেষ কষ্টসহকারে ভ্রমণ করিতে পারে। সমুদ্রের উপকূল পর্য্যন্ত দ্বীপটী গ্রামপূর্ণ এবং কানারীন নামক পূর্ব্বোক্ত অধিবাসিপূর্ণ। ইহারাই এই সকল স্থানের প্রকৃত অধিবাসী এবং ইহারা ভূমি কর্ষণ ও তালবৃক্ষ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এই সকল কানারীনগণের গ্রাম ও বাসস্থানসমূহ দ্বীপের চতুর্দ্দিকে, নদী বা হ্রদের নিকটে অবস্থিত। তালবৃক্ষ নিম্নভূমি ব্যতীত অন্যত্র জন্মে না বলিয়া ইহারা এই সকল স্থানে বাস করে। এই জন্য সমুদ্রতীর বা নদীকূলে বালুকাময় ভূমি ব্যতীত অন্য কোন উচ্চ ভূমিতে তালবৃক্ষ জন্মে না। গোয়ানগরের পূর্ব্বদিকে, বার্দেস নগরের তিন মাইল দূরে পর্ত্তুগীজদিগের জাহাজগুলি নোঙর করা হয়। নদীতে কয়েকটী অপ্রশস্ত প্রণালী আছে; এই সকল স্থানে দুইশত টন্ বোঝাই জাহাজ গমনাগমন করিতে পারে। তবে, বৃহৎ বৃহৎ জাহাজগুলি বহির্দ্দেশে পণ্য নামাইয়া দেয়। পণ্য নামাইয়া দিলে তাহারা অনায়াসে নগর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে। নগরটী পর্ত্তুগীজ প্রণালীতে সুন্দর সুন্দর গৃহ ও রাজপথদ্বারা সুশোভিত; তবে গ্রীষ্মের জন্য গৃহগুলি অপেক্ষাকৃত নিম্ন। সাধারণতঃ গৃহের পশ্চাদ্ভাগে পুষ্প-বাটিকা ও ফলোদ্যান থাকে; এই সকল ফলোদ্যান ভারতীয় সকল প্রকার ফলেই পরিপূর্ণ। দ্বীপের সর্ব্বত্রই উদ্যান ও ক্ষেত্র। উদ্যান ও ক্ষেত্রগুলি গৃহ ও ফলবৃক্ষপূর্ণ। অধিবাসীরা ক্রীড়ার্থ এই সকল স্থানে গমন করে এবং ভারতীয় স্ত্রীলোকগণ এই সকল স্থানে বিশেষ আনন্দানুভব করে। লিসবনের ন্যায় এই নগরে অনেক মঠ ও মন্দির আছে; তবে এই স্থানে সন্ন্যাসিনী নাই; কারণ স্ত্রীলোকেরা এত দূরদেশে আসিতে ইচ্ছা করে না।

পর্ত্তুগীজদিগের শাসন ও নিয়মাবলী সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে পর্ত্তুগালেও যেরূপ প্রচলিত এতদ্দেশেও সেইরূপ। নগরে সকল



জন হিউয়েন্ ভন্ লিন্সোটেন্

জাতি, ভারতবাসী, পৌত্তলিক, ইহুদী, আর্ম্মেনিয়ান, গুজরাটী, ব্রাহ্মণ, বণিক্ ও ভারতীয় অন্যান্য জাতি বাস ও বাণিজ্য করে। প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্ম্মাচরণ করে এবং কাহাকেও বলপূর্ব্বক কোন ধর্ম্মাচরণে বাধ্য করা হয় না। তবে তাহারা শবদাহ, এবং বিবাহ ও অন্যান্য কুসংস্কার সংক্রান্ত আচরণ প্রকাশ্যে বা এই দ্বীপে সম্পাদন করিতে নিষিদ্ধ; মহাদেশে ও গোপনে (অর্থাৎ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের বিরক্তি উৎপাদন না করিয়া) আচরণ করা নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু সাংসারিক বিষয়ে বা বিচার কার্য্যে এবং নগরবাসীদিগের শাসন সম্বন্ধে ইহা সকলের পক্ষেই সমান এবং পর্ত্তুগালদেশীয় আইনই এই স্থানে প্রচলিত। তবে, একবার খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বন করিয়া বিধর্ম্মীদিগের কুসংস্কার আচরণ করিলে দণ্ডনীয় হইতে হয়।

এই দ্বীপে যৎসামান্য গৃহপালিত পশু, কুক্কুট, মেষ, ঘুঘু পাওয়া যায়। স্থানটী অত্যন্ত অনুর্ব্বর এবং পার্ব্বত্যপ্রদেশে অবস্থিত। আবশ্যকীয় সকল দ্রব্য যথা পশু, কুক্কুট, ডিম্ব, দুগ্ধ প্রভৃতি সালসীট্ ও বার্দেস হইতে আনীত হয়; তবে শস্য, চাউল প্রভৃতি ভারতবর্ষ হইতে আমদানী হয়; তৈল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য নদীপথে কাম্বে বা মালাবার উপকূল এবং অন্যান্য স্থান হইতে আইসে। তালবৃক্ষজাত মদ্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় যে, ইহা অন্যত্র রপ্তানী হয়। সুপেয় পানীয় জলের অত্যন্ত অভাব। নগর বহির্ভাগে বানগানীন্ (৩) নামে একটী কূপ আছে এবং এই কূপের জল দ্বারাই নগরের অভাব পূর্ণ হয়। ক্রীতদাসগণ কলসে করিয়া ইহা আনয়ন করিয়া নগরে বিক্রয় করে। এই জল অত্যন্ত সুপেয়। মাংস রন্ধন,

(৩) "Banganin."

দ্রব্যাদি ধৌত করণ ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য প্রত্যেকের গৃহের কূপোদক ব্যবহৃত হয়। নগরের ভূমি অত্যন্ত শুষ্ক ও প্রস্তর-পূর্ণ। এই নগরে একপ্রকার লোহিত মৃত্তিকা পাওয়া যায়। ইটালীদেশীয় রাসায়নিকগণ এই মৃত্তিকা হইতে তাম্র ও সুবর্ণ নিষ্কাষণে ইচ্ছুক হইলেও, পর্ত্তুগালাধিপতি ও প্রধান শাসনকর্ত্তা অনুমতি প্রদান করেন না; তাঁহারা আশঙ্কা করেন যে সুবর্ণলোভে বিবাদ ঘটিতে পারে।

পর্ত্তুগীজগণ এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকগণের সহিত উদ্বাহক্রিয়া সম্পাদন করে। এইরূপ বিবাহজাত সন্তানগণকে "মাষ্টিকোস" বা "দো-আঁশালা" বলা হয়। এই সকল মাষ্টিকোস সাধারণতঃ পীতবর্ণের হইয়া থাকে; তবে অনেক সুন্দরী ও সুশ্রী স্ত্রীলোক আছে। পর্ত্তুগীজদের এই দেশ-জাত সন্তানগণ "মাষ্টিকোস" নামে কথিত হয়। ইহারা বর্ণ ব্যতীত অন্য সকল বিষয়েই পর্ত্তুগীজদের ন্যায়; ইহাদের বর্ণ একটু পীতাভ। "মাষ্টিকোস"দের সন্তানগণ দেখিতে এই দেশীয় লোকদের ন্যায়। সুতরাং পর্ত্তুগীজদিগের অধস্তন তৃতীয় পুরুষগণ সর্ব্বপ্রকারে এতদ্দেশীয় লোকের ন্যায়। ইহারা বঙ্গদেশ, পেগু, মালাক্কা, কাম্বে, চীন এবং উত্তর দক্ষিণ সর্ব্বত্রই বাণিজ্যার্থ গমন করে। গোয়ায় প্রত্যহ নাগরিক অধিবাসিগণ এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানের এবং সীমান্ত-প্রদেশের জাতিগণের সভা হয়। ইহা ঠিক একটী মেলার ন্যায়। ভদ্রলোক বণিক্ ও সকলপ্রকার ব্যক্তি এই স্থানে সমাগত হইয়া থাকেন এবং এই হাটে ভারতীয় সকল প্রকার পণ্যেরও আমদানী হয়। রবিবার ও ছুটীর দিন ব্যতীত প্রত্যহই এই সভা দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে শেষ হয়। প্রাতঃকালে সাত ঘটিকার সময় আরম্ভ হইয়া নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। রৌদ্রের সময় বা দ্বিপ্রহরের পরে ইহা হয় না। নগরের

প্রধান রাজপথে ইহা ঘটিয়া থাকে। কতকগুলি চোপদার আছে—ইহারা চীৎকার করিয়া সকল দ্রব্য বিক্রয় করে এবং ইহারা এই কার্য্যের জন্যই নিযুক্ত হইয়া থাকে। ইহারা সুবর্ণের নানাপ্রকার চেন, বহুমূল্যবান্ মুক্তা, অঙ্গুরী ও প্রস্তরসহ সভার সর্ব্বত্র গমনাগমন করে; ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী ও পুরুষ, যুবক ও বৃদ্ধ উভয় প্রকারের বন্দী ও ক্রীতদাস থাকে। প্রত্যহই এই স্থানে এই গুলির ক্রয় বিক্রয় হয়। আমরা যে প্রকার আমাদের ইচ্ছানুযায়ী পশু ক্রয় বিক্রয় করি, এই গুলিও সেই ভাবে ও নির্দ্ধারিত মূল্যে ক্রয় বিক্রয় হয়। আরবদেশীয় অশ্ব, সকল প্রকার মসলা ও ঔষধ, মিষ্ট মদ, এবং কাম্বে, সিন্ধু, বঙ্গদেশ, চীন প্রভৃতি হইতে নানাপ্রকার আশ্চর্য্যজনক পণ্য আমদানী হয়। কি প্রকারে লোক জীবিকার্জ্জন করে, ইহা একটী দেখিবার বিষয়। সকল লোকে প্রত্যহ এই স্থানে সমাগত হইয়া পণ্যাদি ক্রয় করিয়া অন্য সময়ে বিক্রয় করে। কোন ব্যক্তির দেহান্ত হইলে তাহার সকল পণ্য এই স্থানে আনীত হইয়া বিক্রীত হয়; এমন কি, রাজপ্রতিনিধির পণ্যাদিও এইভাবে বিক্রীত হয়। মাতৃ-পিতৃহীন শিশু ও বিধবাদিগের স্বত্ব এবং তাহাদিগের প্রতি ন্যায় বিচার প্রদর্শনার্থই এইরূপ করা হয়। প্রতি বৎসরই অনিয়মিত জীবনযাত্রানির্ব্বাহ ও অত্যধিক গ্রীষ্মের জন্য অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং প্রত্যেকেরই দ্রব্যাদি এইরূপ প্রকাশ্যে বিক্রীত হয়। পর্ত্তুগীজগণ ভারতবর্ষের যে যে স্থানে বাস করে, সেই সকল স্থানেই এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। কতকগুলি বিবাহিত পর্ত্তুগীজ ক্রীতদাসীগণ-অর্জ্জিত অর্থদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কাহারও কুড়িটী, কাহারও ত্রিশটী ক্রীতদাস বা দাসী থাকে। ক্রীতদাসাদি ক্রয় করিতে বা ইহাদের রক্ষা করিতে অধিক অর্থের

আবশ্যক হয় না। এই সকল ক্রীতদাসগণ বেতন লইয়া কর্ম্ম করে; কেহ জল আনয়ন করিয়া রাজপথে ইহা বিক্রয় করে। ক্রীতদাসীগণ মিষ্টান্ন ও ভারতীয় ফলসমূহের চাট্‌নী ও সুন্দর সূচিকার্য্যের দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ করে। তাহাদের প্রভুগণ সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী ও যুবতী ক্রীতদাসীগণকে ঐ সকল প্রস্তুত দ্রব্য বিক্রয়ার্থ রাজপথে প্রেরণ করে। উদ্দেশ্য এই যে, তাহাদের সৌন্দর্য্যে ও পরিচ্ছন্নতায় আকৃষ্ট হইয়া ক্রেতৃগণ উহা ক্রয় করিবে। অনেক বণিক্ পর্ত্তুগাল হইতে আনীত মুদ্রা ক্রয় করিয়া এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে। এই সময়ে জাহাজগুলি চীনে গমন করে এবং পর্ত্তুগীজ মুদ্রা শতকরা ২৫ কি ৩০ টাকা লাভে বিক্রীত হয়। এই পর্ত্তুগীজ মুদ্রার পরিবর্ত্তে অধিবাসিগণ অর্ম্মাজ হইতে আনীত পারস্যের মুদ্রা গ্রহণ করে। এইগুলি আবার সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত রক্ষিত হয় এবং সেপ্টেম্বর মাসে পর্ত্তুগীজগণ এইস্থানে আসিলে এই পারসীক মুদ্রা শতকরা ২০ কি ২৫ টাকা লাভে বিক্রয় করে। পারসীক মুদ্রা কোচীনে মরিচ ও অন্যান্য পণ্যক্রয়ে বিশেষ উপকারে আইসে, এবং এই মুদ্রা তথায় বিশেষরূপে আদৃত হয়। প্যাগোডা, ও অন্যান্যপ্রকারের স্বর্ণমুদ্রাও এই স্থলে ক্রীত ও বিক্রীত হয়। এইস্থানে অনেক ব্যক্তি আছে যাহারা কেবল এই সকল মুদ্রা ক্রয় বিক্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ ও প্রচুর ধনোপার্জ্জন করে। ধর্ম্মযাজকগণও অনেক সময় গোপনে এই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। কেহ কেহ তালবৃক্ষের আয় দ্বারাই জীবিকানির্ব্বাহ করেন।

ইহাদের মধ্যে মাত্র দুইপ্রকারের অধিবাসী আছে—বিবাহিত ও সৈন্য; কারণ অবিবাহিত যুবক মাত্রেই সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত হয়। তবে ইহা উল্লেখযোগ্য যে সৈন্যগণ কোনপ্রকার নিয়মভুক্ত নহে; অথবা

তাহারা কোন কাপ্তেনেরও অধীন নহে অথবা কোন বিশেষ শ্রেণীভুক্তও নহে। পর্ত্তুগীজগণ ভারতবর্ষে পৌছিলে প্রত্যেকে স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী যত্র তত্র যাইতে পারে। অবশ্য প্রত্যেক পর্ত্তুগীজের নাম রওয়ানা হইবার পূর্ব্বে পর্ত্তুগালে তালিকাভুক্ত হইলেও ভারতবর্ষে পৌছিলে উহারা ঐরূপ করিতে পারে।

পর্ত্তুগীজগণ, মাষ্টিকোস এবং খৃষ্টিয়ানগণ—প্রত্যেকেরই সুন্দর সুন্দর গৃহ আছে এবং পূর্ব্বে যেরূপ উল্লেখ করিয়াছি, প্রত্যেকেরই অবস্থানুযায়ী ৫, ৬, ১০, ২০ বা ততোধিক ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী আছে। তাহাদের গৃহের প্রত্যেক দ্রব্যই সুন্দর ও পরিষ্কার। তাহাদের বস্ত্রাদি বিশেষ পরিষ্কার, কারণ স্ত্রী পুরুষ উভয়েই—এমন কি তাহাদের ক্রীতদাস ও ভৃত্যগণও অতিরিক্ত উষ্ণতার জন্য, প্রত্যহ বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করে। সকল পর্ত্তুগীজগণকেই অত্যন্ত সম্মানের চক্ষে দেখা হইয়া থাকে। ভদ্রলোক, সাধারণ নাগরিক, সৈন্য, রাজপথে ধীরে ধীরে ও অত্যধিক অহঙ্কার ও গৌরবের সহিত গমনাগমন করে। রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রত্যেকের সঙ্গে ছত্রহস্তে একটী করিয়া ক্রীতদাস গমন করে। বর্ষাকালে, সাধারণতঃ একটী বালকভৃত্য বর্ষা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য লাল বা অন্য কোন রংএর অঙ্গাবরণ বহন করে। দ্বিপ্রহরের পূর্ব্ব হইলে "মাস"(৪) শুনিবার জন্য একটি করিয়া ক্ষুদ্র উপাধানও বালক ভৃত্যগণ বহন করে। ভ্রমণকালে যাহাতে কোনরূপ ব্যাঘাত না জন্মে বা তাহাদের পদমর্য্যাদার হানি না হয়, তজ্জন্য তরবারীগুলিও প্রায়ই বালকগণের হস্তে অর্পিত হয়। রাজপথে একের সহিত অপরের সাক্ষাৎ হইলে, কিঞ্চিৎদূর হইতে উভয়ে শরীর নত করিয়া, একটী পা

(৪) রোমান্ ক্যাথলিক্‌দিগের উপাসনা।

অগ্রগামী করিয়া ও হস্তে টুপী লইয়া ঐ টুপী মৃত্তিকা স্পর্শ করান হয়। গির্জ্জায় উপস্থিত হইলেও (যে স্থানে আগমনের পূর্ব্বেই তাহাদের ক্রীতদাসগণ তাহাদের জন্য আসন স্থাপন করিয়া থাকে) এইরূপ আচার অবলম্বন করা হয়। কেহ গির্জ্জায় আগমন করা মাত্র অপর সকলে তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সম্মান প্রদর্শন করে এবং কেহ যদি ঐরূপে সম্মানিত হইবার কালে অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করে, তবে অপর সকলে একত্র হইয়া তাহার নিকট গমন করে ও সে ব্যক্তি সম্মান পাইবার অনুপযুক্ত বলিয়া তাহার মস্তকাবরণ খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিন্ন করে। যখন কোন ব্যক্তি এইরূপে অসম্মানিত হয় তখন সে ব্যক্তি তাহার বন্ধু বান্ধবদের একত্র করিয়া প্রতিহিংসা সাধন করে। হয় বন্ধু বান্ধবদের সাহায্যে শত্রুকে অনেকক্ষণ ধরিয়া পীড়ন করিয়া মৃতপ্রায় করে অথবা ক্রীতদাসগণদ্বারা তাহাকে হত্যা করে। যদি প্রতিপক্ষের মৃত্যু ঘটাইবার ইচ্ছা না থাকে, তবে বংশদণ্ড সহকারে এরূপ ভাবে পঞ্জর প্রভৃতি স্থানে আঘাত করে যে তাহাকে অন্ততঃ আট দিবস শয্যাশায়ী হইয়া থাকিতে হয়। ইহাই প্রচলিত আচার এবং এইরূপ আচরণকে ঘৃণার চক্ষে দেখা হয় না বা ইহার সংশোধনও করা হয় না। তাহারা বালুকাপূর্ণথলিও ব্যবহার করে এবং ইহা দ্বারা একে অপরকে এরূপ আঘাত করে যে তদ্দ্বারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ভগ্ন হইয়া যায় এবং অনেক সময় চিরকালের জন্য খঞ্জ হইতে হয়।

যখন কোন ব্যক্তি অপরের সহিত সাক্ষাতাভিলাষে শেষোক্তের গৃহে আগমন করেন, তখন অভ্যাগত ব্যক্তি সামান্য সৈনিক বা অন্য কেহ হইলেও এবং গৃহস্বামী নগরের প্রধান অধিবাসী হইলেও, গৃহস্বামী স্বীয় মস্তকাবরণ হস্তে করিয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া বিশেষ সম্মান সহকারে অভ্যাগতকে

অভ্যর্থনা করিয়া কক্ষে লইয়া যাইয়া প্রথমে অভ্যাগতের উপবেশনের জন্য আসন প্রদান করেন ও তিনি উপবেশন করিলে পরে উপবিষ্ট হইবেন। অভ্যাগতের সহিত কথোপকথনান্তে পুনর্ব্বার গৃহস্বামী তাঁহাকে গৃহের দ্বারদেশে আনয়ন করিবেন এবং যথারীতি বিদায় দিবেন। যদি গৃহস্বামী এরূপ না করেন, এবং অভ্যাগতকে উপবেশনার্থ সামান্য বা নিকৃষ্ট আসন প্রদান করেন, তবে অভ্যাগত ওরূপ ব্যবহার অত্যন্ত অপমানকর বিবেচনা করিবেন এবং বিশেষ ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন এবং প্রতিহিংসা সাধন করিবেন।

যখন তাহাদের মধ্যে কোন বিবাহ সংঘটিত হয়, তখন সামান্য ব্যক্তি হইলেও সেই বিবাহে বন্ধু বান্ধব ও প্রতিবেশিবর্গ সকলেই অশ্বারোহণে সমবেত হয়। যাহার অশ্ব নাই তিনিও অপরের অশ্বে আরোহণ করিয়া উপনীত হন। সকলেই সুন্দর বেশ পরিধান করেন। পঞ্চাশ কি একশত ভদ্র ব্যক্তি এইরূপে সুসজ্জিত হইয়া অশ্বারোহণ করতঃ ও নিজ নিজ ভৃত্য পরিবেষ্টিত হইয়া ও সূর্য্যাতাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মস্তকাবরণ পরিধান করিয়া, মাতা, পিতা ও বিশিষ্ট বন্ধুগণকে শোভাযাত্রার পশ্চাদ্দেশে ও সর্ব্বাপেক্ষা শেষ পংক্তিতে বরকে দুইটী বন্ধুর মধ্যে স্থাপন করিয়া—গির্জ্জাভিমুখে যাইতে থাকেন। ইহাদের পশ্চাদ্দেশে 'কনে' দুইটী সখীসহ ও প্রত্যেকে মূল্যবান্ পাল্কি-আরোহণ করিয়া ও ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী পরিবৃত হইয়া গমন করেন। গির্জ্জায় পৌঁছিয়া রোমান্-ক্যাথলিক মতানুযায়ী উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। বিবাহান্তে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শোভাযাত্রা সহকারে তাঁহারা গৃহে প্রত্যাগমন করিতে থাকেন। রাজপথে প্রত্যাবর্ত্তন কালে প্রতিবেশিগণ ভারতীয় 'কার্পেটে'র উপর উপবেশন করিয়া গবাক্ষ মধ্য দিয়া বর ও কনের উপরে গোলাপজল ও

অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্য, ও শস্য নিক্ষেপ করেন। তাঁহাদের ক্রীতদাসগণ সুমধুর বাদ্যধ্বনি করিতে থাকে এবং বর ও কনের গৃহে সমাগত হইয়া সাষ্টাঙ্গে তাঁহাদিগকে প্রণিপাত করতঃ প্রত্যাগমন করে। ইতিমধ্যে অন্যান্য ব্যক্তিগণ্ গৃহের দ্বারদেশে অশ্বারূঢ় থাকেন। কনে, বর ও নিতবরগণ বিশেষ গাম্ভীর্য্য সহকারে গবাক্ষোপরি উপবিষ্ট থাকেন ও অশ্বারোহিগণ একে একে বাদ্যধ্বনি সহকারে দৌড়াইতে থাকেন। এই ব্যাপার সম্পাদিত হইলে তাঁহারা গবাক্ষোপরি উপবিষ্ট বর ও কনেকে আশীর্ব্বাদ করতঃ স্বীয় স্বীয় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সুতরাং সেই স্থানে কেবল বর, কনে ও অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী তিন চারিজন আত্মীয়-কুটুম্ব থাকেন। ইঁহারা একত্রে ভোজন করেন। এই প্রীতি-ভোজনে অধিক মাংস না থাকিলেও ইহা অত্যন্ত মূল্যবান।

শিশুর নামকরণ কালেও, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অশ্বারোহিগণ গির্জ্জায় গমন করে। এই অশ্বারোহিবৃন্দের পশ্চাদভাগে শিশুর পিতা গমন করেন এবং তৎপশ্চাতে পদব্রজে দুইটী লোক থাকে। একজনের হস্তে রুটীপূর্ণ প্রকাণ্ড একটী রৌপ্য বা গিল্‌টির পাত্র এবং তদুপরি বৃহৎ একটী মোম বর্ত্তিকা থাকে। এই বর্ত্তিকা সুন্দর রূপে প্রস্তুত ও গিল্‌টি করা হয় এবং ইহার মধ্যে সুবর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা থাকে ও পাত্রের উপরে গোলাপ ফুল রক্ষিত হয়। সুবর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা সমন্বিত বর্ত্তিকাটী শিশুর নামকরণে নিযুক্ত পুরোহিতকে দান করা হয়। অপরের একহস্তে একটী রৌপ্য বা গিল্‌টি করা লবণের পাত্র ও অন্য হস্তে ঐ দ্রব্যনির্ম্মিত প্রদীপ থাকে। এই উভয় ব্যক্তির স্কন্ধেই মূল্যবান ও সুদৃশ্য গামোছা থাকে। এই সকলের পশ্চাদ্দেশে দুইটী পাল্কী থাকে—পাল্কীর একটীতে ধর্ম্মমাতা ও অন্যটীতে ধাত্রী থাকে। শিশুটীকে বহুমূল্য বস্ত্রদ্বারা



গোয়ায় পর্ত্তুগীজগণ

ইউরোপীয়ান্ পর্য্যটক প্রথম খণ্ড

আবৃত রাখা হয়। নামকরণব্যাপার সমাধা হইলে, শিশুকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গৃহে আনয়ন করা হয় এবং বিবাহান্তে যেরূপ অশ্বারোহিবৃন্দ গবাক্ষসম্মুখে ক্রীড়া করে, এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ করে। যাহারা বিবাহিত ও গৃহস্বামী তাহারা এইরূপ করে।

কিন্তু, অবিবাহিত সৈন্যগণের ব্যবস্থা অন্য প্রকারের। গ্রীষ্মকালে তাহারা নদীমধ্যস্থ জাহাজ সমূহে বাস করে। এই সময়ে তাহারা বহু-মূল্যবান্ পরিচ্ছদ পরিধান করে এবং রাজপথে গম্ভীর ভাবে গমনাগমন করে। এই সময়ে ক্রীতদাসগণ তাহাদের মস্তকে ছত্রধারণ করিয়া থাকে। ক্রীতদাস না থাকিলে ঐ উদ্দেশ্য সাধনমানসে তাহারা অন্য লোক নিযুক্ত করে। এতদুদ্দেশ্যে প্রত্যহ অনেক ভারতীয়গণকে নিযুক্ত করা হয়। এক একটী গৃহে ১০।১২ জন সৈন্য বাস করে এবং তাহাদিগের পরিচর্য্যার জন্য একটী কি দুইটী ক্রীতদাস থাকে; ইহারা সৈন্যগণের বস্ত্রাদি ধৌত করে। প্রত্যেকটী সৈন্যের ৪।৫টী "ষ্টুল," একটী টেবিল ও একটী শয্যা থাকে। সৈন্যগণ ভাত, লবণাক্ত মৎস্য অথবা স্বল্প মূল্যের কোন দ্রব্য আহার করে ও উৎসের পরিষ্কার জলপান করে—ইহারা রুটী আহার করে না। এই আহারেই তাহারা সন্তুষ্ট থাকে। তাহাদের একটী কি দুইটী রেশমের পোষাক আছে এবং একজন গৃহবহির্ভাগে গমন করিলে, অপর ব্যক্তি গৃহে অপেক্ষা করিয়া সামান্য সার্ট ও সাধারণ পাণ্টালুন পরিধান করে। অত্যধিক গ্রীষ্মের জন্য গৃহে অন্য কিছুই পরিধান করা সম্ভবপর নহে। একজনকে যদি কুড়িবারও গৃহের বহির্দ্দেশে গমন করিতে হয়, তবে তাহাকে রেশমের পোষাক পরিতে হয় এবং গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া তাহাকে ঐ রেশমের পোষাক পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ পরিচ্ছদ পরিধান করিতে হয়।

কোন কোন সৈন্যের একটী ভদ্রব্যক্তি বা কাপ্তেন, বন্ধুর ন্যায় তাহাদিগকে পরিচ্ছদ ক্রয় করিবার জন্য অর্থ প্রদান করেন। এই সকল বন্ধুগণের উদ্দেশ্য এই যে গ্রীষ্মকালে সৈন্যগণ তাঁহাদের সহিত সমুদ্রে গমন করিতে পারে, অথবা রাত্রিতে বা অন্য সময়ে তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া আবশ্যকমত সাহায্য করিতে পারে। আমি পূর্ব্বেই এই বিষয় উল্লেখকালে বলিয়াছি যে ভারতবর্ষের যে ব্যক্তির অনেকগুলি সৈন্য-বন্ধু আছে, তাঁহাকে সকলেই সম্মান ও ভয় করে। সংক্ষেপে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, এই প্রকারে সৈন্যগণ জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ ও সভ্যসমাজে প্রবেশ করিতে পারে। ......অনেকে বন্ধুদের পণ্যাদি একস্থান হইতে অন্যস্থানে বহন ও বিক্রয় করতঃ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। ইহারা নৌবাহিনীর অন্তর্ভূত সৈনিকের কর্ম্ম ত্যাগ করে; বস্তুতঃ এক্ষণে রাজপ্রতিনিধি, শাসনকর্ত্তৃগণ ও অন্যান্য সকলে—এমন কি ধর্ম্মযাজক-গণও, সাধারণের উপকার বা রাজকার্য্য বিস্মৃত হইয়া অর্থলাভেই ব্যাপৃত। যে তিন বৎসরকাল তাহারা এইস্থানে অতিবাহিত করে, তাহারা কেবল লাভের বিষয়ই চিন্তা করে এবং বলে যে তাহারা পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তিদিগের দৃষ্টান্তানুসরণ করিতেছে এবং পরবর্ত্তিগণ সকল প্রকারে সুব্যবস্থা করিবে। তাহারা বলে যে পূর্ব্বে তাহারা অন্যত্র যে সকল কার্য্য করিয়াছে, তাহারই পুরস্কারের জন্য রাজা এক্ষণে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন।

পর্ত্তুগীজ, মাষ্টিকোস্, এবং ভারতীয় খৃষ্টিয়ান্ স্ত্রীগণ গৃহের বহির্দ্দেশে কদাচ গমন করেন না এবং অধিকাংশ সময়ই অন্তঃপুরে অতিবাহিত করেন। কেবল গির্জ্জায় গমনকালে বা বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত সাক্ষাতের অভিলাষে বহির্ভাগে গমন করেন। এইরূপ সুযোগ খুব কমই ঘটিয়া থাকে এবং এই সময়ে যাহাতে সাধারণে তাঁহাদিগকে না দেখিতে পায় তাহার বিশেষ

ব্যবস্থা করা হয়; পাল্কীখানি মাতুর বা বস্ত্র দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবৃত করা হয়।

যখন তাঁহারা গির্জ্জায় বা বন্ধুবান্ধবের সহিত সাক্ষাতাভিলাষে বহির্দ্দেশে গমন করেন, তখন তাঁহারা বহুমূল্যবান্ বস্ত্র ও মূল্যবান্ মণিমুক্তা ও প্রস্তর সমন্বিত সুবর্ণের বলয় ও অঙ্গুরী ব্যবহার করেন। ইঁহারা দামস্ক, ভেলভেট বা 'সুবর্ণের বস্ত্র' ব্যবহার করেন—রেশমী বস্ত্র ইঁহারা আদৌ পছন্দ করেন না। গৃহমধ্যে ইঁহারা অনাবৃত মস্তকে থাকেন; ইঁহারা স্কন্ধদেশ হইতে নাভিমূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটী জামা ব্যবহার করেন; ইহা এরূপ সূক্ষ্মবস্ত্রনির্ম্মিত যে ইহার মধ্য দিয়া অবয়ব দৃষ্ট হয়। ইঁহারা নাভী হইতে পদমূল পর্য্যন্ত ব্যাপৃত রঙ্গীন বস্ত্র ব্যবহার করেন। ইঁহাদের বস্ত্রগুলি অত্যন্ত সুন্দর—অধিকাংশই তাঁতে নির্ম্মিত এবং এইগুলিতে নানাপ্রকার ফুল ও মূর্ত্তি বুনান হয়। শরীরের অন্যান্যাংশ অনাবৃত। যুবা, বৃদ্ধ, ধনী, দরিদ্র সকলেই এইভাবে গৃহে সময় অতিবাহিত করেন—কারণ ইঁহারা কদাচিৎ গৃহের বহির্দ্দেশে গমন করেন এবং যখন বহির্দ্দেশে যান, তখন সম্পূর্ণরূপে আবৃত হইয়া বহির্গত হইয়া থাকেন এবং তাঁহাদের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসীরা আনয়ন করে। স্ত্রীলোকগণ রুটী গ্রহণ করেন না অথবা সামান্য মাত্রই গ্রহণ করেন। ক্রীতদাসগণও ইহা গ্রহণ করে না। রুটী দুর্ম্মূল্য বলিয়া ইহা পরিত্যক্ত নহে—(কারণ ইঁহাদের কোনই অভাব নাই—সকল দ্রব্যই প্রচুর পরিমাণে ইঁহাদের আছে)। ইঁহারা ভাত গ্রহণে এরূপ অভ্যস্ত যে, ইঁহারা আর অন্য কিছুই গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহেন। চাউল সিদ্ধ করিয়া উহা লবণাক্ত মৎস্য অথবা লবণাক্ত ফলসহ গ্রহণ করেন অথবা মৎস্য ও মাংসের সংমিশ্রণে প্রস্তুত ব্যঞ্জন ভাতের সহিত মিশ্রিত করিয়া

হস্তদ্বারা ঐ সকল আহার্য্য গ্রহণ করেন। ইঁহারা চামচদ্বারা কোন খাদ্য আহার করেন না এবং কাহাকেও চামচ সহকারে আহার গ্রহণ করিতে দেখিলে হাস্য করেন। কৃষ্ণবর্ণের মৃত্তিকাদ্বারা প্রস্তুত পাত্রে ইঁহারা জলপান করেন। এই সকল পাত্রের গলদেশে ছিদ্র ও নল আছে। পানকালে ইঁহারা ঐ পাত্র মুখদ্বারা স্পর্শ করেন না—পাত্রটী উচ্চ করা হয় এবং নল হইতে জল নির্গত হইয়া মুখের মধ্যে পতিত হয়। এইরূপ করিবার উদ্দেশ্য এই যে ইহাতে ঐ পান-পাত্র অপরিস্কৃত হয় না। পর্ত্তুগাল হইতে নবাগত কোন ব্যক্তির (যিনি ঐ পাত্র হইতে পান করিতে অনভ্যস্ত) ইহা হইতে পান করিবার কালে যদি জল বক্ষঃস্থলে পতিত হয় তাহাতে সকলের হাস্যোদ্রক করে। পর্ত্তুগীজগণ ভারতবর্ষে যেরূপ গাম্ভীর্যাবলম্বন করে, নবাগতগণ যতদিন উহা শিক্ষা করিতে না পারে, ততদিন তাহারা সর্ব্বত্রই হাস্যাস্পদ হয়। ভারতবাসী পর্ত্তুগীজগণ তাহাদের স্ত্রীগণকে অত্যধিক সন্দেহ করে; এবং যতই ঘনিষ্ট বন্ধু হউক না কেন, কিছুতেই তাহাকে গৃহাভ্যন্তরে আনয়ন করে না—কেবল ধর্ম্মপিতা অথবা সঙ্গে স্ত্রী থাকিলে অপরে গৃহাভ্যন্তরে যাইবার আদেশ প্রাপ্ত হয়। যখন তাঁহারা বিশ্রামার্থ বা আমোদ প্রমোদের জন্য অন্যত্র গমন করেন তখন তাঁহারা পরিচর্য্যা ও বিপদাপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, সঙ্গে অনেকগুলি ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী লইয়া যান। গৃহস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করণার্থ কেহ গৃহদ্বারে আগমন করিবামাত্র গৃহস্বামীর স্ত্রী ও কন্যাগণ গৃহমধ্যে পলায়ন করে। স্ত্রীলোক-গণ গৃহের যে অংশে বাস করে, সে স্থানে কোন পুরুষকে বাস করিতে দেওয়া হয় না। পুরুষের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসর পূর্ণ হইলেই তাঁহাকে স্বতন্ত্র স্থানে বাস করিতে হয়—গৃহস্বামীর পুত্রগণও এই নিয়মের বহির্ভূত

নহেন। স্ত্রীলোকগণ অত্যন্ত বিলাসপ্রিয়া ও অসতী। ইহারা ধুতুরাবীজ স্বামীদের প্রদান করিয়া তাহাদিগকে অজ্ঞান করতঃ দুষ্ক্রিয়া সাধন করে।

অনেক স্বামী স্বীয় স্বীয় স্ত্রী দ্বারা বিষাক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। কারণ, স্ত্রীলোকগণ বিষ প্রস্তুতে সুদক্ষ এবং এরূপভাবে ইহা প্রস্তুত করে যে ইহা প্রয়োগ করিয়া তাহাদেরই ইচ্ছানুসারে পুরুষের মৃত্যু আনয়ন করিতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ছয় বৎসর পূর্ব্বে একজনকে বিষ প্রয়োগ করিলেও, বিষপ্রয়োগকারীর ইচ্ছানুযায়ী ছয় বৎসর পরে বিষের কার্য্য প্রকাশ পাইবে। স্ত্রীলোকেরা ১, ২, ৩ বৎসর পরে বিষের ক্রিয়া প্রকাশ পাইবে এইরূপ ব্যাবস্থাও করিতে পারে। স্বামীরা স্ত্রীদিগকে দুশ্চরিত্রতার জন্য হত্যা করিয়া পরক্ষণেই অপর স্ত্রী গ্রহণ করে। পর্ত্তুগাল ও স্পেনের নিয়মানুযায়ী পরপুরুষ-রত স্ত্রীলোককে হত্যা করিলে দণ্ডনীয় হইতে হয় না। এবম্প্রকারে প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক স্ত্রী হত্যা হয়। এ-দেশে এই প্রথা এরূপভাবে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে যে, ইহাতে লোকে আশ্চর্য্যান্বিত হয় না।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকগণ স্বভাবতঃই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—ইহাদের পরিচ্ছদ ও গৃহগুলিও পরিষ্কার। ইহারা প্রত্যহ যে পরিচ্ছদ ব্যবহার করে, তাহা শুভ্র, পরিষ্কার ও নূতন। ইহারা প্রত্যহ স্নান করে এবং কোন কোন সময় প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুইবার করিয়া স্নান করে; এতদ্ব্যতীত, মলত্যাগকালে বা প্রস্রাবকালীন বা সঙ্গমান্তেও ইহারা গাত্র ধৌত করে—এইরূপে আবশ্যক হইলে ইহারা দিবারাত্রে এক শতবারও গাত্র ধৌত করে। স্ত্রীলোকেরা গৃহকর্ম্মে রতা নহে, কিন্তু সুগন্ধি ঔষধি, ও নানাপ্রকার গন্ধদ্রব্য ব্যবহারে বিশেষ আনন্দানুভব করে; তাহাদের অবয়ব

ও কপোলদেশে চন্দন ও অন্যান্য সুগন্ধি কাষ্ঠ লেপন করে—এই কাষ্ঠ জলে ভিজাইয়া লওয়া হয়। সমস্ত দিবস তাহারা কিছুই করে না—কেবল পান চর্ব্বণ করে। এই পানের সহিত ইহারা চূণ ও শুপারী ব্যবহার করে। এই শুপারী এরূপ কড়া যে ইহাতে কখন কখন লোকে জ্ঞানশূন্য ও কখনও কখনও উন্মত্ত হয়। আস্বাদে ইহা কাষ্ঠের ন্যায়। ষণ্ড বা গাভীতে যেরূপ তৃণ চর্ব্বণ করে, এই সকল স্ত্রীলোকগণও কেবল এই পান, চূণ ও শুপারী চর্ব্বণ করে। রস গ্রহণ করিয়া অবশিষ্টাংশ ফেলিয়া দেয়। ইহাতে মুখ এরূপ লাল ও কৃষ্ণ হয়, যে, যাহারা না জানে তাহাদের পক্ষে ইহা বিশেষ আশ্চর্য্যজনক বোধ হয়। ইহারা এই সকল ও স্নান, গন্ধব্যবহার ও চন্দনলেপন, ভারতীয় পৌত্তলিকগণের নিকট শিক্ষা করিয়াছে। শেষোক্তেরা বহুকাল হইতে এই সকল আচার প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে। তাহারা বলে যে ইহাতে দন্ত রক্ষা পায় এবং চর্ব্বণের জন্য উপযুক্ত অবস্থায় থাকে এবং মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট করে। ভারতবাসিগণ পান-চর্ব্বণে এরূপ অভ্যস্ত যে তাহারা যে স্থানেই গমন করুক না কেন, ইহা সঙ্গে রাখে। ক্রীতদাসী-গণও ইহা সদাসর্ব্বদা চর্ব্বণ করে। বস্তুতঃ পক্ষে এতদ্দেশের অধিবাসিবৃন্দ এইরূপ মনে করে যে ইহা চর্ব্বণ না করিলে তাহাদের প্রাণ রক্ষা অসম্ভব হইয়া উঠিবে। স্বামিগণের বহির্দ্দেশে গমনকালে স্ত্রীলোকগণের এই পান চর্ব্বণ ব্যতীত অন্য কোন কর্ম্ম থাকে না। রাত্রিকালে, শয়নের সময় ইহা তাহাদের শয্যার নিকটে থাকে এবং তাহারা পান, লবঙ্গ, মরিচ, আদা ও একপ্রকার সিদ্ধ মাংস একত্র ভোজন করে। কামপ্রবৃত্তি বৃদ্ধির জন্য শেষোক্ত মাংস নানাপ্রকার ঔষধি ও মসলা দ্বারা রন্ধন করা হইয়া থাকে। ......স্ত্রীগণ স্নানাগারে সন্তরণ দ্বারাও বিশেষ আনন্দ

উপভোগ করে। ইহারা অত্যন্ত সন্তরণ-পটু এবং অর্দ্ধ মাইল প্রশস্তা নদী অনায়াসে সন্তরণে পার হইতে পারে।

প্রতি তিন বৎসর অন্তর ভারতবর্ষে একটী নূতন রাজপ্রতিনিধি প্রেরিত হইয়া থাকেন। তবে কোন কোন সময় রাজার ইচ্ছানুসারে প্রতিনিধি আরও দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন; কিন্তু খুব কম ব্যক্তি গোয়ায় চিরকাল অতিবাহিত করেন। রাজপ্রতিনিধির প্রাসাদের কক্ষে শরীররক্ষিগণ থাকে এবং যে স্থানে তাঁহার মন্ত্রিগণ উপবেশন করেন, সেই বৃহৎ কক্ষে ভারতবর্ষে যে সকল রাজপ্রতিনিধি আগমন করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই চিত্র স্থাপিত থাকে। ভারতবর্ষ আবিষ্কারের কাল হইতে এ পর্য্যন্ত যত রাজপ্রতিনিধি আসিয়াছেন, সকলেরই চিত্র রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতে যাঁহারা আসিবেন তাঁহাদের চিত্রও রক্ষিত হইবে। এই সকল রাজপ্রতিনিধির আয় সুপ্রচুর—ইঁহারা ইচ্ছানুসারে রাজকোষ ব্যয়, দান ও রক্ষা করিতে পারেন। কারণ, ইঁহারা রাজার নিকট হইতে এই-রূপই ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ, নির্দ্ধারিত বেতন ব্যতীত ইঁহারা উপহারেও প্রচুর ধনলাভ করেন, এবং তজ্জন্য ইঁহারা এই কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া অগাধ ধনসঞ্চয় করেন। কারণ, এতদ্দেশীয় প্রথা এই যে নূতন রাজপ্রতিনিধি গোয়ায় আগমন করিলে গোয়ার চতুর্দ্দিকস্থ রাজন্যবর্গ যাঁহাদের সহিত পর্ত্তুগীজগণের সন্ধি ও সখিতা আছে, তাঁহারা রাজপ্রতিনিধির অভ্যর্থনা ও পূর্ব্বতন সন্ধিসমূহ সুদৃঢ় রাখিবার জন্য প্রচুর ও বহুমূল্যবান্ উপহার সহ দূত প্রেরণ করেন। এবম্প্রকারে রাজপ্রতিনিধি প্রভূত ধনলাভ করেন। পূর্ব্বে জিসুইটগণ এই সকল উপহার গ্রহণ করিতেন কিন্তু ডন লোয়স্ ডি টেড্ আর্ণ যখন রাজপ্রতিনিধি হইয়া গোয়ায় আগমন করেন তখন তিনি ইহা জিসুইটদিগকে গ্রহণ করিতে নিষেধ করেন।

জিস্যুইটগণ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া উক্ত রাজপ্রতিনিধিকে 'বিধর্ম্মী' বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই ; কিন্তু ঐ সময় হইতে এযাবৎ রাজপ্রতিনিধিগণই উহা গ্রহণ করিতেছেন। কথিত হয় (এবং ইহা প্রকৃত ও সত্য) যে রাজ-প্রতিনিধির প্রথম বৎসর এতদ্দেশীয় আচার ব্যবহার শিক্ষা করিতে ও স্বগৃহ মেরামত ও সজ্জিত করিতে অতিবাহিত হয় ; দ্বিতীয় বৎসর ধন-সঞ্চয় ও লাভের বিষয় অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয় এবং তৃতীয় বৎসরে, যাহাতে তাঁহার পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তার আগমনের পূর্ব্বেই তিনি সঞ্চিত ধনসহ গৃহে প্রত্যাগমন করিতে পারেন তাহার চিন্তায়ই তিনি ব্যতিব্যস্ত থাকেন। দুর্গ সমূহের কাপ্তেনগণ ও ভারতীয় অন্যান্য কর্ম্মচারী সম্বন্ধেও এই সকল কথা বলা যাইতে পারে।

গোয়া সহরে ও দ্বীপে বহু পরিমাণ হিন্দু, মুর (মুসলমান), ইহুদী ও অন্যান্য নানা জাতি বাস করে। প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ও বিভিন্ন আচার। মুসলমানগণ শূকরমাংস ব্যতীত আর সকল দ্রব্যই আহার করে এবং ইহাদিগকে ইহুদীদিগের ন্যায় সমাহিত করা হয় ; কিন্তু, হিন্দুগণ (দাক্ষিণাত্যবাসী, গুজরাটী ও কানারীনগণ) এবং অন্যান্য ভারতবাসিগণের মৃত্যু হইলে দাহ করা হয় এবং ইহাদের মধ্যে কতকগুলি স্ত্রীলোককেও পুরুষের সহিত দাহ করা হয়। যাহারা ভদ্রলোক বা অভিজাত বা ব্রাহ্মণ (অর্থাৎ পৌত্তোলিকগণের পুরোহিত) তাহাদিগের স্ত্রীগণকেই এরূপে দাহন করা হয়। অনেক বণিক্ গাভী ও মহিষ ব্যতীত অন্য সকল জন্তুই আহার করে। ইহারা গাভী ও মহিষকে পবিত্র বলিয়া মনে করে। কেহ কেহ জীবিত বা যে কোন দ্রব্যের রক্ত থাকে তাহা আহার করে না*। গুজরাটী ও কাম্বের বণিক্গণ এই শ্রেণীভুক্ত।

* ফীচের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অধিকাংশই সৃষ্টি ও শাসনকারী ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও সূর্য্য ও চন্দ্রকে পূজা করে। ইহারা এই জন্মের দোষগুণানুযায়ী পরজন্মে পুরস্কৃত হইবার কথাও স্বীকার করে। কিন্তু, ইহাদের পাগোডা নামক মূর্ত্তি বা প্রতিমা আছে ; এইগুলি দেখিতে অত্যন্ত কদাকার ও ভূতপ্রেতের ন্যায় †। এগুলিকে প্রত্যহ পূজা করা হয় এবং ইহারা বলে যে, যে সকল সাধু ব্যক্তি এই সকল অলৌকিক কীর্ত্তিসম্পন্ন দেবতাদের সংসর্গে বাস করেন, তাঁহারা দেবতাদের সহিত কথোপকথন করিতে পারেন। অনেক সময় এই সকল মূর্ত্তির অভ্যন্তর হইতে ভূত ঐ সকল সাধুব্যক্তি-গণের সহিত বাক্যালাপ করে। সাধুব্যক্তিগণও তাহার সহিত সখ্যতা রাখিবার জন্য তাহাকে নানা প্রকারে পূজা করে।

এতদ্দেশে একটী অদ্ভুত প্রথা আছে। কুমারীর বিবাহের সময়, তাহাকে বিশেষ সাজসজ্জা ও বাদ্যের সহিত দেবতার সম্মুখে লইয়া যাওয়া হয়। এই দেবতা ক্ষুদ্র একখানি হস্তিদন্ত নির্ম্মিত। নিকটবর্ত্তী আত্মীয় ও আত্মীয়াগণ বর ও কনে সহ দেবতার নিকট নানাপ্রকার কদাচার ও পূজাদি সম্পন্ন করে এবং দেবতাকে উপহার প্রদান করিয়া কনেকে গৃহে আনয়ন করতঃ বরের হস্তে সমর্পণ করে। প্রাতঃকালে যে দ্রব্যের সহিত তাহাদের সর্ব্বপ্রথমে সাক্ষাৎ লাভ হয়, ইহারা সমস্ত দিবস কাল তাহাকেই পূজা করে। এমনকি ঐ দ্রব্যটী বরাহ বা অন্য যে কোন দ্রব্য হউক না কেন, তাহারা উহারই নিকট প্রার্থনা করে। প্রাতঃকালে গৃহের বহির্দ্দেশে গমনকালে যদি সর্ব্বপ্রথমে বায়স তাহাদের দৃষ্টীভূত হয় (এতদ্দেশে এই পক্ষীর অভাব নাই), তবে সেই

---

† ফীচের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দিবস পৃথিবীর সকল ঐশ্বর্য্য লাভের সম্ভাবনা থাকিলেও তাহারা গৃহের বহির্ভাগে গমন করে না। তাহারা এই দৃশ্যকে ও ঐ দিনকে অশুভ-সূচক মনে করে। তাহারা চন্দ্রকেও পূজা করে এবং প্রথম চন্দ্র-দর্শন কালে তাহারা জানু পাতিয়া তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি সহকারে পূজা করে। তাহাদের মধ্যে যোগী নামক এক প্রকার জাতি আছে—যেমন আমরা যাহাদিগকে সন্ন্যাসী বলি—অধিবাসীরা ইহাদিগকে সাধুব্যক্তি বলিয়া বিশেষ ভক্তি করে। এই ব্যক্তিরা সকল বিষয়েই অত্যন্ত বীতস্পৃহ প্রদর্শন করে এবং সাধারণে ইহাদের অলৌকিক ক্ষমতায় প্রত্যয় স্থাপন করে। এতদ্ব্যতীত ইহাদের মধ্যে অনেক দৈবজ্ঞ ও যাদুকর আছে। শেষোক্তগণ অনেক প্রকার ভেল্কি জানে এবং অনেকগুলি সর্প সঙ্গে করিয়া দেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করে। এই সকল সর্পকে তাহারা বশীভূত করিতে জানে এবং ইহাদিগকে ক্ষুদ্র করণ্ডমধ্যে আবদ্ধ রাখে ও বাহির করিয়া বাদ্যধ্বনি সহকারে নৃত্য করাইতে ও উহাদের সহিত কথা কহিতে থাকে। যাদুকরগণ সর্পগুলিকে নিজ নিজ গলদেশে, হস্তে ও পদে জড়াইয়া রাখে ও অর্থোপার্জ্জনের জন্য সর্পগুলিকে চুম্বন ও তাহাদিগের সহিত নানাপ্রকার ক্রীড়া করে। ইহারা বিষ প্রস্তুত করিতে অত্যন্ত সুদক্ষ এবং এই বিষ দ্বারা একে অপরকে হত্যা করে। ইহাদের গৃহগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও নীচু; এ গুলি তৃণদ্বারা আচ্ছাদিত, গবাক্ষবিহীন এবং দ্বারগুলিও এত ক্ষুদ্র ও অপ্রশস্ত যে গৃহাভ্যন্তরে গমন করিতে হইলে হাঁটু গাড়িয়া যাইতে হয়। শয়ন ও উপবেশনার্থ ডুম্বুর বৃক্ষের পত্রদ্বারা নির্ম্মিত মাদুর ব্যবহৃত হয়। এই মাদুরগুলি তাহাদের টেবিল, চাদর, এমনকি পাত্রের অভাবও পূর্ণ করে; কারণ ইহারা এই সকল মাদুরের উপরেই তাহাদের মাংস রক্ষা করে। বস্তুতঃ এই দেশে মুদীর দোকানে

বা ঔষধালয়েও (আমরা যেরূপ কাগজের পাত্রে সকল দ্রব্য রক্ষা করি) এই সকল পত্রনির্ম্মিত পাত্রে সকল দ্রব্য রক্ষিত হয়। এই সকল পত্র ইহারা এরূপ ভাবে সংযুক্ত করিতে পারে যে, পত্র-নির্ম্মিত পাত্র মধ্যে তাহারা মাখন, তৈল এবং অন্যান্য জলীয় পদার্থ ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি স্থাপন করিতে পারে। মাংস প্রস্তুত করিবার জন্য ইহারা মৃৎপাত্র ব্যবহার করে এবং এই সকল পাত্রে তাহারা চাউল সিদ্ধ করে। মৃত্তিকামধ্যে গর্ত্ত করিয়া তাহারা চুল্লী প্রস্তুত করে। ইহাদের অবস্থা এতাদৃশ শোচনীয় যে ইহারা তুষ সহিত ধান্য ক্রয় করে, এবং কেহ কেহ গৃহের পশ্চাদ্ভাগেই ধান্য বপন করে। ইহারা তাম্র নির্ম্মিত পাত্রে জল পান করে ; এই পাত্রের নল আছে এবং নলের মধ্য দিয়া জল মুখের মধ্যে পতিত হয়—কদাচ ওষ্ঠ দ্বারা এই পাত্র স্পর্শ করে না। গৃহগুলি গোময়লিপ্ত ; কারণ ইহারা বলে যে গোময়ে মক্ষিকা বিনষ্ট হয়। ইহারা অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ; এবং মুসলমানের ন্যায় স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই মল বা মূত্র ত্যাগান্তেই গাত্র ধৌত করে। দক্ষিণ হস্তদ্বারা আহার গ্রহণ করে বলিয়া ইহারা বাম হস্তে শৌচ কার্য্য সম্পন্ন করে এবং ইহারা চামচ ব্যবহার করে না। ইহারা বিশেষ ভক্তির সহিত পূজাদি সম্পন্ন করে এবং পথিমধ্যে গমন কালে কদাচ উপাসনা ব্যতীত গমন করে না। পর্ব্বত, কন্দর, সর্ব্বত্রই তাহাদের কদাকার ও ভয়াবহাকারের দেবতা আছে —এই সকল দেবতা পর্ব্বত খনন করিয়া প্রস্তুত করা হয়। দেবতাগণের নিকটেই "ধূনী" ও কূপ আছে। এই কূপ সদাসর্ব্বদাই জলপূর্ণ থাকে এবং দেবদর্শন প্রার্থীরা এই জলে পদ ধৌত করে ও সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে। অনেকে দেবতার সম্মুখে ফল, চাউল, ডিম্ব, কুক্কুট প্রভৃতি স্থাপনা করে। তাহাদের পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ আসিয়া এই সকল উপহার গ্রহণ করিয়া

ভক্ষণ করে এবং সাধারণের মনে এইরূপ বিশ্বাস জন্মায় যে দেবতাই এই সকল উপহার ভক্ষণ করিয়াছেন।

সমুদ্র যাত্রার একপক্ষ পূর্ব্ব হইতে তাহারা তূরীর বাদ্যধ্বনি দ্বারা ভীষণ শব্দ করিতে থাকে ও অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখে—দিবারাত্র এই বাদ্যধ্বনি ও অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতে থাকে এবং জাহাজখানি পতাকাদ্বারা সুসজ্জিত করে। ইহারা বলে যে, এইরূপ করিলে দেবতা সন্তুষ্ট হইয়া নিরাপদে সমুদ্রযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। সমুদ্রযাত্রা হইতে প্রত্যাগমন করিয়াও তাহারা একপক্ষ ঐরূপ আচরণ করিয়া দেবতাকে ধন্যবাদ প্রদান করে এবং ইহারা সকল সময়েই—বিবাহকালে, জন্মোৎসবে, মেলার সময়—এমনকি বীজ বপন ও ধান্যচ্ছেদন কালেও এইরূপ আচরণ করে।

গোয়ায় যে সকল ভারতীয় পৌত্তলিক বাস করে তাহারা অত্যন্ত ধনী বণিক এবং নগর মধ্যস্থ একটি রাজপথ কেবল এই সকল পৌত্তলিকদের বিপণিপূর্ণ। ইহারা কেবল সকল প্রকার রেশম, সাটীন্ ও চীন ও অন্যান্য স্থানের পোর্সিলেনের দ্রব্যাদি বিক্রয় করে না; এতদ্ব্যতীত পর্ত্তুগাল হইতে আনীত সকল প্রকার পণ্য যথা—ভেলভেট, রেশম, সাটীন্ বিক্রয় করে। এইগুলি তাহারা প্রচুরপরিমাণে ক্রয় করিয়া খুচ্‌রা বিক্রয় করে। তাহারা অত্যন্ত ধূর্ত্ত ও স্বভাবতঃই চতুর এবং এই ব্যাপারে অত্যন্ত লাভবান হয়। অন্য একটা রাজপথে কাম্বের বণিক্‌গণ বাস করে। ইহারা কাম্বে-জাত সকল প্রকার পণ্য এবং মূল্যবান প্রস্তরাদি বিক্রয় করে। ইহারা প্রস্তর, মুক্তা ও শুক্তিতে ছিদ্র করিতে বিশেষ সুদক্ষ। ঐ রাজপথের অন্যদিকে অন্যান্য পৌত্তলিক বাস করে। শেষোক্তেরা পালঙ্ক, টুল ও এই প্রকার দ্রব্য বিক্রয় করে। এই সকল দ্রব্য ইহারা সুকৌশলে গালাদ্বারা রঞ্জিত করে; দেখিতে এইগুলি

অত্যন্ত সুন্দর এবং ইহারা গালাকে ইচ্ছানুসারে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিণত করিতে পারে।

অন্য একটী রাজপথ স্বর্ণকার ও রৌপ্যকার পূর্ণ—ইহারাও পৌত্তলিক। এতদ্ব্যতীত সূত্রধর ও অন্যান্য নানা প্রকার শিল্পীও আছে। ইহারাও পৌত্তলিক এবং ইহারা সকলে একটী রাজপথে বাস করে। আরও অনেক বণিক আছে; ইহারা পাইকারী হিসাবে শস্য, চাউল, কাষ্ঠ ও অন্যান্য ভারতীয় পণ্য বিক্রয় করে। ইহাদের কেহ কেহ রাজস্ব সংগ্রহের ভার গ্রহণ করে এবং সকল প্রকারেই বিশেষ লাভবান্ হয়। পৌত্তলিক দালালও অনেক আছে—ইহারা ক্রয় বিক্রয়ে অত্যন্ত চতুর এবং বাক্যপটুও বটে।

গোয়ায় পৌত্তলিক চিকিৎসকও অনেক। ইহারা আতপ নিবারণার্থ পর্ত্তুগীজদের ন্যায় ছত্র ব্যবহার করে। দূত ও কতিপয় ধনী বণিক্ ব্যতীত অন্য কোন পৌত্তলিক এরূপ করে না। এই সকল চিকিৎসক কেবল যে তাহাদের স্বজাতি বা স্বদেশীয়গণকে চিকিৎসা করে তাহা নহে; ইহারা পর্ত্তুগীজদিগকেও চিকিৎসা করে। রাজপ্রতিনিধি, প্রধান ধর্ম্মযাজক এবং সন্ন্যাসিগণ পর্ত্তুগীজ চিকিৎসক অপেক্ষা ইহাদিগের প্রতি অধিক আস্থাবান্। এবম্প্রকারে ইহারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করে এবং ইহাদিগকে বিশেষ সম্মান ও আদর করা হয়।

গোয়ার নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের অধিবাসী এবং গোয়ার শ্রমজীবিগণ প্রধানতঃ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী; তবে ইহাদের ও পৌত্তলিকদের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই। কারণ প্রথমোক্তগণ তাহাদের কুসংস্কার পরিত্যাগ করে নাই। ইহারা কুসংস্কার কতক পরিমাণে আচরণ করিতে আদিষ্ট হইয়া থাকে; নতুবা ইহারা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী থাকিতে চাহে না এবং অন্য কেহই এরূপ না হইলে খৃষ্টধর্ম্মগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হয় না।

প্রত্যেক রাজপথেই "সরাফ" (৫) আছে। ইহারা ইহুদী। ইহারা সকল প্রকার হিসাব রক্ষণে সুদক্ষ এবং সকল দেশীয় মুদ্রার সহিতই পরিচিত। এতদ্দেশে এত জালমুদ্রা প্রচলিত যে ইহাদের সাহায্য-ব্যতীত কোন মুদ্রা গ্রহণ করা সুবিধাজনক নহে।

ভারতীয় পৌত্তলিকদের মধ্যে এরূপ প্রথা আছে যে কেহই স্বীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অপরের ব্যবসায় অবলম্বন বা অপর ব্যবসায়ীর গৃহে বিবাহ করিতে পারে না। এক ব্যবসায়াবলম্বী একই স্থানে বাস করে এবং কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি কোন্ ব্যবসায়ী তাহাই জিজ্ঞাসা করা হয় অর্থাৎ তিনি স্বর্ণকার, পরামাণিক, বণিক্, মৎস্যজীবী কি না।

ইহারা কন্যার বিবাহকালে অলঙ্কার ব্যতীত অন্য কোন যৌতুক প্রদান করে না, এবং বিবাহের সকল ব্যয় বহন করে; পুত্রই পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

এতদ্দেশীয় ঋতুগুলি এইরূপ:—কাম্বে হইতে কমরীন অন্তরীপ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের উপকূল ভাগে এপ্রিলমাসের (৬) শেষ দিবসে শীত ঋতু আরম্ভ হয়। সমুদ্র হইতে প্রবাহিত বায়ুই এই ঋতু আনয়ন করে। প্রারম্ভ কালে বজ্রপাত ও পরে অবিরত বৃষ্টিপাত হয়। সেপ্টেম্বর মাসে পুনর্ব্বার বজ্রপাত হইয়া এই শীত ঋতুর অবসান হয়। অনবরত বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া ও সেই সময়ে সমুদ্রে গমনাগমন করা যায় না বলিয়া এই ঋতুকে শীতঋতু বলে। কিন্তু, উষ্ণ কালকে (অর্থাৎ যে সময়ে ফল জন্মে), গ্রীষ্ম ঋতু বলে। এই সময়ে আকাশ পরিষ্কার থাকে বলিয়া ভারতবর্ষে এই

(৫) সরাফ—পোদ্দার।

(৬) ফ্রীচের ভ্রমণ বৃত্তান্ত ৪৮ পৃষ্ঠা ৭ পংক্তি

সময়কে গ্রীষ্ম বলা হয়। এই ঋতু অপেক্ষাকৃত শৈত্যপ্রধান ও স্বাস্থ্যকর। এই সময়ে পূর্ব্বদিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হয় বলিয়া রাত্রিকালে অত্যন্ত শীত বোধ হয়। এই সময়ে কোন বিশেষ ফল হয় না। বৎসরের অন্যান্য সময়ে যে ফল জন্মে এই গ্রীষ্ম ঋতুতেও সেই প্রকার ফল উৎপাদিত হয়। শীত ঋতু আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই প্রত্যেকেই আহার্য্য ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখে। সমুদ্র-মধ্যস্থ জাহাজগুলি নদীমধ্যে আনীত হয় ও তাহাদের সাজসজ্জা খুলিয়া লইয়া মাদুর দিয়া আচ্ছাদিত করিয়া রাখা হয়। নতুবা ঐ গুলি অতি বৃষ্টির জন্য পচিয়া যায়। শীত ঋতুতে এরূপ অবিরল ধারায় বৃষ্টিপাত হইতে থাকে যে, এগুলি অনাবৃত রাখিলে নিশ্চিতরূপে নষ্ট হইয়া যায়। শীতের প্রারম্ভে বন্দরের মুখে এরূপ বালুকা জমিতে থাকে যে, জাহাজাদি বন্দরে প্রবেশ বা বন্দর হইতে নির্গত হইতে পারে না। সমুদ্র এরূপ ভাবে গর্জ্জন করিতে থাকে যে কিছুই শ্রুত হয় না। পর্ব্বত হইতে অনবরত জল পতিত হয় বলিয়া নদীর জল সুমিষ্ট ও লোহিতবর্ণের হয়। কিন্তু, গ্রীষ্মকালে নদীর জল অত্যন্ত লবণাক্ত হয়। সেপ্টেম্বর মাসে শীত ঋতুর অবসান হইলে নদীমুখস্থ বালুকা সকল দূরীভূত হয় এবং সকল প্রকার জাহাজই নির্ভয়ে বন্দরে প্রবেশ করিতে পারে। শীত ঋতুতে এই দেশে বাস করা অত্যন্ত দুষ্কর; ব্যায়ামের কোন সুযোগ নাই এবং প্রতিবেশীদের সহিত ক্রীড়ায় সময়াতিপাত করিতে হয়। স্ত্রীলোক ও মাষ্টিকোসগণ এই কালে বিশেষ আনন্দোপভোগ করে। তাহারা, স্বামী ও ক্রীতদাসগণ-পরিবৃত হইয়া ও প্রচুর খাদ্য সহকারে উদ্যানে গমন করে। এই সকল উদ্যানে পুষ্করিণী আছে এবং তাহারা অবগাহন ও সন্তরণে বিশেষ আমোদ পায়। এই কালে ভারতীয় অধিকাংশ ফলই জন্মে।

সেপ্টেম্বর মাসে গ্রীষ্ম ঋতু আরম্ভ হইয়া এপ্রিল মাসের শেষ দিবসে অবসান হয়। এই সময়ে আকাশ পরিষ্কার থাকে এবং কদাচিৎ বৃষ্টি হয়। এই সময়ে সকল জাহাজ সজ্জিত হইয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়। রাজকীয় সৈন্যগণও এই সময়ে উপকূল ও বণিক্‌দিগকে রক্ষার্থ ব্রতী হয়। পূর্ব্বদিক হইতে বায়ুও প্রবাহিত হইতে থাকে। এই বায়ু মনোরম ও শীতল। তবে, প্রথম বাতাস প্রবাহিত হইবার কালে ও উহা শরীর স্পর্শ করিলে উহাতে অনেক ব্যাধি সৃষ্টি করে। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের ঋতু পরিবর্ত্তন কালে নানারূপ ব্যাধি হয়। এই বায়ু গ্রীষ্মকালে সর্ব্বদাই প্রবাহিত হয়। ইহা মধ্যরাত্রিতে আরম্ভ হইয়া দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত থাকে। তবে সমুদ্র হইতে দশ মাইল দূরে প্রবাহিত হয় না। দিবা দ্বিপ্রহর হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত পশ্চিমদিকের বায়ু প্রবহিত৷ হয়। এই বায়ু সমুদ্রমধ্য হইতে প্রবাহিত হইয়া দেশমধ্যে আসিয়া থাকে। এই উভয় প্রকার বায়ু ঠিক সময়েই প্রবাহিত হয় এবং এই উভয় বায়ু না থাকিলে অতিরিক্ত উষ্ণতার জন্য এই দেশে বাস করা অসম্ভব হইত।

ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যখন ভারতবর্ষের একদিকে অর্থাৎ ডিউ হইতে কমরীন্ অন্তরীপ পর্য্যন্ত শীত ঋতু থাকে, তখন করমণ্ডল উপকূলে গ্রীষ্মঋতু অনুভূত হয়। উভয় উপকূলের মধ্যে মাত্র ৭০ মাইল ব্যবধান এবং কোনস্থানে ২০ মাইল ব্যবধান ও উভয় স্থানই একই বৃত্তের অন্তর্গত। অধিক কি, কোচীন হইতে সেণ্ট টমাস্ এই উভয় স্থানই করমণ্ডল উপকূলে অবস্থিত হইলেও পর্ব্বতের একদিকে বর্ষা অপর দিকে পরিষ্কার আকাশ দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষের বহির্দ্দেশে ও আরব দেশের অর্ম্মাজে যখন গ্রীষ্ম কাল, অপর দিকস্থ অন্তরীপ তখন ঝটিকা ও বৃষ্টিপূর্ণ থাকে।

পূর্ব্বে যেরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, গোয়া এবং প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই ঋতু ও সময় পরিবর্ত্তনের সময় ব্যাধি ও পীড়ার আতিশয্য দৃষ্ট হয়। ঐদেশে "মর্ডেক্সিন্"(৭) নামক এক ব্যাধি আছে; এই ব্যাধিদ্বারা বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং এই ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি কদাচিৎ রক্ষা পায়। আমাদের দেশে যেরূপ প্লেগ, ভারতবর্ষে রক্তামাশয়ও তদ্রূপ। এতদ্দেশে অবিরাম জ্বরও আছে; এই জ্বরে এরূপ প্রদাহ হয় যে, পীড়িত ব্যক্তির ৪।৫ দিবসে মৃত্যু হয়। এই ব্যাধি অত্যন্ত অসাধারণ ও ভয়াবহ। রক্ত মোক্ষণ ব্যতীত পর্ত্তুগীজগণ অন্য কোন প্রতীকার জানে না। কিন্তু, ভারতীয়গণ ও পৌত্তলিকেরা চন্দন ও অন্যান্য দ্রব্য দ্বারা ব্যাধি মুক্ত হয়। অনাহারের জন্য বা বলকারক মাংস প্রভৃতির অভাবে অথবা অতিরিক্ত রতিক্রিয়ার জন্য প্রত্যেক বৎসর বহুসংখ্যক পর্ত্তুগীজ এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। রাজকীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রতিবৎসর পাঁচশত ব্যক্তি এই ব্যাধির জন্য চিকিৎসিত হয়। ভারতীয়গণের জন্য স্বতন্ত্র চিকিৎসালয় আছে। রাজকীয় চিকিৎসালয়ে জিস্যুইট ও অন্যান্য ভদ্রলোকগণ ব্যাধিগ্রস্তব্যক্তিকে বিশেষ তৎপরতার সহিত পরিচর্য্যা করেন। পরিদর্শনের জন্য প্রতিমাসে একজন করিয়া কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন এবং জিস্যুইটগণ পীড়িতের প্রার্থিত সকল দ্রব্যই দান করিয়া থাকেন এবং রাজনির্দ্ধারিত ব্যয় ব্যতীত তাঁহারা নিজ হইতে ৪।৫ শত ডুকাট এই কার্য্যের জন্য ব্যয় করেন।

এতদ্দেশে অর্শ ও অন্যান্য গোপনীয় ব্যাধিরও আতিশয্য দেখা যায়। কাহারও কাহারও চারি পাঁচবার এই শেষোক্ত প্রকারের ব্যাধি

(৭) "Mordexin."—ইহার বর্ত্তমান কোন নাম পাওয়া যায় না।

হয়, কিন্তু এতদ্দেশে ইহা দূষণীয় বলিয়া বিবেচিত হয় না। ভারতবর্ষে কদাপি প্লেগ হয় নাই এবং অধিবাসীরা প্লেগের বিষয় অবগতও নহে; কিন্তু বিষপ্রয়োগ ও যাদুগিরি—যদ্দ্বারা তাহারা তাহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট ও জীবন নাশ করে—তাহাদের দৈনিক কার্য্য। পাথুরি ও অণ্ডকোষ বৃদ্ধি ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্ট হয়। বিবাহিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে এই ব্যাধি অত্যধিক। দ্বিপ্রহরের পরে দুইঘণ্টা কাল ইহারা উদর অনাবৃত রাখে এবং সেই সময় একজন ক্রীতদাস ইহাদের পদ সেবা করে, একজন মস্তক টিপিয়া দেয়, তৃতীয় ব্যজনী সহকারে মক্ষিকা দূরীভূত করে। এই সময়ে ইহারা দিবানিদ্রাও উপভোগ করে। এবম্প্রকারে তাহারা দিবাভাগ অতিবাহিত করে এবং সেইজন্য ইহাদিগকে কুম্ভোদর বলে।

গ্রীষ্ম ও শীত ঋতুর দিবারাত্র একই প্রকার দীর্ঘ—বিশেষ প্রভেদ নাই। ছয়টার সময় সূর্য্য উদিত হয় এবং সন্ধ্যা ছয়টায় অস্তাচলে গমন করে। সাধারণতঃ দ্বিপ্রহরে সূর্য্য মস্তকোপরি থাকে এবং সে সময় দেহের ছায়া দৃষ্ট হয় না। গোয়ায় উভয় মেরুই দৃষ্ট হয়।

ভারতীয় পৌত্তলিকদের মধ্যে ব্রাহ্মণগণই সর্ব্বাপেক্ষা সাধু এবং তাঁহাদিগকেই সর্ব্বাপেক্ষা সম্মান করা হয়। রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মগুলি তাঁহারাই করেন। অধিকন্তু, তাঁহারাই পৈশাচিক মূর্ত্তি অথবা দেবতাগণের পুরোহিত ও উপাসনাকারী। ভারতবাসিগণের মধ্যে তাঁহাদের ক্ষমতা অপ্রতিহত। রাজা তাঁহাদের পরামর্শ ও সম্মতি ব্যতিরেকে কোন কর্ম্মই সম্পন্ন করেন না। যাহাতে সকলে ব্রাহ্মণ দিগকে সহজে চিনিতে পারে সেইজন্য ও অন্যান্য জাতিভুক্ত ব্যক্তি হইতে তাঁহাদিগের প্রভেদার্থ তাঁহারা স্কন্ধদেশ হইতে তিন চারিটী সূত্র বিলম্বিত রাখেন। জীবন বিপন্ন হইলেও তাঁহারা এই সূত্র পরিত্যাগ করেন না।

তাঁহাদের ব্যবসায় ও ধর্ম্মে ইহা কিছুতেই অনুমোদন করে না। কটীবন্ধে সামান্য একখানি বস্ত্র ব্যতীত তাঁহাদের অন্যান্য শরীর অনাবৃত থাকে (৮)। অন্যত্র গমন কালে তাঁহারা অন্যান্য ভারতবাসীর ন্যায় সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্রের অঙ্গাবরণ বা কাব্বা ব্যবহার করেন (৯)। মস্তকে তাঁহারা একখণ্ড শুভ্র বস্ত্র ব্যবহার করেন; ইহা কেশ আবৃত রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইঁহারা স্ত্রীলোকদের ন্যায় দীর্ঘ বেণী রাখেন। অন্যান্য ভারতীয়ের ন্যায়, ইঁহারা কর্ণে সুবর্ণের অঙ্গুরীয় পরিধান করেন। ইঁহারা কোন জীবদেহ ভোজন করেন না (১০)—কেবল ফলমূল ও চাউল আহার করেন। পীড়িত হইলে ইঁহারা রক্তক্ষরণ করেন না; কেবল ঔষধি ও মলম প্রয়োগে ও চন্দন এবং অন্যান্য সুগন্ধি কাষ্ঠ ব্যবহারে আরোগ্যলাভ করেন। গোয়া ও সমুদ্রের উপকূলে অনেক ব্রাহ্মণ আছেন; ইঁহারা মসলা ও ঔষধ বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। কিন্তু, ইঁহাদের বিক্রীত ঔষধ উত্তম নহে। ইঁহারা হিসাব রক্ষণে অত্যন্ত পটু এবং এরূপ ধূর্ত্ত যে মিথ্যা হিসাব লিখিয়া অন্যান্য ভারতবাসীকে প্রতারণা করেন।

গৃহের বহির্দ্দেশে গমন কালে, সর্ব্বপ্রথমে যে দ্রব্য দর্শন করেন, ইঁহারা সেই দ্রব্যকেই পূজা করেন। স্ত্রীলোকগণ বহির্ভাগে গমনকালে মাত্র একখানি বস্ত্র ব্যবহার করেন; ইহা তাঁহাদের মস্তক হইতে জানু পর্য্যন্ত আবৃত রাখে; অন্যান্য স্থান অনাবৃত থাকে। স্ত্রীলোকে নাসিকায়, পদে, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে, গলদেশে ও বাহুতে অঙ্গুরীয় পরিধান করে। প্রত্যেক

(৮) ফীচ, ৫৯ পৃষ্ঠা ৬ ও ৭ লাইন দ্রষ্টব্য।

(৯) ফীচ, ৫৩ পৃষ্ঠা ৫ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(১০) ফীচ ও লিন্‌সোটেন্ পুনঃ পুনঃ এই কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

হস্তে সামর্থ্যানুযায়ী রৌপ্য বা গিল্টির বলয় ব্যবহার করা হয়। সাধারণে হস্তে কাচের বলয় ধারণ করে। বালিকার সাত বৎসর বয়ঃক্রমে, নয় বৎসরের বালকের সহিত বিবাহ হয় (১১); কিন্তু স্ত্রী সন্তানবত্নী হইবার উপযুক্তা না হইলে, স্বামী স্ত্রী একত্র হইতে পারে না। কোন ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে তাঁহার বন্ধু বান্ধবগণ একত্র হইয়া মৃত্তিকায় গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে প্রচুর কাষ্ঠ ও অন্যান্য দ্রব্য নিক্ষেপ করে। যদি ঐ ব্যক্তি ধনশালী হয় তবে ঐ গর্ত্তে চন্দন, নানাপ্রকার সুগন্ধি মসলা, চাউল ও শস্যাদি, ও অগ্নি সুপ্রজ্জ্বলিত রাখিবা জন্য উহাতে প্রচুর পরিমাণে তৈল নিক্ষিপ্ত হয়। তৎপরে, তাহারা মৃত ব্রাহ্মণকে ঐ গর্ত্তে স্থাপন করে। পরে, তাহার স্ত্রী স্বজনগণ-পরিবেষ্টিতা হইয়া ও বাদ্যধ্বনি সহকারে তথায় উপস্থিত হইয়া থাকেন। স্বজনগণ, মৃত ব্যক্তির প্রশংসা সূচক গীত ও স্বামীর অনুগমন করিতে বিধবাকে প্ররোচিত করে। তখন তিনি স্বীয় অলঙ্কারগুলি অবয়ব হইতে উন্মোচন করিয়া বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বিতরণ করিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে কাষ্ঠ ও তৈল দ্বারা আবৃত করা হয় এবং স্বামীর সহিত তাঁহাকেও ভস্মীভূতা করা হয়। সময় সময় এরূপ ঘটে যে, স্ত্রী স্বামীর অনুসরণ করিতে অস্বীকার করেন। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার মস্তক মুণ্ডন করা হয়। সেই সময় হইতে তিনি আর অলঙ্কার পরিধান করিতে পারেন না। তাঁহাকে নিন্দনীয় হইতে হয় এবং অসতী বলিয়া তাঁহাকে ঘৃণা করা হয়।

এই ব্রাহ্মণগণ বৎসরে অনেক দিন উপবাসী থাকেন। এই সকল দিবসে ইঁহারা কিছুই গ্রহণ করেন না এবং কোন কোন সময় ইঁহারা

(১১) ফীচ ৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ক্রমান্বয়ে ৩।৪ দিবস উপবাসী থাকেন। ইঁহাদের মন্দির ও দেবতা আছে। ইঁহারাই ঐ সকল দেবতার পূজা করেন এবং দেবতাদিগের জনসমাজকে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ইঁহারা বলেন যে, ঐ সকল দেবতা পূর্ব্বজন্মে পৃথিবীর মনুষ্য ছিলেন এবং পবিত্র জীবনের জন্য পুরস্কার স্বরূপ স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল কদাকার মূর্ত্তিকে তাঁহারা পূজা করেন এবং দৃঢ়চিত্তে বিশ্বাস করেন যে, ইঁহাদের পূজাদ্বারাই তাঁহারা জগদীশ্বরকে লাভ করিবেন। ইঁহারা ইহাও বিশ্বাস করেন যে, একটী সর্ব্বশক্তিমান ভগবান আছেন এবং এই ভগবানই সকল শাসন করেন। ইঁহারা আত্মার অবিনশ্বরত্ব স্বীকার করেন এবং ইহাও বিশ্বাস করেন যে, মনুষ্য ও পশু নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে অপর পৃথিবীতে গমন করে। পাইথাগোরাস এইরূপ শিক্ষা দিতেন এবং ইঁহারা পাইথাগোরাসেরই শিষ্য।

গুজরাটী ও বানিয়াগণ কাম্বেদেশের লোক। ইহাদের অধিকাংশই বাণিজ্যার্থ গোয়া, ডিউ, চৌল, কোচীন্ ও ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে বাস করে। ইহারা শস্য, কার্পাস-বস্ত্র, চাউল ও অন্যান্য পণ্য, বিশেষতঃ মূল্যবান প্রস্তরের ব্যবসায় করে। ইহারা হিসাব রক্ষায় অত্যন্ত চতুর; এরূপ চতুর যে ইহারা ইহুদী, পর্ত্তুগীজ ও অন্যান্য জাতিকে এবিষয়ে পরাজিত করিতে পারে। ইহারা সকলকেই প্রতারিত করে। ইহারাও কোন জীবদেহ আহার করে না। ইহার কারণ এই ইহারা দৃঢ় বিশ্বাস করে যে, প্রতেক প্রাণীরই আত্মা আছে এবং পাইথাগোরাসের বিধানানুযায়ী মনুষ্যের পরেই অন্যান্য প্রাণীর স্থান। কোন কোন সময় ভারতে খৃষ্টীয়ান বা পর্ত্তুগীজদের নিকট হইতে কুক্কুট বা অন্যান্য জন্তু ক্রয় করে এবং ক্রয় করিয়া ইহাদিগকে মুক্তি প্রদান করে।

কাম্বেদেশে একটী প্রচলিত আচার আছে। রাজপথেও পশুপক্ষীর

আহারের জন্য জলপাত্র ও শস্য রক্ষিত হয়। কাম্বের সর্ব্বত্রই পশু ও পক্ষীর সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি নিরাকরণের জন্য চিকিৎসালয় রহিয়াছে এবং এই সকল আর্ত্ত পশুপক্ষী আরোগ্য লাভ করিলে ইহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হয় (১২)। এরূপ কার্য্যকে কাম্বের অধিবাসীরা পুণ্যকার্য্য বলিয়া

(১২) এই প্রসঙ্গে পর্য্যটক ফা-হিয়ান বর্ণিত পাটলিপুত্রের দাতব্য চিকিৎসালয়ের (সমসাময়িক ভারত, অষ্টম খণ্ড, ৯১ পৃষ্ঠা) কথা স্মরণ করা কর্ত্তব্য। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ বলিয়াছেন "The animal hospitals which still exist at Ahmadabad, Surat and many other towns in Western India, may be regarded as either survivals or copies of the institutions founded by the Maurya monarch." অর্থাৎ সুরাট, আহম্মদাবাদ প্রভৃতি স্থানে যে এখনও পশু চিকিৎসালয় দৃষ্ট হয় সে গুলিকে মৌর্য্যসম্রাট্ অশোক প্রতিষ্ঠিত পশু-চিকিৎসালয় সমূহের অনুকরণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। (Vincent Smith. Early History of India: 3rd. Edition. P183.) হ্যামিল্টন্ নামক পর্য্যটকও বলিয়াছেন "When an animal broke a limb, or was otherwise disabled, his owner brought him to the hospital, where he was received without regard to the caste or nation of his master. In 1772, this hospital contained horses, mules, oxen, sheep, goats, monkeys, poultry, pigeons, and a variety of birds; also an aged tortoise, which was known to have been there seventy-five years. The most extraordinary ward was that appropriate for rats, mice, bugs and other noxious vermin, for whom suitable food was provided" (Hamilton: Description of Hindustan Vol. 1. P718). অর্থাৎ কোন জন্তুর অঙ্গহানি হইলে পশুস্বামী তাহাকে চিকিৎসালয়ে আনয়ন করিত এবং তথায় পশুর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইত। ১৭৭২ সালে এই চিকিৎসালয়ে অশ্ব, অশ্বতর, ষণ্ড, মেষ, বানর, পারাবত ও অন্যান্য পক্ষী ছিল। একটী বৃদ্ধ

পরিগণিত করে। ইহারা মক্ষিকা বা উৎকূণেরও প্রাণ হরণ করে না এবং যাহাতে ঐরূপ না করা হয়, তজ্জন্য নানারূপে প্রার্থনা করিতে থাকে। জগদীশ্বর যাহাকে শরীর ও আত্মা প্রদান করিয়াছেন, তাহাকে হত্যা করা ইহারা অত্যন্ত দূষণীয় মনে করে। বস্তুতঃ, এরূপ একটী ক্ষুদ্র কীটকে হত্যা হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইহারা প্রচুর অর্থ প্রদান করে। ইহারা শালগম, পলাণ্ডু, রসুন অথবা যে সকল মূলের বর্ণ লোহিত, তাহা গ্রহণ করে না, এবং ডিম্বে রক্ত আছে বলিয়া ইহাও তাহারা গ্রহণ করে না। ইহারা মদ্য বা সির্কা পান করে না, মাত্র জল ব্যবহার করে। অনেক সময় এরূপ ঘটে যে, তাহারা পর্ত্তুগীজ জাহাজে গোয়া হইতে কোচীনে দ্রব্যাদি আনয়নার্থ গমনাগমন করে। তাহারা আবশ্যকীয় খাদ্যাদি সঙ্গে করিয়া লয় কিন্তু যদি নির্দ্ধারিত সময়াপেক্ষা অধিক সময় পথে

কচ্ছপও ছিল; সে এই স্থানে ৭৫ বৎসর বাস করিতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, একটী বিভাগে মূষিক, ছারপোকা প্রভৃতির থাকিবার স্থান ছিল এবং ইহাদেরও আহারের ব্যবস্থা করা হইত। ফা-হিয়ান বর্ণিত দাতব্য চিকিৎসালয় সম্বন্ধে ভিনসেণ্ট স্মিথ যাহা বলিয়াছেন তাহাতে ভারতবাসীমাত্রেই গৌরবানুভব করিতে পারেন।—"It may be doubted if any equally efficient foundation was to be seen elsewhere in the world at that date; and its existence anticipating the deeds of modern christian charity, speaks well both for the character of the citizens who endowed it, and for the genius of the great Asoka, whose teaching still bore such wholesome fruit many centuries after his decease." অর্থাৎ পৃথিবীর কোন স্থানেই এই সময়ে এরূপ অনুষ্ঠান দৃষ্ট হইত না। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লিখিত হইতে পারে যে, ইউরোপের সর্ব্বপ্রথম চিকিৎসালয় সম্রাট্ কনষ্টাণ্টাইনের রাজত্বকালে (২৭৯-৩৩৭) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

অতিবাহিত হয় তবে তাহারা অনাহারে ও তৃষ্ণায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তথাপি খৃষ্টীয়ান দত্ত আহার্য্য গ্রহণ করে না। ব্রাহ্মণগণের ন্যায় ইহারা আহারের পূর্ব্বে ও মলমূত্র ত্যাগের পরে স্নান করে। ইহাদের বর্ণ অনেক পরিমাণে ব্রাহ্মণগণের ন্যায় পীতাভ, তবে অপেক্ষাকৃত শ্বেতাভ। ইহাদের মধ্যে পর্ত্তুগীজ স্ত্রীলোক অপেক্ষা সুন্দরী স্ত্রীলোক আছে। এই সকল গুজরাটীগণের বর্ণ ইউরোপীয়ান্‌গণের ন্যায়। ইহারা সূক্ষ্ম শ্বেত অঙ্গাবরণ ব্যবহার করে। ইহাদের পাদুকা লোহিত চর্ম্মের—পাদুকার অগ্রভাগ সূক্ষ্ম এবং বড়শীর ন্যায় বক্র, শ্মশ্রু তুরকীদের ন্যায় কামান এবং ইহারা ব্রাহ্মণগণের ন্যায় ৩।৪ ভাঁজ করিয়া মস্তকে শুভ্র বস্ত্র বন্ধন করে। ইহারা কেশের নিম্নভাগে কপালের উপর একটী তারকা ব্যবগার করে এবং চন্দনের সহিত জল ও ৩।৪ গ্রেণ চাউল মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতে ঐ তারকা পরিষ্কার করে। ব্রাহ্মণগণও এইরূপ আচরণ করে। ইহারা সাধারণতঃ অবয়বে চন্দন ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করে। সকল ভারতবাসীই এইরূপ করে। ইহাদের স্ত্রীলোকগণ ব্রাহ্মণদের স্ত্রীলোকগণের ন্যায় বস্ত্র পরিধান করে। ইহারা মুসলমান ও অন্যান্য ভারতবাসীর ন্যায় মৃত্তিকার উপরে উপবেশন করিয়া আহার করে। গৃহে বা সভায় ইহারা মাদুর বা কার্পেটের উপরে উপবেশন করে এবং সর্ব্বদাই গৃহের বহির্ভাগে পাদুকা রাখিয়া গৃহমধ্যে গমন করে। ইহাদের আরও সহস্রাধিক কুসংস্কার আছে—উহা বর্ণনা করিবার আবশ্যক নাই।

অনেক দাক্ষিণাত্যবাসীও গোয়ায় বাস করে। ইহাদের পরিচ্ছদও গুজরাটবাসীদের ন্যায়; তবে ইহাদের পাদুকা বিভিন্নপ্রকারের। ইহারা দীর্ঘ কেশ ও দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখে; ইহারা উহা কর্ত্তন করে না। বর্ণে ও আকারে ইহারা গুজরাটী ও ব্রাহ্মণদের ন্যায়। ইহারা গো, মহিষ,

গৃহপালিত শূকর, মৎস্য ও মাংস ব্যতীত সকল দ্রব্যই আহার করে। ইহারা ষণ্ড, গো ও মহিষকে পবিত্র বলিয়া গণ্য করে এবং এই সকল জন্তুকে বিশেষ যত্ন করে এবং নিজেরা যে খাদ্য গ্রহণ করে, ইহাদিগকেও সেইরূপ খাদ্য প্রদান করে। ইহাদের মলত্যাগ কালে, উহারা পুচ্ছের নিম্নদেশে হস্ত ধারণ করিয়া মল গ্রহণ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করে। রাত্রিকালে উহারা গৃহপালিত পশুগুলির সহিত একই গৃহে শয়ন করে। বলিতে কি, উহারা পশুদিগকে মনুষ্যেরই ন্যায় বিবেচনা করে এবং মনে করে যে উহাদের পরিচর্য্যা করিয়া ঈশ্বরের আদেশ প্রতিপালন করিতেছে। আহারে, গৃহে উপবেশন কালে, স্নানে, শৌচে ও অন্যান্য আচারব্যবহারে ইহারা ব্রাহ্মণ ও গুজরাটীদের ন্যায়। সাত বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইহাদের বিবাহের চুক্তি হয় ও একাদশ কি দ্বাদশ বৎসর বয়সে স্ত্রীপুরুষ বিবাহিত হইয়া একত্র বাস করে। বিবাহের এক পক্ষ পূর্ব্বে হইতেই ইহারা তুরী, ঢক্কা ও অগ্নি সহকারে শব্দ করিতে থাকে। এই একপক্ষ কাল দিবারাত্র গীতবাদ্য এরূপ ভাবে চলিতে থাকে যে, অন্য কিছুই শ্রুত বা দৃষ্ট হয় না। বিবাহ দিবসে উভয়পক্ষের স্বজনবর্গ একত্র হইয়া অগ্নিকুণ্ডের চারিপার্শ্বে উপবেশন করে ও পরে উহা সাতবার প্রদক্ষিণ করে। এইরূপে বিবাহ ব্যাপার সমাধা হয়। মাতাপিতা কন্যাকে সংসারে ব্যবহার-জন্য বলয়, ইয়ারিং এবং অন্যান্য অল্প মূল্যের দ্রব্যাদি যৌতুক স্বরূপ প্রদান করেন। স্বামী ইহাতে সন্তুষ্ট থাকে, কারণ, কন্যা পিতৃধনে উত্তরাধিকারী নহেন—পুত্রই পিতার সকল ধন অধিকার করেন ; তবে পিতা পুত্র, ভগিনী ও কন্যাগণের বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করেন। ইহাদিগকে দাহ করা হয় এবং গৃহস্বামীর মৃত্যু হইলে সাধারণতঃ স্ত্রী সহমৃতা হয়। তবে, ব্রাহ্মণদের

ন্যায় ইহাদের মধ্যে এই আচারের ঐরূপ বাহুল্য দৃষ্ট হয় না। প্রত্যেকেই নিজ পিতার ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকে এবং স্বব্যবসায়ীর কূলে বিবাহ করে। ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় ইহাদেরও উপবাসের ব্যবস্থা আছে। ইহারা পর্ত্তুগীজদের ভূমি ইত্যাদি ভাড়া লয় এবং পর্ত্তুগালাধিপতির অধিকৃত বার্দেস, সালসীট্ ও গোয়াদ্বীপের রাজস্বসংগ্রহের ভার লইয়া থাকে। আদালতে ইহারা ব্যবহারজীবের সাহায্য গ্রহণ করে না। ইহারা নিজেরাই মোকদ্দমা পরিচালনাদি করিতে পারে এবং ইহাদের বুদ্ধিতে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হই। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবার কালে ইহারা ভস্মের বৃত্তের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া মস্তকে যৎসামান্য ভস্ম স্থাপন করে এবং এক হস্ত মস্তকোপরি ও অন্য হস্ত বক্ষোপরি রাখিয়া দেবতার নাম লইয়া সত্য কথা বলিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। ইহারা মনে করে যে, এরূপ করিয়া মিথ্যা কহিলে নরকগামী হইতে হয়।

কানারীন্‌গণ ভূমি কর্ষণ, মৎস্যজীবীর কার্য্য ও এবম্প্রকার নানা কর্ম্ম করে। ভারতবর্ষের মধ্যে ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণিত ও দরিদ্র; ইহারা কায়ক্লেশে জীবিকানির্ব্বাহ করে। ইহারা গো, ষণ্ড, মহিষ, বরাহ ও কুক্কুট মাংস ব্যতীত সকল দ্রব্যই আহার করে; ধর্ম্মে ও আচারে ইহারা দাক্ষিণাত্য-বাসিগণের ন্যায়। ইহারা গোপনীয় স্থান আবৃত রাখিয়া শরীরের অন্যান্য অংশ উলঙ্গ রাখে। স্ত্রীলোকগণ নাভির নিম্ন হইতে জানু পর্য্যন্ত বিস্তৃত ক্ষুদ্র বস্ত্র ব্যবহার করে। এই বস্ত্রেরই অন্যাংশ স্কন্ধদেশ ও বক্ষের অর্দ্ধাংশ আবৃত রাখে। ইহারা দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, অনেকেই খৃষ্টীয়ান্, এবং ইহারা সমুদ্র-তীরে বাস করে। তাল বৃক্ষ সমুদ্রতীরে বা নদীকূলে জন্মে। নিম্নভূমিতে ধান্য বপন করা হয়; এই ভূমি শীত ঋতুতে জলে আবৃত থাকে। কানারীন্‌দের চাউলই সম্বল। ইহারা কুক্কুট, ফল, দুগ্ধ, ডিম্ব

ও অন্যান্য দ্রব্য নগরে লইয়া যাইয়া বিক্রয় করে। ইহারা খড়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ করে; গৃহের দ্বার গুলি এত নীচু যে বুকে হাঁটিয়া প্রবেশ ও বহির্গমন করিতে হয়। ইহারা মাদুরে শয়ন করে; গর্ত্তের মধ্যে রাখিয়া ধান্য হইতে তুষ বাহির করে এবং ইহাদের ভাত সিদ্ধ করিবার জন্য দুই একটী পাত্র আছে। ইহাই তাহাদের তৈজস। বস্তুতঃ পক্ষে তাহারা কি করিয়া জীবন ধারণ করে উহাই আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের গৃহগুলি সন্তান সন্ততি পূর্ণ; সন্তানগুলি সাতবৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত উলঙ্গাবস্থায় থাকিয়া পরে ক্ষুদ্র বস্ত্রদ্বারা গোপনীয় স্থান আবৃত করে। এক সময়ে আমি ও আমার কয়েকটী বন্ধু ভ্রমণোদ্দেশ্যে ক্ষেত্রে ও যে স্থানে কানারীন্‌গণ বাস করে তথায় গমন করিয়াছিলাম। তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া আমি জলপানার্থ একটী কুটীরের দ্বারমধ্যে মস্তক প্রবেশ করাইয়া জল প্রার্থনা করিলে দেখিতে পাইলাম যে, গৃহমধ্যে একাকিনী একটী স্ত্রীলোক কটীবন্ধে দৃঢ় করিয়া নিজ বস্ত্র বন্ধন করিতেছে। তাহার সম্মুখে কাষ্ঠের একটী জলপূর্ণ গামলা রহিয়াছে এবং তন্মধ্যস্থ জলদ্বারা সে সদ্যঃপ্রসূত শিশুকে ধৌত করিতেছে—বিনা সাহায্যে সে এই শিশু প্রসব করিয়াছে। ধৌত করিয়া সে শিশুটীকে উলঙ্গাবস্থায় বৃহৎ একটী ডুম্বুর পত্রের উপর স্থাপিত করিয়া আমাকে কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিল। আমি তাহার অবস্থা দেখিয়া জল পানে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া অন্য একটী গৃহে জলপানার্থ গমন করিলাম এবং অল্পক্ষণ পরেই সেই স্ত্রীলোকটীকে ঐ স্থান দিয়া গমন করিতে দেখিলাম। বোধ হইল যেন তাহার কিছুই ঘটে নাই। শিশুদিগকে উলঙ্গাবস্থাতেই লালনপালন করা হয়; ইহাদিগকে অন্য কোনরূপে পরিচর্য্যা করা হয় না, কেবল মধ্যে মধ্যে সামান্য একটু শীতল জল দ্বারা ধৌত করা হয়। তথাপি

এই দেশীয় ব্যক্তিগণ শতবর্ষকাল জীবিত থাকে অথচ একদিবস শিরঃপীড়া বা দন্তপীড়া ভোগ করে না অথবা ইহাদের দন্তও পড়িয়া যায় না। ইহারা মস্তকের মধ্যদেশে একগুচ্ছ দীর্ঘ কেশ রাখে; অন্যকেশ কর্ত্তন করে কিন্তু এই গুচ্ছটীতে তাহারা হস্তক্ষেপ করে না। ইহারা সন্তরণে এবং ডুবদিতে অত্যন্ত সুদক্ষ। ইহারা নদীতে "আলমাদিয়া" নামক নৌকায় গমনাগমন করে। এই নৌকা দীর্ঘ কাষ্ঠখণ্ড হইতে প্রস্তুত হয়, ও অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। নদী পার হইতে এই নৌকা ২।৩ বার উল্টাইয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে তাহারা জলে নামিয়া নৌকা ঠিক করিয়া লইয়া থাকে। ইহারা এরূপ ঘৃণিত জীবন বহন করে যে, একটী পয়সার জন্য বেত্রাঘাত সহ্য করে। ইহারা এত স্বল্পাহারী যে মনে হয়, ইহারা বাতাস খাইয়া জীবন ধারণ করে। ইহারা অত্যন্ত কৃশ, দুর্ব্বল, কাপুরুষ এবং এই জন্য পর্ত্তুগীজগণ ইহাদিগকে কুক্কুর এবং পশুর ন্যায় দুর্ব্ব্যবহার করে।

বিবাহ ও মৃত্যুতে, ধর্ম্ম ও আচারে ইহাদিগের আচরণ দাক্ষিণাত্য-বাসীদিগের ন্যায়। মৃতদেহ দাহ করা হয় এবং স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রী কেশ কর্ত্তন করিয়া অলঙ্কার ভাঙ্গিয়া ফেলে। ইহাদের অধিক অলঙ্কার নাই, যাহা আছে তাহাও কাচের।

ভারতবর্ষে অনেক আরব-বাসী ও আবিসিনিয়ান্ আছে। আরববাসী মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। আবিসিনিয়ান্দের কেহ মুসলমান, কেহ খৃষ্টীয়ান। আবিসিনিয়ান্দের চারিটী করিয়া ক্রস্ চিহ্ন আছে; নাসিকার উপরে উভয় চক্ষুর মধ্যস্থলে একটী, দুই গণ্ডস্থলে দুইটী, ও চতুর্থটী ওষ্ঠ হইতে চিবুক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আরববাসী ও আবিসিনিয়ান্দের মধ্যে যাহারা স্বাধীন তাহারা নাবিক ও সমুদ্রে যাতায়াত করে। পর্ত্তুগীজগণ পর্ত্তুগীজ-জাহাজে সাধারণ নাবিকের কার্য্য করিলেও, ভারতবর্ষে আসিয়া এরূপ কার্য্যকরা

হীন মনে করে এবং তজ্জন্য তাহারা এতদ্দেশে আসিয়া জাহাজ পরিচালক ও "সুখানি"র কার্য্য করে। এই সকল আরববাসী ও আবিসিনিয়ানগণ স্বল্প বেতনেই কার্য্য করে এবং অনেক সময়ে ইহাদিগকে কুক্কুরের ন্যায় পীড়ন করা হয়। ইহারাও তাহা ধীর ভাবে সহ্য করে, বিন্দু মাত্রও প্রতিবাদ করে না। যে সকল জাহাজে ইহারা কর্ম্ম করে, সেই সকল জাহাজেই নিজ নিজ পরিবার রাখে। ইহারা ভাত ও লবণাক্ত মৎস্য ভক্ষণ করে। উহাদের স্ত্রীপুত্রেরাও জাহাজে গমন করে, কারণ গ্রীষ্মকালেই এই সকল জাহাজ গমনাগমন করে এবং সে সময় ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে না। এই সকল জাহাজে সাধারণতঃ জাহাজের অধ্যক্ষ এবং তরী পরিচালক একজন কি দুইজন পর্ত্তুগীজ থাকে। এতদ্ব্যতীত আরব দেশীয় একজন অধ্যক্ষ থাকে; ইহাকে "মোকাডন্" বলা হয় এবং এবং এই ব্যক্তিই আরব দেশীয় ও আবিসিনিয়ান্ নাবিকদের অধ্যক্ষ। মোকাডন্ ইহাদিগকে ভৃত্য বা ক্রীতদাসের ন্যায় ব্যবহার করে।

এই ব্যক্তিই জাহাজের স্বত্বাধিকারীদের সহিত নাবিকের সংখ্যা সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করে এবং নাবিকদের মাসিক বেতন গ্রহণ করিয়া তাহাদের সহিত ভিন্ন ব্যবস্থা করে। জাহাজগুলি সমুদ্র মধ্যে জলের পিপা ব্যবহার করে না; ইহাদের জলের পিপা নাই; তৎপরিবর্ত্তে ইহারা চতুষ্কোণ চৌবাচ্চা ব্যবহার করে। জাহাজের অধ্যক্ষ, পরিচালক, বণিক্, যাত্রী প্রত্যেকে নিজের খাদ্য নিজেই সংগ্রহ করিয়া রাখে।

[অতঃপর, লিন্‌সোটেন্ মোজাম্বিক ও ইথিওপিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা অনাবশ্যক বোধে পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করা হইল না।]

মালাবারগণ গোয়া ও কমরীন অন্তরীপের মধ্যবর্ত্তী সাগর-উপকূলে বাস করে। এই দেশেই মরিচ জন্মে। ইহাদের ভাষা স্বতন্ত্র এবং

ইহাদের দেশ অনেকগুলি রাজ্যে বিভক্ত। পুরুষ ও স্ত্রীগণ কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত্র ব্যবহার করে। ইহারা বলবান, অহঙ্কারী, উদ্ধত। ইহারা কৃষ্ণবর্ণ হইলেও ইহাদের ত্বক ও কেশ চিক্কণ। ইহারা শরীরে ও কেশে তৈল মর্দ্দন করে। ইহারা দীর্ঘকেশ রাখে। ইহাদের মুখমণ্ডল, শরীর ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইউরোপীয়দের ন্যায়; কেবল বর্ণে বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত অসতী।

ইহাদের গৃহাদি সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই। ইহাদের আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম পৌত্তলিকদের ন্যায়। মালাবারদের মধ্যে দুই প্রকার জাতি আছে। অভিজাতীয়গণ নেয়ার অর্থাৎ সৈন্য—ইঁহারা কেবল অস্ত্র পরিচালনা করেন। অন্যগুলি পলিয়স্—ইহারা অস্ত্রধারণ করিতে পারে না। নেয়ারগণ যেথানেই থাকুন না কেন, রাজাদেশ প্রাপ্তিমাত্র তাঁহাদিগকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। তাঁহাদের কেহ কেহ সদাসর্ব্বদা দক্ষিণ হস্তে উন্মুক্ত তরবারী ও বাম হস্তে দীর্ঘ ঢাল বহন করেন। এই সকল ঢাল গুলি পাতলা এবং ইহাদ্বারা তাঁহারা সম্পূর্ণ শরীর রক্ষা করিতে পারেন। এই ঢাল বহনে ইঁহারা এরূপ অভ্যস্ত যে, ইহাতে কোন অসুবিধা বোধ করেন না। ভ্রমণ কালে ইঁহারা তরবারীর বাটদ্বারা ঢালে আঘাত করিয়া শব্দ করিতে থাকেন। কেহ কেহ স্কন্ধে ধনুক ও বিষাক্ত তীর বহন করেন। এই তীর ও ধনুক ব্যবহারে তাঁহারা সুদক্ষ। কেহ বর্শা, কেহ বন্দুকও সঙ্গে রাখেন। ইঁহারা বন্দুক ছাড়িতে এরূপ পরিপক্ক, যে পর্ত্তুগীজগণও ইঁহাদের সমকক্ষ নহেন। দিবারাত্র, যথায়ই ইঁহারা গমন করুন না কেন, ইঁহারা কিছুতেই অস্ত্রবিহীন হন না। ইঁহাদের কেহই বিবাহিত নহেন এবং কেহ বিবাহ করিতেও পারেন না। এই সকল নেয়ারগণ রাজপথে গমন কালীন 'পো' 'পো' শব্দ করিতে

থাকেন। এই শব্দে তাঁহারা অপর লোককে সাবধান হইতে বলেন। পলিয়স্ শ্রেণীভুক্ত কোন ব্যক্তি এই শব্দে স্থান ত্যাগ না করিলে ও কোন প্রকারে নেয়ারের গাত্র স্পর্শ করিলে, নেয়ার ইচ্ছাপূর্ব্বক উহাকে হত্যা করিতে পারেন এবং সে জন্য কেহই তাহাকে দায়ী করিতে পারে না। কোন নেয়ারকে পলিয়স্ বা অন্য কোন জাতিভুক্ত ব্যক্তি স্পর্শ করিলে নেয়ারকে স্নান ও অন্যান্য আচারাদি সহ শরীর পরিষ্কার করিতে হয়। কোন খৃষ্টীয়ানও নেয়ারকে স্পর্শ করিতে পারে না। পর্ত্তুগীজগণ যখন সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষে আগমন করে, তখন শান্তিরক্ষার্থ কোচীনে ইহা স্থিরীকৃত হয় যে, দুই পক্ষের দুই জনে দ্বন্দযুদ্ধ করিবে এবং যে জয়লাভ করিবে তাহার জাতিই প্রাধান্য লাভ করিবে; এই যুদ্ধে পর্ত্তুগীজ যোদ্ধা জয়লাভ করাতে নির্দ্ধারিত হয় যে, নেয়ারগণ রাজপথে পর্ত্তুগীজ দেখিলে স্থানত্যাগ করিবেন। নেয়ারগণ দীর্ঘ নখ রাখেন এবং ইহাদ্বারাই তাঁহাদের ভদ্রত্ব প্রমাণিত হয়।

নেয়ারদের অধ্যক্ষগণ কনুইয়ের নিম্নে, স্বুবর্ণ বা রৌপ্যের বলয় বা অঙ্গুরীয় ব্যবহার করেন। ইঁহাদের শাসনকর্ত্তা, দূত ও নরপতিগণও এইরূপ অলঙ্কার পরিধান করেন। ইহা দ্বারাই তাঁহারা অন্যলোক হইতে চিহ্নিত হইয়া থাকেন; অন্য কোন প্রভেদাত্মক চিহ্ন নাই। নেয়ারদের অধ্যক্ষ, নরপতি বা অন্যান্য দলপতিগণের অন্যত্র গমনাগমন কালে অন্যান্য নেয়ারগণ তাঁহাদের সমভিব্যাহারী হয়। ইঁহারা সুদক্ষ ও বলবান সৈন্য এবং অপরকে ভীষণভাবে আক্রমণ করিতে পারেন এবং অত্যন্ত প্রতি-হিংসা পরায়ণ। জলযুদ্ধ বা স্থলযুদ্ধ কালে যদি কোন নেয়ার বর্শাবিদ্ধ হন, তবে তিনি সহজে পরাজয় স্বীকার করেন না; দুই হস্তদ্বারা বর্শা শরীর হইতে উন্মুক্ত করিয়া শত্রুর প্রতি প্রতিহিংসা সাধনে চেষ্টা করেন।

রাজা প্রকাশ্যে কোন নেয়ারকে হত্যা বা তাঁহার বিচার করিতে অক্ষম ; যদি কেহ প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, তবে তিনি অন্য নেয়ার গণকে উহার প্রাণহত্যার জন্য নিযুক্ত করেন। যে স্থানে নেয়ারগণ বাস করেন, তথায় তাঁহারা একটী গর্ত্ত বা কূপখনন করেন। এই জলপূর্ণ গর্ত্তে স্ত্রীপুরুষে প্রকাশ্যে স্নান করে। রাজাও প্রত্যহ এইরূপ গর্ত্তে অবগাহন করেন। এই জল এরূপ নীলবর্ণ এবং দুর্গন্ধ যে, ইহার পার্শ্বদিয়া গমন করাও দুঃসাধ্য। ইহাদের ধ্রুব বিশ্বাস যে, এই জলে স্নান না করিলে অপবিত্র ও পাপী হইতে হয়। ইহারা ইহাও বলে যে, প্রবাহিতা নদীর জলে অবগাহন করিলে ফল হয় না। বদ্ধ জল ও তাহাদের ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত শব্দোচ্চারণ ও আচার সহকারে আশীর্ব্বাদ ব্যতীত ইহা সিদ্ধ হয় না। অন্যান্য পৌত্তলিকগণের ন্যায় ইহাদের দাহ করা হয়। ভাগিনেয় মাতুলের সম্পত্তির অধিকারী হয়—পিতার সম্পত্তিতে পুত্রের অধিকার নাই।

পলিয়স্‌গণ কৃষিজীবী, শ্রামিক ও মৎস্যজীবী। ইহাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করা হয় ; ইহারা অতিকষ্টে জীবন যাপন করে, এবং কোনরূপ অস্ত্র ধারণ করে না ; নেয়ারগণকে স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে। অন্যান্য প্রকারে ইহারা হিন্দুদের আচার প্রতিপালন করে। প্রত্যেকেই পিতার ব্যবসায় অবলম্বন করে, এবং কোন কারণেই স্বীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে পারে না।

গোয়া ও কোচীনের ন্যায় ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও ইহুদী ও মূরগণ বাস করে। তাহারা যে স্থানে বাস করে, আবাস-গৃহ ও পরিচ্ছদে সেই স্থানেরই প্রথা অবলম্বন করে। ভারতবাসীদের মধ্যে বাসকালে তাহারা নিজ নিজ মসজিদ্, গির্জ্জায় স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মানুমোদিত আচার

প্রতিপালন করে। কিন্তু, যে স্থানে পর্ত্তুগীজগণ বাস ও শাসন করে, তথায় প্রকাশ্যভাবে ইহারা ধর্ম্মাচরণ করিতে পারে না। এমন কি, যে সকল ভারতবাসী এরূপ স্থানে বাস ও ব্যবসায় বাণিজ্য করে, তাহারা স্ব স্ব গৃহে ইচ্ছানুসারে ধর্ম্মাচরণ করিতে পারে বটে, কিন্তু প্রকাশ্যে তাহারা এরূপ করিতে অক্ষম। নগর-বহির্ভাগে এবং যে স্থানে পর্ত্তুগীজদের অধিকার নাই, তথায় তাহারা স্বেচ্ছানুসারে নিজ নিজ আচার প্রতিপালন করিতে পারে; কেহ কোন স্থানে প্রকাশ্যে এরূপ করিলে তাহাকে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অথবা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়। এই সকল ইহুদীগণ ইউরোপীয়দের ন্যায় শ্বেতবর্ণ এবং ইহাদের স্ত্রীগণও সুন্দরী। অধিকাংশই পালেষ্টাইন ও জেরুজালেম হইতে আসিয়া থাকে এবং স্পেনীয় ভাষায় সুন্দররূপে কথোপকথন করিতে পারে।

মূরদিগেরও স্বতন্ত্র মসজিদ আছে এবং তাহারা তথায় উপাসনা করে। ইহাদের সন্তানগণ মসজিদে যাইবার পূর্ব্বেই ধর্ম্ম বিষয়ক শিক্ষা গ্রহণ করে। মসজিদে যাইবার পূর্ব্বে ইহারা পদধৌত করে। এই উদ্দেশ্যে তাহাদের মসজিদের নিকট চৌবাচ্চা থাকে। মসজিদে প্রবেশের পূর্ব্বে ইহারা পাদুকা উন্মোচন করে ও মসজিদ মধ্যে উপনীত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া পরে হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক নানা প্রকার মুখভঙ্গি করে। ইহারাও ইহুদীগণের ন্যায় মুষ্ক ছেদন করে। ইহারা শূকর মাংস ভক্ষণ করে না এবং মৃতদেহকে সমাধি দেয়। ইহাদের গির্জ্জায় কোন মূর্ত্তি নাই; কয়েকটী স্তম্ভ আছে এবং স্তম্ভ গাত্রে কোরানের কথা লিপিবদ্ধ আছে। একদিবস আমি ও আমার জনৈক বন্ধু নগর-বহির্ভাগে গমন করিয়াছিলাম এবং তথায় একটী মসজিদ দেখিয়া উহাদর্শনে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম। দ্বারবান পাদুকাসহ আমাদের ঐ গৃহে

প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল কিন্তু মসজিদাভ্যন্তর দেখাইবার জন্য কয়েকটী গবাক্ষ উন্মুক্ত করিল। আমার সঙ্গীয় পর্ত্তুগীজ-বন্ধু মসজিদে কোন দেবমূর্ত্তি নাই দেখিয়া দ্বারবানকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। মুর উত্তর করিল যে, তাহারা প্রস্তর উপাসনা করে না, স্বর্গের ঈশ্বরকে পূজা করে এবং পর্ত্তুগীজ, খৃষ্টীয়ান ও পৌত্তলিকগণ একই ধর্ম্মাবলম্বী; কারণ তাহারা কাষ্ঠের ও প্রস্তরের মূর্ত্তি উপাসনা করে ও একমাত্র ভগবানের যাহা প্রাপ্য তাহাই ঐ সকল মূর্ত্তিকে প্রদান করে। এই উত্তরে পর্ত্তুগীজ-বন্ধু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিল এবং আমি না থাকিলে উভয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হইত।

করমণ্ডল উপকূলস্থ নরসিংহ রাজ্যে (১৩) একটী সুবৃহৎ, ধনশালী মন্দির আছে। এই মন্দির মধ্যস্থ দেবতাকে অত্যন্ত সম্মান করা হয় এবং নিকটবর্ত্তী সকল প্রদেশ হইতে বহু তীর্থযাত্রী এইস্থানে সমবেত হয়। প্রতিবৎসর এই স্থানে অনেক মেলা, আমোদ প্রমোদ ও শোভা যাত্রা হয় ও প্রকাণ্ড একখানি শকট প্রতি মেলায় ও শোভাযাত্রায় প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই শকট এরূপ ভারী যে তিন চারিটী হস্তী ইহা অতি-কষ্টে টানিতে পারে। এই শকটে অনেক রজ্জু সংলগ্ন থাকে এবং ভক্তিপূর্ণ চিত্তে তীর্থযাত্রী স্ত্রী পুরুষ এই শকট টানিতে থাকে। এই শকটের ঊর্দ্ধভাগে একটী আসনে দেবমূর্ত্তি রক্ষিত হয় এবং আসনের তলদেশে সকল রাণী সমবেতা হইয়া নানাপ্রকার সুমধুর বাদ্যধ্বনি করিতে থাকেন। এই প্রকারে বহুভক্ত পরিবেষ্টিত হইয়া এই শকট টানা

(১৩) বিজয়নগর রাজ্য। যখন পর্ত্তুগীজগণ ভারতবর্ষে আসিতে আরম্ভ করেন, তখনও বিজয়নগর স্বাধীন ছিল।

হইয়া থাকে। অনেক যাত্রী ভক্তিপ্রণোদিত হইয়া স্বীয় অবয়ব হইতে মাংস খণ্ড ছেদন করিয়া দেবতার নিকট নিক্ষেপ করে; কেহ কেহ চক্রের নিম্নদেশে পতিত হইয়া দলিত হয়। যাহারা এবম্প্রকারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাদিগকে পুণ্যবান্ বলিয়া মনে করা হয়। তাহারা এইপ্রকার সহস্রাধিক কদাচার প্রতিপালন করে।

এক সময়ে আমি ও আমার কয়েকটী পর্ত্তুগীজ বন্ধু রাজপ্রতিনিধির অনুমত্যনুসারে উপকূল হইতে পাঁচ ছয় মাইল দূরবর্ত্তী এক স্থানে সমবেত হইয়াছিলাম। আমাদের সহিত কয়েকটী দাক্ষিণাত্যবাসী ও ভারতবাসী ছিল। ইহারা দেশের অবস্থা উত্তমরূপে অবগত ছিল। আমাদের এইরূপ গমনের উদ্দেশ্য এই যে, আমরা অবগত হইয়াছিলাম যে একজন ব্রাহ্মণের শবের সহিত তাহার স্ত্রী জীবিতাবস্থায় দেহত্যাগ করিতে উদ্যতা হইয়াছে এবং এই দৃশ্য দেখিবার জন্যই আমরা আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। আমরা গ্রামের মধ্যে আরও অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শন করিলাম। পথিমধ্যে ও প্রত্যেক পর্ব্বতে, আমরা দেবতা দেখিলাম। প্রকৃত পক্ষে এই কদাকার দেবতাগুলি প্রেতের ন্যায়। অবশেষে আমরা যে গ্রামে উপস্থিত হইলাম, তথায় প্রস্তর নির্ম্মিত একটী মন্দির ছিল। এই মন্দিরে প্রবেশ করিয়া আমরা তথায় দোলায়মান মঞ্চ ও তদুপরি চিত্রিত এক দেবতা দর্শন করিলাম। ইহা এরূপ ভয়াবহ ও কদাকার যে আমরা এরূপ আর কোন দিন দেখি নাই। ইহার অনেকগুলি শৃঙ্গ ও মুখ হইতে জানু পর্য্যন্ত দীর্ঘ দন্ত ছিল। উদর ও নাভির নিম্নে দন্ত ও শৃঙ্গ বিশিষ্ট ঠিক ঐরূপ আর একটী মুখ অঙ্কিত ছিল। মূর্ত্তির মস্তকোপরি মুকুট ছিল। ইহা প্রাচীর গাত্রে বিলম্বিত ছিল। এই প্রাচীর অন্য একটি কক্ষকে পৃথক রাখিয়াছে।

শেষোক্ত কক্ষে গবাক্ষ বা আলোক প্রবেশের কোনই ছিদ্র নাই। মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র দ্বার এবং এই দ্বারের উভয় পার্শ্বেই প্রাচীর গাত্রে ক্ষুদ্র অগ্নিকুণ্ড ছিল। পূজাকালে গৃহে ধূম প্রবেশ জন্য এই প্রাচীরে কয়েকটী ছিদ্রও ছিল। আমরা সেই স্থানে চাউল, শস্য, ফল, কুক্কুট ও অন্যান্য নানা প্রকার উপহার দেখিলাম। ভারতীয়গণ প্রতিদিন এই সকল উপহার প্রদান করে। কিন্তু, ঐ স্থান হইতে এরূপ পূতিগন্ধ ও ধূম নির্গত হইতেছিল যে সকলেরই নিশ্বাস রোধ হইয়া আসিতেছিল। মন্দিরের মধ্যস্থলে প্রস্তর নির্ম্মিত একটী ষণ্ড ছিল এবং আমাদের একজন সঙ্গী ক্রীড়াচ্ছলে এই ষণ্ডোপরি আরোহণ করাতে, মন্দির রক্ষক ব্রাহ্মণ চীৎকার করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিল এবং তাহার চীৎকারে অনেক প্রতিবেশী তথায় সমাগত হইল। কিন্তু, তাহাদের আগমনের পূর্ব্বেই, আমরা ব্রাহ্মণের নিকট দোষ স্বীকার করিয়া ও অন্যান্য প্রকারে তাহার ক্রোধোপনয়নে সক্ষম হইলাম এবং প্রতিবেশী-বর্গও গৃহে গমন করিল। তখন আমরা ব্রাহ্মণকে অভ্যন্তরস্থ মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটনের জন্য অনেকক্ষণ অনুরোধ করাতে সে সম্মত হইয়া আমাদের কপালে ভস্মচিহ্ন দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। কিন্তু আমরা অস্বীকার করাতে, বাধ্য হইয়া তাহার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম যে, আমরা মাত্র মন্দিরের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইব।

উহাদের মন্দির-দ্বার উন্মুক্ত হইলে বোধ হইল যে উহা একটী চূণের খনি। আলোক প্রবেশের জন্য উহাতে বিন্দুমাত্রও ছিদ্র ছিল না। কক্ষ মধ্যে অন্ততঃ একশত প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত এবং মধ্যস্থলে একটী বেদী ছিল। এই বেদী কার্পাস ও সুবর্ণের আবরণে আচ্ছাদিত ছিল। মন্দিরস্থ ব্রাহ্মণ বলিল যে, দেবতা আকারে ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায়।

মন্দিরের বৃহৎ দ্বারের পার্শ্বে মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রস্তরের একটী চতুষ্কোণ গর্ত্ত আছে—ইহা প্রস্তর খোদিত করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা নীলবর্ণ পূতিগন্ধময় জলপূর্ণ। ইহাতে নামিবার অধিরোহণী আছে এবং যাত্রীগণ মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশের পূর্ব্বে এই জলে অবগাহন করে।

এই স্থান হইতে আমরা কিঞ্চিদ্দূরে অগ্রসর হইলাম। সর্ব্বত্রই প্রস্তর খোদিত ও পূর্ব্বোল্লিখিত আকারের মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। মূর্ত্তিগুলি মন্দিরের বহির্দ্দেশে অবস্থিত এবং প্রত্যেকেরই নিকটে ক্ষুদ্র জলাধার রহিয়াছে। যাত্রীগণ গমনাগমন কালে এই সকল জলাধারে পদধৌত করিয়া এই সকল দেবতাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে। ঐসকল দেবতার নিকট সাধারণতঃ দুইটী অগ্নিকুণ্ড ও প্রস্তরের গাভী বা বৎস রহিয়াছে এবং নিজ নিজ সাধ্যানুযায়ী সকলেই ইহাদের সম্মুখে উপহার স্থাপন করে। যাত্রীগণ মনে করে যে, দেবতারা রাত্রিতে এই সকল উপহার ভক্ষণ করে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা পূজক ব্রাহ্মণগণই গ্রহণ করে। প্রত্যেক স্থানেই আমরা এই প্রকার উপহার দেখিলাম কিন্তু এই গুলি এরূপ অপরিচ্ছন্ন যে আমাদের ঐ গুলি গ্রহণে প্রবৃত্তি জন্মিল না। এই সকল দেবমূর্ত্তি দেখিয়া আমরা গ্রামে প্রত্যাগমন করিলাম এবং পূর্ব্বোক্ত দেবমন্দিরে গমন করিলাম। ব্রাহ্মণ আমাদিগকে বলিয়াছিল যে, ঐ দিবস সন্ধ্যাকালে শোভাযাত্রা করিয়া দেবতাকে বনভূমিতে লইয়া যাওয়া হইবে। ঐ সময়ে, তাহারা একটী ক্ষুদ্র ঘণ্টাধ্বনি করিতে লাগিল। এই ঘণ্টাটি তাহারা খৃষ্টীয়ানদের নিকটেই পাইয়াছিল। ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণে সকলে সেই স্থানে সমবেত হইল এবং দেবতাকে তাহারা পৈশাচিক গর্ত্ত হইতে নিষ্কাশন করিয়া বিশেষ ভক্তি সহকারে পাল্কীতে স্থাপন করিল। তত্রস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এই পাল্কী বহন ও

অন্যান্য সকলে পাল্কীর অনুগমন করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যধ্বনি ও চীৎকার হইতে লাগিল। এই প্রকারে তাঁহাকে একটী ক্ষেত্র পর্য্যন্ত লইয়া পূর্ব্বোক্ত জলাধার সমীপে আনয়ন করিয়া ঐ জলে তাহাকে উত্তম রূপে প্রক্ষালন করিল। অবশেষে তাহারা তাহাকে তাহার গর্ত্তে লইয়া প্রদীপগুলির মধ্যে স্থাপন করিল। তখন তাহারা চীৎকার করিয়া ও প্রত্যেকে সাধ্যানুসারে উপহার প্রদান করিয়া গৃহে গমন করিল। ব্রাহ্মণ একাকী রহিল এবং স্ত্রী ও পরিবারবর্গসহ সেই উপহার ভোগ করিল।

* * * * * *

১৫৩৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে চারিজন ইংরাজ আলেপ্পো হইতে অর্ম্মাজ দ্বীপে আগমন করেন। ইঁহারা ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিয়া ও জিব্রাল্টর্ প্রণালী অতিক্রম পূর্ব্বক ত্রিপোলী ও তথা হইতে আলেপ্পোয় পৌঁছেন। আলেপ্পোনগরে ইতালিবাসী, ফরাসী, ইংরাজ, আর্ম্মেনিয়ান, তুরস্কবাসী ও মূর প্রভৃতি সকল জাতীয় বণিক্ বাস করেন। এই নগর বাণিজ্য প্রধান ; এই স্থান হইতে প্রতি বৎসর দুই দল বণিক্ ভারতবর্ষ, পারস্য, আরব এবং নিকটবর্ত্তী অন্যান্যদেশে বাণিজ্যার্থ গমন করে। উল্লিখিত ইংরাজগণের মধ্যে তিনজন তাঁহাদের কোম্পানী কর্ত্তৃক, অর্ম্মাজে কোন কর্ম্মচারী থাকিতে পারেন কিনা ইহা অনুসন্ধানের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। এই তিন জনের একজন পূর্ব্বে একবার অর্ম্মাজে আসিয়া তত্রস্থ বাণিজ্যাদির বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই পরামর্শে অপর দুইজন এইস্থানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইঁহারা বস্ত্র, জাফরান্, নানাপ্রকার কাচ, ছুরী এবং অন্যান্য পণ্যসহ এইস্থানে আসিয়াছিলেন। যদিও এই সকল পণ্যের একত্রীভূত মূল্য কম ছিল না, তথাপি তাঁহাদের অন্য উদ্দেশ্য ছিল। কারণ, তাঁহারা মূলতঃ বহুমূল্যবান্

প্রস্তরাদি ক্রয়ের সঙ্গে প্রচুর অর্থ আনয়ন করিয়াছিলেন এবং যাহাতে প্রতারিত না হন, তজ্জন্য উহা অতি সঙ্গোপনে রাখিয়াছিলেন। অর্ম্মাজে তাঁহারা একটী বিপণি সজ্জিত করিবা নিজেদের পণ্য বিক্রয় করিতেছিলেন। কিন্তু ইতালী দেশীয় বণিকৃগণ এতদ্দৃষ্টে ইংরাজদিগের প্রতি ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া এবং নিজেদের ভবিষ্যদুন্নতির আশঙ্কায় অর্ম্মাজে কাপ্তেন ডন্ গঞ্জালো ডি মিনিসিসের নিকট গমন করিয়া ইংরাজগণ গুপ্তচর ও বিধর্ম্মী বলিয়া নির্দ্দেশ করাতে ও তাঁহাদের বিনা পরীক্ষায় স্থান ত্যাগ করিতে নিষেধ ও শাস্তি প্রদান করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন।

কাপ্তেন ইংরাজদের বন্ধু ছিলেন; ইতঃপূর্ব্বে ইঁহাদেরই একজন এতদ্দেশে আসিয়া তাঁহাকে নানা উপহারে তুষ্ট করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য তিনি পণ্যসহ তাঁহাদিগকে গোয়াভিমুখী জাহাজে প্রেরণ করিলেন—উদ্দেশ্য গোয়ার গবর্ণর যাহা ভাল বুঝিবেন তাহাই করিবেন। গোয়ায় পৌছিবামাত্র তাঁহাদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল এবং সর্ব্বপ্রথমে তাঁহারা খৃষ্টীয়ান কিনা তাহাই পরীক্ষা করা হইতে লাগিল। তাঁহারা খৃষ্টীয়ান বলিয়া নিজেদের প্রতিপন্নকরণে সক্ষম হইলেও, ইংরাজ বলিয়া তাঁহাদিগকে সন্দেহ করা হইতে লাগিল। জিস্যুইটগণ তাঁহাদিগকে বন্দীরূপে পর্ত্তুগালে প্রেরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন এবং ইংরাজগণকে জিস্যুইটদিগের ধর্ম্ম গ্রহণে বিশেষরূপে প্রোৎসাহিত করিতে আরম্ভ করিলেন। জিস্যুইটগণের এইরূপ করিবার কারণ ছিল। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, ইংরাজদের নিকট অনেক অর্থ আছে এবং তাঁহারা এই অর্থ হস্তগত করিবেন। ইংরাজগণ ঐ ধর্ম্ম গ্রহণে অস্বীকার করিলেন। অবশেষে তাঁহাদের একজন (ইনি চিত্রকর ছিলেন এবং দেশ-দর্শনেচ্ছায় ইংরাজগণের

সহগামী হইয়াছিলেন) ভয়ে ও অভাবে জিস্থইট হইতে স্বীকার করিলেন। এই চিত্রকরের নিকট অর্থ ছিল না কিন্তু ভারতবর্ষে চিত্রকরের অভাব থাকাতে ও ইঁহার দৃষ্টান্তানুসরণ করিয়া অপরেও জিস্থইট হইবে মনে করিয়া, জিস্থইটগণ ইঁহাকে স্বদলভুক্ত করিয়া লইল। তথাপি অপর তিনজন কারাগারে বাস করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা অবগত হইলেন যে, প্রধান ধর্ম্মযাজকের গৃহে কয়েকজন ওলন্দাজ বাস করেন, এবং আমাদিগকে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রার্থনা করিলেন। আমরা তথায় উপনীত হইলে তাঁহারা দুরদৃষ্টের কথা নিবেদন করিলেন, এবং প্রতিভূ হইয়া তাঁহাদিগকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা ইহাও বলিলেন যে, যদি তাঁহারা প্রকৃত বণিক্ না হন, তবে বিচারে যে শাস্তি হয় তাহাই তাঁহারা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন।

আমরা সাহায্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া প্রধান ধর্ম্মযাজকের নিকট উপনীত হইলাম এবং আমাদের প্রার্থনায় ধর্ম্মযাজক মহাশয় শাসন-কর্ত্তাকে অনুরোধ করাতে, ইংরাজগণ মুক্তি লাভ করিলেন এবং তাঁহাদিগের পণ্যও প্রত্যর্পণ করা হইল। কিন্তু তাঁহারা জামিন না দেওয়া পর্য্যন্ত স্থান ত্যাগ না করিতে আদিষ্ট হইলেন। তাঁহারা একজন নগরবাসীকে প্রতিভূ স্থির করিলেন এবং কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পণ্য-বিক্রয়ে ব্রতী হইলেন। তাঁহারা শীঘ্রই তাঁহাদের ভদ্রব্যবহারে সুযশ অর্জ্জন করিলেন; তাঁহারা আমাদিগকে যথেষ্ট বন্ধুত্ব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন; কারণ, আমাদের জন্যই প্রধান ধর্ম্মযাজক মহাশয় রাজ-প্রতিনিধির নিকট অনুরোধ করিয়াছিলেন। ইংরাজগণ ধর্ম্মযাজক মহাশয়কে অনেক উপহার প্রদান করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি কিছুই গ্রহণ করেন নাই। বস্তুতঃ তিনি কাহারও উপহার গ্রহণ করেন না।

তাঁহারা "মাস" শ্রবণ ও অন্যান্য প্রকারে ধার্ম্মিকের ন্যায় ব্যবহার করিতেছিলেন। কিন্তু, জিস্যুইটদের নিকট ইহা আদৌ প্রীতিকর হয় নাই এবং তাঁহারা নানাপ্রকারে ইঁহাদের ভীতি উৎপাদন করিতেছিলেন।

অবশেষে ইংরাজদের নিকট এরূপ আচরণ অসহ্য হইয়া উঠিল এবং স্থান ত্যাগ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা বন্ধুদের সাহায্যে অর্থদ্বারা মূল্যবান প্রস্তর সমূহ ক্রয় করিলেন। গোপনে তাঁহারা গোয়ার তিন মাইল দূরবর্ত্তী বার্দেসে যাইয়া তথা হইতে পলায়ন করিলেন। যাহাতে কোনরূপ সন্দেহ না হয়, তজ্জন্য তাঁহারা দোকানে যৎ সামান্য পণ্য রাখিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন।

তাঁহাদের পলায়নের সংবাদে গোয়ার অধিবাসিবৃন্দ অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইল। সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখিত হইল জিস্যুইটগণ। এদিকে যে ইংরাজটী জিস্যুইট হইয়াছিলেন, তিনিও তাঁহার সঙ্গিগণের পলায়নের সংবাদে এবং জিস্যুইটগণ পূর্ব্বে তাঁহাকে যেরূপ যত্ন করিত, সেইরূপ যত্ন না করাতে জিস্যুইটদিগের সহিত কলহ করিয়া তাহাদের আশ্রয় ত্যাগ করিলেন। তিনি একজন মাষ্টিকোসের কন্যাকে বিবাহ করিয়া ঐ স্থানে পণ্যাজীবরূপে বাস করিতে লাগিলেন।

উক্ত ইংরাজগণের পলায়নের সময় হইতে এই প্রদেশে অন্য কোন ইংরাজ আগমন করেন নাই।

* * * * * *

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই প্রচুর পরিমাণে গৃহপালিত পশু যথা ষণ্ড, গাভী, মেষ, শূকর, ছাগল অতি সুলভে পাওয়া যায়। অবশ্য, অত্যধিক উষ্ণতার জন্য এই সকল পশুর মাংস ইউরোপীয় পশুর ন্যায় সুস্বাদু নহে

এবং তজ্জন্য অধিক পছন্দ করা হয় না। গোয়ায় সামান্য মূল্যে একটী মেষ ক্রয় করিতে পারা যায়। আহারের জন্য সাধারণতঃ ভারতবর্ষে ষণ্ড হত্যা করা হয় না; ইহাদিগকে ভূমি কর্ষণের জন্য নিযুক্ত করা হয়। মেষ মাংস অধিক পছন্দ করা হয় না। শূকরমাংস মেষমাংস অপেক্ষা সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর। এতদ্দেশীয় মেষ বৃহদাকারের হইয়া থাকে—ইহার পুচ্ছেও মাংস থাকে। অনেক মহিষ আছে; তবে ইহারা আহারের উপযোগী নহে। দরিদ্র ব্যক্তিগণই এই মাংস ভক্ষণ করে। মহিষের দুগ্ধ সুন্দর এবং যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রীত হয় এবং সাধারণতঃ এই দুগ্ধই পান করা হয়। ক্রীতদাস ও কানারীন্‌গণ রাজপথে মহিষ ও মেষের দুগ্ধ, এবং সর ও মাখন বিক্রয় করে। ইহারা ননীও প্রস্তুত করে; তবে এই ননী লবণাক্ত ও শুষ্ক। বন্যবরাহ, খরগোস এবং হরিণ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। কিন্তু, কুক্কুট ও তিতির প্রচুরপরিমাণে ও সুলভে বিক্রয় হয়। গোয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে চড়ুই ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষী সামান্য পরিমাণে দৃষ্ট হয়; কিন্তু, কোচীন ও মালাবার উপকূলে এই প্রকার ক্ষুদ্র পক্ষী অত্যল্পই পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে এরূপ বৃহদাকারের বাদুড় আছে যে, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। ইহারা ফল ও ওষধির অত্যন্ত হানি করে এবং তজ্জন্য কানারীন্‌গণ ইহাদিগকে নির্ম্মূল করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করে। ভারতীয়গণ বাদুড়ের মাংস ভক্ষণ করে এবং বলে যে, ইহার মাংস তিতিরের ন্যায়।

ভারতবর্ষে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে কৃষ্ণ বর্ণের বায়স আছে; ইহারা শস্যাদির অত্যন্ত ক্ষতি করে এবং এরূপ সাহসী যে গবাক্ষ পথে গৃহে আসিয়া পাত্রস্থ মাংস গ্রহণ করে। আমি এক্ষণে আমার কক্ষে বসিয়া লিখিতেছি এবং একটী বায়স কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার

প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও দোয়াতের মধ্যস্থ তুলা ফেলিয়া দিয়াছে। এই সকল বায়স সাধারণতঃ মহিষের পৃষ্ঠদেশে অবস্থান করিয়া তাহাদের লোম এরূপ ভাবে উৎপাটিত করে যে অতি অল্প মহিষেরই পৃষ্ঠদেশে লোম দেখা যায়। মহিষ কাকের হস্ত হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য জলা-ভূমিতে ও জলমধ্যে অবস্থান করে। অন্য কোন প্রকারেই তাহারা কাকের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায় না।

ভারতবর্ষে বৃহদাকারের মূষিকও আছে—এরূপ বৃহৎ যে এগুলি দেখিতে ক্ষুদ্র বরাহের ন্যায় এবং মার্জ্জারগণ মূষিককে আক্রমণ করিতে সাহসী হয় না। ইহাদের অত্যাচারে অনেক সময় গৃহ ভূমিসাৎ হয়। অন্য এক প্রকার ক্ষুদ্র মূষিকও আছে; ইহাদিগকে সুগন্ধি মূষিক বলে, কারণ ইহাদের গাত্রে মৃগনাভির গন্ধ থাকে।

ভারতবর্ষে এত অধিক পরিমাণে পিপীলিকা আছে যে তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। ইহারা বস্ত্র ও আহার্য্য উভয়ই নষ্ট করে। ইহাদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ভারতবর্ষে বাক্সের মধ্যে আহার্য্য বা বস্ত্র রাখা হয়। এই সকল বাক্সের চারিটি করিয়া পায়া থাকে এবং এই সকল পায়া জলমধ্যে স্থাপিত থাকে। বস্তুতঃপক্ষে ভারতবর্ষের পিপীলিকা এই দেশের একটী অভিশাপ। কেহ কেহ শয়নের খট্টাঙ্গের নিম্নেও জলপাত্র রাখে। কেহ কেহ পর্ত্তুগাল বা তুরস্ক এবং পারস্য হইতে আনীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষীকে রক্ষা করিবার জন্য খাঁচার নিম্নে জল-পাত্র স্থাপন করে; নতুবা পক্ষীর রক্ষা পাওয়া সুকঠিন। অন্য এক প্রকার পিপীলিকা আছে—ইহা প্রায় এক অঙ্গুলী দীর্ঘ এবং ইহারা ক্ষেত্রের ফল, শস্য ও বৃক্ষের অত্যন্ত অপকার করে।

ভারতবর্ষে কীট ও ঘুণও বিস্তর; এতদ্দেশে নিতান্ত আবশ্যকীয়

বস্ত্রাদি ব্যতীত কেহই অতিরিক্ত বস্ত্র এই সকল পোকা ও ঘূণের জন্য রাখিতে পারে না। কীটের অত্যাচারে প্রয়োজনীয় দলিলাদি রাখাও সুকঠিন।

দেশ মধ্যে ব্যাঘ্রও আছে; অন্যান্য হিংস্র পশু যথা সিংহ, ভল্লুক প্রভৃতি অল্প, অথবা নাই বলিলেই হয়। তবে বিষধর সর্প প্রভৃতি আছে এবং ইহারা গৃহ প্রাচীরে উঠিয়া শয্যাশায়ী ব্যক্তিকে দংশন করে। এই জন্য অর্থশালী ব্যক্তিবর্গ বিছানায় মশারি ব্যবহার করে। অনেক কৃকলাসও আছে; তবে ইহারা বিষধর নহে।

অনেক বানর আছে; ইহারা তালবৃক্ষের অত্যন্ত অপকার করে। অনেক তোতা পাখী আছে। মালাক্কা হইতে তোতার ন্যায় এক প্রকার পক্ষী ভারতবর্ষে আনীত হয়; ইহারা দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর এবং ভারতবর্ষে ইহা বহুমূল্যে বিক্রীত হয়; ইহাদের স্বরও অতি মিষ্ট। এই পক্ষীকে পর্ত্তুগালে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছিল কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হওয়া যায় নাই; পথিমধ্যেই ইহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ভারতবর্ষের অনেক স্থলেই হস্তী পাওয়া যায়। সিংহলদ্বীপেও প্রচুর হস্তী আছে। পৃথিবীর মধ্যে সিংহলের হস্তীই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া বিবেচিত হয়। কথিত হয় যে, অন্যান্য স্থানের হস্তী সিংহলের হস্তীকে দেখিলে সম্মান করে। ভারতবর্ষে হস্তীকে নল ও অন্যান্য ভারিদ্রব্য বহনে নিযুক্ত করা হয়। রাজাই হস্তী রাখেন এবং কাহারও আবশ্যক হইলে রক্ষকের সহিত বন্দোবস্ত করিতে হয়। তখন রক্ষক হস্তীর স্কন্ধদেশে উঠিয়া ও হস্তে অঙ্কুশ রাখিয়া মস্তকে আঘাত করে; ইহাতেই হস্তী রক্ষকের আদেশ প্রতিপালনে বাধ্য হয়। ইহারা

চাউল ও জল ভক্ষণে জীবন ধারণ করে এবং অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় শয়ন করে। শীতকালে, বর্ষারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে ইহারা এক প্রকার উন্মত্ত হয় এবং তখন ইহাদিগকে দমন করিয়া রাখা রক্ষকের পক্ষে দুষ্কর হয়। এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত ইহারা এইরূপ উন্মত্ত হয় এবং সেই সময়ে ইহাদিগকে উন্মুক্ত স্থানে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়।

[অতঃপর লিন্‌সোটেন হস্তী সম্বন্ধে কয়েকটী আখ্যায়িকা প্রদান করিয়াছেন]।

বঙ্গদেশ ও পাটনা ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যত্র গণ্ডার পাওয়া যায় না। ইহারা হস্তী অপেক্ষা ক্ষুদ্র। ইহাদের নাসিকার উপরে শৃঙ্গ আছে। ইহারাই হস্তীর প্রধান শত্রু। পর্ত্তুগীজগণ ও বঙ্গদেশের অধিবাসিবৃন্দ বলে যে গঙ্গা নদীতে অনেক গণ্ডার আছে। ভারতবর্ষে গণ্ডারের শৃঙ্গকে অত্যন্ত আদর করা হয় এবং ইহা সকল প্রকার বিষ নিরাকরণে ব্যবহৃত হয়। ইহার দন্ত, নখ, চর্ম্ম, রক্ত, এমনকি ইহার পুরীষ এবং মূত্রকেও যথেষ্ট আদর করা হয়, ইহা অনেক প্রকার ব্যাধিতে প্রয়োগ করা হয় এবং অনেক পীড়াতে বিশেষ ফলদায়ক। আমি নিজেও ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। তবে সকল গণ্ডারই মূল্যবান্ নহে। বঙ্গদেশের গুলিই মূল্যবান্।

বঙ্গদেশ, মালাক্কা ও শ্যামে একপ্রকার বন্য মেষ পাওয়া যায়; ইহাদের শৃঙ্গও মূল্যবান্; এই সকল শৃঙ্গ বিষ নিরাকরণে ব্যবহৃত হয়।

ভারতবর্ষে মৎস্য সুপ্রচুর এবং সুমিষ্ট। অধিকাংশ মৎস্যই ভাতের সহিত আহার করা হয়। ইহার ঝোল করিয়া ভাতের সহিত গ্রহণ করা হয়। ইহা একটু অম্ল, কিন্তু খাইতে সুস্বাদু। মৎস্যই ভারতবাসীর দৈনিক খাদ্য। কাঁকড়াও যথেষ্ট পাওয়া যায়—ইহাও সুমিষ্ট ও বৃহদাকারের।

কোচীনে প্রচুর পরিমাণে শুক্তিও পাওয়া যায়; কোচীন হইতে শুক্তি কুমারিকা অন্তরীপে রপ্তানি হয়। ভারতবর্ষে মৎস্য অত্যন্ত সুলভ। সামান্য পয়সায় এরূপ মৎস্য ও চাউল পাওয়া যায় যে উহাতে পাঁচ ছয় জন লোকে সুন্দর রূপে আহার করিতে পারে।

গোয়ায় শীতঋতুতে, নদীমুখ রুদ্ধ হইলে, মৎস্যজীবিগণ একটী অত্যাশ্চর্য্য আকারের মৎস্য ধৃত করিয়াছিল। ভারতবর্ষে বা অন্যত্র এরূপ মৎস্য আর কোনদিন ধৃত হয় নাই। ইহা প্রধান ধর্ম্মযাজককে উপহার স্বরূপ প্রদান করা হইয়াছিল এবং তাঁহার আদেশে ইহার চিত্র প্রস্তুত হইয়া স্পেনের নরপতির নিকট প্রেরিত হইয়াছিল।

ইহা আকারে একটী মধ্যমাকৃতি সারমেয়ের ন্যায় এবং বরাহের ন্যায় ইহার শুণ্ড ছিল, ক্ষুদ্র চক্ষু ছিল, কর্ণ ছিল না কিন্তু কর্ণের পরিবর্ত্তে সেই স্থানে দুইটী ছিদ্র ছিল। হস্তীর ন্যায় এই চতুষ্পদ জন্তুটী কক্ষ মধ্যে বরাহের ন্যায় শব্দ করিতে করিতে দৌড়াইতেছিল। সর্ব্বাঙ্গ লৌহ বা ইস্পাৎ অপেক্ষা দৃঢ় কণ্টকে আবৃত ছিল।

মোজাম্বিক হইতে ভারতগামী একখানি জাহাজ অনুকূল বায়ুতে বিষুবরেখার দিকে একপক্ষ কাল গমন করিয়া পরে দেখিতে পাইল যে, তাহারা বিন্দু মাত্রও অগ্রসর না হইয়া পশ্চাৎপদ হইয়াছে। অবশেষে প্রধান নাবিক অকস্মাৎ জাহাজের পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, একটী প্রকাণ্ড মৎস্য পুচ্ছদ্বারা জাহাজের হাল জড়াইয়া জাহাজকে তাহার গতির বিপরীতদিকে লইয়া যাইতেছে। ইহাতে তাহারা জাহাজের অগ্রসর না হইবার কারণ বুঝিতে পারিয়া অস্ত্রসহকারে মৎস্যের পুচ্ছ ছেদন করিল। মৎস্য জাহাজ ত্যাগ করাতে নাবিকেরা চতুর্দ্দশ দিবসে গোয়ায় পৌছিয়া তত্রস্থ শাসনকর্ত্তাকে ঐ ঘটনা বিবৃত করাতে, তিনি

এই ঘটনা চিরস্মরণার্থ স্বীয় রাজপ্রাসাদে ইহা চিত্রিত করিয়া রাখিলেন। আমি এই স্থানে অনেক বার ইহা দেখিয়াছি এবং চিত্র হইতে জাহাজের ও কাপ্তেনের নাম এবং ঘটনার দিন জানিতে পারিয়াছি।

মালাক্কার উপকূলে শল্কবিশিষ্ট এক প্রকার মৎস্য পাওয়া যায় উহা এত ভারী যে দুইজনে উহা বহন করিতে পারে না। মালাক্কাবাসীরা ঐ মৎস্য আহার করে।

আনারস ভারতবর্ষের একটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল। ইহা সর্ব্বপ্রথমে পর্ত্তুগীজগণ কর্ত্তৃক ব্রাজিল হইতে আনীত হয়। পূর্ব্বে ইহা দুর্ম্মূল্য ছিল কিন্তু বর্ত্তমানে এই গুলি বেশ সুলভ। ইহা আকারে তরমুজের ন্যায়; অভ্যন্তর লাল ও সবুজ বর্ণের সংমিশ্রণ। ইহার বৃক্ষের পত্র গুলি মুসব্বরের ন্যায়। আহার কালে ইহার ত্বক ফেলিয়া দিতে হয় এবং খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করিতে হয়। কোন কোনটীর মধ্যে শাঁস আছে। ইহার রস অনেকটা মদ্যের ন্যায়—রসে অতৃপ্তি জন্মে না।

কাঁটাল সমুদ্রোপকূলস্থ প্রদেশে জন্মে। ইহা বৃহদাকারের তরমুজের ন্যায়—তবে কোন কোনটী এত বড় হয় যে, এক জনে ইহা উত্তোলন করিতে পারে না। ফলের অভ্যন্তরে বাদামের ন্যায় বীজ আছে; ভাঙ্গিতে গেলে হস্তে আঠা লাগিয়া যায়।

ভারতবর্ষে আম্রও সুপ্রতুল। ইহার মধ্যেও শাঁস আছে। তবে এই শাঁস আহারযোগ্য নহে। আম্র অত্যন্ত সুস্বাদু এবং ভারতবর্ষে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক ফল। অধিবাসীরা অনেকে এই ফলের সময়ে এই ফল খাইয়াই জীবন ধারণ করে।

ভারতবর্ষে লেবুও জন্মে। উহা অতি সুস্বাদু এবং দেখিতে সুন্দর। বৎসরে ৩।৪ বার লেবু জন্মে।

[অতঃপর লিন্‌সোটেন্ আরও কয়েক প্রকার ফলের দীর্ঘ বর্ণনা দিয়াছেন]।

তাল ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা ফলবান্ বৃক্ষ। (১০) এই বৃক্ষ সরল ও দীর্ঘ, নিম্নদেশে শাখা প্রশাখা নাই। শাখার নিম্নেই ফল হয়। এই সকল বৃক্ষ উপকূলেই জন্মে।.........নিম্নোক্ত প্রকারে অধিবাসীরা এই বৃক্ষ হইতে লাভ করে।

সর্ব্বপ্রথম, বৃক্ষের কাষ্ঠ নানা প্রয়োজনে আইসে। মালাক্কাদ্বীপে এই বৃক্ষ হইতে অধিবাসীরা নৌকা প্রস্তুত করে; ইহা হইতে তাহারা নৌকার অবশ্যকীয় রজ্জু ও বৃক্ষপত্র দ্বারা পাইল করে। পত্র দ্বারা কানারীন্‌গণ গৃহ আচ্ছাদন ও রৌদ্রতাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ছত্র নির্ম্মাণ করে; পত্রদ্বারা তাহারা মাদুরও প্রস্তুত করে।

তালের যে ফল হয়, তাহার খোসা দ্বারা তাহারা রজ্জু প্রস্তুত করে; এই রজ্জু ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয়। তালের মধ্যে পরিষ্কার সুমিষ্ট ও সুস্নিগ্ধ জল জন্মে। মধ্যস্থ ফলও সুমিষ্ট।

এই ফলের খোসা তাহারা নানা কার্য্যে প্রয়োগ করে; ইহা দ্বারা তাহারা হাতা প্রস্তুত করে, এবং মদ্য বহনার্থ ইহা হইতে ক্ষুদ্র পাত্র নির্ম্মাণ ও অন্যান্য সহস্র কার্য্যে ইহা ব্যবহার করে। এই খোসা পোড়াইয়া স্বর্ণকারের কয়লা রূপে ব্যবহৃত হয়। শস্যের রস দ্বারা অনেক সময় ইহারা ভাত সিদ্ধ করে। শস্য ক্ষুদ্রাকারে কর্ত্তন ও শুষ্ক করিয়া ইহারা মালাবার হইতে কাম্বে, অর্ম্মাজ ও অন্যান্য স্থানে বিক্রয়ার্থ লইয়া যায়।

(১০) ফীচের ন্যায় লিন্‌সোটেন্‌ও তাল ও নারিকেল একত্র করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

এই ফলের শস্য হইতে তাহারা একপ্রকার তৈল নিষ্কাশন করে; এই তৈল ঔষধ ও ভোজনার্থ এবং প্রদীপের জন্যও ব্যবহার করা হয়।

কোন কোন সময় ইহারা বৃক্ষগাত্রে ভাণ্ড ঝুলাইয়া একপ্রকার রস নিষ্কাশন করে। এই রসকে সুরা বলে; ইহা ঘোলের ন্যায় এবং অপেক্ষাকৃত মিষ্ট। এই সুরা একঘণ্টা রৌদ্রতপ্ত হইলে মদ্যে পরিণত হয়। ভারতবর্ষে ইহা অপেক্ষা সুন্দর মদ্য প্রস্তুত হয় না। ইহা উষ্ণ ও তেজস্কর; ভারতবাসীরা এবং পর্ত্তুগীজগণও ইহা পান করে। অর্ম্মাজ হইতে আনীত কিসমিস এই মদ্যে পক্ষাধিককাল রক্ষা করিলে ইহা লোহিত বর্ণে পরিণত হয় এবং তখন ইহা বর্ণে ও স্বাদে পর্ত্তুগালের মদ্যের ন্যায় হয় এবং এইরূপ অবস্থায় ইহা বঙ্গদেশ, মালাক্কা, চীন ও অন্যান্যস্থানে রপ্তানি হয়। পূর্ব্বোক্ত সুরা হইতে তাহারা এক প্রকার চিনিও (১১) প্রস্তুত করে। ইহা বিশেষরূপে আদৃত হয় না। বৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ সার কাগজের কাজ করে। ভারতবাসীদের পুস্তকাদি এই কাগজে লিখিত হয়।

এই তাল বৃক্ষের রজ্জু, তৈল ও অন্যান্য দ্রব্য কাইরোতে রপ্তানি হয়।

ভারতবর্ষে অন্য এক প্রকার বৃক্ষ আছে—ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক। প্রথমে ইহা অন্যান্য বৃক্ষের ন্যায় জন্মে; পরে ইহার শাখা প্রশাখার মূল হইতে থাকে এবং এই সকল মূল নিম্নগামী হইয়া ভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। বৃক্ষ যতই বড় হইতে থাকে ইহার শাখা প্রশাখা এবং তৎসংলগ্ন মূলগুলিও দিনে দিনে বৃদ্ধি পায় এবং ইহা অনেকখানি স্থান অধিকার করে। (১২)

---

(১১) লিন্‌সোটেন্‌ ইহাকে 'Jagra' বলিয়াছেন। নীচ ৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১২) এই প্রসঙ্গে গ্রীক্‌গণ বর্ণিত বটবৃক্ষের বর্ণনা 'সমসাময়িক ভারতে' দ্রষ্টব্য।

ভারতবর্ষে আরও কয়েক প্রকার বৃক্ষ আছে; এই সকল বৃক্ষ হইতে জাহাজ নির্ম্মিত হয়। কোচীনের এক প্রকার বৃক্ষ লৌহ হইতেও শক্ত।

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই ইক্ষুদণ্ড পাওয়া যায়; তবে ইহাকে বিশেষ আদর করা হয় না। মালাবার উপকূলে সর্ব্বত্রই বংশ বলিয়া এক প্রকার নল আছে। এই বংশের মধ্যে শর্করাবৎ এক প্রকার শাঁস থাকে—ইহা ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয় এবং আরববাসী, পারসী ও মূরদিগের দ্বারা বিশেষ সমাদৃত হয়। এই সকল বংশ বিজয়নগর, ও মালাক্কায় প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

[অতঃপর, লিন্‌সোটেন্ পান, সুপারি, ধুতুরার বর্ণনা করিয়াছেন। তৎপরে মসলা ও ঔষধি প্রভৃতির বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা শেষোক্তের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উদ্ধৃত করিলাম।]

মরিচ বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। লঙ্কা মরিচ বঙ্গদেশে জন্মিয়া থাকে এবং যব দ্বীপেও স্বল্প পরিমাণে জন্মে।

দারুচিনি ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে জন্মে এবং পর্ত্তুগালে রপ্তানি হয়। ইহা সুগন্ধপূর্ণ এবং শূলবেদনায় উপকারী। সিংহল দ্বীপেই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম দারুচিনি জন্মে। মালাবার উপকূলেও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়; তবে ইহা সিংহলের ন্যায় উত্তম নহে।

ভারতবর্ষের অনেক স্থানে আর্দ্রক জন্মে; তবে মালাবার উপকূলস্থ আর্দ্রকই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয় এবং সির্কার মধ্যে ভিজাইয়া রাখিয়া ইহা দ্বারা আচার করা হয়। ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসেই ইহা প্রধানতঃ সংগৃহীত হয়। ভারতবর্ষ হইতে ইহা লোহিত সাগর, অর্ম্মাজ, আরব ও এসিয়ার অন্যান্য স্থানে রপ্তানি হয়।

ভারতবর্ষে লবঙ্গও জন্মে।

ভারতবর্ষে এলাচি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয় এবং অধিবাসীরা অনেক সময় ইহা চর্ব্বণ করে। ইহা মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট করিতে অত্যন্ত উপকারী এবং অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কালিকট্‌ ও কানানোরেই ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে এবং ভারতবর্ষ হইতে অন্যান্য স্থানে ইহার রপ্তানি হয়। ভারতবর্ষে মাংস রন্ধন করিতে হইলেই ইহা ব্যবহার করা হয়।

মালাবার উপকূলে, বঙ্গদেশে এবং দাক্ষিণাত্যে লাক্ষা জন্মে। সর্ব্বোত্তম লাক্ষা পেগুতে উৎপাদিত হয় এবং তথা হইতে সুমাত্রা দ্বীপে রপ্তানি হয়। সুমাত্রা হইতে লাক্ষা লোহিত সাগর, পারস্য ও আরবে প্রেরিত হয়। ইহা নিম্নোক্ত প্রকারে উৎপাদিত হয়:—পেগু ও যে সকল স্থানে ইহা জন্মে, তথায় পক্ষ বিশিষ্ট একপ্রকার পিপীলিকা আছে। এই সকল পিপীলিকা যে সকল বৃক্ষে গঁদের ন্যায় পদার্থ জন্মে, তাহাতে উঠিয়া ঐ গঁদ পান করে এবং মৌমাছি যেরূপে মধু জন্মায় ইহারাও সেইরূপ লাক্ষা উৎপাদন করে। বৃক্ষ-স্বামীগণ শাখা প্রশাখা ভগ্ন করিয়া উহা শুষ্ক করে। (১৩) এই প্রকারেই লাক্ষা উৎপাদিত হয়। প্রথমে ইহা গাঢ় লালবর্ণ থাকে কিন্তু ভারতবাসীরা ইহা সকল প্রকার বর্ণে পরিণত করিতে পারে। (১৪)

ভারতবর্ষে শ্বেত, পীত ও রক্তবর্ণের চন্দন জন্মে।

মাল্লাক্কা, সুমাত্রা, কাম্বে ও শ্যামদ্বীপে মুসব্বর পাওয়া যায়। ইহার সুগন্ধের জন্য ইহাকে বিশেষ রূপে আদর করা হয়। ভারতীয় ব্রাহ্মণগণের শবদাহ করিবার সময় ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

(১৩) লিন্‌সোটেনের লাক্ষাপ্রস্তুতের বর্ণনা বর্ত্তমানেও কথঞ্চিৎপরিমাণে প্রযুক্ত।

(১৪) বর্ত্তমানে ভারত-জাত সমস্ত লাক্ষাই রপ্তানি হয়।

লিন্ সোটেনের পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট

যদিও লিন্‌সোটেনের ভ্রমণ বৃত্তান্তে অনেক অবান্তর কথা ও ভ্রম আছে তথাপি অনেক দিক্ হইতে তাঁহার বৃত্তান্ত যে অত্যন্ত মূল্যবান্ তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইবে। "ভারতবর্ষে পর্ত্তুগীজ" (The Portuguese in India) নামক গ্রন্থ প্রণেতা প্রথিতনামা ঐতিহাসিক ডানভার্স (Danvers) এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন (দ্বিতীয় খণ্ড ; ১০৫ পৃষ্ঠা) :—

"Here existed about this period, 1586-96, in the States one John Hughen Van Linschoten, son of a plain burgher of West Friesland to whom the Dutch are indebted, not only for the information which first led to their entering upon the direct Indian trade, but also for many contributions to science and the progress of civilsation. Being seized with a strong desire to travel, he left home at the age of 17 and proceeded to Lisbon. After a residence there of about 2 years, he went to India in the suite of the Archbisop of Goa, and remained in that country for nearly 13 years, during which time by means of careful and diligent observation, he amassed a large fund of information on almost every branch of enquiry, including specially the products which formed the material of a great traffic, the means of transportation, and the cause of commerce. Linschoten retured home in 1592, and in 1596 he published the results of his researches,

which were studied with avidity not only by men of science, but by merchants and seafarers. He also added to the record of his Indian experiences a practical manual for navigators. He described the course from Lisbon to the East, the tradewinds and monsoons, harbours, islands, shoals, sunken rocks and dangerous quicksands, and he accompanied his work with maps and charts of land and water, as well as by various astronomical and mathematical calculations."

অর্থাৎ

জন্ লিন্‌সোটেনের নিকট ওলন্দাজগণ কেবল যে সংবাদের জন্য ভারতীয় বাণিজ্যে যোগদান করিতে পারিয়া কৃতজ্ঞ ছিলেন তাহা নহে; তাঁহার নিকট তাঁহারা বিজ্ঞান ও সভ্যতা বৃদ্ধির জন্যও কৃতজ্ঞ ছিলেন। ভ্রমণোদ্দেশ্যে তিনি সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে গৃহত্যাগ করিয়া লিস্‌বনে গমন করেন। তথায় দুই বৎসর বাস করিয়া তিনি গোয়ার প্রধান পর্ত্তুগীজ ধর্ম্মযাজকের সঙ্গে গোয়ায় গমন করিয়া ত্রয়োদশ* বৎসর বাস করেন। এই সময়ে তিনি সযত্নে ও অধ্যবসায় সহকারে প্রত্যেক আবশ্যকীয় বিষয়ে প্রভূত সংবাদ সংগ্রহ করেন। বিশেষতঃ তিনি ভারতের উৎপন্ন দ্রব্য, গমনাগমনের পথ ও বাণিজ্যের গতি সম্বন্ধে অমূল্য সংবাদ সংগ্রহে সক্ষম হইয়াছিলেন। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অনুসন্ধানের ফল প্রকাশ করেন। এই পুস্তক বৈজ্ঞানিক,

* সম্ভবতঃ তিনি পাঁচবৎসর গোয়ায় অতিবাহিত করেন।

বণিক্, নাবিক সকলেই বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। ভারতীয় অভিজ্ঞতা বিষয় এই পুস্তক ব্যতীত তিনি নাবিক-গণের প্রয়োজনীয় একটী পুস্তক প্রণয়ন করেন। তিনি ইহাতে লিসবন্ হইতে পূর্ব্বাঞ্চলে গমনের পথ, বাণিজ্যিক বায়ু, সাময়িক বায়ু, বন্দর, দ্বীপ, জলমগ্ন-পর্ব্বত প্রভৃতির বর্ণনা করেন ও এই পুস্তকে তিনি জলস্থলের মানচিত্র ও অন্যান্য মূল্যবান খগোল বৃত্তান্ত বিষয়ক চিত্রাদি প্রদান করেন।

জন্ হিউয়েন্ ভন্ লিন্সোটেনের জীবনী

সুপ্রসিদ্ধ ওলন্দাজ পর্য্যটক ও ভৌগোলিক লিন্সোটেন আন্দাজ ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে হার্লেমে জন্মগ্রহণ করেন। তখন স্পেন ও ওলন্দাজদিগের সহিত যুদ্ধ চলিতেছিল। দশবৎসর পরে, তাঁহার মাতাপিতা এন্কুইঝেন্ বন্দরে গমন করেন। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে প্রতিপালিত বালক স্বদেশের বাণিজ্যের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়া ভবিষ্যতে স্বদেশকে স্পেনের দাসত্ব-শৃঙ্খল ভগ্ন করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। আন্দাজ চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে জন্ তাঁহার অন্য দুই ভ্রাতার নিকট স্পেনে গমন করেন। তথায় স্পেন-দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া তিনি গোয়ার প্রধান ধর্ম্মযাজক ফন্সেকার অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার অন্যতম ভ্রাতা ভারতীয় নৌবাহিনীর কর্ম্মচারী ছিলেন। দুই ভ্রাতা ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে লিস্বন্ পরিত্যাগ করিয়া সেপ্টেম্বর মাসে গোয়ায় উপনীত হন এবং জন্ এই স্থানে পাঁচবৎসর অতিবাহিত করেন। ফনসেকা ১৫৮৭ সালে ইউরোপে প্রত্যাবর্ত্তন কালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে জনের চাকুরী যায় এবং তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ১৫৮৮ সালের শেষ ভাগে অথবা ১৫৮৯ সালের প্রারম্ভে গোয়া পরিত্যাগ করেন। পথিমধ্যে দুই বৎসর

আজোর্সে অতিবাহিত ও ঐ দ্বীপের বিবরণাদি সংগ্রহ করিয়া এক পুস্তক প্রণয়ন করেন। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে লিস্‌বনে পৌঁছিয়া তথা হইতে স্বগৃহে গমন করেন।

যদি জন্ হিউয়েন্ ভন্ লিন্‌সোটেন্ কেবল দুঃসাহসিকের বেশেই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেন তবে আমরা তাঁহার সম্বন্ধে অধিক কিছুই অবগত হইতাম না। কিন্তু তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও স্বকীয় তত্ত্বানুসন্ধান কার্য্যকরী করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় রহিয়াছে। ১৫৯৬ সালের প্রারম্ভেই তিনি তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করা শেষ করেন, কিন্তু ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে উহার অংশ বিশেষ প্রকাশিত হইয়া প্রথম ভারতীয় ওলন্দাজ অভিযানে ব্যবহৃত হইয়াছিল। নাবিক ও অনুসন্ধানকারীদিগের পক্ষে এই পুস্তক প্রভূত উপকারে আসিয়াছিল। প্রথমাংশে পূর্ব্বাঞ্চলের বৃত্তান্ত ও তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত ছিল; দ্বিতীয়াংশে পূর্ব্বাঞ্চল ও অন্যান্য স্থানের পথের বর্ণনা ছিল; তৃতীয়াংশে আফ্রিকার বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণে অন্যান্য চিত্রাদি ব্যতীত ছয় খানি মানচিত্র ছিল। এই পুস্তকের মূল্য সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তক ইংরাজী ও জর্ম্মান্ ভাষায় এবং ১৬১০ সালে ইহা ফরাসী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বহুবার ইহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল। লিন্‌সোটেন্ এই সময়ে উত্তর-পূর্ব্ব হইয়া চীন ও ভারতবর্ষ গমনকারী পথ আবিষ্কারে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন এবং এই পথ আবিষ্কারে যে দুইটী ওলন্দাজ অভিযান প্রেরিত হয় তাহাতেও তিনি যোগদান করিয়াছিলেন।

১৬১১ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি দেহত্যাগ করেন।

জন্ মিল্‌ডেন্‌হলের
পর্য্যটন-বৃত্তান্ত

প্রথম পত্র।

১৫৯৯ খৃষ্টাব্দের, ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বাদশ তারিখে আমি বণিক্ জন্ মিল্‌ডেন্‌হল, লণ্ডন হইতে পূর্ব্বাঞ্চলে গমন করিবার জন্য "হেক্টর" জাহাজে যাত্রা করি। ঐ বৎসরের এপ্রিল মাসের ২৭ তারিখে আমরা জান্টি পৌঁছিয়া, তথা হইতে স্মার্ণা ও পরে ২৯শে অক্টোবর কনষ্টান্টিনোপলে উপনীত হই। আমি কনষ্টান্টিনোপলে ১৬০০ সালের মে মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করি।

তথা হইতে আমি মে মাসের ২৪শে তারিখে আলেপ্পো উপস্থিত হইয়া ৭ই জুলাই পর্য্যন্ত অতিবাহিত করি। আলেপ্পো হইতে আর্ম্মেনিয়ান্, পারসীক, তুরকী বণিক্ ও কার্টরাট্ নামক ইংরাজ ধর্ম্মযাজকের সঙ্গে বীর্‌রায় গমন করি। এই নগর ইউফ্রেটীস্ নদীতীরে অবস্থিত। বীর্‌রা হইতে আমরা কারাসিট্ হইয়া বিটেলাসে গমন করি। শেষোক্ত স্থান কুর্দ্দ নামক জাতির অধীন। কনষ্টান্টিনোপল্ হইতে এই স্থান সাত দিবসের ব্যবধান। এই স্থান ত্যাগ করিয়া নানাস্থান হইয়া আমরা পারস্যের অন্তর্গত কাসবীনে উপস্থিত হইয়া ত্রিশ দিবস অতিবাহিত করি। কাসবীন্ হইতে কম্ ও তথা হইতে কাসানে গমন করি। ধর্ম্মযাজক কার্টরাইট্ এই স্থান হইতে পারস্যের রাজধানী ইস্‌পাহানে গমন করেন। কাসান্ হইতে নানাস্থান হইয়া আমি কান্দাহারে উপনীত হই।

দ্বিতীয় পত্র।

(এই পত্র ১৬০৬ সালের অক্টোবর মাসের তৃতীয় দিবসে মিলডেন্‌হল কর্তৃক কাস্‌বীন্ হইতে রিচার্ড ষ্টেপারকে লিখিত হইয়াছিল)।

১৬০৩ খৃষ্টাব্দে আমি লাহোরে উপনীত হইয়া সম্রাটের দরবারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও আবশ্যকীয় কর্ম্ম সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়া সংবাদ প্রেরণ করি। বাদশাহ আমার পত্রের উত্তর প্রদান করিলেন এবং আমাকে যথোপযুক্ত সম্মান ও ভদ্রতার সহিত ব্যবহার করিতে ও আমার সহিত আগ্রা পর্য্যন্ত একদল অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য প্রেরণ করিতে লাহোরের শাসনকর্ত্তাকে আদেশ প্রদান করিলেন। আগ্রায় বাদশাহের দরবার ছিল এবং ইহা লাহোর হইতে একবিংশ দিবসের ব্যবধান। আগ্রার নিকটে পৌঁছিলে আমাকে বিশেষ সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করা হইল এবং আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সহ আমার জন্য একটী সুসজ্জিত গৃহ নির্দ্ধারিত করা হইল। দুই দিবস বিশ্রামান্তে আমি তৃতীয় দিবসে বাদশাহের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাঁহাকে উনত্রিশটী মূল্যবান ও সুন্দর অশ্ব, নানাপ্রকার মুক্তা, অঙ্গুরী ও কর্ণাভরণ প্রদান করিলাম। উপহারে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে সেই দিবসের জন্য বিদায়দান করিলেন।

তৃতীয় দিবসে তিনি আমাকে তাঁহার আম্-দরবারে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ইতিমধ্যে আমি একজন পরাক্রান্ত ব্যক্তির সহিত সখ্যতা স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলাম। বাদশাহের সম্মুখে উপনীত হইলে তিনি আমাকে আমার আবশ্যকীয় বিষয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি প্রত্যুত্তরে নিবেদন করিলাম যে তাঁহার মহত্ব ও খৃষ্টীয়ানদিগের

প্রতি তিনি যে যথেষ্ট কৃপা প্রদর্শন করিতেছেন তাহাতে তাঁহার খ্যাতি জগদ্ব্যাপী হওয়াতে আমাদের মহারাজ্ঞীরও কর্ণগোচর হইয়াছে। ইহাতে আমাদের মহারাজ্ঞী তাঁহার সহিত সখ্যতা বন্ধনে ইচ্ছুক হইয়াছেন এবং পর্ত্তুগীজ ও অন্যান্য খৃষ্টীয়ান জাতিগণ যে ভাবে সুবিধাজনক বাণিজ্য করিতেছেন, তাঁহার প্রজারাও যাহাতে ঐরূপ ভাবে বাণিজ্য করিতে পারেন, তজ্জন্য তিনি অভিলাষিণী হইয়াছেন। অধিকন্তু, পর্ত্তুগীজদের সহিত আমাদের দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ হইতেছে বলিয়া যদি আমরা কোন পর্ত্তুগীজ জাহাজ অধিকার করি, তাহাতে যেন বাদশাহ্ অসন্তুষ্ট না হন। বাদশাহ এই সকল বিষয়ে উত্তর প্রদান করিবেন বলিলেন। অতঃপর আমি দরবার পরিত্যাগ করিয়া স্বগৃহে গমন করিলাম।

আট কি দশ দিবস পরে তিনি আমাকে ঐ দেশীয় মুদ্রায় পাঁচশত পাউণ্ড প্রেরণ করিলেন। আমি অবগত হইলাম যে কয়েক দিবস পরেই তিনি আগ্রার দুই জন ও লাহোরের দুই জন জিস্যুইটকে আমার প্রার্থিত বিষয় সম্বন্ধে মতামত জিজ্ঞাসা করিবেন। এই জিস্যুইটগণ বিশেষ সম্মান সহকারে বাস করিত। ইহারা আমার প্রার্থিত দাবীর বিষয় অবগত হইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। বস্তুতঃপক্ষে, পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে যে বন্ধুত্ব ছিল তাহা দূরীভূত হওয়ায় আমরা পরম শত্রু হইলাম। বাদশাহ জিস্যুইট-গণকে তাহাদের মত জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা প্রত্যুত্তরে বলিল যে, ইংরাজ জাতি চোরের জাতি মাত্র এবং যাহাতে অন্যান্য ইংরাজগণ এতদ্দেশে আসিয়া বাদশাহের বন্দর অধিকার করিয়া তাঁহাকে বিপজ্জালে জড়িত করিতে পারে, তজ্জন্য আমি গুপ্তচর রূপে প্রেরিত হইয়াছি। তাহারা বাদশাহকে ইহাও বলিল যে, তাহারা একাদশবর্ষ তাঁহার লবণ ও রুটী গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহারা সত্য কথা বলিতে বাধ্য। এই সকল ও

এই প্রকার বাক্যে বাদশাহ ও তাঁহার দরবারস্থ ওমরাহগণ আমার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তাঁহারা প্রকাশ্যে কিছুই না বলিলেও, আমি দরবারস্থ বন্ধুদিগের মুখে ইহা শ্রুত হইলাম। পরে, তাঁহারা পর্ত্তুগীজ জাহাজ অধিকার প্রভৃতি সংক্রান্ত সর্ত্ত ব্যতীত আমার প্রার্থিত অন্য পাঁচটী বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিতে ইচ্ছুক এরূপ প্রকাশ করাতে আমি দরবারে গমন করিয়া অন্যান্য সর্ত্ত প্রার্থনা করিলাম। বাদশাহ্ উত্তর করিলেন যে তিনি দরবারের সহিত পরামর্শ করিয়া উত্তর প্রদান করিবেন। এই প্রকারে আমার কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল এবং আমি প্রত্যহ দরবারে যাইয়া ১৮।২০ দিবস অন্তর আবেদন করিতে লাগিলাম। বাদশাহ আমাকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন এবং আজ কি কাল আমার কার্য্য সম্পাদন করিবেন এইরূপ বলিতে লাগিলেন। এবম্প্রকারে কার্য্যে বিলম্ব ঘটিতেছে দেখিয়া ও অনাবশ্যক ব্যয়ের জন্য আমি একমাস দরবার গমনে বিরত থাকিলাম। অবশেষে, বাদশাহ আমার কথা স্মরণ করিয়া, আমাকে দরবারে উপস্থিত হইবার আদেশ প্রদান করিলেন। আমি দরবারে উপনীত হইলে বাদশাহ তথায় আমার উপস্থিত না থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আমি উত্তর করিলাম যে, কেবল বাদশাহের খ্যাতিপ্রতিপত্তির উপর নির্ভর করিয়াই পাঁচবৎসর পর্য্যটনে ব্যয় করিয়া তাঁহার রাজ্যে উপনীত হইয়াছি, কিন্তু তাহা লাভজনক হইলেও এযাবৎ তাঁহার একটী আজ্ঞাও প্রাপ্ত হই নাই। আমি ইহাও বলিলাম যে, ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু প্রার্থনা করিলে তিনি আরও অধিক বিলম্ব করিতেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া তিনি আমাকে বিশেষ মূল্যবান্ ও সুন্দর পরিচ্ছদ প্রদান করিলেন এবং যথাসময়ে আমার প্রার্থিত বিষয়গুলি সাধিত হইবে বলিয়া দুঃখিত হইতে নিষেধ করিলেন। এই প্রকার মিষ্ট

বচনে আমি আরও ছয় মাস অতিবাহিত করিলাম। কিন্তু আমার কার্য্যসিদ্ধি হইতেছিল না বলিয়া অত্যন্ত বিমর্ষ হইতেছিলাম, অথচ অন্য কিছু করিবার উপায়ও ছিল না এবং আমার অর্থেরও অনটন হইতেছিল।

জিস্যুইটগণ দিবারাত্র আমার কি প্রকার ক্ষতি করিতেছিল তাহা বলিতেছি। প্রথমতঃ, তাহারা বাদশাহের প্রধান দুইজন কর্ম্মচারীর প্রত্যেককে (যাহাতে তাহারা আমার প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান না করে) তদ্দেশীয় মুদ্রায় পাঁচশত পাউণ্ড উৎকোচ প্রদান করিয়াছিল। ইহার ফলে আমি ঐ দুই জন কর্ম্মচারীকে কোন উপঢৌকন প্রদান করিলেও তাঁহারা উহা গ্রহণ করিতেন না এবং তাঁহারা সর্ব্বপ্রকারে আমাকে অপমানিত করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু জগদীশ্বর আমাকে সকলের সহিত সদ্ভাবে রাখিয়াছিলেন।

অধিকন্তু আমি আলেপ্পো সহরে একজন আর্ম্মেনিয়ান্ দ্বিভাষী নিযুক্ত করিয়াছিলাম। গত চারি বৎসর এই ব্যক্তি সুন্দররূপে আমার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিল। এক্ষণে আমার বিশেষ কার্য্যকালে জিস্যুইটগণ তাহাকে এরূপ শিক্ষা প্রদান করিল যে সে আমার সহিত বিবাদ করিয়া আমাকে পরিত্যাগ করিল। ফলে আমি নিঃসম্বল হইয়া পড়িলাম—আমি এতদ্দেশীয় কোন কথাই বলিতে জানিতাম না। বন্ধু, অর্থ ও দ্বিভাষী-বিহীন হইয়া আমি বিদেশে কি অবস্থায় ছিলাম তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিবর্গই বুঝিতে পারিবেন। অবশেষে, আমি একজন শিক্ষকের সাহায্যে দিবারাত্র অধ্যয়ন করিয়া ছয়মাসে পারসীক ভাষায় কথোপকথন করিতে শিক্ষা করিলাম। তখন আমি বিশেষ ক্রোধান্বিত হইয়া বাদশাহের নিকট উপনীত হইয়া জিস্যুইটগণ আমার সহিত যে ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা বর্ণনা করিলাম এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ প্রার্থনা

করিলাম। বিশ্ববিশ্রুত খ্যাতিপ্রতিপত্তিশালী নরপতির পক্ষে দুইজন জিস্যুইটের (যাহারা তাঁহার শত্রু—মিত্র নয়) কথায় আমার প্রার্থিত বিষয় সম্বন্ধে এরূপ বিলম্ব করায় কিরূপ সম্মানকর হইবে, ইহাও তাঁহাকে নিবেদন করিলাম। এই সকল জিস্যুইট তাঁহার দরবারে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছে আমি তাহাও নিবেদন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম, কারণ এতদিন দ্বিভাষী অভাবে আমি তাহা করিবার অবসর প্রাপ্ত হই নাই এবং আমার যাহাতে আর বিলম্ব না ঘটে ও আমি সত্বর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারি, তজ্জন্য পুনর্ব্বার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। এইরূপ বাক্যে বাদশাহ জিস্যুইটদিগের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং আগামী রবিবারে জিস্যুইটদিগের সম্মুখে আমার বক্তব্য শ্রবণ করিতে তিনি প্রতিশ্রুত হইলেন। বাদশাহের সহিত বুধবারে এই কথোপকথন হইয়াছিল। রবিবারে দরবারে আসিয়া দেখিতে পাইলাম যে দরবারের সকল প্রধান প্রধান ব্যক্তিই আমাদের বাদানুবাদ শ্রবণ করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইয়াছেন।

সর্ব্বপ্রথমে, বাদশাহ আমাকে আহ্বান করিয়া, জিস্যুইটগণ আমার কি ক্ষতি করিয়াছে তাহা দরবারে পেশ করিবার জন্য আদেশ করিলেন। আমি নিবেদন করিলাম যে তাহারা আমার স্বদেশ ও রাজ্ঞীকে মিথ্যা পূর্ব্বক চোর বলিয়াছে এবং যদি তাহারা অন্য ব্যবসায়ী হইত তবে আমি তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতাম। দ্বিতীয়তঃ, তাহারা বলিয়াছে যে পণ্য বিক্রয়ের ছলে আমরা আপনার দেশ আক্রমণ করিয়া আপনার দুর্গাদি অধিকার করিয়া আপনাকে বিপজ্জালে জড়িত করিব। বাদশাহ এই সকল ব্যক্তির মিথ্যাকথা সহজেই প্রণিধান করিতে পারেন। আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে কনষ্টান্টিনোপলে আমাদের

রাজ্ঞীর দূত আছেন এবং প্রতি তিন বৎসর অন্তর তিনি নূতন দূত প্রেরণ করেন। এই নূতন দূতের সহিত আমাদের রাজ্ঞী মূল্যবান্ উপহার প্রেরণ করেন এবং আপনার সহিতও তিনি এই ভাবে ব্যবহার করিতেন। এইপ্রকার মূল্যবান্ উপহার গ্রহণ ও দানে, দূত প্রেরণে এবং খৃষ্টীয়ান্ রাজন্যবর্গের সহিত প্রীতিবন্ধনে আপনার সম্মান বৃদ্ধি হইত। কিন্তু এই সকল দুষ্টব্যক্তি তাহাদের প্রতারণাপূর্ব্বক ব্যবহারে আপনার এই সম্মান লাভের অন্তরায় হইতেছে। অধিকন্তু, আমাদের দূতসকল আপনার রাজ্যে বাসকালে কি সাহসে আমরা আপনার বা আপনার প্রজার ক্ষতি সাধনে উদ্যত হইব? এইসকল বাক্যশ্রবণে বাদশাহ তাঁহার ওমরাহদিগের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন যে এব্যক্তি যাহা বলিতেছেন তাহা যুক্তিসঙ্গত কথা বটে। তাঁহারাও ইহার অনুমোদন করিলেন। অতঃপর, আমি বাদশাহের সম্মুখে জিস্যুইটগণকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে তাঁহারা যে দ্বাদশ বৎসর বাদশাহের দরবারে বাস করিতেছেন, সেই সময়ে তাঁহারা কতজন দূত বা কতমূল্যবান্ উপহার আনয়ন করিয়াছে? ইহাতে বাদশাহের জ্যেষ্ঠপুত্র দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন যে ইহা অতি সত্য যে একাদশ কি দ্বাদশ বৎসরে একজন দূতও উপস্থিত হয় নাই, অথবা বাদশাহের লাভজনক কোন কর্ম্মও তাহারা করে নাই। ইহাতে বাদশাহ অত্যন্ত প্রীত হইয়া জিস্যুইটদের কিছুই বলিবার নাই দেখিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। আমি বাদশাহকে আরও বলিলাম যে, বাদশাহের আদেশ হইলে আমি আমাদের রাজ্ঞীর নিকট হইতে একজন দূত আনয়ন করিব। বাদশাহ ও তাঁহার অভিজনগণ আমাকে আরও নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং আমি এরূপ উত্তর প্রদান করিলাম যে, বাদশাহ তাঁহার মন্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ আদেশ

করিলেন যেন আমার প্রয়োজনীয় ও প্রার্থিত দাবীগুলি মঞ্জুর করিয়া আর বিলম্ব না করিয়া প্রদান করা হয়। এবংপ্রকারে ত্রিশ দিবসের মধ্যে আমার আশানুরূপ ও আমার স্বজাতির লাভজনক শর্ত্তে দস্তখত হইল। পরে, আমি বাদশাহের জ্যেষ্ঠপুত্রের নিকট যাইয়াও ঐরূপ সর্ত্ত প্রার্থনা করিলাম; তিনিও বিশেষ আহ্লাদ সহকারে উহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। আমি ঐ সকল ফার্ম্মান সহ দরবার পরিত্যাগ করিয়া পারস্যে আগমন করিয়াছি। ঐগুলি এক্ষণে আমার নিকটে কাসবীনে (১) আছে। আমি স্বয়ং এইগুলি সহ আপনাদের নিকট উপস্থিত হইতাম কিন্তু আগ্রায় দুইজন ইতালী দেশীয় বণিক্ আছে; তাহারা বোগদাদ্ বা অন্যস্থানে আমার ক্ষতি করিতে পারে। আমি চারি মাসের মধ্যে মস্কোভিয়ার পথে অগ্রসর ও আপনাদের নিকট উপনীত হইয়া সকল বিষয়ে আপনাদিগের সন্তুষ্টি আনয়ন করিব।

---

(১) তেহেরাণের উত্তর পশ্চিমে, কাস্পিয়ান্ সাগরের দক্ষিণ তীর হইতে প্রায় ৭০ মাইল।

মিল্‌ডেন্‌হলের পরিশিষ্ট

মিল্‌ডেন্‌হল যে আশা করিয়াছিলেন যে তাঁহার সম্পাদিত 'সন্ধি'তে ইংরাজজাতি বিশেষ ফললাভ করিবেন তাহা সফল হয় নাই। প্রকৃত পক্ষে মিল্‌ডেন্‌হলের বর্ণিত আখ্যান কতদূর প্রত্যয়যোগ্য সে সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে। সম্ভবতঃ তিনি কিছু আশ্বাস মাত্র পাইয়াছিলেন। মিল্‌ডেন্‌হল প্রতারিত হইয়াছিলেন কি তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এক কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই সকল বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

মিল্‌ডেন্‌হল নিজের কৃতিত্বই অধিক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; মোগল সাম্রাজ্যের সামাজিক বা রাজনৈতিক বৃত্তান্ত কিছুই উল্লেখ করেন নাই এবং সে হিসাবে ইহা মূল্যবান্ নহে। বাদশাহের দরবার সংক্রান্ত অত্যল্প বিষয়ই তাঁহার বৃত্তান্তে অবগত হওয়া যায়।

সাধারণ পরিশিষ্ট

আকবরের দরবারে জিস্যুইট

আকবরের দরবারে জিস্নুইট

সম্রাটের নিজ উদারনৈতিক বা শিথিল ধর্ম্মপ্রাণতার জন্যই হউক অথবা জিস্নুইটদিগের অনুরঞ্জন করিবার ক্ষমতা থাকার জন্যই হউক জিস্নুইটগণ দরবারে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। জিস্নুইটগণ সাধারণতঃ প্রাচ্য দেশীয় ধর্ম্মাচারের সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিরুদ্ধমত প্রকাশ করিতে না পারিয়া যতদূর সম্ভব ঐ সকলের সহিত নিজেদের ধর্ম্মাচরণ বিধি যোগ করিয়া দিতেন। জিস্নুইটদিগের দ্বারা খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হিন্দুগণের স্বীয় জাতিগত আচার ব্যবহার যে পরিত্যাগ করিতে হইত না তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই কারণেই দাক্ষিণাত্যে উঁহারা অনেককে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আকবর ফতেপুর শিক্রিতে একটী মস্‌জিদ প্রস্তুত করেন। নামে মস্‌জিদ হইলেও বস্তুতঃ ঐ স্থানে সকল ধর্ম্মেরই যাজকগণ একত্র হইয়া সম্রাটের সম্মুখে নিজ নিজ ধর্ম্মের প্রাধান্য প্রমাণের জন্য বাদানুবাদ করিতেন। অল্‌বদৌনি তাঁহার 'মুন্তাখাব উত্তোয়ারিক' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে "ইউরোপের ধর্ম্ম যাজকগণের শ্রেষ্ঠ মুজতাহিদ (যিনি "পাপা" নামে খ্যাত এবং যাঁহার আদেশ ইউরোপের নরপতিগণও অমান্য করিতে সাহসী হন না) কর্ত্তৃক প্রেরিত পাদরীগণ বাইবেলসহ এদেশে আসিয়া, সম্রাটের আদেশে ভগবানের ত্রিত্ব ও খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন। সম্রাট্ রাজকুমার মুরাদকে উক্ত পাদরীগণের নিকট বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। সেখ আবুল্ ফজল উঁহাদের ধর্ম্ম

পুস্তক অনুবাদ করিবার জন্য আদিষ্ট হন। আমাদের সকল পুস্তকেরই প্রারম্ভে 'বিসমিল্লা' আছে; কিন্তু উহাদের পুস্তকে যাহাকে আমরা যীশুখ্রীষ্ট বলি ইত্যাদি কথা আছে।" বদৌনি গোঁড়া মুসলমান ছিলেন এবং সেইজন্য এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, এই সকল অভিশাপগ্রন্থে পাদরীগণ কেন যে ভগবানের পুত্রকে অপর সকলের সহিত তুলনা করে তাহা বোধগম্য হয় না। মুরাদ যে জিসুইটগণের নিকট পাঠ গ্রহণ করিতেন তাহার সত্যতা সম্বন্ধে ফাদার একোয়াডাইজও লিখিয়াছেন যে, রাজকুমার মুরাদ মণ্ট্সেরাটের নিকট অধ্যয়ন করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী (মানোচিকে ঠিক পর্য্যটক বলা যায় না, কেন না তিনি সম্রাট আওরংজীবের চিকিৎসক ছিলেন) মানোচিও এবিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

কোন মুসলমান গ্রন্থকারই বলেন না যে আকবর কোন সময়ে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণে বিশেষ অভিলাষী ছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্টীয় যাজকগণ এ বিষয়ে এইরূপ দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন যে; মানোচিও এক স্থলে লিখিয়াছেন যে "He had some thought of embracing it" অন্যত্র আকবরের একখানি পত্র উদ্ধৃত করিয়া তিনি এই সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। পত্রখানি এই "Akbar Great Emperor of world to the venerable Fathers of St. Paul. 'I have address'd to you in my behalf Ebadola with an interpreter to testify to you the affection I have for you. You wiil desire you in my name to send to my court some of your Fathers, learn'd in the knowledge of the Scriptures and capable of explaining to me the profound

mysteries of it thoroughly and becoming a member of it. You may from hence judge, that your Fathers shall be received here with satisfaction and honour. Let them come then and be assur'd, that I will permit them freely to return to Goa, as soon as they have reason to complain of my docility ; as for the rest, they may depend on my protection."

এই পত্র কতদূর সত্য তাহা জানিবার বিশেষ কিছু উপায় নাই। "I have equally a desire of understanding it thoroughly, and becoming a member of it"—পত্রের এই ছত্র হইতে আমরা ধারণা করিতে পারি যে, আকবর খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, আকবর সকল ধর্ম্মকেই সমান স্থান দিতেন এবং খ্রীষ্টানদের গির্জ্জা, হিন্দুর মন্দির, মুসলমানের মস্‌জিদ্, ইহার প্রত্যেকের নির্ম্মাণের জন্যই যথেষ্ট অর্থ-ব্যয় করিতেন। বস্তুতঃ, শেখ নুরুলহকের বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, "আকবরের রাজসভা সকল সম্প্রদায়ের, সকল মতাবলম্বীর এবং সকল জাতির, খোরাসান, ইরাক, মাওরাওন্নাহার ও হিন্দুস্থানের বিদ্বজ্জনের, শাস্ত্রবেত্তা ও ধর্ম্মবিদের, সিয়া ও সুন্নির, দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ ও খ্রীষ্টানের এবং ব্রাহ্মণের ও প্রত্যেক প্রচলিত ধর্ম্মের প্রচারকের আকর্ষণ কেন্দ্র ছিল।" (মোগলবংশ, ১৮২ পৃষ্ঠা)। অপ্রকাশ্যে বাদশাহ যদিও সকল ধর্ম্মকে সমান আসন প্রদান করিতেন কিন্তু প্রকাশ্যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণ যে প্রচার করিতেন সে প্রসঙ্গে বদৌনি লিখিয়াছেন যে, খ্রীষ্টীয়ানগণ যে যাজনের সময় ঘণ্টাধ্বনি করে,

এবং ত্রিত্বের (Trinity) ছবি প্রদর্শন করে, তাহা লোকে তামাসা বলিয়াই বিবেচনা করে।"

আকবরের নিজের ধর্ম্মমতের সম্বন্ধে অনেকে অনেক মতামত প্রকাশ করেন, কিন্তু সম্রাট্ আকবরের আদেশে আবুল্ ফজল কর্ত্তৃক লিখিত আকবরনামায় দৃষ্ট হয় যে, "আকবর খ্রীষ্টধর্ম্মযাজকগণকে তাঁহাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করেন কিন্তু কিছুকাল পরে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে তাহাদের উপদেশ আকবরের হৃদয়ে বিশেষরূপে বদ্ধমূল হয় নাই।" আমরা মানোচির বৃত্তান্ত অপেক্ষা আবুল্ ফজলের বৃত্তান্ত বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। আবুল্ ফজল আকবরের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং আকবরনামা যখন আকবরের আদেশেই লিখিত হইয়াছিল তখন আকবরের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে কোন বিষয় বিচার করিতে হইলে এই আকবরনামার আশ্রয় গ্রহণই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। মানোচি নিজেই লিখিয়াছেন যে, পাদরী রডল্‌ফো একোয়াভাইবা তিন বৎসর আকবরের রাজসভায় থাকিয়া এবং সম্রাটের অনুগ্রহভাজন হইয়াও কোন প্রধান ব্যক্তিকে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী করিতে সমর্থ হন নাই। মানোচি লিখিয়াছেন ঃ—"'T is true, the Missionaries were at liberty to employ their zeal for the conversion of the people, which was rendered useless at court. Akbar had opened a way for their doctrine by permitting his subjects to embrace the Gospel ; but the Fathers had known by experience how difficult a thing it is to convert Mahometans." আমরা ইহা হইতে অনুমান করিয়া লইতে পারি যে সম্রাটের সর্ব্বজনীন

প্রীতির জন্যই যাজকগণ অনুগ্রহভাজন হইয়াছিলেন—খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইবার জন্য নহে।

পাদ্‌রী রডল্‌ফো ১৫৮০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ফতেপুর শিক্‌রি পৌঁছেন। সম্রাট্‌ তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করেন। যাজকগণ তাঁহাকে একখানি বাইবেল উপহার প্রদান করিলে সম্রাট্‌ বিশেষ আহ্লাদ-সহকারে উহা গ্রহণ করেন। সম্রাট্‌ মুসলমান ও খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রাধান্য বিষয়ে বাদানুবাদের জন্য রডল্‌ফোকে অনুরোধ করাতে কোরাণ ও বাইবেল, খ্রীষ্ট ও মহম্মদ, মেরী ও মহম্মদ জননী এবং উভয় ধর্ম্মের স্বর্গ প্রভৃতি বিষয়ে মৌলবীগণের সহিত বাদানুবাদ হয়। আকবর যদিও নিজে এই সময়ে উপস্থিত ছিলেন, তাহা হইলেও কোনরূপ মতামত প্রকাশ করেন নাই। খ্রীষ্টধর্ম্ম বিষয়ে জ্ঞানলাভাকাঙ্ক্ষায় তিনি রডল্‌ফোকে পারস্যভাষা শিক্ষার জন্য অনুরোধ করেন। রডল্‌ফো তিন মাসেই পারস্য ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া বাইবেলের অনেকাংশ পারস্য ভাষায় অনুবাদ করেন। রডল্‌ফো লিখিয়াছেন যে, আকবর ইহার পরে একটি স্বর্ণ নির্ম্মিত ক্রুস প্রস্তুতের আদেশ দেন এবং মধ্যে মধ্যে জিস্মুইট-দিগের গির্জ্জায় উপাসনা শ্রবণ করিতেও গমন করিতেন। মানোচি বলিয়াছেন যে, জিস্মুইটগণ যেস্থানে রাজকুমার মুরাদের অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন, সম্রাট্‌ মধ্যে মধ্যে সে স্থানেও গমন করিতেন। একদিন সম্রাটের সম্মুখে মুরাদ নিজ পাঠ বলিবার সময় "জগৎ পিতার সম্মুখে" এই কথা বলিবা মাত্র সম্রাট বলিলেন "বৎস, 'এবং যীশুখ্রীষ্টের সম্মুখে' একথাও উহাতে যোগ কর।" পরে তিনি যীশুর সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করেন। "Afterwards he enter'd the Chapel which the Fathers had fitted up in their apartment ;

and worshipp'd our Saviour falling prostrate on the ground. Then seating himself on cushions, according to the custom of the country, he began a conversation with the Missionaries which discover'd the bottom of his" (Manouchi)—মানোচির এ বৃত্তান্ত বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। মানোচি ইহার পরে বলিতেছেন যে, যাজকগণ প্রকৃষ্ট উপায়ে আকবরের নিকট খ্রীষ্টানধর্ম্ম প্রচার করিয়া তাঁহাকে এ ধর্ম্ম অবলম্বনে অনুরোধ করিলে আকবর বলিয়া উঠিলেন "What! Become a Christian! Change the religion of my Fathers! How dangerous for an Emperor! How difficult for a man bred up in the ease and liberty of Alcoran." (Manouchi) যাহা হউক রডল্‌ফো ইহা সত্ত্বেও দরবারে থাকিয়া গেলেন। ইহাতে তাঁহার অনেক ক্ষতিও হইতে লাগিল, কিন্তু এই সময় আবুল্ ফজল তাঁহাদের বলিলেন যে, সম্রাট্ কেবলমাত্র সাম্রাজ্যসংক্রান্ত নানারূপ বাধাবিপত্তির জন্যই খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে পাদ্রী রডল্‌ফো তাঁহার আত্মীয় পাদ্‌রী ক্লডভিও একোয়াভাইভাকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে (নিম্নলিখিত কারণে তিনি দরবার পরিত্যাগ করিতেছেন না) লেখেন—

1. Because now the king gives us, greater hopes than ever before.

2. Because we hope that the second son of the king is learning Portugese and therewith also the doctrines of our religion which he loves.

3. As the society of Jesus has already obtained a footing here and enjoys the benevolence of so great a king as well as of his sons it does not seem proper to abandon it before trying all the means we possess for beginning the conversion etc.

অর্থাৎ প্রথমতঃ সম্রাট্ পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে অধিক আশা দিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র পর্ত্তুগীজ ভাষা শিক্ষা করিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ধর্ম্মতত্ত্বও অবগত হইতেছেন এবং তৃতীয়তঃ যখন আমরা এইরূপ পরাক্রান্ত নরপতির আশ্রয় পাইয়াছি তখন যাহাতে ভারতবাসীরা খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করে সেজন্য বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। কিছুদিন পরে সম্রাট্ যখন নিজধর্ম্ম প্রচার করিলেন তখন পাদরী মহাশয় যে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। পাদ্রী প্রস্থানোদ্যত হইলে দয়ার্দ্রচিত্ত এবং দানশীল সম্রাট যথেষ্ট ধনাদি প্রদানে ইচ্ছুক হইলেন কিন্তু পাদরী তাহার কিছুই গ্রহণ করেন নাই।

অনেকগুলি ইউরোপীয় পুস্তকে আমরা আকবরের খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বন সম্বন্ধে উল্লেখ পাই। '*Archivo Portuguez Oriental*" নামক পুস্তকে আমরা তৎকালীন পর্ত্তুগালের রাজার লিখিত কয়েক খানি পত্র দেখিতে পাই। এইসকল পত্রে একবার (Equebor) এবং মোগর (Moghor) নামে আকবর কথিত হইয়াছেন। ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পর্ত্তুগালের রাজার লিখিত পত্রে আমরা একস্থলে দেখিতে পাই যে রাজা মোগল বাদশাহের সহিত বিবাদ করিতে ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিয়াছেন।

"The more so as we are progressing in the conquest of Ceylon and entertain hopes of the conversion

of the Moghul which although slender and uncertain God is nevertheless powerful enough to realise"। অন্যত্র রাজা লিখিয়াছেন যে "The fruit which has hitherto not shown itself may appear whenever God pleaseth and when human hopes are perhaps, the smallest. Accordingly you are to make arrangements, with the provincials of the society that in case those friars should die or be necessarily recalled, for sending others, so that some may always be there as now." অর্থাৎ রাজা প্রথমে বলিতেছেন যে সিংহলবিজয়ের সম্ভাবনা এখন দেখা যায় না; তাহা হইলেও পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলে আমাদের এ আশাও পূরণ করিতে পারেন।

অন্য স্থলে বলিয়াছেন যদিও আশাতরু মুকুলিত হয় নাই তথাপি পরম পিতা ইচ্ছা করিলে শীঘ্রই বৃক্ষে ফল ধরিতে পারে, এবং সেই জন্য আপনি যাহাতে সর্ব্বদা মোগল দরবারে আমাদের প্রতিনিধি থাকে তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন।

উপরে যে সকল জিস্থইটের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তদ্ব্যতীত বিনিডিক্‌ট গোয়েস্ আকবরের দরবারে বাস করিতেন এবং ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে পাদরী হিরোনিমাস জেভিয়ার ও গোয়েস্ বাদশাহের সহিত কাশ্মীর গমন করেন এবং ১৬০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত অতিবাহিত করেন।

মিল্‌ডেন্‌হলের দৌত্যকার্য্যকালে জিস্থইটগণ যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

উপর্য্যুক্ত প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত পত্রাদি উল্লেখযোগ্য ঃ—

(১)

ডানিয়েল্ বারটলি লিখিত পাদ্রী একোয়াভাইভার বৃত্তান্ত *

যে ফতেপুর নগর ও দরবার গৃহ আকবর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল তথায় তিনি অনেক সময় প্রিট্রোটাভারীস্ নামক একজন সুচতুর পর্ত্তুগীজের সহিত কথোপকথন করিতেন। এই পর্ত্তুগীজ বঙ্গদেশীয় একটী পোতাশ্রয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন ও আকবরের সামরিক বিভাগে কর্ম্ম করিতেন। বাদশাহ কখনও কখনও পরিহাস সহকারে স্বীয় মুসলমান ধর্ম্মের কথা আলোচনা করিতেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি যে কোরাণে কোন সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু, ঐ ধর্ম্ম লইয়া জন্মগ্রহণ ও উহাতেই দীক্ষালাভ করাতে, তিনি ঐ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন্ ধর্ম্মগ্রহণ করিবেন তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। মোল্লাদের তর্কেতে তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, অধিকন্তু হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্বে তিনি ইহাপেক্ষাও অসন্তুষ্ট ছিলেন। একসময়ে, এইরূপ কথোপ-কথন কালে তিনি টাভারীস্‌কে খ্রীষ্টীয়ানদের ধর্ম্মপুস্তক সমূহের মূল্য ও সত্যতা সম্বন্ধে এবং খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মপ্রচারকগণ তাঁহাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিরূপ মত পোষণ করেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। টাভারীস্ স্বীয় বিদ্যানুযায়ী নূতন ও পুরাতন 'ধর্ম্মপুস্তক ও জিস্থইটদের অধ্যক্ষগণ সম্বন্ধে যাহা জানিতেন তাহা আকবরের নিকট নিবেদন করিলেন। যাহাতে

* Daniel Bartoli, S. J., Missione at Grand Mogor del Padre Ridolfo Aquaviva......Roma, MDCCXIV.

আকবর তাঁহাদিগের প্রতি আস্থাবান্ হন, তজ্জন্য টাভারীস্ বিশেষ চেষ্টা করিলেন এবং তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিবার জন্য বলিলেন যে, যদি বাদশাহ তাঁহাদিগের দুইজনকে দরবারে আনয়ন করেন, তবে তাঁহারা কয়েক দিবসেই প্রকৃত সত্য প্রচারে সমর্থ হইবেন এবং তাহা-হইলে বাদশাহকে আর মোল্লা বা ব্রাহ্মণগণের তর্কে সময়ের অপব্যয় করিতে হইবে না। জিসুইট ফাদারগণ সম্বন্ধে গত ৩ বৎসর কাল হইতে আকবর তাঁহাদিগের সাধুতার জন্য সম্মান করিয়া আসিতেছিলেন। ইহার কারণ এই যে, ইঁহাদিগের দুইজন তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভূত বঙ্গদেশে ধর্ম্মপ্রচারার্থ আগমন করিয়া এবং তত্রস্থ খ্রীষ্টীয়ানগণকে রাজকীয় শুল্ক প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে দেখিয়া ইহাদিগকে ঐ শুল্ক রাজকোষে প্রেরণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এইপ্রকারে অনেক অর্থ সংগৃহীত হয় এবং বিজ্ঞ বাদশাহ নিজ মন্ত্রিগণের নিকট এই বিষয় অবগত হইয়া ফাদারগণের সাধুতায় ও খৃষ্টীয়ান আইনে বৈদেশিক বা শত্রুর প্রতিও অন্যায়াচরণ বা রাজদ্রোহিতার প্রশয় দেয় না জানিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। কিছুকাল পরে তিনি বঙ্গদেশীয় সপ্তগ্রাম হইতে এগিডিও আনেস্ পেরিরাকে নিজ দরবারে আহ্বান করেন; পেরিরার জ্ঞান অপেক্ষা ধর্ম্মপ্রাণতার আধিক্যতার জন্য তিনি খ্রীষ্টীয়ানগণ সম্বন্ধে আকবরের মনে উত্তম ধারণা জন্মাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহাতে বাদশাহ তাঁহার উপরে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সম্মান ও উপহারে ভূষিত করিয়াছিলেন; কিন্তু পেরিরা বাদশাহের ইচ্ছানুযায়ী খ্রীষ্টধর্ম্মের শত্রুদিগের সহিত তর্ক করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই সকল শত্রুর সকল বিষয়ে নিজেদের মধ্যে প্রভূত পার্থক্য থাকিলেও খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রতি অত্যন্ত বিরক্তি ছিল।

এইজন্য এবং পেরিরার পরামর্শে আকবর তাঁহার দরবারের অন্যতম ওমরাহ আবদালাকে একদল প্রহরী ও ডোমেনিকো পেরীস্ নামক একজন আর্ম্মেনিয়ান খ্রীষ্টীয়ান দ্বিভাষী সহ গোয়ার আর্কবিশপ, শাসনকর্ত্তা ও জিস্যুইট ফাদারগণের নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ১৫৭৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিশেষ জাঁকজমকের সহিত মহাপ্রতাপশালী বাদশাহের দৌত্যবাহিনীকে অভ্যর্থনা করা হয়। ফাদারগণ এরূপ দৌত্যবাহিনী দৃষ্টে যে আধ্যাত্মিক প্রবোধ পাইয়াছিলেন, তাহাও বলা যাইতে পারে। বহুবর্ষ হইতে তাঁহারা মোগল দরবারে যীশুখ্রীষ্টের পবিত্রনাম প্রচার করিতে বহু-প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এক্ষণে, অকস্মাৎ এবং সকলপ্রকার আশার বিরুদ্ধে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে স্বয়ং বাদশাহ তাঁহাদিগকে শুধু আমন্ত্রণ করেন নাই, দরবারে প্রবেশাধিকার প্রদান করিয়াছেন। সকলেই ফাদারগণকে অভিনন্দন এবং বাক্যে ও কার্য্যে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। কেহ কেহ এরূপ মনে করিতে লাগিল, কেহ প্রতিজ্ঞাই করিল যে তাহাদের গমনে শুধু যে তাহাদের ধর্ম্মের খ্যাতি বৃদ্ধি ও পর্ত্তুগালের আর্থিক উন্নতি হইবে, তাহা নহে ; ইহাতে বাদশাহ ও তাঁহার রাজ্যও খ্রীষ্টধর্ম্মগ্রহণ করিবে। এইরূপ সময়ে যাহা ঘটে তাহাই হইল, সকলে প্রকাশ্যে ও বিশেষ আশাপূর্ণ হৃদয়ে প্রকাশ করিতে লাগিল যে, বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই আকবর খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণে অভিলাষী ছিলেন। পত্র ও চাক্ষুষ বৃত্তান্তে প্রমাণিত হইল যে ত্বক্-ছেদন ও মুসলমান পরিচ্ছদ পরিধান ব্যতীত তাঁহাতে মুসলমান ধর্ম্মের আর কোন চিহ্নই পরিলক্ষিত হইত না। তিনি কোরাণে আদৌ আস্থাস্থাপন করিতেন না। প্রমাণ স্বরূপ কথিত হইল যে পত্নী পরিগ্রহণ কালে তিনি মুসলমান অপছন্দ করিয়া হিন্দু পত্নী গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা যেরূপ রবিবারে উপবাস করি, তিনিও শুক্রবারে সেইরূপ উপবাসী

থাকেন এবং এই সকল শুক্রবারে তিনি ফতেপুরস্থিত খ্রীষ্টীয়ানগণকে স্বীয় খাদ্যের অংশ প্রেরণ করিয়া থাকেন। একজন খ্রীষ্টীয়ান খ্রীষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে জানিতে পারিয়া বাদশাহ্ তাঁহাকে দরবারে আনয়ন করিয়া তিরস্কার করতঃ নিম্ন লিখিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন "তুমি মহম্মদকে কি ঐশ্বরিক কার্য্য করিতে দেখিয়াছ যে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মহম্মদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ?" যখন স্বধর্ম্মত্যাগী উত্তর করিল যে নিতান্ত অভাবগ্রস্ত হইয়া সে এরূপ কার্য্য করিয়াছে, তখন তিনি জীবিকানির্ব্বাহের প্রচুর সংস্থান করিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বনে বাধ্য করিলেন। তিনি মেরী মাতার ক্রোড়ে উপবিষ্ট যীশুর ভক্তি প্রকাশক এক মূর্ত্তি রক্ষা করিয়া দরবারের ওমরাহের সম্মুখে মূর্ত্তিকে প্রণাম ও পূজা করিতেন। একজন ভক্তিহীন ও অশিষ্ট মুসলমান মেরীমাতার সতীত্ব সম্বন্ধে দোষারোপ করাতে আকবর তাহাকে দরবার হইতে দূরীভূত করেন এবং অতিকষ্টে সে তাহার জিহ্বা ও গলদেশ ছেদন হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল। অবশেষে, ইহাও অনেক সময়ে তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি জিস্যুইট ফাদারগণের জন্য আগ্রা বা লাহোর বা নিজ ফতেপুরে এইরূপ একটী গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিবেন যাহা গোয়ার সেণ্টপলের গির্জ্জাকে আকারে ও ঐশ্বর্য্যে পরাজিত করিবে। এতদ্ব্যতীত আকবরের অনেক স্বাভাবিক গুণ ছিল; প্রখর বিচারশক্তি, সত্যানুসন্ধিৎসা, মিথ্যানির্ণয়ে সূক্ষ্মবুদ্ধি, এবং যে সকল নৈতিক গুণলাভে প্রত্যেক খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীই অহঙ্কার করিতে পারেন, তাঁহাতে সেই সকল গুণই বিদ্যমান ছিল। তিনি দরিদ্রের প্রতি অতিশয় সদাশয় ছিলেন এবং অভাবগ্রস্তের অভাব মোচন করিতেন; তিনি বিচারকালে সৎ ও অপক্ষপাতী ছিলেন এবং আবশ্যক হইলে চক্ষুর সামান্যমাত্র ইঙ্গিতে

তাঁহার পরিচারকবর্গ বুঝিতে পারিত যে কাহাকেও হত্যা করিতে হইবে। অধিকন্তু, তিনি দোষীদিগের শাসনে এরূপ সতর্ক ও ধীর ছিলেন যে দণ্ডিত ব্যক্তির হত্যার পূর্ব্বে তিনবার তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিতে হইত। তিনি সকল গুণাবলীর ভক্ত ছিলেন এবং নিম্নশ্রেণীস্থ কোন ব্যক্তিকে শান্তি বা যুদ্ধ বিষয়ক গুণাবলী ভূষিত দেখিলে তাহাকে অর্থ ও পদ দ্বারা এবং নিজের সহিত ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্বে সম্মানিত করিতেন। নিম্নশ্রেণী হইতে উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত হইলে যাহাতে এইসকল ব্যক্তি অত্যন্ত অহঙ্কারী না হয়, তদ্বিষয়ে তিনি যথোপযুক্ত দৃষ্টি রাখিতেন। এইজন্য তিনি আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন যে, কেহ এইরূপে উন্নীত হইলেও, তাহার পূর্ব্বপদের চিহ্নস্বরূপ কোন চিহ্ন তাহার সম্মুখে প্রকাশ্যে প্রদর্শিত হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যিনি সাহসের জন্য সম্মানিত হইয়াছেন এরূপ একজনের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে; ইঁহার সম্মুখে বর্শার উপরে সুবর্ণের হল ব্যবহার করা হইত; ইহাতে এইব্যক্তি নিজের পূর্ব্বতন অবস্থার কথা অবগত থাকিয়া বিনয়নম্র হইতে এবং সেই সঙ্গে যিনি সামান্য কৃষিজীবিকে সেনাপতির পদে উন্নীত করিয়াছেন, তাঁহার জন্য কৃতজ্ঞতায় হৃদয় আপ্লুত থাকিত। * আকবরের প্রশংসাসম্বন্ধে অন্যান্য অনেক বিষয় ব্যতীত এইগুলি উল্লেখ করা যাইতে পারে।

গোয়া হইতে দুই কি তিন মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতে আকবরের দূতকে যথোপযুক্ত সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করা হয় এবং এই অভ্যর্থনায় গোয়ার' সকল পর্ত্তুগীজ অভিজন যোগদান করিয়াছিলেন। তীরে অবতরণ করিবামাত্র ইঁহাদের কতকাংশ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন; অপরাংশ রাজপ্রাসাদে অপেক্ষা করিতেছিলেন। বহু

* এই স্থানে আকবরের প্রধান ইঞ্জিনীয়ার কাশীম খাঁর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে তিনি সেণ্টপল কলেজে উপনীত হইয়া ধর্ম্মাধ্যক্ষকে বাদশাহের পত্র ও গোয়া পরিত্যাগের পরবর্ত্তী সময় হইতে ফতেপুরের দরবারে উপনীত হওয়া পর্য্যন্ত ফাদারগণের রক্ষার্থ যে সকল স্থানদিয়া তাঁহারা গমন করিবেন সেই সকল স্থানের শাসনকর্ত্তা, প্রতিনিধি প্রভৃতিদিগের নিকট যে সকল পত্র প্রেরিত হইয়াছিল, প্রদান করিলেন। তৎপরে তিনি গির্জ্জায় গমন করিলেন ও গির্জ্জার দ্বারদেশে তিনি ও তাঁহারা অন্যান্য সঙ্গিগণ মসজিদে প্রবেশকালে আচার অনুসরণ করিয়া পাদুকা উন্মোচন করিলেন। অতঃপর তিনি জেভিয়ারের সমাধিস্থলে গমন করিলেন। তৎপরে তিনি দ্বিভাষীদ্বারা দৌত্যবাহিনীর উদ্দেশ্য প্রকাশ করিয়া বাদশাহের অনুরোধপত্র প্রদান করিলেন। *

(২)

ফান্সিস্ ডিসুসা নামক অন্যতম জিসুইটের লিখিত বৃত্তান্ত।

আকবর এই বৎসর † গোয়ার পর্ত্তুগীজ রাজপ্রতিনিধি, প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ এবং প্রাদেশিক ধর্ম্মাধ্যক্ষকে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারার্থ দুইজন জিসুইটকে তাঁহার দরবারে প্রেরণার্থ পত্র প্রেরণ করেন। এই পত্র নিম্নোক্ত ভাবে লিখিত হইয়াছিল ঃ—

আপনারা অবগত হইবেন যে, আমি আপনাদের বিশেষ বন্ধু। এই সঙ্গে আমি আমার দুত আবদালা ও দ্বিভাষী পাইরীস্‌কে দুইজন শিক্ষিত ফাদার আনয়নের জন্য প্রেরণ করিলাম। ফাদারগণ যেন ধর্ম্মপুস্তকাদি

* আকবরের পত্রে ১৫৭৮ ডিসেম্বর তারিখ ছিল কিন্তু আবদালা ১৫৭৯ সালের সেপ্টেম্বরে গোয়ায় পৌঁছিয়াছিলেন।

† পূর্ব্ববর্ত্তী পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

সহ আগমন করেন, যাহাতে আমি যীশুর ধর্ম্ম অবগত হইতে পারি। আমি ইহাও বিশেষভাবে জানাইতেছি যে, উক্ত দূতগণ তথায় পৌছিবামাত্র যেন ফাদারগণ পুস্তকসহ আগমন করিতে দ্বিধা না করেন। তাঁহারা যেন অবগত থাকেন যে, আমি যথাসম্ভব সম্মানের সহিত উক্ত ফাদারগণকে অভ্যর্থনা করিব এবং আমি ঐ ধর্ম্ম বিষয়ে সকল বিষয় অবগত হইলেই তাঁহারা নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী প্রত্যাগমন করিতে পারিবেন এবং তাঁহাদিগের প্রতি অনেক সম্মান ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিব। তাঁহারা যেন দরবারে আগমন করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ না করেন, কারণ তাঁহারা আমারই আশ্রয়ে বাস করিবেন।

উপরিউক্ত দূত বাদশাহের উপযুক্ত সম্মান সহকারে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। ফাদারগণ দূতকে নানা প্রকার স্নেহ ও অনুগ্রহের নিদর্শন স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবদালা ফাদারগণের জন্য দুইটী অশ্বতর এবং যে সকল শাসনকর্ত্তার প্রদেশ মধ্য হইয়া ফাদারগণের অগ্রসর হইবার কথা ছিল সেই সকল প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার নামে পত্র ও একদল শরীররক্ষীও আনয়ন করিয়াছিলেন।

নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়াই আকবর ফাদারগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন :—অন্যান্য মোগলদের ন্যায় আকবরও মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও, মহম্মদের ধর্ম্ম তাঁহার সন্তোষ সাধনে সমর্থ হয় নাই এবং কয়েকজন পর্ত্তুগীজদত্ত সংবাদে তিনি খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রতি আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন; তিনি ক্রুস ও অন্যান্য দেবমূর্ত্তিকে পূজা করিতেন; বিশেষত: তিনি যীশুখ্রীষ্ট ও মেরী মাতাকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন এবং তাঁহার দরবারের ওমরাহগণ ইঁহাদিগের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। একদিন তিনি স্বধর্ম্মত্যাগী এক খ্রীষ্টীয়ানকে জিজ্ঞাসা করেন যে সে

মহম্মদকে কি ঐশ্বরিক কার্য্য প্রদর্শন করিতে দেখিয়াছে যে সে খ্রীষ্টধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং তিনি তাহাকে পুনর্ব্বার খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আদেশ দিলেন। যাহাতে এই ব্যক্তি স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তজ্জন্য তাহাকে একটী উত্তম চাকুরীও প্রদান করিলেন। একজন কাজী মেরীমাতার নিন্দাবাদ করাতে তিনি তাহাকে দরবার হইতে দূরীভূত করেন। আকবরের এই সকল স্বভাবোচিত প্রবৃত্তি দুইজন জিসুইটের জন্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইঁহারা ধর্ম্মপ্রচারার্থ বঙ্গদেশে গমন করিয়াছিলেন। যে সকল খ্রীষ্টিয়ান্ বণিক্ বাদশাহকে যথোচিত শুল্ক প্রদান করে নাই, ইঁহারা তাহাদিগকে "মুক্তি" প্রদান করিতে অস্বীকার করিলেন। বঙ্গদেশীয় এই দুইজন ধর্ম্মপ্রচারকের সাধুতা ও বাদশাহের প্রিয়পাত্র টাভারিসের আবেদনে তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মের সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন এবং এই সম্বন্ধে বিশেষরূপ তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য তিনি গিলি আনিস্ পেরিরা নামক একজন ধার্ম্মিক ধর্ম্মযাজককে আহ্বান করিলেন। এই জন্য তিনি যাহা জ্ঞাত ছিলেন তাহা অবগত করাইয়া বাদশাহকে নিবেদন করিলেন যে গোয়ার পণ্ডিতগণের নিকট তিনি একটী মূর্খব্যতীত কিছুই নহেন এবং খ্রীষ্টধর্ম্মসম্বন্ধীয় সকল বিষয় অবগত হইবার জন্য বাদশাহকে গোয়া হইতে কাহাকেও আনয়ন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্রই গোয়ার ফাদারগণের সুযশ ব্যক্ত হওয়ার কারণেই আমরা আকবরের নিকট প্রেরিত হইবার জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলাম। আমরা সত্যকথাই বলি। কেহ কেহ সন্দেহ করেন যে,—এবং 'ইঁহাদের সন্দেহের যথেষ্ট হেতুও আছে—আকবর একটী নূতন ধর্ম্মপ্রচার করিয়া ইহাতে মুসলমান ও খ্রীষ্টধর্ম্মের সমন্বয় করিতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং এই প্রকারে

পৃথিবীতে নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক বলিয়া খ্যাতিলাভে সচেষ্ট ছিলেন। এবং এই জন্যই তিনি মহম্মদের ন্যায়, ফাদারদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে বাদশাহের এরূপ উদ্দেশ্য হইলে তিনি উপযুক্ত উপদেশ-প্রদানকারী নির্ব্বাচনে সমর্থ হন নাই।

দূতের প্রস্তাব প্রকাশিত হইলে, ফাদারগণের ফতেপুর যাওয়া সম্বন্ধে নানারূপ ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। রাজপ্রতিনিধি মনে করিলেন যে ফাদারগণের তথায় যাওয়া সমীচীন হইবে না। তিনি আশঙ্কা করিতে লাগিলেন যে বাদশাহ এই সকল ফাদারগণকে প্রতিভূরূপে আবদ্ধ করিয়া ডামন্, ডিউ ও রণতরীসম্ভারের অধ্যক্ষগণকে বাদশাহের আক্রমণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবেন। প্রাদেশিক ধর্ম্মাধ্যক্ষ, পক্ষান্তরে, ফাদারগণকে প্রেরণে বিশেষ উপরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি যে সকল সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে রাজপ্রতিনিধিকথিত ভয়ের কোন আশঙ্কাই ছিলনা; অধিকন্তু, ধর্ম্মপ্রচারের ও রাজ্যের বিশেষ সুবিধার আশা ছিল। রাজপ্রতিনিধি এই বিষয় বিবেচনার্থ প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও অন্যান্য কয়েকজনের উপর ইহা ন্যস্ত করিলেন। বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া ধর্ম্মাধ্যক্ষ নিম্নলিখিত উত্তর প্রদান করিলেন:—

মোগলবাদশাহ হইতে প্রতিভূ না লইয়া, তাঁহার দরবারে ফাদারগণকে প্রেরণ জন্য আমরা বিবেচনা করি যে যদি ইহা সফল হয়, তবে অনেক আত্মা উদ্ধার হইবে। বাদশাহ যেরূপ আগ্রহের সহিত ফাদারগণকে প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে যেরূপ স্বাধীনতা, বিপদ্ ও সাহসের সহিত প্রচারকগণ খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করেন তাহাতে যদি উক্ত ফাদারগণ বিধর্ম্মীর আমন্ত্রণ রক্ষা না করেন, তবে বিধর্ম্মী-দিগের নিকট আমাদের অত্যন্ত নিন্দা হইবে। এই জন্য বাদশাহপ্রেরিত

দূতের সহিত রাজপ্রতিনিধি ঈশ্বরের ভরসায় এবং অন্য কোনরূপ প্রতিভূ না লইয়া, ফাদারদ্বয়কে প্রেরণ করিবেন। তিনিই ইঁহাদিগকে সকল বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবেন এবং এরূপ একজন পরাক্রান্ত সম্রাট্‌কে আমাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করাইবেন। যদি কেবল কৌতূহলবশতঃই বাদশাহ এরূপ করিয়া থাকেন, তবে যে সকল ফার্ম্মান প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তিনি ফাদারগণকে নিরাপদে প্রত্যাগমন করিতে অনুমতি প্রদান করিবেন। আর যদি বিদ্বেষবশতঃ বা চতুরতা পূর্ব্বক বাদশাহ এরূপ করিয়া ফাদারগণকে পীড়া দেন, তবে তাঁহারা চিরস্মরণীয় হইবেন এবং পর্ত্তুগালাধিপতিও বাদশাহের বন্দর ও জাহাজাধিকারে অধিকারী হইবেন।

এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া রাজপ্রতিনিধি ফাদার রডল্‌ফো একোয়া-ভাইভা, ফাদার এণ্টনিও ডি মনসিরাট্ এবং ফাদার ফ্রান্সিস্‌কো এনরিক্‌কে * প্রেরণ করেন। ইঁহারা ডিসেম্বর মাসের ত্রয়োদশ দিবসে ডামন্ পরিত্যাগ করেন।

(৩)

উল্লিখিত মনসিরাট্ লিখিত আদি পুস্তক কিছুদিন পূর্ব্বে ফাদার হষ্টিন্ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। মনসিরাট্ স্বীয় পুস্তকে যে ভূমিকা ও বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

প্রাচীনকালে প্রাচীনেরা ভ্রমণের দৈনন্দিন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতেন। মাসিদোনিয়ান্ আলেকজান্দার এসিয়া আক্রমণে ব্রতী হইলে ইরাট্‌সথিনিস্‌কে এই বিষয়ে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেলুকাস্ নিকেটর-পুত্র

* ইনি পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন।

এন্টিওকস্ আর্টিমিদোরস্ নিকেটরকে এই কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। জুলিয়স্ সীজর স্বয়ং এই কর্ম্মসম্পাদন করিয়াছিলেন। পারস্যের রাজন্যবর্গও এই প্রকারে স্বীয় রাজত্বের সকল বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে স্থলপথে বা জলপথে ভ্রমণকারী অনেকে উপরোক্ত প্রথা অবলম্বন করিয়া সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন।

জিস্যুইট সমিতিতেও ইগ্‌নাসিয়াসের সময় হইতে এইরূপ প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। মুগলাধিপতি আকবরের দরবারে যাত্রা করিবার সময় জিস্যুইট-দিগের প্রাদেশিক অধ্যক্ষ রডেরিক্ ভিন্‌সেন্‌সিয়াস্ পথিমধ্যে ও দরবারে যাহা ঘটে তাহা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য আমাকে আদেশ প্রদান করিয়া-ছিলেন। আমার বৃত্তি ও সমাজের নিয়ম, এবং সঙ্গে সঙ্গে উপর্য্যুক্ত আদেশের জন্য আমি প্রত্যহ রাত্রিতে স্বার্দ্ধ দুই ঘণ্টা শ্রম করিয়া ঐ দিবসের ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছি। আমার গোচরীভূত সকল বৃত্তান্ত আমি বর্ণনা করিয়াছি। ইহার মধ্যে, নদী, নগর, প্রদেশ, অধিবাসীদিগের আচার ব্যবহার, মন্দির, ধর্ম্ম ও আমরা দরবারে উপনীত হইলে বাদশাহ খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি যে সম্মান দেখাইয়াছেন, এবং রডল্‌ফোর প্রতি যে সকল কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে রডল্‌ফোর উৎসাহ, ধীরতা, জ্ঞান ও মুসলমানদের সহিত আমাদের তর্ক বিতর্ক, কাবুলযুদ্ধ (যাহাতে আকবরের উদ্দেশ্যের স্থির প্রতিজ্ঞা এবং উচ্চতর রাজনীতিজ্ঞতা প্রকাশ পাইয়াছিল), ও এই যুদ্ধজয়ের পরবর্ত্তী জয়োল্লাসের বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে।

আমার প্রত্যাগমনের পরে, আমাদের সমিতির কয়েকজন বয়োজ্যেষ্ঠ, বিজ্ঞ ও সাহিত্যরসাভিজ্ঞ ফাদার আমার অসংস্কৃত বর্ণনা পাঠ করিয়া আমাকে বিশেষ সুখ্যাতি প্রদান পূর্ব্বক এইগুলি আমার

ইচ্ছানুযায়ী লিপিবদ্ধ করিবার জন্য প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন। অন্যান্য বিষয়ে আমি যেরূপ তাঁহাদের উন্নত জ্ঞান ও মতানুসারে কার্য্য করিয়াছি এবিষয়েও অনুরূপ করা সমীচীন মনে না করিয়া আপনাদের বিবেচনার্থ নিম্নলিখিত বর্ণনা উপস্থিত করিতেছি।

আটবৎসর পূর্ব্বে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। কার্য্যারম্ভের ছয় বৎসর পূর্ব্বে প্রাদেশিক ধর্ম্মাধ্যক্ষ পিটর্ মার্টিন্ আমাকে ইথিওপিয়ায় প্রেরণ করেন এবং তজ্জন্য আমাকে সাহিত্যালোচনা হইতে বিরত হইতে হয়।

আমাদের ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে অথবা রাজ-দরবারে বাসকালে এবং কাবুলযুদ্ধের সম্বন্ধে যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। আমি পুস্তকখানিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথমাংশে, মোগল দরবারে আমাদের দৌত্য ও দ্বিতীয়াংশে গাঙ্গেয় প্রদেশের ভূগোল প্রভৃতির বর্ণনা করিয়াছি। অন্য দুই পুস্তকে ইথিওপিয়া ও আরবদেশের ভূগোলাদির বর্ণনা করিয়াছি।*

ভ্রমণ কালে তাঁহাদিগকে নিরাপদে রাখিয়াছেন বলিয়া যাজকগণ নগর দর্শন করিবামাত্র ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন ও নগরের আয়তন ও ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তাঁহারা যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। নগরে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহাদের তীর্থযাত্রীর অভিনব সাজ সজ্জা সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। লোকে তাঁহাদিগকে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল আর অজ্ঞতাবশে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল এই কৃষ্ণপরিচ্ছদধারী, নিরস্ত্র, "ক্লোক" ও হ্যাটধারী, মুণ্ডিত মস্তক, মুণ্ডিত শ্মশ্রু ব্যক্তিগণ কে?

* এই দুইখানি পুস্তক প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

বাদশাহের নিকট নীত হইলে তিনি তাঁহার উচ্চ আসন হইতে তাঁহাদিগকে দর্শন করিবা মাত্র সন্নিধানে আসিবার জন্য আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসিত কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া গোয়ার আর্কবিশপ কর্ত্তৃক প্রেরিত ভূগোল সম্বন্ধীয় একখানি পুস্তক বাদশাহকে উপহার প্রদান করিলে তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, কিন্তু বাহ্যতঃ ইহা প্রকাশ না করিয়া নিজ সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া তাঁহাদের সহিত ধীরভাবে কথাবার্ত্তা কহিলেন। তৎপরে শীঘ্রই সভা ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি অনতিবিলম্বে "কপুর তালাও" নামক অন্তঃপুরস্থ কক্ষে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন। তাঁহার মহিষীগণ যাহাতে দেখিতে পান তজ্জন্য তিনি তাঁহাদিগকে "দৌলতখানা" নামক উপযুক্ত স্থানে লইয়া গেলেন। তথায় অকস্মাৎ বৃষ্টি পতনের জন্য তিনি পর্ত্তুগীজদিগের ন্যায় সুবর্ণের কড়াযুক্ত বেগুণে রঙ্গের গাত্রাবরণে দেহ আবৃত করিলেন এবং স্বীয় পুত্রদিগকেও সেইরূপ করিতে ও পর্ত্তুগীজদিগের ব্যবহৃত টুপী ব্যবহার করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। তিনি তাঁহার অতিথিদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই এরূপ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি তাঁহাদিগকে আট শত সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। আমরা সুবর্ণান্বেষণে আগমন করি নাই,—যাজকগণ এইরূপ আপত্তি করিলে বহু চেষ্টাতেও তাঁহাদিগকে সুবর্ণ গ্রহণ করিতে অসম্মত দেখিয়া তিনি তাঁহাদিগের নির্লোভতার যথেষ্ট প্রশংসাবাদ করিলেন। তদনন্তর টাভারিওর রাজদৌত্যের অবশিষ্ট পর্ত্তুগীজদিগের-আবাসে তাঁহাদিগের অবস্থানের ব্যবস্থা করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। বাদশাহের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া পাদ্রীগণও অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া নির্দিষ্ট বাসস্থানে প্রস্থান করিলেন। এই সকল ব্যাপারে তাঁহাদিগের

দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল যে বাদশাহ খ্রীষ্টোপাসনা ও তাঁহাদের পবিত্র ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবেন।

গঙ্গারীডিদিগের অনুরোধে রাজার সহিত কথোপকথন করিতে যে যাজককে আমরা দেখিয়াছি তিনি এই যাজকদিগকে পরদিবস সদয়ভাবে অভ্যর্থনা করিলেন। সে সময় লেণ্ট্ পর্ব্ব (১) বলিয়া মৎস্যাদি সামান্য খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করা হইয়াছিল। খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে রাজার মনোভাব কিরূপ, তাহা তাঁহারা ইঁহার নিকট হইতেই পরে জানিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রথম উত্তর এই যে বাদশাহ যীশুখ্রীষ্ট ও ঈশ্বরের কুমারী মাতাকে সম্মান করেন ও তিনি যীশুখ্রীষ্টকে প্রায় স্বর্গীয় সম্মান দিতে উদ্যত। সুসমাচারে লিখিত খ্রীষ্টের শিক্ষার তিনি কেবল অনুমোদন করেন না,—পরন্তু তাহার প্রশংসাবাদও করিয়া থাকেন। কিন্তু খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে এরূপ ঔৎসুক্য সহকারে সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষিত হয় যে কোন ব্যক্তিই একাধিক পত্নী রাখিতে পারে না এবং যাজকগণের পক্ষে পত্নী বা স্ত্রীলোক রাখা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ; এই ব্যাপারে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। "ঈশ্বরের ত্রিত্ব, কুমারীর গর্ভে ঈশ্বরের পুত্রোৎপত্তি, ক্রুশে তাঁহার যন্ত্রণাভোগ ও ইহুদীদিগের হস্তে তাঁহার মৃত্যু শুনিয়া আমার চিত্তাকাশ সংশয় মেঘে আবৃত হইয়াছে" এরূপ কথা রাজা যখন বলিয়াছিলেন তখন তিনি প্রকৃত কথাই বলিয়াছিলেন। কিন্তু সুসমাচার ঈশ্বরের প্রত্যাদেশে লিখিত ইহা তাঁহাকে বিশ্বাস করাইতে পারিলে এসকল ব্যাপারে তাঁহার প্রত্যয় জন্মিবে। তিনি যীশুখ্রীষ্টের জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলী শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করেন ও সেগুলি বিশ্বাস করেন; মহম্মদের সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা অন্যরূপ, তিনি মহম্মদকে প্রবঞ্চক মনে করেন;

(১) খ্রীষ্টানদিগের ৪০ দিবসব্যাপী উপবাসের সময়। ইষ্টার পর্ব্বে সমাপ্তি হয়।

মহম্মদ তাঁহার কল্পিত কাহিনীতে কতকগুলি ব্যক্তিকে উন্মত্তের ন্যায় করিয়া [চতুর্দ্দিকে] প্রেরণ করিয়াছিলেন এইরূপ তিনি বলেন। তাঁহার ভোজন-কক্ষে খ্রীষ্ট, মেরী, মোজেস্ ও মহম্মদের চিত্র আছে। একবার মহম্মদের চিত্রের দিকে পশ্চাৎ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন "ইহা খ্রীষ্টের চিত্র, ঐটি মেরীর, এইটি মোজেসের আর ঐটি মহম্মদের"। শেষোক্ত সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব এইরূপে ইঙ্গিতে জানাইতে তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে রাজার মনোভাব কতদূর জানা গিয়াছে তাহার আর বিশেষ বৃত্তান্ত না দিয়া, ভবিষ্যতে কোন্ পথ অবলম্বন করিতে হইবে তাহাই তিনি জানাইলেন। আমাদিগের পাদ্রীগণের উপস্থিতির পূর্ব্বে, খ্রীষ্টধর্ম্মে রাজার অত্যধিক আস্থা দেখিয়া ঈজাইভিস্ (অপর পাদ্রীটির ইহাই নাম) রাজাকে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিক্ষা দিতেন। কিন্তু তিনি দোভাষীর অজ্ঞতায় আর অধিক অগ্রসর হইতে পারেন নাই ; অধিকন্তু এমন বিপদে পড়িয়াছিলেন যে, যখন কেহ এই কঠিন তর্ক বিতর্ক শেষ করিতে বলিলেন তখন তিনি ধর্ম্মের জন্য সাহসের সহিত পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিলেন যে, তিনি অগ্নি পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত আছেন।

জিড্রোসাইসিদিগের সহিত যুদ্ধের পরে অগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বাদশাহ্ সম্প্রতি ফতেপুর ("বিজয়ের নগর") নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বিন্ধ্য-পর্ব্বত শ্রেণীর পাদদেশে এই নগর অবস্থিত। বিন্ধ্য পর্ব্বতমালা পশ্চিমে শত মাইল পর্য্যন্ত আজমীরের দিকে বিস্তৃত। স্থানটি পর্ব্বতসঙ্কুল, চিত্তাকর্ষক নহে ; ইহা একটি পুরাতন নগরের সন্নিকটে অবস্থিত। "পুরানা শিক্রি" নামে অভিহিত হয়। দেশীয় ভাষায় "পুরানা" অর্থে পুরাতন ; তজ্জন্য প্রকৃত পক্ষে স্থানটির নাম শিক্রি। নয় বৎসর ধরিয়া

রাজকোষের অর্থে ও রাজার সন্তোষ বিধানের নিমিত্ত রাজপারিষদ্‌গণের অর্থে বহু বিশাল অট্টালিকা নির্ম্মিত হইল। ফতেপুরের প্রধান ভূষণ অবশ্য রাজপ্রাসাদ। ইহা বহু বিস্তৃত ও অত্যন্ত মনোরম। যে অট্টালিকায় হস্তীযুদ্ধ ও মল্লযুদ্ধ হয় তাহাও বহু বিস্তৃত ও খিলানের উপর নির্ম্মিত। এই স্থানে "চুঙ্গান" [পোলো] ক্রীড়াও হইয়া থাকে। সর্ব্বপ্রকার ও প্রচুর দ্রব্য পরিপূর্ণ পাঁচশত গজ দীর্ঘ বাজার ও স্নানাগারগুলিতে বহু মানবের সমাগম হয়। অনাবৃষ্টির আশঙ্কায় দুই মাইল দীর্ঘ ও ১॥০ মাইল প্রস্থ কৃত্রিম হ্রদ নির্ম্মিত হইয়াছে। বাদশাহ ইহা নিম্নলিখিত রূপে নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন :—পূর্ব্বে এ স্থানে এক নিম্নভূমি শীত ঋতুতে বৃষ্টির জলে পূর্ণ হইত ; এই বারিরাশি সূর্য্যোত্তাপে বাষ্প হইয়া যাইত—কেবল কিয়দংশ প্রবাহিত হইয়া যাইত। বাদশাহ্ এই বহির্গমনের প্রণালী উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বন্ধ করিতে আদেশ দিলেন। এইরূপে বাদশাহের এক আদেশে জলাভাবের আশঙ্কা তিরোহিত হইল—সঙ্গে সঙ্গে এই স্থানের আব্‌হাওয়ারও উন্নতি হইল। কারণ সন্ধ্যার প্রাক্কালে মন্দ মন্দ মারুত উত্থিত হইয়া এস্থানের অত্যধিক উত্তাপও হ্রাস করিয়া দেয়। এতদ্ভিন্ন শিকারের দিনে রাজা এই হ্রদের সন্নিকটে যাইয়া প্রচুর আনন্দলাভ করেন। নগরের অন্যান্য সুন্দর দৃশ্য সম্বন্ধে আর কিছু বলিব না। কিন্তু দুই মাইল ব্যাপী দুর্গপ্রাচীর উল্লেখযোগ্য। ইহার স্থানে স্থানে বুরুজ ও ৪টি ফটক আছে। পূর্ব্বদিকে আগ্রা ফটক, উত্তরে সির্কাম্ ফটক ও দক্ষিণে দালপুরী ফটক। ইহার মধ্যে উত্তর ফটক সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। রাজা এই ফটক দিয়া মধ্যে মধ্যে সির্কাম্ যাতায়াত করেন। ইহার প্রবেশ পথে প্রকৃত হস্তীর ন্যায় আকার-বিশিষ্ট দুইটি শুণ্ড-বিহীন হস্তীর মূর্ত্তি আছে। (এগুলি দেখিলে ফিডিয়াস্*

* এথেন্সের সুপ্রসিদ্ধ ভাস্কর।



দেওয়ানী খাস্
খদাবক্স লাইব্রারী হইতে

কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া ভ্রম হইতে পারিত)। এই হস্তীদ্বয় যেন ফটকে প্রহরীর কার্য্য করিতেছে এবং এই জন্য স্থানটিও চমৎকার দেখায়। সির্কামের সন্নিকটস্থ পীরামিড হইতে পূর্ব্বদিকে আগ্রা ও পশ্চিমদিকে আজমীরের দূরত্ব, প্রতি সার্দ্ধমাইল ব্যবধানে রোমীয়দিগের ন্যায় "মাইল ষ্টোন্" দ্বারা চিহ্নিত আছে। যখন আকবর আগ্রায় অবস্থান করিতেছিলেন তখন পর্ব্বতস্থিত কুটীর নিবাসী জনৈক ফকীর (অর্থাৎ জ্ঞান ও ধর্ম্মই যাঁহাদের বৃত্তি) তাঁহাকে আগ্রাত্যাগ করিয়া শিক্রি আসিতে অনুরোধ করেন।

যমুনাতীরে অবস্থিত আগ্রা নামেও একটী নগর আছে। ইহা পরিমাণ ও প্রাচীনত্বের জন্য বিখ্যাত। এই স্থানে "জেলালদিনাস্" (৩) জন্মগ্রহণ করেন ও লালিত পালিত হন। পিতার শোচনীয় মৃত্যুর পরে তিনি সিংহাসন অরোহণ করেন। এমায়ুমিস্ (হুমায়ুন) তাঁহার দিল্লীস্থ প্রাসাদের ছাদে যষ্টিহস্তে পাদচারণা করিতে করিতে ছাদের প্রান্তদেশে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার যষ্টি স্খলিত হওয়ায় তিনি ছাদ হইতে নিম্নস্থ উদ্যানে পতিত হইলেন। এরূপ অকস্মাৎ ও ভয়ঙ্কর পতনই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইল। তিনি স্বয়ং বিদ্বান্ ও শিক্ষার্থীদের বন্ধু ছিলেন কিন্তু যুদ্ধ বিদ্যায় তাঁহার তেমন আগ্রহ ছিল না। তাঁহার পুত্র জেলালদিনাস্ এবিষয়ে পিতার বিপরীত ছিলেন। বিদ্যাশিক্ষায় তাঁহার আগ্রহ ছিল না কিন্তু তিনি বিখ্যাত যোদ্ধা হইয়াছিলেন। খ্রীষ্টান রাজাদের সময় হইতে দিল্লীতে রাজধানী ছিল। জেলালদিনাস্ সিংহাসনে অরোহণ করিবা মাত্র তথা হইতে তাঁহার জন্মস্থান আগ্রায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন। এখানে তিনি রাজ প্রাসাদ ও এরূপ বৃহৎ দুর্গ

(৩) আকবর—জেলালুদ্দীনের অপভ্রংশ। এই ঘটনা সত্য নহে

নির্ম্মাণ করিলেন যে তাহা এই মহানগরের বিস্তীর্ণতাকেও পরাজিত করিল। তিনি ইহার সীমামধ্যে তাঁহার অভিজাতবর্গের আবাস, রাজভাণ্ডার, ধনাগার, অস্ত্রাগার, অশ্বশালা, দোকানদার, কারিকর, চিকিৎসক, নরসুন্দর এবং সমুদায় রাজভৃত্যের বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলেন। এই গৃহগুলি চুণ না দিয়া এরূপে রক্ত প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত যে জোড় একেবারেই বুঝিতে পারা যায় না। ইহাতে প্রাচীরগুলির একপ্রকার সমভাব বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য হইয়াছে। তিনি দুই জন রাজাকে স্বহস্তে বধ করিয়াছিলেন। তাঁহার মহত্ত্ব ও যশোমণ্ডিত যুদ্ধের কীর্ত্তিস্বরূপ তিনি তাঁহাদের হস্তীর উপর আরূঢ় দুইটি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া সিংহদ্বারের দুই পার্শ্বে স্থাপন করিয়াছিলেন। জল বায়ুর উৎকর্ষ, ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা, নদী, মনোরম উদ্যান, সর্ব্বপ্রকার ব্যক্তির সমাগম ও নগরের পরিমাণে আগ্রা চতুঃপার্শ্বস্থ সমস্ত নগরকে পরাজিত করিয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্যে ৪ মাইল ও প্রস্থে ২ মাইল। মনুষ্যের জীবনযাত্রার জন্য এরূপ কোন দ্রব্যই আবশ্যক হইতে পারে না যাহা আগ্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রয়োজন হইলে সুদূর ইয়ুরোপ হইতেও আনীত হইয়া নানা সামগ্রী নগরে সঞ্চিত থাকে। এ নগরে বহু সংখ্যক শ্রমজীবী, সূত্রধর ও স্বর্ণকার আছে; প্রচুর পরিমাণে বহুমূল্য প্রস্তর, মুক্তা, স্বর্ণ, রৌপ্য, পারস্য ও তাতার দেশীয় অশ্ব পাওয়া যায়; সংক্ষেপে বলিতে গেলে এখানে সমস্ত দ্রব্যই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তজ্জন্য এখানে কখনই খাদ্যদ্রব্যের অভাব হয় না। সর্ব্বোপরি স্থানটি সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে অবস্থিত (যেন রাজ্যের নাভি স্বরূপ); তজ্জন্য প্রয়োজন হইলে রাজার পক্ষে রাজ্যের সর্ব্বত্র গমনাগমন ও প্রজার পক্ষে রাজধানীতে আগমন সহজ। মনুষ্য জীবনে প্রায় যেরূপ ঘটিয়া থাকে এক্ষেত্রেও সেইরূপ অপ্রত্যাশিত ঘটনা সংঘটিত হইল। সমস্তই

প্রস্তুত, নবদুর্গ ও প্রাসাদে রাজা তাঁহার রাজধানী স্থানান্তরিত করিতে-ছিলেন এমন সময়ে ঈশ্বরের আদেশে প্রেতের তাণ্ডবলীলা আরম্ভ হইল, প্রেতগণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল, প্রত্যেক দ্রব্য উলট পালট করিতে লাগিল, স্ত্রীলোক ও বালককে ভীতি প্রদর্শন ও লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিতে লাগিল, এক কথায় তাহারা সর্ব্বত্র অনিষ্ট করিতে লাগিল। এরূপ অনিষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইলে সহ্য করা যাইত। কিন্তু প্রেতগণ বাদশাহের সন্তানদিগেরও অনিষ্ট করিতে লাগিল। জন্মের ২ ৩ দিবস পরে তাহাদের মৃত্যু হইতে লাগিল। তাহারা একেবারে ২।৩ জন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল; শেষে কোন উত্তরাধিকারী থাকিবে না এই আশঙ্কা করিয়া বাদশাহ শিক্রির পূর্ব্বোক্ত নির্জ্জনবাসী ফকীরের শরণ লইয়া প্রেতগণ তাঁহার কি অনিষ্ট করিয়াছে তাহা বিবৃত করিলেন। ফকীর রাজাকে যত শীঘ্র সম্ভব আগ্রা ত্যাগ করিয়া শিক্রিতে তাঁহার আবাস স্থানান্তরিত করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার আজ্ঞা পালন করিলেন। ক্ষুদ্রাকারে বাদশাহের আবাসের জন্য অট্টালিকা নির্ম্মাণের আদেশ প্রদত্ত হইল এবং কিয়দ্দিবসেই শিক্রি বাদশাহের আবাসস্থলে পরিণত হইল।

যাজকগণের পথ ভ্রমণজনিত শ্রান্তিদূর হইবা মাত্র তাঁহারা বাদশাহের সম্মুখে আহূত হইলেন। তাঁহারাও ইহারই জন্য এতদিন অপেক্ষা করিতে ছিলেন এবং এত দীর্ঘপথ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ এরূপ আহ্বান গ্রহণ করিলেন। ৩রা মার্চ্চ তারিখে তাঁহারা চারিটী ভাষায় লিখিত বাইবেল গ্রন্থ লইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। প্রত্যেক বাইবেলই ৭ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। বাদশাহকে এগুলি দেখাইবা মাত্র তিনি স্বীয় শাসনকর্ত্তা ও ধর্ম্মশিক্ষকদের সম্মুখে পরম ধার্ম্মিকের ন্যায় সেগুলি চুম্বন করিয়া স্বীয় মস্তকে স্থাপন করিলেন। যে খণ্ডে সুসমাচার আছে

তাহা প্রদর্শিত হইলে তিনি ভক্তিভরে সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তৎপরে তিনি তাঁহাদিগকে বাইবেল লইয়া তাঁহার ভোজন-কক্ষে উপস্থিত হইতে কহিলেন। তথায় তিনি অত্যন্ত ভক্তি ও আনন্দের সহিত বাইবেল খুলিয়া দেখিলেন। তিনি এগুলি তখন চাহিয়া লইয়া তাঁহার সর্ব্বদা বসিবার স্থান উক্ত ভোজন কক্ষস্থিত এরূপ বহুমূল্য পুস্তকের উপযোগী একটি সুন্দর আধারে রক্ষা করিলেন। ধর্ম্মবিশ্বাস ও পবিত্র বাইবেলের প্রমাণ—এই দুই বিষয়ের উপর খ্রীষ্টধর্ম্ম অবস্থিত। এই সুযোগে ধর্ম্মশিক্ষক ও বিদ্বান্ ব্যক্তিদের সহিত দুই বিষয়ে বিচার হইল। ইহাদের ধর্ম্মপুস্তক ঈশ্বরাদিষ্ট বলিয়া ইহারা বিশ্বাস করে। অন্যের কথা দূরে থাকুক স্বয়ং মহম্মদ বহু সংখ্যক অকিঞ্চিৎকর ও এরূপ পুস্তকের অনুপযুক্ত গল্প ইহাতে প্রবেশ করাইয়াছেন। এই ধর্ম্মপুস্তকের অসারতা ও অসত্যতা সম্বন্ধেও বিচার হইল। ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে যে মোজেস্ ও ধর্ম্মোপদেষ্টৃগণের পুরাতন পুস্তক সুসমাচারের সাক্ষ্য প্রদান করে। কোরাণ ও বাইবেলে মতদ্বৈধ হইলেও এবং বাইবেলের বিপরীত ও বাইবেল হইতে স্বতন্ত্র বিষয় কোরাণে থাকিলেও কোরাণ বাইবেলকে পবিত্র ও সত্য বলিয়া স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারে না। কারণ যদিও লেখক [কোরাণের লেখক অর্থাৎ মহম্মদ] অজ্ঞানের ন্যায় বলিয়াছেন যেরূপ মোজেস্‌কে আইন, ডেভিডকে সঙ্গীত পুস্তক এবং আল্‌ফুরেমান আমাকে ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে সেইরূপ সুসমাচার বর্ত্তমান সম্পূর্ণ অবস্থায় খ্রীষ্টকে প্রদত্ত হইয়াছিল”, তথাপি কোরাণের বহুস্থানে উল্লেখ আছে যে সুসমাচার সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর কর্ত্তৃক খ্রীষ্টকে প্রদত্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ আল্‌ফুরেমাণের [কোরাণ] সমর্থক কোন প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপে ঈশ্বরের সাহায্যে প্রতিপক্ষের যুক্তিতর্কজাল

ছিন্ন হইল এবং তাহাদের ধর্ম্মপুস্তকের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইল তাহার উত্তর দিতে তাহারা অসমর্থ হইল; তজ্জন্য তাহারা বাদশাহের সম্মুখে তর্ক করিতে লজ্জিত হইয়া শেষাবলম্বন স্বরূপ মৌনাবলম্বন করিল।

তর্ক শেষ হইবা মাত্র বাদশাহ যাজকগণকে নেপথ্যে লইয়া গিয়া কহিলেন, "আমি আপনাদের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি; আমি আপনাদের ধর্ম্ম পছন্দ করি। এই লোকগুলি অসাধু, ইহাদিগের নিকট বাক্যে ও কার্য্যে আপনারা সাবধান থাকিবেন। আপনাদিগকে আমি একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করি; আমাকে বুঝাইয়া দেন যে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর একসময়ে তিন ও এক কিরূপ হইতে পারেন? আর কুমারীর গর্ভে ঈশ্বরের পুত্র কিরূপে হইল? এই দুই বিষয় আমার বুদ্ধির অগম্য।" তাঁহারা উত্তর করিলেন "আপনি যেরূপ আদেশ করিলেন, এখন হইতে ধর্ম্মশিক্ষকদের সহিত ব্যবহারে আমরা সেইরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিব। আপনার রাজশ্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থই আমরা এরূপ করি নতুবা আমরা তাহাদিগকে কোনরূপ ভয় করি না। আর আপনার প্রশ্ন সম্বন্ধে এই মাত্র বলিতে পারি, আপনি দয়ালু, উদার, সার্ব্বজনীন, মার্জ্জনাকারী ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করুন এবং বিনয় সহকারে তাঁহার বাক্য শ্রবণ করুন।" বিভিন্ন ভাষায় লিখিত হইলেও এই বাইবেল গুলিতে কোনরূপ অসঙ্গতি লক্ষিত হয় নাই; উপরন্তু একই বিষয় বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তাঁহাদের ধর্ম্মশিক্ষকগণ আল্‌কুরমাণ্ জানিতেন ও লাটিন ভাষায় অনূদিত (স্বীকৃতজ্ঞ কিংবদন্তী অনুসারে সেণ্ট বার্ণার্ডের অত্যধিক পরিশ্রম ও যত্নে) হওয়ায় আমাদের যাজকেরাও জানিতেন; ইহাতে বাদশাহ অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। উক্ত কারণে আমাদের যাজকেরা একমত হইয়া তর্ক করিতেছিলেন

কিন্তু আল্‌ফুরমাণ্ সম্বন্ধে তাহারা ভিন্নমত হওয়ায় তাহারা অত্যন্ত দুঃখিত ও পরাজিত হইল; বাদশাহও অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। আগ্রার মোল্লাদের সহিত এইরূপে প্রথমদিন তর্ক হইল।

তিন দিবস পরে স্বর্গের আনন্দ সম্বন্ধে দ্বিতীয় তর্ক আরম্ভ হইল। মহম্মদের ধর্ম্মহীন ও মিথ্যা মতানুযায়ী আমোদ করিয়া পান ভোজন, জঘন্ত আমোদ ও অন্যান্য কতকগুলি বিষয়ই স্বর্গের আনন্দ ইহা কিন্তু পবিত্র ধর্ম্ম পুস্তকের [বাইবেল] শিক্ষার বিরোধী।

কয়েক দিবস পরে মহম্মদের গর্ব্ব আমাদের তৃতীয় তর্কের বিষয় হইল। কারণ যদিও তিনি কোরাণে লিখিয়াছিলেন যে খ্রীষ্ট ন্যায়-পরায়ণ, নিষ্পাপ এবং মানবের বিনা সাহায্যে পবিত্র আত্মার কার্য্যের দ্বারা কুমারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন আর তিনি [মহম্মদ] পাপী ও মূর্ত্তিপূজক এবং তাঁহার সাপক্ষে কোন অলৌকিক ঘটনাও নাই তথাপি তিনি আত্মশ্লাঘা ও প্রগল্‌ভতা সহকারে আপনাকে খ্রীষ্ট অপেক্ষা মহৎ ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। যাজকগণ কহিলেন স্বয়ং স্বকীয় বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া দাম্ভিকতা ও উপহাসের বিষয় সন্দেহ নাই। (কারণ কোন বিষয় প্রমাণিত করিবার জন্য সাক্ষ্যের প্রয়োজন সুতরাং সাক্ষ্যের সত্যতা নিজ হইতে আসিতে পারে না)। খ্রীষ্ট সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বক্তা অসামান্ত ধর্ম্মোপদেষ্টৃগণ সাক্ষ্য দিয়াছেন; সুসমাচার হইতেও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আল্‌ফুরমাণ্ যেরূপ মহম্মদ কর্ত্তৃক সংগৃহীত, সুসমাচার সেরূপ খ্রীষ্ট কর্ত্তৃক লিখিত নহে। ইহাতে তাঁহার ধর্ম্মানুষ্ঠান ও কার্য্যাবলী সরলভাবে বর্ণিত আছে। আর মহম্মদ স্বয়ং স্বকীয় একমাত্র সাক্ষ্য, তিনি আপনার সম্বন্ধেই লিখিয়াছেন এবং আপনার ব্যতীত অন্ত কাহারও অলৌকিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন নাই। আগ্রার মোল্লাগণ পরাজিত

ও বিরক্ত হইয়া শেষে অলৌকিক ঘটনার আশ্রয় লইতে চাহিলেন। তাহারা বলিল কাহাদের পুস্তক সত্য প্রমাণিত হয় দেখা যাউক। অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহাতে তোমাদের একজন সুসমাচার হস্তে ও আমাদের একজন সিন্দাগ্‌মা হস্তে আরোহণ করিবে। যাহাদের পুস্তক ও পুস্তকধারী এরূপ অগ্নিপরীক্ষায় অক্ষতভাবে উত্তীর্ণ হইবে তাহাদের পুস্তক সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে। বাদশাহও আমাদের যাজকগণের নিকট এইরূপ পরীক্ষার প্রস্তাব করিলে তাঁহারা সংক্ষেপে কহিলেন "আমরা আমাদের বিশ্বাস সপ্রমাণ করিয়াছি, বুঝাইয়াও দিয়াছি, অলৌকিক ঘটনার প্রয়োজন দেখি না।" ইহাতে রাজা যখন বলিলেন আপনাদের প্রমাণের প্রয়োজন নাই তখন সকলেই উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন "বাদশাহের শান্তি হউক"। এইরূপে এই তর্কের পরিসমাপ্তি হইল।

রডল্‌ফো লোকটি এরূপ, যে তাঁহার সঙ্গীগণ তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতে যাইত; কারণ তিনি উৎসাহপূর্ণ ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত খ্রীষ্টের জন্য প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত এবং ধর্ম্মের আহ্বানে কার্য্য করিতে সর্ব্বদাই অগ্রসর ছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁহার কিঞ্চিৎ সংশয় ছিল এবং তজ্জন্যই তিনি প্রথমে এরূপ পরীক্ষায় স্বীকৃত হইতে বিরত হইলেন। তিনি প্রথম সুবিধা পাইবামাত্র বাদশাহকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "হে রাজন্, প্রস্তাবিত অগ্নি পরীক্ষা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, খ্রীষ্টের যে ধর্ম্ম আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদিগকে অর্পণ করিয়াছেন, যে ধর্ম্ম আমরা মাতৃস্তন্যের সহিত শরীরে ধারণ করি, যে ধর্ম্মে আমরা লালিত পালিত ও যে ধর্ম্ম আমরা পালন করি সেই পবিত্র ধর্ম্মে আমাদের অনুরাগ ও আকর্ষণ যদি আপনি পরীক্ষা করিতে চাহেন তাহা হইলে ঈশ্বরের উপর

নির্ভর করিয়া আমরা আহ্লাদিত চিত্তে একটী কেন, শত শত অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করিব। যে ঈশ্বর তিনটি হিব্রু শিশুকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে রক্ষা করিয়া অক্ষত অবস্থায় অগ্নি হইতে বাহির করিয়াছিলেন যদিও আমরা সেই ঈশ্বরেরই আরাধনা করিয়া থাকি তথাপি আমরা নির্ব্বিঘ্ন হইবার জন্য অলৌকিক ঘটনার উপর নির্ভর করি না বা তাহা চাহি না। ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমরা হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র, পর্ব্বতশৃঙ্গ, ক্রুশ, নির্য্যাতন বা যন্ত্রণা কিছুতেই ভীত নহি। আপনি ইচ্ছা করিলে এই মুহূর্ত্তে তাহা পরীক্ষা করিতে পারেন। আমাদের জনৈক পীড়িত শয্যাগত সঙ্গীকে আনিতে যতটুকু সময়ের প্রয়োজন তাহার অপেক্ষা অধিক বিলম্ব হইবে না। আমাদের সঙ্গীও এরূপ আত্মত্যাগের আশায় এত আনন্দিত হইবেন যে তাহাতেই তাঁহারা স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিবে। আমাদের দুইপক্ষের যে পক্ষ অগ্নিপরীক্ষায় অক্ষত শরীরে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে তাহারই প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও বন্ধুত্ব আছে। আপনি যদি মনে করেন অগ্নি পরীক্ষা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইবে তাহা হইলে আমরা সরলভাবে স্বীকার করিতেছি যে আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাস প্রবল হইলেও আমরা ঈশ্বরকে কুপিত করিয়াছি এবং এখনও করিয়া থাকি। আমরা পাপী; তজ্জন্য অলৌকিক ঘটনার আশা করা দূরে থাকুক আমরা আমাদের ধর্ম্ম শিক্ষানুযায়ী ইহাতে সংশয় প্রকাশ করি; কারণ আমরা জানি না যে আমরা ঈশ্বরের অনুগৃহীত কি তিনি আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। যে পুস্তকধারী অগ্নিশিখায় অক্ষত থাকিবে তাহার পুস্তক ঈশ্বরাদিষ্ট, অগ্নিপরীক্ষাদ্বারা ইহা নির্ণয় করা খ্রীষ্টের (যাঁহাকে আপনিও সম্মানপ্রদান করেন) শিক্ষা ও দৃষ্টান্তের বিরুদ্ধ। খ্রীষ্ট, যিনি হিব্রুদিগকে ভৎর্সনা কালে বলিয়াছিলেন, 'দুষ্ট ও ব্যাভিচারী লোকেই অলৌকিক ঘটনা দেখিবার জন্য চীৎকার করে' আপনি নিশ্চয়ই

সেই হিব্রুদের সহিত তুলনা হইতে চাহেন না)। কারণ যখন শয়তান তাঁহাকে প্রলোভন প্রদর্শন করিয়া কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র, তবে নিম্নে লম্ফপ্রদান কর তখন তিনি কহিয়াছিলেন "তুমি তোমার ঈশ্বরকে প্রলোভন প্রদর্শন করিও না।" হেরড্ অলৌকিক ঘটনা দেখিতে চাহিলে তিনি তাঁহাকে কোন উত্তর প্রদান করেন নাই। "তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র, তবে তুমি ক্রুশ হইতে অবতরণ কর আমরা তোমাকে বিশ্বাস করিব" এই কথা বলিয়া ইহুদীগণ তাঁহাকে অলৌকিক ঘটনা দেখাইতে বলিলে ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্ট তাহাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। যাঁহারা ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন এবং যাঁহাদের অধিকাংশ অগ্নিশিখায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। আমাদের বাইবেল পুস্তক বক্ষে লইয়া বহু মন্দির ও অট্টালিকা আমাদের ধর্ম্মের শত্রু কর্ত্তৃক ভস্মীভূত হইয়াছে। মহম্মদীয় ধর্ম্ম পুস্তকের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, অগ্নিপরীক্ষা অনিশ্চিত। এই পরীক্ষার প্রস্তাবক আগ্রার ধর্ম্মোপদেষ্টৃগণের সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসে তাহাদের আস্থা আছে কিংবা এরূপ পরীক্ষায় তাহাদের ধর্ম্মপ্রচারক তাহাদিগকে রক্ষা করিবে এবিশ্বাস যদিও আমাদের নাই তথাপি যদি আমাদের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আরোহণ আপনার নির্ব্বন্ধ হয় তাহা হইলে উহাদিগকেও অগ্নিকুণ্ডে আরোহণ করিতে হইবে; তখন আপনি আমাদের (আচরণের) পার্থক্য দেখিয়া বিচার করিতে পারেন। কারণ অলৌকিক ঘটনা দেখিবার প্রার্থনা করা উহাদের স্বভাব কিন্তু আমাদের ধর্ম্মের কোন পবিত্র ব্যক্তি যদি উহা প্রদর্শন করেন তাহা হইলে তাহা যাদু ও মন্ত্রবলে হইয়াছে বলিয়া উহারা কারণ প্রদর্শন করে। যখন তিন ব্যক্তি অগ্নিকুণ্ড হইতে অক্ষত শরীরে বহির্গত হন তখন উহারা তীর

ও প্রস্তরখণ্ড লইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে এবং অবশেষে স্বর্গীয় অলৌকিক ঘটনা ও উহার পবিত্রতায় সংশয় প্রকাশ করে।

সেণ্ট্ ফ্রান্সিস্ সম্প্রদায়ের স্পোলেটস্‌বাসী এণ্ড্রু নামক জনৈক সন্ন্যাসীর ভাগ্যে এইরূপ ঘটিয়াছিল। যদি তিনি অগ্নিকুণ্ড হইতে অক্ষত শরীরে বহির্গত হইতে পারেন তাহা হইলে আফ্রিকার মরক্কো-দেশবাসী কয়েক জন খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিবে, মরক্কোবাসীগণ প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক এইরূপ কহিলে তিনি ৪০ বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ অগ্নিপরীক্ষা দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। তিনি অগ্নিশিখামধ্যে পাদচারণা করিতে করিতে তাঁহার চক্ষু ও হস্তদ্বয় স্বর্গের দিকে তুলিতেছিলেন। এই দৃশ্য দেখিবামাত্র বন্দী খ্রীষ্টানদের মুখ হইতে উচ্চ প্রশংসাধ্বনি বহির্গত হইল। এই অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া জনসঙ্ঘও এই প্রশংসায় যোগদান করিল। কিন্তু এই ব্যক্তি অগ্নিশিখা হইতেও রক্ষা পাইয়াছে এইরূপ কথিত হইবে এই আশঙ্কায় প্রধান প্রধান ধর্ম্মোপদেষ্টা ও ইহুদীগণ এই ব্যক্তি ও জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডকে প্রস্তর-খণ্ড বর্ষণে আবৃত করিয়া ফেলিল। বন্দিত্ব হইতে মুক্ত হইয়া জনৈক বন্দী তাঁহার আশ্চর্য্য ভাবে রক্ষিত দেহাবশেষ পর্ত্তুগালের রাণী কেথারীনের নিকট লইয়া গেলেন।

ইহার উত্তরে বাদশাহ কহিলেন, "ঈশ্বর না করুন যেন আপনাদের কোন অনিষ্ট না হয়; আমি সেজন্য আপনাদিগকে আহ্বান করি নাই। কিন্তু আমার সভায় একজন ধর্ম্মোপদেষ্টা আছেন; তিনি স্বকীয় পবিত্রতার অত্যন্ত গর্ব্ব করেন অথচ তিনি অসংখ্য পাপানুষ্ঠান করেন বলিয়া শুনিতে পাই। তিনি কোরাণকে স্বীয় উদ্ভাবিত নীতি-মালারূপে ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য আমি আপনাদের সাহায্য প্রার্থনা করি।" তাহাতে রডোল্‌ফো বলিলেন "ইহাতে আমরা আপনাকে সাহায্য করিতে

পারিব না। কারণ যাজকগণ কেবল মনুষ্যের জীবন লইতে নিষিদ্ধ নহেন; পরন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র সঙ্গত স্থল ব্যতীত, যাহাতে নরহত্যা হইতে পারে এরূপ কার্য্যের চেষ্টা করাও তাঁহাদের পক্ষে অনুচিত।" বাদশাহ্ কহিলেন "আমি আপনাদের অগ্নিপরীক্ষা চাহি না, আপনারা অগ্নিপরীক্ষা দিতে অসম্মত নহেন ইহা বলিলেই চলিবে।" "হুজুর, তাহাও বলিতে পারিব না।" "অন্ততঃ আমাকে তাহা বলিতে দিন। আপনাদের অগ্নিপরীক্ষা দিবার ইচ্ছার কথা আমি তারস্বরে বলিব। আপনারা মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিবেন।" "যদি আপনি প্রকাশ্যতঃ আমাদের ইচ্ছার কথা ঘোষণা করেন, আমরাও আমাদের অনিচ্ছার কথা প্রকাশ করিব। এ লোকটি যদি প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত হয় তাহা হইলে ইহাকে অগ্নিশিখায় মৃত্যুদণ্ড দিবার জন্য এরূপ প্রবঞ্চনার প্রয়োজন কি?" যে সকল প্রধান লোক রডোল্‌ফোর এই বিখ্যাত বাক্য শুনিয়াছিল তাহারা শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল। এইরূপে বাদশাহ্ ও তাঁহার ধর্ম্মোপদেষ্টৃগণের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ ও প্রথম সাহিত্যিক তর্কবিতর্ক ঘটিয়াছিল।

"আমার আর প্রমাণের প্রয়োজন নাই" বাদশাহের এ উক্তি যাজকগণ বিস্মৃত হন নাই। তিনি তর্কবিতর্কে যেরূপভাবে যোগদান করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি যে নিজের সন্দেহভঞ্জনার্থ ইহা করিয়াছিলেন যাজকগণ তাহাই মনে করিলেন। বাদশাহের চিত্ত পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহারা বাদশাহের নিকট নিম্নলিখিত রূপ প্রস্তাব করিবার জন্য পরামর্শ করিল "বাদশাহ যেরূপ পুনঃ পুনঃ জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, সেইরূপ যিনি খ্রীষ্টধর্ম্মের স্বর্গীয় মত বুঝিতে চাহেন, তাঁহাকে দুইটি শর্ত্ত পালন করিতে হইবে অর্থাৎ তিনি আপনার আত্মাকে এরূপভাবে প্রস্তুত করিবেন যে যাহাতে তিনি ঈশ্বরের আধাত্মিক আলোক ও স্বর্গীয় দানের করুণা ধারা

গ্রহণ করিতে পারেন। এই দানের করুণাধারা তাঁহার আত্মাতে জলসেচন করিবে ও হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিবে।”

প্রথমতঃ তাঁহাকে যত্নপূর্ব্বক পাপপথ পরিত্যাগ করিতে হইবে; পাপ হইতে আমাদিগকে ঈশ্বর সর্ব্বাপেক্ষা দূরে রাখেন কারণ পবিত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সলোমন্ লিখিয়াছেন “পাপরত ব্যক্তির দেহে বা দুষ্ট ব্যক্তির আত্মায় জ্ঞান বাস করিতে পারে না।” ঈশ্বরের নামে একজন ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়াছেন ‘প্রভু বলেন তোমার চিত্ত আমার দিকে ফিরাও তাহা হইলে আমি তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিব।’ খ্রীষ্টের পূর্ব্বগামী জাকারি-সুত জন্ ইস্রায়েল্‌বাসীকে যীশুখ্রীষ্টে বিশ্বাস করাইবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন ‘তোমরা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাঁহার আগমনের জন্য পথ প্রস্তুত কর।’ খ্রীষ্ট তাঁহার প্রকাশ্য জীবনের প্রারম্ভে জনসাধারণকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলিতেন এবং যখন শিষ্যবর্গকে ধর্ম্মপ্রচারার্থে প্রেরণ করেন তখন তাঁহাদিগকেও এই উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি প্রধান পুরোহিতের মৃতকন্যাকে পুনর্জ্জীবিত করিবার পূর্ব্বে যেমন বংশীবাদক ও চীৎকারকারী জনসঙ্ঘকে অপসারিত করিয়াছিলেন তেমনই পাপকে পরিহার কবিতে হইবে। শান্তির-ঈশ্বর খ্রীষ্টকে অতিথিরূপে গ্রহণ করিবার প্রধান অন্তরায় আত্মার বিশৃঙ্খল অবস্থা। ইহা পাপানুষ্ঠানেই উদ্ভূত হয়। এই পাপানুষ্ঠান মানবের চিত্তরূপ চক্ষুকে ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত ধর্ম্ম বিশ্বাসের আলোক দেখিতে দেয় না এবং হৃদয়ের দ্বার এরূপ ভাবে বন্ধ করিয়া দেয় যে মানব আর ঈশ্বর প্রেরিত করুণাধারা গ্রহণ করিতে পারে না। শ্রমজীবিদিগের কার্য্য হইতে আমরা একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিব। যদি গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহা হইলে যাহার উপর সমস্ত অট্টালিকা নির্ভর করিবে সেই

ভিত্তিস্থাপনের জন্য মৃত্তিকাখনন করিয়া ও তাহা পার্শ্বে নিক্ষেপ করিয়া অট্টালিকার উপাদান প্রস্তরের জন্য স্থান করা আবশ্যক। সেইরূপ বারি পূর্ণ পাত্র তৈলপূর্ণ করিতে হইলে প্রথমে পাত্রটি বারিশূন্য করিতে হইবে; যদি পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ পরিধান করিতে চাহি, তবে অপরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ প্রথমে পরিত্যাগ করিতে হইবে। সেই জন্য সেণ্টপল্ বৃদ্ধ মনুষ্যটিকে অর্থাৎ আমাদের পাপ প্রবৃত্তিকে পরিহার করিতে আমাদিগকে সতর্ক করিয়াছেন যেন আমরা "নব মনুষ্যটি" অর্থাৎ যীশুখ্রীষ্টকে গ্রহণ করিতে পারি।

সেইজন্য তাঁহাকে জানান হউক যে তিনি কেবল তাঁহার বিবাহিত পত্নীকে রাখিতে পারেন। অন্য সকল স্ত্রী ব্যভিচারিণী বলিয়া তাঁহাদিগকে রাখা ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের নিয়মে নিষিদ্ধ। তজ্জন্য তাঁহাকে প্রথমতঃ অতীত পাপের জন্য অনুতাপ করিতে হইবে, তৎপরে তিনি উক্ত ব্যভিচারিণী-দিগকে গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিবেন, স্বয়ং উপবাস করিবেন, কৃচ্ছ্র-সাধ্য অনুষ্ঠান করিবেন, ঈশ্বরের আরাধনা করিবেন, ভিক্ষা দিবেন এবং ধর্ম্মের অন্যান্য অনুষ্ঠান করিবেন। কারণ এইরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে ঈশ্বর তাঁহার প্রতি দয়ালু হইবেন। এইরূপ কার্য্যের দ্বারা শতবর্ষজীবি ক্লডিয়াস্ ঈশ্বরের করুণা লাভ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি ভবিষ্যদ্দৃষ্টির ক্ষমতা ও জনৈক দেবদূতের উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন এবং খ্রীষ্টের প্রথম শিষ্য ও প্রতিনিধি সেণ্ট্ পিটার কর্ত্তৃক দীক্ষালাভের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন।

আর একটি বিষয় এই যে এমন একটা সময় নির্দ্দেশ করা তাঁহার পক্ষে প্রয়োজনীয় যখন অত্যন্ত গুরুতর কার্য্যব্যতীত সকল কার্য্যই স্থগিত রাখিতে হইবে। সেই সময় সমস্ত তর্কবিতর্ক হইতে দূরে থাকিয়া তিনি একাকী বা ইচ্ছা করিলে কতিপয় বিশ্বস্ত মোল্লার সহিত

শিষ্যের ন্যায় উপদেশ শ্রবণ করিতে পারিবেন। অবশ্য শিক্ষাকালে তাঁহার কোন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে সে সন্দেহ দূর করিবার জন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার স্বাধীনতা থাকিবে। কারণ খ্রীষ্টের একটী শিক্ষা-বিষয়ক গল্পে কথিত আছে যে, যে বীজ পথিপার্শ্বে পতিত হইয়াছিল তাহা পক্ষীসমূহ ভক্ষণ করিয়াছিল। ইহার অর্থ এই যে, যে সকল ব্যক্তি নানারূপ চিন্তায় পীড়িত কিংবা কষ্টকর, কঠিন এবং প্রায় নিষ্প্রয়োজনীয় কার্য্যে নিযুক্ত থাকে তাহাদিগের চিত্ত পথের ন্যায় উন্মুক্ত। কর্ষিত ভূমিতে বীজ পড়িলে কৃষক যেমন তাহা আবৃত করে, এরূপ ব্যক্তি বীজ পাইলে সেরূপ সাবধানে তাহা আবৃত করিতে পারে না, যাহাতে খ্রীষ্ট তাহাদের অন্তঃকরণে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন। যে সকল শয়তান মানবকে ন্যায়পথ হইতে বিচ্যুত করে এখানে পক্ষীর তাহাই অর্থ। খ্রীষ্টের ইহাই উদ্দেশ্য ছিল, কারণ বাইবেলের পুরাতন পুস্তকেরও ব্যবস্থা অনুসারে অধিকাংশ রোমন্থনকারী জন্তু বলি ও খাদ্যের অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। এই কারণেই বহু ব্যক্তি প্রকৃত ঈশ্বরের জ্ঞান ও আরাধনা হইতে দূরে চলিয়া যায়। তাহাদের স্বকীয় নির্ব্বুদ্ধিতা তাহাদের চিন্তা-শক্তিকে মৃতবৎ করিয়া ফেলে। বাদশাহ স্বয়ং যাহাকে প্রশংসা করেন সেই সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্কলঙ্ক কুমারী যখন লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্জ্জনগৃহে একাকিনী মানবজাতির মুক্তির জন্য ভাবিতেছিলেন তখন ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ হইয়াছিল যে তিনি ঈশ্বর প্রেরিত ব্যক্তিকে জন্মদান করিবেন। ইথিওপিয়ার রাজ্ঞী যখন ঈশায়া সম্বন্ধে পুস্তক পাঠ করিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, তখন খ্রীষ্টশিষ্য ফিলিপ্ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে শিক্ষা ও দীক্ষা দিয়া খ্রীষ্টান করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার শিষ্যবর্গ ও খোজা বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন যে তিনি জনৈক

দেবদূত কর্ত্তৃক আজোভানে নীত হইলেন। যদি কলা বা বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইলে কিয়ৎ পরিমাণে অন্যান্য কার্য্য ত্যাগ করিয়া সমস্ত সময় তাহাতে বিনিয়োগ করিতে হয়, তাহা হইলে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলেও সেইরূপ করিতে হইবে। নিকোডিমাস্ নামক জনৈক ধার্ম্মিক ব্যক্তি খ্রীষ্ট কোন গৃহে গমন করিয়াছেন জানিয়া তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য নিকোডিমাস্ সেই গৃহে নিশাকালে গমন করিয়া সমস্ত রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। জাপানের রাজারাও এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া থাকেন। আমাদের বিশ্বাস ও ধর্ম্মের নিয়ম জ্ঞাত হইবার জন্য আমাদের সমাজের যাজকগণের সামান্য কুটীরেও ইঁহারা পদার্পণ করেন। এরূপ দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতে আমরা অনুরোধ করি না, বরঞ্চ আমরাই রাজসভায় আসিতে প্রস্তুত আছি এবং খ্রীষ্টধর্ম্মের নীতিগুলি বুঝাইবার জন্য আমরা দিবারাত্র পরিশ্রম করিব। আমরা কেবল এই মাত্র চাহি যে বাদশাহ সমস্ত চিন্তা ও কার্য্য পরিহার করিয়া বাধ্য ও মনোযোগী শ্রোতা এবং উৎসুক শিষ্য হইবেন। যদি আমরা ঈশ্বরের বাক্যের অসম্মান করি তবে আমাদিগের ধর্ম্ম ঘৃণিত হইবে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের কার্য্য কদর্য্যভাবে করে তাহার অধোগতি হইবে—এই স্বর্গীয় বাণীর মর্য্যাদা রক্ষা না করিলে আমাদের আশঙ্কা হয় যে বাদশাহের ও আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে।"

বাদশাহকে এইরূপ কথা শুনাইবার নিমিত্ত রডোল্‌ফো সুবিধা অনুসন্ধান করিতেছিলেন। কয়েক দিন পরে যাজকগণ রাজপ্রাসাদে আগমন করিলে বাদশাহ তাঁহাদিগকে দর্শন করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে সঙ্কেতে গৃহ মধ্যে আহ্বান করিয়া স্বেচ্ছায় বলিলেন "আমার অভিলাষ এই যে আমার রাজ্যে স্বাধীনভাবে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হউক। আমি শ্রুত হইয়াছি তুরস্ক

রাজ্যে গির্জ্জা আছে। আপনারা এখানেও সেইরূপ গির্জ্জা নির্ম্মাণ করুন। যখন আমার রাজ্যে মূর্ত্তিপূজা ও মন্দির-প্রতিষ্ঠা অনুমোদিত, তখন গির্জ্জা-নির্ম্মাণকে নূতন বলিয়া কেহ ভাবিবে না।" তিনি যে গভীর প্রীতি ও করুণার সহিত কথাগুলি বলিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়াই রডোল্‌ফো সন্তুষ্ট থাকিলেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে উল্লিখিত ইঙ্গিত সম্বন্ধে বাদশাহের সহিত নির্জ্জনে কথা বলিবার সুবিধা রডোল্‌ফোর দুই দিন পরেই ঘটিল। তাঁহার মতে ইহাই বলিবার উপযুক্ত সময় বলিয়া তিনি বাদশাহকে সতর্ক করিয়া কহিলেন "ভবিষ্যতের জন্য ব্যবস্থা করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। আপনি এই মুহূর্ত্তেই এইখানে এমন উপায় উদ্ভাবন করুন যাহাতে আপনি খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিলে কোনরূপ গোলমাল না হয় কিম্বা আপনার জীবন বিপদাপন্ন না হয়। নতুবা খ্রীষ্টধর্ম্মের বিপক্ষদল যে আন্দোলনের তুফান তুলিবে তাহার তীব্রতায় হয়তো আপনি স্বয়ং ভীত হইবেন। কোন বিষয়ের বিপক্ষ ও সপক্ষ যুক্তি পূর্ব্বে সম্যক্‌রূপে বিবেচনা না করিয়া কোন আরব্ধ যুদ্ধ বা অট্টালিকার যেমন হঠাৎ সমাপ্তি বা বিরতি হয় এক্ষেত্রেও তেমনই ঘটিতে পারে। কিংবা আপনার মৃত্যু ঘটিতে পারে। তাহাতে রাজ্যের ও আপনার ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের পক্ষে অমঙ্গলের কথা।"

ইহার উত্তরে রাজা সংক্ষেপে কহিলেন "এরূপ কার্য্যে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া যে ব্যক্তি তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করে তিনি তাহাকে নিশ্চিত উপায় করিয়া দেন; আর আমার কথা বলিতে গেলে আমার কোন বাঞ্ছা নাই। আমার নিকট স্ত্রী পুত্র রাজ্যের কোন মূল্য নাই। কোনরূপ গণ্ডগোলের সৃষ্টি না করিয়া যদি আমার খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করার কোন উপায় না থাকে তাহা হইলে ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য মক্কা যাইবার ছল করিয়া আমি গোয়ায় গমন করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিব।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া যাজকগণ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন, এবং ট্যাভারিও-দৌত্যের যে সকল পর্ত্তুগীজ তখন রাজসভায় ছিলেন তাহাদিগের সমভিব্যহারে ঈষ্টার পর্ব্বের পবিত্র শনিবারে বাদশাহকে সম্মান প্রদর্শন ও আশীর্ব্বাদ করিতে গমন করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সেই পবিত্র শনিবারের রহস্য বুঝাইতে বলিলেন। তৎপরে যেখানে তাঁহার নিকটস্থ হইয়া যাজকগণ তাঁহাকে সহজে শিক্ষা দিতে পারে রাজপ্রাসাদের এইরূপ এক কক্ষে তাঁহাদিগকে লইয়া গেলেন। তদনন্তর তিনি অনুচর ও পারিষদ্‌গণকে বিদায় দিয়া আরাধনা ও পুণ্য বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া রাত্রের অধিকাংশভাগ তাঁহাদের সহিত যাপন করিলেন। রডোল্‌ফো আপন কথায় সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

পরদিবস তিনি তাঁহাদিগকে তাঁহার সহিত ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহাদের আবাসে অসংখ্য অন্যলোক থাকিত বলিয়া তাঁহাদের থাকিবার অসুবিধা হইত। তজ্জন্য ঈষ্টার পর্ব্ব গত হইলে তাঁহাদিগের বাসস্থান রাজপ্রাসাদের এক অংশে স্থানান্তরিত হইল। ইহা অবগত হইবামাত্র বাদশাহ একাকী তাঁহাদিগের বাসস্থানে যাইয়া প্রথমেই আরাধনাগৃহে উপস্থিত হইলেন। সেখানে অনাবৃত মস্তকে আলুলায়িত কেশপাশ লইয়া ভূমিতে প্রণতিপূর্ব্বক খ্রীষ্ট ও তাঁহার মাতার পূজা করিলেন এবং স্বর্গীয় বিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিলেন। আট দিবস পরে তিনি তাঁহার তিন পুত্র ও কতিপয় সভাসদ্ সমভিব্যবহারে পাদুকা পরিত্যাগপূর্ব্বক আরাধনাগৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি তাঁহার পুত্রগণকে খ্রীষ্ট ও তাঁহার কুমারী মাতার চিত্রের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন করিতে উপদেশ দিলেন। এই দৃশ্যে জনৈক সভাসদ্ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন "উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে ভূষিত ও সিংহাসনোপবিষ্ট মূর্ত্তি প্রকৃতই

স্বর্গের রাণী।" রোম হইতে প্রেরিত কুমারীর একখানি সুন্দর চিত্র দেশের নামে বাদশাহকে উপহার প্রদান করিলে তিনি অত্যন্ত আনন্দের সহিত তাহা গ্রহণ করিলেন। ইহাতে যাজকদিগের হৃদয় অত্যধিক আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। নব উদ্যমে তাঁহাদের চিত্ত উত্তেজিত হইল, ও সেই জন্য তাঁহারা আত্মালাভ ও ঈশ্বরের মাহাত্ম্যের জন্য কার্য্য করিতে নব উদ্যমে আরম্ভ করিলেন। এই উদ্দেশ্যে পারস্যভাষা শিক্ষার জন্য বাদশাহের নিকট জনৈক শিক্ষক প্রার্থনা করিলেন। বাদশাহ, সভাসদ্‌বর্গ ও অধিকাংশ সেনানী এই পারস্যভাষা ব্যবহার করিতেন এবং তজ্জন্য ইহাই তর্কবিতর্কের উপযুক্ত ভাষা। বাদশাহ রডোল্‌ফোর ভাষা শিক্ষার ভার জনৈক চতুর ও কার্য্যকুশল যুবকের প্রতি অর্পণ করিলেন। ইঁহার যত্নে মেধাবী রডোল্‌ফো এই মার্জ্জিত পারিভাষিক শব্দপূর্ণ বিদ্বজ্জনভাষিত ভাষায় তিন মাসের মধ্যে এতদূর জ্ঞান লাভ করিলেন যে, সুবক্তার ন্যায় না হউক, বিনা আড়ম্বরে যে কোন বিষয়ে তিনি আপনার বক্তব্য বুঝাইতে পরিতেন। শিক্ষালাভে রডোল্‌ফোর এইরূপ তৎপরতা ও দক্ষতা দেখিয়া বাদশাহ ও তাঁহার শিক্ষকগণ তাঁহাকে পণ্ডিত ও মেধাবী ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং তজ্জন্য তাঁহার প্রশংসাবাদ করিলেন। একজন বিদেশী ব্যক্তিকে অল্পকালে অজ্ঞাত ও বিদেশী ভাষা এত সহজে আয়ত্ত করিতে দেখিয়া তাঁহারা বাস্তবিকই বিস্মিত হইয়াছিলেন। রডোল্‌ফোর বিদেশীয় উচ্চারণে তাঁহারা আমোদ অনুভব করিতেন। সুসমাচার ও তাঁহাদের ধর্ম্মনীতি পারস্যভাষায় অনুবাদ করিবার মত যথেষ্ট শব্দজ্ঞান হইবামাত্র যাজকগণ সুসমাচারের ঘটনাগুলি অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। আগ্রার মৌলবীগণের উত্থাপিত বিষয়ে যে তর্কবিতর্ক হইয়াছিল তাহাও যত্নসহকারে লিপিবদ্ধ হইল। সমস্ত লেখা গুলি বাদশাহের নিকট

প্রেরিত হইল। তিনি ইচ্ছা করিলে অবকাশমত পাঠ করিয়া জানিতে পারিবেন। যে বিপক্ষদল বাদশাহের নিকট সর্ব্বদাই ভ্রমসঙ্কুল ব্যাখ্যা করিতেন তাঁহাদেরও ইহাতে ঈর্ষা হইবে না। বিদেশী ব্যক্তি বাদশাহের সহিত সর্ব্বদা কথা কহিলে ও বাদশাহকে স্বপক্ষে জানিতে পারিলে বিদেশী ব্যক্তির অহঙ্কার ও দুঃসাহস বাড়িয়া যায়। লেখাগুলি বাদশাহকে প্রদান করায় সে আশঙ্কাও তিরোহিত হইল।

বাইবেলে লিখিত ধর্ম্মমত, ঈশ্বরের ত্রিত্ব ও একত্ব, ঈশ্বরের পুত্র ও তাঁহার মৃত্যু, মহম্মদ, কোরাণ, শেষ বিচার দিবস, মরণ, পুনর্জ্জীবন, দার্শনিক ও রাজনৈতিক প্রশ্ন এবং অসংখ্য অন্যান্য বিষয় লইয়া আমাদের যাজকগণ ও আগ্রার মৌলবীগণের মধ্যে বাদানুবাদ হইত। অত্যন্ত বিনয়ের সহিত বলিতেছি যে ঈশ্বর-কৃপায় আমাদের যাজকগণ তাঁহাদের প্রতিপক্ষকে প্রত্যেক তর্কেই পরাস্ত করিতেন। তখন প্রতিপক্ষগণ অলৌকিক ঘটনা দেখিতে চাহিত ও পূর্ব্বলিখিত অগ্নি পরীক্ষার কথা উত্থাপন করিত। আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি তর্কের সময় যে মহম্মদের অসম্মান করা হইত তাহারা এইরূপে তাহার প্রতিশোধ লইতে চাহিত। তাহাদের ধর্ম্মের কোন ব্যবস্থা তর্কে তাহাদের সম্মুখে অসার প্রতিপন্ন হইলে (ইহার জন্য কোন প্রাচীন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সতর্ক করিয়া দিয়াছেন) কিংবা তাহাদের ধর্ম্মোপদেষ্টার অসম্মান হইলে তাহাদিগকে নিন্দিত হইতে হয়। ইহাতে তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অপরাধ হয় এবং যিনি ইহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছেন, তাঁহার মতে অত্যন্ত দূষণীয়। তাহারা যে নিজের ক্ষেত্রে প্রকাশ্য তর্কবিতর্কে পরাস্ত হইল ইহাতে তাহাদের মনে লজ্জা ও বিরাগের উদ্রেক হইল। কারণ আমাদের যাজকগণ আমাদের ধর্ম্মপুস্তক হইতে

না লইয়া তাহাদেরই ধর্ম্মপুস্তক হইতে সাধারণতঃ যুক্তি বাহির করিতেন; প্রতিপক্ষ মৌলবীগণ তাহাদের নিজের ধর্ম্মমতে যাজকগণের বিজ্ঞতা দেখিয়া বিস্মিত হইত, এবং সাধারণের চক্ষে বাচাল বালকের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। স্বয়ং প্রধান মৌলবী মুসলমান ধর্ম্মে উপহাস করিতেন। তিনি যাজকগণের পক্ষে ছিলেন এবং তজ্জন্য বাদশাহের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি তককালে মৌলবীগণের আচরণ লক্ষ্য করিয়া নিস্তব্ধ হইয়া উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করিতেন। যখন কোন একটা বিষয় কোরাণে আছে কিনা বলিয়া তর্কবিতর্ক হইত, তখন প্রধান মৌলবী যাজকগণের পক্ষাবলম্বন করিতেন। কারণ কোন একটা বাক্য পুস্তকে আছে কিনা ইহা প্রমাণ করিবার জন্য পুস্তক আনীত হইলে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যাইত যে কোরাণ সুচারুরূপে অধ্যয়ন করিয়া আমাদের যুক্তি অবলম্বন করা হইয়াছে এবং উদ্ধৃত বাক্য কখনই অশুদ্ধ হইত না। প্রধান মৌলবী কেবল সরলভাবে স্বীকার করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না। উচ্চৈঃস্বরে সকলকে ইহা শুনাইতেন। সমস্ত সাহিত্যিক তর্কবিতর্কে বাদশাহই ব্যাখ্যাকারক ও বিচারক থাকিতেন (অর্থাৎ মধ্যস্থ হইতেন) এবং যদি যাজকগণের মতের অনুকূলে কোন যুক্তি প্রদর্শিত হইত তাহা হইলে গৌরবসহকারে তাহার উল্লেখ করিতেন। তিনি তাঁহাদের প্রশংসা করিবার কোন সুযোগই পরিত্যাগ করিতেন না। ইহাতে সম্ভবতঃ তাঁহারা কুণ্ঠিত হইতেন। তাঁহাদের দারিদ্র্য ও সংযমে আগ্রহ দেখিয়া বাদশাহ অত্যধিক আনন্দিত হইতেন। তাঁহার নিজের ধর্ম্মের প্রতি আস্থা ছিল ও সংসার করিবার প্রবৃত্তি ছিল এবং তজ্জন্যই তিনি বলিতেন "যে ব্যক্তি সাংসারিক সুখ, পত্নী, পুত্র ও অন্যান্য যাবতীয় বস্তু ত্যাগ করিয়াছে সে যে ঈশ্বরের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত একথা আমি বিশ্বাস করি।"

আমাদের যাজকগণের সাধুতায় তিনি এত বিশ্বাস করিতেন যে তিনি তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের শিক্ষার ভার যাজকগণের প্রতি অর্পণ করিয়াছিলেন এবং দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণের জন্য তাঁহাদের হস্তে অর্থ প্রদান করিবার আজ্ঞা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই শেষোক্ত কার্য্যটি তাঁহারা করিতে অসম্মত হইলে বাদশাহও আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। তাঁহাদের সমাজের নিরহঙ্কার আচরণের জন্য তাঁহারা এই শিক্ষাদানরূপ সম্মানসূচক কার্য্যেও অসম্মত হইতেন কিন্তু দুই কারণে তাঁহারা তাঁহার পুত্রের শিক্ষার কার্য্য গ্রহণ করিলেন। প্রথমতঃ ইহাতে ভবিষ্যতে তাঁহাদের সুবিধা হইতে পারে; দ্বিতীয়তঃ, বালকের শিক্ষাদান তাঁহাদের সমাজের একটি বিশেষত্ব। যে দিন বালকের শিক্ষাদান কার্য্য প্রথম আরম্ভ হইল সে দিন বাদশাহ দেশীয় প্রথানুযায়ী ৫ সেইর্সেজ ওজনের স্বর্ণমুদ্রা রাজপুত্রের শিক্ষককে উপহার দিলেন কিন্তু তিনি ইহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলেন। এইরূপ অর্থবিতৃষ্ণা দেখিয়া বাদশাহ ও সভাসদ্‌বর্গ তাঁহাদের অত্যন্ত প্রশংসাবাদ করিলেন। বালকের শিক্ষাকার্য্য প্রথমে এইরূপে আরম্ভ হইল—খ্রীষ্টান প্রথানুযায়ী তাঁহাকে ভক্তির সহিত যীশু ও মেরীর নাম উচ্চারণ করিতে হইল। তৎপরে তাহাকে ললাট, বদন ও বক্ষে ক্রুশচিহ্ন ধারণ করিতে হইল; অবশেষে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকে প্রদর্শিত খ্রীষ্টের চিত্রের সম্মুখে নতজানু হইয়া প্রণাম করিতে হইল। সম্ভ্রান্তব্যক্তিদিগের যে পুত্রগণকে বাদশাহ বাদশাহপুত্রের সহিত পড়িবার জন্য নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন তাহাদিগকেও এইরূপ করিতে হইয়াছিল। খ্রীষ্টধর্ম্মে প্রথম জ্ঞান লাভ করিবার জন্য খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধীয় এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক পড়ান হইত এবং যাহা দেখিয়া তাহারা হস্তলিপি অভ্যাস করিত তাহাতেও ধর্ম্মনীতির দৃষ্টান্ত থাকিত। ধর্ম্মভাব, সুন্দর প্রকৃতি, ও বর্ণ শিক্ষার দিকে

রাজকুমারের স্বতঃই প্রবৃত্তি দেখা যাইত। খ্রীষ্টান বালকের নিকটও এইরূপ গুণই আমরা প্রত্যাশা করিতাম। বালক শিক্ষকের এত বাধ্য ছিল এবং এত মনোযোগপূর্ব্বক শিক্ষকের বাক্য শ্রবণ করিত যে তিরস্কৃত হইলেও তাঁহার দিকে চাহিতে সাহস করিত না। তিনমাস গত হইবার পূর্ব্বেই সে পড়িতে শিখিল এবং তাহার শিক্ষকের হস্তলিপির সহিত তাহার হস্তলিপির এমন সাদৃশ্য দাঁড়াইল যে, যে কেহ বিনা সঙ্কোচে বলিত যে বালক পূর্ণ একবৎসর পড়িয়াছে। এরূপ উন্নতিতে তাহার পিতা অবশ্য অত্যধিক আহ্লাদিত হইলেন ইহা বলাই বাহুল্য। বাদশাহ আজ্ঞা দিয়াছিলেন যে, শিক্ষক তাঁহাকে মুখস্থ করিবার জন্য যে পাঠ দিবেন বাদশাহপুত্র প্রত্যহ তাহা বাদশাহকে আবৃত্তি করিয়া শুনাইবে। ইহার জন্য যথা সাধ্য পাঠ অভ্যাস করিতে তাহার উৎসাহ জন্মিল। কারণ বাদশাহের প্রকৃতি এইরূপ যে, তিনি সন্তানদিগকে যত অধিক স্নেহ করিতেন, প্রয়োজন হইলে ততই কর্কশভাবে তিনি তাহাদিগকে সম্বোধন করিতেন। তখন তিনি শুধু তিরস্কার করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না, শাস্তি পর্য্যন্ত প্রদান করিতেন। রাজপুত্রেরা দোষ করিলে তাহাদিগকে শাস্তিপ্রদান করিবার ক্ষমতা তিনি শিক্ষকদিগকে দিয়াছিলেন। যাজককে এইরূপ ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে ইহা জানিতে পারিয়া তাহার শিক্ষককে রাজপুত্র এত ভয় করিত যে কেবল শিক্ষকের মিষ্ট কথায় তাহা দূর হইত। তিনি রাজপুত্রকে বুঝাইতেন যে তাঁহার নিকট ভয়ের কোন কারণ নাই; পর্ত্তুগীজদিগের দেশে পিতা মাতা ও শিক্ষক ব্যতীত অন্য কাহারও রাজপুত্রকে শৈশবাবস্থায় শাস্তি দিবার রীতি নাই; আর দেশের ব্যবস্থাসম্মত হইলেও বিদেশীর পক্ষে এমন প্রতাপশালী বাদশাহের পুত্রকে প্রহার করা অনুচিত। এরূপ উচ্চহৃদয় ও প্রত্যয়কারী বাদশাহ শিক্ষককে তিরস্কার ও শাস্তিপ্রদান

করিতে বলিলেও তাহাতে নিষেধই বুঝায়। এইরূপ ও অন্যান্য কথা-বার্ত্তায়—সাধারণ শিক্ষকগণের মধ্যে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না—যাজকমহাশয় বালক ও তাহার দুই ভ্রাতার এত প্রিয় হইয়া উঠিলেন যে তাহারা সর্ব্বদাই নির্ভয়ে তাঁহার নিকট যাতায়াত করিত। বালকটির নাম "পাহাড়ী"।*

ধর্ম্ম শিক্ষকগণের শীর্ষস্থানীয় ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নাম ও প্রভাবে যাজকগণের প্রতি বাদশাহের সদয় ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি যাজকগণের প্রতি যথাসাধ্য অনুগ্রহ করিতেন। তাঁহার নাম সেখ আব্দুল্ ফসল্।† যাজকগণ তাঁহার নাম রাখিয়াছিল রাজ জোনাথস্। তিনি এক অধ্যয়নরত ঈশ্বরধ্যানী বৃদ্ধ ধার্ম্মিকের পুত্র ছিলেন। তাঁহার পিতা মহম্মদ কিংবা মহম্মদের পুস্তক বিশ্বাস করিতেন না। ইঁহার পুত্রগণও পিতার পদানুসরণ করিয়া প্রকাশ্যে বলিতেন, কোরাণে বহু কদর্য্য ও ধর্ম্মহীন কথা এবং পরস্পর বিরোধী বিষয় আছে। সুতরাং তাঁহাদের দৃঢ়প্রত্যয় জন্মিয়াছিল যে এরূপ পুস্তক ঈশ্বরাদিষ্ট নহে। এই বৃদ্ধ ব্যক্তিটির জ্ঞান, গাম্ভীর্য্য ও খ্রীষ্টধর্ম্মের দিকে প্রবৃত্তি যাজকগণের বিস্ময়ের কারণ হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত ভক্তিভরে সুসমাচার পাঠ করিতেন ও তাহা স্বীয় মস্তকে স্থাপন করিতেন। তিনি যাজকগণকে দেবদূতের ন্যায় দেখিতেন এবং যুবক-দোভাষিটি সর্ব্বদা তাঁহাদের সঙ্গে থাকে বলিয়া তাহাকে সুখীব্যক্তি বিবেচনা করিতেন। আর কি অধিক হইতে পারে? বাদশাহের সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎকালে তাঁহাদের বিদ্যা ও বিনয়ের প্রশংসাবাদ ব্যতীত অন্য কিছুই তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না।

---

* পার্ব্বিজ্। † আবুল্ ফজল।

তিনি একদা আব্দুল্ ফসলের সমভিব্যাহারে তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিলেন যে কোন বাদানুবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে তাঁহাদের বক্তব্য ও যুক্তি তর্কবিতর্কের পূর্ব্বেই শুনিয়া রাখিবেন। ইহাতে তিনি তাঁহাদের প্রতিপক্ষকে সুচারুরূপে উত্তর দিতে পারিবেন। বহু তর্কবিতর্কে তিনি ইহাই করিয়াছিলেন। একদিন তাঁহার উত্তর এত সুন্দর হইয়াছিল যে তাঁহাকে খ্রীষ্টান বলিয়া মনে হইল। প্রতি শনিবার তর্কবিতর্কের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। একদিন গঙ্গার দিক হইতে সংবাদ আসিল যে পাঠান বিদ্রোহীগণ একটি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাকে বধ করিয়াছে। বাদশাহ খ্রীষ্টধর্ম্মের অত্যন্ত অনুকূলে আছেন এই জনরব চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হওয়ায় তিনি ধর্ম্মশিক্ষার আগ্রহ হ্রাস করিয়া যাজকগণের সহিত সাক্ষাৎ একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। যাজকগণ সুযোগ পাইলেই সুসমাচারের অংশবিশেষের পারসীয় অনুবাদ বাদশাহকে প্রদান করিতেন। ধর্ম্মশিক্ষকগণের [মৌলবী] সম্মুখে এগুলি তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইলে ঈশ্বরপুত্র সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক আরম্ভ হইত। স্বর্গীয় উৎপত্তির কারণ ও প্রকার লইয়া তর্ক হইলেই তাঁহার হৃদয়ে একপ্রকার স্বর্গীয় উত্তেজনা দেখা যাইত। 'ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন' ইহার পক্ষে আমাদের যুক্তিগুলি এমন সুন্দররূপে বুঝাইতেন যে আমাদের যাজকগণ বিস্মিত হইতেন। তখন রডোল্‌ফোও তাঁহার সঙ্গে যোগদান করিয়া শুধু তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিতেন না, পরন্তু যুক্তিগুলি আরও ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য তাঁহার প্রশংসাবাদ করিতেন। সুতরাং প্রতিপক্ষগণ বলাবলি করিত 'ইহার পরে ঈশ্বরের পিতৃত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস করা সম্ভব।' যখন তাঁহার [যীশুর] মরণ সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক হইতে প্রশ্ন উঠিল যে, তিনি এরূপভাবে কেন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন, তখন অন্য এক ব্যক্তি

সেই দৈবশক্তিদ্বারা উত্তেজিত হইয়া উত্তর করিল—"তিনি অন্য বিবিধ উপায়ে আমাদিগকে মুক্ত করিতে পারিলেও স্বীয় ঔদার্য্যগুণে এই উপায়ই অবলম্বন করিয়াছিলেন।" যীশুর দুই ভাবের যথার্থ বিবরণ রডোল্‌ফো প্রদান করিবামাত্র, বাদশাহ অনুমোদনসূচক সঙ্কেত করিয়া করতালি-ধ্বনি করিলেন এবং প্রতিপক্ষগণ বিষণ্ণভাবে মৌনাবলম্বন করিল। আমাদের ধর্ম্মের প্রতি আবদুল্ ফস্‌লের এমন অনুরাগ হইয়াছিল যে, আমাদের আরাধনাগৃহে প্রবেশ করিলে তাঁহার অন্তরতম আত্মা পর্য্যন্ত অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিত এবং তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিত যে আমাদের গির্জ্জায় কোন স্বর্গীয় পদার্থ আছে। তাঁহাদের নিজের মস্‌জিদে গেলে তাঁহার এরূপ কিছু ভাব হইত না।

যখন যাজকগণ বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহাদের প্রতি বাদশাহের অত্যধিক সদয়ভাব সম্বন্ধে বহুবিস্তৃত জনরব বাদশাহের সহিত তাঁহাদের স্বাধীনভাবে সাক্ষাতের অন্তরায় হইয়াছে, তখন হইতে তাঁহারা ঠিক রাজপ্রাসাদের বহির্দ্দেশে তাঁহাদের বাসস্থান স্থানান্তরিত করিতে মনঃস্থ করিলেন। দুই বাসস্থানের মধ্যস্থিত প্রাচীরে একটি দ্বার নির্ম্মিত হইলে নির্জ্জনে পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিবে, বাদশাহকে এই অভিলাষ ও উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিবামাত্র তিনি [নিকটস্থ বাসগৃহ হইতে] তৈল, সুগন্ধিদ্রব্য ও সুগন্ধিবারির পাত্রগুলি স্থানান্তরিত করিতে আদেশ দিলেন। এই গৃহেই সুগন্ধি তৈল মিশ্রিত হইয়া রক্ষিত হইত বলিয়া এই গৃহকে "সুগন্ধ নিকেতন" বলিত। "আমরা খ্রীষ্টের সুন্দর দ্বার" এই বাক্য এখানে তাঁহাদের স্মৃতিপথে উদিত হইল। গৃহটি পরিশোভিত, বহুপ্রকারে সংস্কৃত ও তাঁহাদের উপদেশমতে একটি ভোজনগৃহ নির্ম্মাণদ্বারা বিস্তৃত

হইলে তাঁহারা গৃহপ্রবেশ করিলেন। বাদশাহ প্রতিশ্রুত হইলেন যে তিনি শীঘ্রই সেখানে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

খ্রীষ্টমাস [বড়দিন] সমাগত প্রায়। তাঁহাদের অনুরোধে এই সময়েই যাজকদের রাজার দর্শন দিবার কথা। স্বর্ণখচিত রেশমের পর্দ্দায় আরাধনা-গৃহ সুসজ্জিত হইয়াছিল। যে গহ্বরে যীশুর জন্ম হইয়াছিল, যে শিশুখট্টায় তাঁহাকে তাঁহার জননী স্থাপন করিয়াছিলেন, যে পর্ব্বতে মেশপালকগণ প্রহরীর কার্য্য করিয়াছিল, সমস্তই সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়াছিল। বাদশাহ ও তাঁহার সহিত যে একজন প্রিয় পারিষদ্ আসিয়াছিলেন সকলেই এই দৃশ্য দেখিয়া যৎপরোনাস্তি হৃষ্ট হইলেন। বাদশাহ সমস্ত দর্শন করিলে যখন খ্রীষ্টের জন্ম সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল তখন রডোল্‌ফো মৌলবী-দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহারা কোরাণে উল্লিখিত দুইটী বিরোধী বাক্যের কিরূপ মীমাংসা করিবেন। ইহার একস্থানে কথিত হইয়াছে যে খ্রীষ্ট ইহুদীদিগের হস্তে মৃত্যুমুখে পতিত হন নাই বা নির্য্যাতিত হন নাই, তাঁহার হইয়া অন্য একব্যক্তি মরিয়াছিল (ইহাতে নেষ্টোরিয়ান্-দিগের সহিত ঐক্য আছে)।—আবার অপর স্থানে উক্ত হইয়াছে যে, খ্রীষ্টের জন্ম, মৃত্যু ও পুনর্জ্জীবনে ঈশ্বর আনুকূল্য প্রদর্শন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া-ছিলেন। যদি তিনি প্রাণত্যাগ না করিয়াই থাকেন তবে মৃত্যুর সময় কোন্ আনুকূল্য প্রত্যাশা করিতে পারেন? আর যদি তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াই থাকেন, তাহা হইলে একজন ভবিষ্যদ্বক্তা যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল;—"যদি তিনি প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তবে তাঁহার ভবিষ্যদ্বংশীয়গণকে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত দেখিবেন ও ঈশ্বরের ইচ্ছা তাঁহার হস্তে অর্পিত হইবে।"—তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে যদি তিনি

প্রাণত্যাগ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হন নাই, কিন্তু তিনি যদি পুনর্জ্জীবন না পাইয়া থাকেন, তবে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি নিরর্থক হইয়াছে। প্রতিশ্রুতির সার্থকতা থাকিলে, খ্রীষ্টের পুনর্জ্জীবন প্রাপ্তির প্রয়োজন আছে; আর যদি তিনি পুনর্জ্জীবিত হইয়া থাকেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই কিয়ৎকালের জন্য প্রাণপরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আর যদি প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তবে তোমাদের ধর্ম্মপ্রচারকের (মহম্মদ) সহিত তাঁহার নিজের অনৈক্য হইতেছে, যেহেতু তিনি একস্থানে বলিতেছেন খ্রীষ্টের মৃত্যু হইয়াছিল, অপরস্থানে তাহা অস্বীকার করিতেছেন; ইহা হইতে সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, "খ্রীষ্টের মৃত্যু হয় নাই তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্য লোকের মৃত্যু হইয়াছিল" এই বাক্যটি মিথ্যা। যদি ঈশ্বরপ্রেরিত ধর্ম্মপ্রচারকের অসত্য বাণী প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে তিনি কখনই ঈশ্বর প্রেরিত নহেন। বেচারিরা রডোল্‌ফোর যুক্তিতে এমনই পরাভূত হইল যে তাহারা একবারে বসিয়া পড়িল। তাহারা কোরাণ আনাইল, টীকাকারগণের ব্যাখ্যা বাহির করিল, কিন্তু রডোল্‌ফোর যুক্তি প্রমাণ অকাট্যই রহিল। তদ্ভিন্ন রডোল্‌ফো তাহাদিগকে এমন একটি বাক্য [কোরাণের] দেখাইলেন যেখানে তাহাদের ধর্ম্মপ্রচারক দূষণীয় প্রেমকে বৈধ বলিয়াছেন। একথা কেহ কেহ অস্বীকার করায় পুস্তক আনয়ন করিয়া সত্যতা প্রতিপন্ন করা হইল। বাক্যটি পুস্তক হইতে দেখান হইলে কেহ কেহ লজ্জিত হইল, কেহ কেহ আশ্চর্য্যান্বিত হইল, আবার কেহ বা বলিল "ইহার জন্য তাঁহাকে নিন্দা করা যায় না, কারণ তিনি বলিয়াছেন ইহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট।" কিন্তু একজন চতুর ব্যক্তি বলিল যে এরূপ বিষয়ের শব্দানুযায়ী অর্থগ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। রডোল্‌ফো তৎক্ষণাৎ উত্তরে বলিলেন যে ইহার আধ্যাত্মিক অর্থের কথা উঠিতেই

পারে না; কারণ পূর্ব্বোল্লিখিত পুস্তকে পীড়াগুলির কারণের বিবরণ এই বাক্যটিতে আছে। বাক্যটিতে আছে "কারণ যদি একদল বিষয়-সুখের জন্য রাজ্য অনুসন্ধান করে, তাহা হইলে সুখ তিরোহিত হয়।" সন্ধ্যাকালে রাজা তাঁহার সন্তানগণকে শিশু-খট্টা দেখিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া তাহারা অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিয়াছিল। গণ্ডগোলকারী জনতা যে সকল মুন্সীদিগের নিকট কার্য্য-ব্যপদেশে আসিত তাহাদের সান্নিধ্যনিবন্ধন যাজকদিগের আবাসস্থলের নিকটে শান্তি দূর হইত বলিয়া বাদশাহ তাঁহাদের জন্য (তাঁহাদের সহিত পরামর্শ না করিয়াই) মুন্সীদিগকে অন্য স্থানে যাইবার জন্য আদেশ দিয়াছিলেন।

কুমারীর একটী সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি চতুর্দ্দিকে এরূপ খ্যাতিলাভ করিল যে, আগ্রা ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অসংখ্য লোকে ইহা দেখিবার জন্য সর্ব্বদাই আরাধনাগহে আসিত। মফঃস্বলের লোকেও উপহার লইয়া আসিত। প্রতিমূর্ত্তিটি দর্শন করিয়া তাহারা স্বর্গের দিকে হস্ত উত্তোলন করিয়া প্রতিমূর্ত্তিকে সম্মান প্রদর্শন ও প্রণাম করিত। এই লোকগুলি অন্যান্য বিষয়ে খ্রীষ্টানদিগের সমকক্ষ হইলেও অন্ততঃ এবিষয়ে তাহারা শ্রেষ্ঠ; খ্রীষ্টানেরা সর্ব্বদাই নূতনত্ব চাহে।

তাঁহাদের জ্ঞান ও সাধুতা সম্বন্ধে বাদশাহের যে ধারণা আছে তাহা যাহাতে বিফল না হয়, তজ্জন্য কোন নিন্দনীয় বিষয় দেখিলেই স্বাধীনভাবে তাঁহারা দোষকীর্ত্তন করিতে মনঃস্থ করিলেন; সেই জন্য তাঁহার প্রবৃত্তি বুঝিয়া যথাযোগ্য সবিনয়ে তাঁহারা তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞানোন্নতিতে অবহেলা ও আলস্যের জন্য তাঁহাকে প্রায়ই তিরস্কার করিতেন। একদিন তিনি যাজকদিগকে অসিধারীদিগের যুদ্ধ দর্শন করিবার জন্য

নিমন্ত্রণ করিলেন ; তাঁহারা উত্তর দিলেন, "রাজকীয় অনুরোধ গ্রাহ্য করিতে আমরা অসমর্থ ; আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।" তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা উত্তর দিলেন "মনুষ্যকে হত্যাকরা ও সেই হত্যা দর্শন করা উভয়ই খ্রীষ্টান রীতিনীতির বিরুদ্ধ। যিনি এরূপ ক্রীড়ার ব্যবস্থা করেন তিনি দারুণ অপরাধী। যদি আপনি আমাদিগকে অস্ত্রক্রীড়া দেখাইয়া আমোদ দিতে চাহেন, তাহা হইলে অসিতে ধার থাকিবে না। অসিধারীগণ শিরস্ত্রাণ ও বর্ম্ম পরিধান করিবে, তাহাদিগের বামহস্তে ঢাল দিতে হইবে ; তাহা হইলে অসির আঘাতেও তাহাদের জীবনের আশঙ্কা থাকিবে না।" বাদশাহ এই পরামর্শের অনুমোদন করিলেন এবং তাঁহাদের ধর্ম্মের পবিত্রতার প্রশংসা করিলেন। মুগল-দিগের মধ্যে চারিজোড়া দামামার বাদ্যের সহিত এরূপ যুদ্ধ হয়। ইহার মধ্যে প্রথম জোড়ার ধ্বনি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, দ্বিতীয় জোড়াটির মৃদু, তৃতীয় জোড়াটীর সুক্ষমত মৃদু, এবং সর্ব্বশেষ জোড়াটীর ধ্বনি দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের ধ্বনির মিশ্রণ।

* * * * *

ব্রাহ্মণেরা উচ্চতর শ্রেণী। ইহাদের মধ্যে একটি প্রথা আছে যে মৃতস্বামীর সহিত প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে তাহাদের পত্নীগণকে জীবিতাবস্থায় দাহন করা হয়। যাজকগণ প্রথমে এরূপ প্রথার বিষয় জানিতেন না। বাদশাহ তাঁহাদিগকে এইরূপ দৃশ্য দেখাইবার জন্য একদা আহ্বান করিলেন। যখন তাঁহারা ঘটনাস্থলে আসিয়া ব্যাপারটি বুঝিতে পারিলেন তখন তাঁহাদের বিষণ্ণ বদনমণ্ডল এরূপ নিষ্ঠুর পাপানুষ্ঠানের প্রতিবাদ স্বরূপ হইল। এরূপ আসুরিক অনুষ্ঠানে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া আনুকূল্য প্রদর্শন করিয়াছেন এবং ইহাতে সম্পূর্ণ অনুমোদন

ও সম্মতি দিয়াছেন বলিয়া রডোল্‌ফো নির্ভীকভাবে বাদশাহকে প্রকাশ্যে তিরস্কার করিলেন। কারণ তিনি বলিতেন যে, এরূপ কার্য্যে যে সাহসের প্রয়োজন তাহা ঈশ্বর দেন। যাজকগণের প্রতি বাদশাহের শ্রদ্ধা ছিল বলিয়া বাদশাহ বিনা প্রতিবাদে তাঁহাদের কথা শ্রবণ করিলেন। ইহার পরে তাঁহার প্রিয় বন্ধু, জনৈক ব্রাহ্মণজাতীয় ক্ষুদ্র রাজা আর কখনও তাঁহাকে চিতা দর্শন করিতে লইয়া যাইতে পারেন নাই।

যাহাতে যন্ত্রণা অনুভব করিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে এই হতভাগ্য স্ত্রীলোকদিগকে অহিফেণ, সিদ্ধি (গাঁজার ন্যায় ওষধি) ও কখন কখন ধুতুরা খাওয়াইয়া মত্ত করা হয়। (ধুতুরা ইউরোপীয়দিগের অজ্ঞাত কিন্তু ভারতবাসীর পরিচিত একপ্রকার গাছ)। যখন তাহারা প্রায় বিহ্বল হইয়া পড়ে অথচ কিঞ্চিৎ চৈতন্য থাকে, তখন তাহাদিগকে উপদেশ, প্রার্থনা ও চিরস্থায়ী খ্যাতির আশা দিয়া প্রজ্বলিত চিতায় ঝম্প প্রদান করিতে উত্তেজিত করা হয়। যদি তাহারা ইতস্ততঃ করে, তবে তাহাদিগকে বল প্রকাশ করিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর্ম্মা হয়। তাহারা পলায়ন করিতে চেষ্টা করিলে, দীর্ঘ বংশদণ্ডদ্বারা প্রজ্বলিত অনলে পুনরায় নিক্ষিপ্ত হয়।

যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি [উক্ত সতীদাহের সময়] উপস্থিত ছিলেন, যাজকদিগের অনধিকারচর্চ্চা তাঁহাদের ভাল লাগিল না। কিন্তু বাদশাহের বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহস না পাইয়া তাঁহারা চুপে চুপে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিলেন "ঐ কৃষ্ণপরিচ্ছদধারী ইউরোপীয়গণ চলিয়া যায় না কেন ?" ঐ বিষয়ে বাদশাহকে তিরস্কারের কথা ইউরোপীয়দিগের দুঃসাহসের কথা সমস্ত নগরে প্রচারিত হইল। সকলেই তাঁহাদের ব্যবহার প্রশংসা করিলেন।

যাহারা স্ত্রীবেশে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে একদা সেই লম্পট সম্প্রদায়ের একদলকে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদের মনে বিষম ঘৃণার উদ্রেক হইল। সুযোগ পাইবামাত্র তাঁহারা গোপনে বাদশাহকে যথাশক্তি এ ব্যাপার জানাইলেন। "বড়ই আশ্চর্য্যের কথা যে, এপ্রকার ব্যক্তিদিগকে আপনার রাজ্যের মধ্যে, বিশেষ করিয়া রাজধানীতে, থাকিতে দেওয়া হয়। এ আপদকে পৃথিবীর প্রান্তদেশে দূরীভূত কিংবা সমূলে উচ্ছেদ করা উচিত। যেখানে বাদশাহ স্বয়ং ধর্ম্মপরায়ণতা, ন্যায়পরায়ণতা ও বিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন সেই রাজধানী বা প্রাসাদে এরূপ লোক দেখিতে পাওয়া যায় ইহা কেহ বলিলে আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করিতাম না। সেই জন্য আমাদের নিবেদন, অন্ততঃ রাজধানীতে এরূপ লোকের বাস নিষিদ্ধ হউক।" পরে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারক [মহম্মদ] কি এরূপ লোককে নিষ্পাপ বলিয়াছেন?" বাদশাহ যাজকগণের এরূপ প্রশ্নে ঈষদ্ধাস্য করিয়া "এবিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিব" এইরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

* * * * *

সমস্ত পদাতিক দল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধ করে। অশ্বারোহীগণই সেনার সার। তজ্জন্য বাদশাহ, যতদূর সম্ভব অশ্বারোহীদল গঠন করিয়া সমস্ত সাম্রাজ্যে সেগুলিকে স্থানে স্থানে স্থাপন করিবার জন্য অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হন না। কারণ যে সকল সৈন্য পুরুষানুক্রমে তাহাদের নেতৃগণের অধীন, তাহাদের মধ্যে বহু অশ্বারোহী, পদাতিক ও সাদি সৈন্য আছে ও তাহারা বাদশাহ-প্রদত্ত প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে তাহাদিগের নেতৃগণের নিকট বেতন পায়। এতদ্ব্যতীত তিনি ৪৫ হাজার অশ্বারোহী, ৫ হাজার সাদি সৈন্য ও বহু সহস্র পদাতিক

সৈন্যকে স্বীয় ধনভাণ্ডার হইতে বেতন প্রদান করেন। একটি পুরাতন প্রথা প্রচলিত আছে যে, বাদশাহ যুদ্ধে লুণ্ঠিত দ্রব্য কোন ব্যক্তিবিশেষকে কিংবা চিরকালের জন্য প্রদান করেন না; পরন্তু যাহাতে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ [আমীরগণ] প্রদেশ-শাসনে ইহা ব্যয় করিতে পারেন, তজ্জন্য ইহা তাঁহাদিগকে তাঁহার ইচ্ছামত প্রদত্ত হয়। ইহার উপর স্থাপিত সামান্য মাত্র কর রাজকোষে প্রেরিত হয়। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও আবার তাঁহাদের অধীন সেনানীগণের মধ্যে কতকগুলি করিয়া নগর ও গ্রাম ভাগ করেন এবং ব্যয়ের জন্য তাহাদিগকে ভূমি অর্পণ করেন বা সাধারণ রাজস্ব হইতে অর্থ প্রদান করেন। যাহাতে এই আমীরগণ যোগ্যরূপে তাঁহাদের অধীন সৈন্যদল রাখিতে পারেন সেইরূপ ভাবে প্রদেশ অর্পণ করিবার দিকে বাদশাহের বিশেষ লক্ষ্য আছে। যাহাকে একদল সৈন্য রাখিতে হয় তাহার অপেক্ষা, যাহাকে দুইদল সৈন্য রাখিতে হয় তাহার অর্পিত প্রদেশের আয় অধিক। তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের প্রথা মত সৈন্য-শ্রেণীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হয়। বিভিন্ন দলের বিভিন্ন সামন্ত থাকে। পারস্য ভাষায় এই দলকে লস্কর বলে। সামন্তগণের প্রত্যেকে একটি করিয়া বাজার পাইয়াছিলেন বলিয়া তাতার ভাষায় এই দলকে উর্দ্দু বলে, দেশীয় লোকে ওর্দ্দা বলে। এই দলগুলি তাহাদের সামন্তের নামে অভিহিত হয়, যেমন আমরা হইলে বলিতাম মন্সিরামের উর্দ্দু বা ওর্দ্দা অর্থাৎ মন্সিরামের সৈন্যদল। সেই জন্য যদিও সমস্ত নগর ও দেশ বাদশাহের, এবং সমস্ত সৈন্য তাঁহার অধীন, তথাপি পূর্ব্বোল্লিখিত পুরাতন প্রথানুযায়ী অধিকাংশ সৈন্যদলের নিজের নিজের সামন্ত আছে। ইহারা তাহাদিগের বাধ্য। এই সকল কারণে প্রায়ই ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা ঘটে। এই সকল নেতা ও সামন্ত পশ্চাৎ ক্ষমতাদৃপ্ত হয় এই আশঙ্কায়, বাদশাহ যাঁহা-

দিগকে ধনবান্ ও ক্ষমতাশালী হইতেছে মনে করিতেন তাঁহাদিগকে ভৃত্যের ন্যায় পদচ্যুত করিতেন। ইহাতে তাঁহাদের পূর্ব্বতন ক্ষমতা ও সম্মানের লোপ হইত। কারণ তখন তিনি তাঁহাদিগকে হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, ব্যাঘ্র, মৃগ ও পারাবতের আহারের তত্ত্বাবধান করিবার ভার প্রদান করিতেন। প্রতিবৎসর এই প্রাণীগুলি লইয়া তাঁহাকে দেখাইতে হইত। তাঁহারা তাঁহাদের পুরাতন প্রদেশ পুনরায় শাসন করিতে প্রেরিত হইলে, একস্থানে অধিক দিন যাপন করিতে পাইতেন না। যাহাতে তাঁহারা তাঁহাদের ক্ষমতা অপব্যবহার করিতে না পারেন তজ্জন্য এবং তাঁহাদের আচরণ সম্বন্ধে সর্ব্বদা সংবাদ পাইবার নিমিত্ত তিনি প্রত্যেক নগরে জজ [কাজি] ও ম্যাজিষ্ট্রেট [ফৌজদার] নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

* * * * *

তাঁহার নূতন যুদ্ধজয়ের স্মরণার্থ তিনি মার্চ্চমাসের কতিপয় দিবস উৎসবের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিতে অভিলাষ করিলেন। এই দিনগুলিকে "নওরাস্" অর্থাৎ নব দিবস বলে। মহম্মদের কোন বিধি অনুসারে নহে, পৌত্তলিকদিগের প্রথানুযায়ী মুগলেরা ইহুদীদিগের ন্যায় মার্চ্চ মাসে বৎসর গণনা আরম্ভ করিয়া তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় এই সাম্বৎসরিক উৎসবে আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করে। সগ্দিয়ানা, বাক্ট্রিয়া ও সিথীয়ান্বাসী ও অন্যান্য জাতি ৩৬ ডিগ্রী উত্তর অক্ষরেখার অপর পারে বাস করে বলিয়া তাহাদের দেশে ইউরোপীয়দিগের ন্যায় আব্হাওয়া প্রচলিত অর্থাৎ মার্চ্চমাসে বসন্তের প্রারম্ভে পৃথিবীর ফল গুলি দেখা দেয়, বিবিধ কুসুমরাজিতে বৃক্ষগুলি সুশোভিত হয়, কুসুমের গন্ধে সমীরণ ভরিয়া উঠে, উজ্জ্বল ক্ষেত্রসমূহ ও হরিদ্বর্ণের পর্ব্বতমালায় প্রকৃতি মনোহর শোভা ধারণ করে। সেইজন্য এই

মাসের প্রথম নয় দিন, এই সকল লোকে কাজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করে, ক্ষেত্রে গমন করে না, উদ্যানে সময় অতিবাহিত করে, রাজার ন্যায় ভোজন করে এবং বহুমূল্য জাঁকজমকের পোষাক পরিয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। জেলাল্দিনাস্ [জেলালুদ্দিন্ আকবর] বহুমূল্য বসনভূষণ পরিধান করিয়া শোভা ও আড়ম্বরের সহিত এই নয় দিন যাপন করেন। এবার এত বেশী জাঁকজমক হইয়াছিল যে, লোকে বলে পূর্ব্বের বাদশাহেরা যেরূপ "নওরাস্" করিতেন ত্রিশ বৎসর পরে আবার সেইরূপ হইয়াছে। প্রাচীর ও অলিন্দ সুবর্ণরেশমে সজ্জিত হইয়াছিল। প্রত্যেকদিবসই বাদশাহ ক্রীড়া ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং পূর্ণরাজপরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া সোপান সম্বলিত সুবর্ণ সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, সহচর ও সামন্ত সমূহকে খেলাত প্রদান করিলেন এবং এই মর্ম্মে এক সাধারণ ঘোষণা দিলেন যে, সকলেই নৃত্য গীত ও ক্রীড়ায় আনন্দ প্রকাশ করিবে। যে জনসঙ্ঘ এই উপলক্ষে একত্র হইয়াছিল তাহাদিগকে ভোজ্য ও অর্থ প্রদানে তুষ্ট করিলেন। ইহাতে ঘটনা ক্রমে যোগীদিগের সমস্ত পরিবার আসিয়াছিল। ইহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রকৃত নহে, কেবল লোককে দেখাইবার জন্য। সুতরাং তাহারা তাহাদের বৃত্তির গাম্ভীর্য্যের অননুরূপ, অপবিত্র, কদর্য্য ও ইতর-জনোচিত নৃত্যগীত দ্বারা বাদশাহের অত্যন্ত প্রশংসা করিল। প্রাসাদের সুন্দর সজ্জা দেখিবার জন্য স্ত্রীলোকদিগকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। বাদশাহ কুমারী মেরী মাতার ভক্ত ইহা আগ্রায় এত সুবিদিত যে রাজার জনৈক আত্মীয়, এক আমীর, রাজভাণ্ডার হইতে গোপনে কুমারীর একখানি সুন্দর চিত্র লইয়া, বাদশাহ যে অলিন্দে প্রায়শঃ উপবেশন করেন এবং যেস্থান হইতে তিনি প্রজাবর্গকে দর্শন দেন ও সম্বোধন করেন, তাহার সম্মুখস্থ

ভোজন-কক্ষে মূর্ত্তিটি স্থাপন করিয়া সোণার ঝালরে তাহা সুন্দররূপে সজ্জিত করিলেন, কারণ তিনি জানিতেন যে বাদশাহ ইহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবেন। তাঁহার ভ্রম হয় নাই, কারণ তাঁহার কার্য্য রাজানুমোদন লাভ করিল এবং মেরীর প্রতিমূর্ত্তি অখ্রীষ্টান কর্ত্তৃক সম্মানিত ও পূজিত হইতে দেখিয়া যাজকগণও অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। প্রভাতের তারাদল যাঁহার স্তুতি করে, চন্দ্র সূর্য্য যাঁহার সৌন্দর্য্যে মোহিত হয় সেই কুমারীর চিত্রের সম্মুখে এই অখ্রীষ্টানগণ যেন কার্য্যতঃ বাধ্য হইয়া প্রণত হইল। কিন্তু বহু অযোগ্য খ্রীষ্টান এমন কি সুসমাচারের যাজক, নির্লজ্জের ন্যায় তাঁহার অপমান করে। এরূপ খ্রীষ্টান প্রকৃতপক্ষে আগ্রাবাসীদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট।*

* * * * *

রডোল্‌ফোর মৃত্যুর কথা বলিতে গিয়া জেলালদিনাসের বিষয় হইতে কিছু দূরে পড়িয়াছি। এখন তাঁহার বিষয় পুনরায় বর্ণনা করিতেছি। জেলালদিনাসের আকৃতি ও গঠন রাজযোগ্য। প্রথম দর্শনে যে কেহ তাঁহাকে নিঃসন্দেহ রাজা বলিয়া চিনিতে পারে। বিস্তৃত স্কন্ধ, জঙ্ঘা কিঞ্চিৎ বক্র এবং অশ্বারোহণের উপযোগী, কৃষ্ণাভ সুন্দর বর্ণ, মস্তক দক্ষিণ স্কন্ধের দিকে কিঞ্চিৎ নত, বিস্তৃত ও মুক্ত ললাট, চক্ষু রৌদ্রদীপ্ত সাগরের

*অতঃপর যে অংশ প্রদত্ত হইল তাহার সহিত জিস্যুইটদিগের সম্পর্ক না থাকিলেও উহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বোধ করিয়া প্রদত্ত হইল।

ন্যায় উজ্জ্বল, চীনা, জাপানী ও উত্তর অক্ষরেখার অধিকাংশ এসিয়াবাসীদের ন্যায় আয়ত অক্ষিপুট, লোম-বিরল ভ্রূ, নাসিকার মধ্যভাগ উচ্চ, ক্রুদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় বিস্তৃত নাসারন্ধ্র। বাম নাসারন্ধ্রের নিম্নে ওষ্ঠ পর্য্যন্ত তুর্কীদিগের মধ্যে যেমন প্রথা আছে, তিনিও সেইরূপ গুম্ফ রাখিয়া ক্ষৌরকার্য্য করিতেন। কারণ তুর্কীগণ যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে যত্নপূর্ব্বক শশ্রু ধারণ করে। জেলালদিনাস্ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় মস্তক মুণ্ডন করেন না এবং কোন মস্তকাবরণও পরেন না। একপ্রকার শালে সমস্ত শরীর বেষ্টন করিয়া তাহাতেই মস্তক ও কেশ আবৃত করেন। কথিত আছে তিনি এইরূপে ভারতবাসীদের প্রথা অবলম্বন করিয়া তাহাদের সহানুভূতি লাভের জন্য চেষ্টা করেন। যদিও তাঁহার বামপদ সম্পূর্ণ সুস্থ, তথাপি তিনি খঞ্জের ন্যায় ইহা টানিয়া টানিয়া চলেন। তাঁহার সুন্দর দেহ, অত্যন্ত ক্ষীণও নহে অথচ তাহার অসাধারণ সাহস ও অপরিমিত শক্তি আছে। হাস্য করিলে তাঁহাকে বড় কুৎসিত দেখায় কিন্তু তাঁহার প্রশান্ত মুখমণ্ডলের জন্য তাঁহাকে দয়ালু ও গৌরবান্বিত বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার চলনভঙ্গী অতি সুন্দর। যখন যাজকগণ তাঁহার প্রাসাদে প্রথম আগমন করেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম অষ্টাত্রিংশ বৎসর। তিনি লোকের সহিত সাক্ষাতে ও কথাবার্ত্তায় এত অমায়িকভাব দেখাইতেন যে তাহা বর্ণনা করা কঠিন। প্রজাবর্গ ও আমীরগণ তাঁহার সহিত প্রত্যহ সাক্ষাৎ করিতে পায়। তাঁহার সহিত ব্যবহার করা কঠিন নহে, তিনি মিষ্টালাপী। এই মিষ্টালাপ ও অমায়িকভাব তাঁহাকে যেরূপ জনপ্রিয় করিয়া তোলে তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়জনক। কারণ যখন তিনি ন্যায়তঃ মুসলমান কুসংস্কার বশতঃ ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, তখন আগ্রাবাসিগণের তাহা অসহ্য হইলেও কেহই তাঁহার জীবন নাশ

করিবার কথা চিন্তা করেন নাই। তিনি চতুর, বিজ্ঞ এবং পূর্ব্বাহ্নে বিপদ্ বুঝিতে ও কোন কার্য্যের সুযোগ গ্রহণ করিতে দূরদর্শী। কিন্তু ধর্ম্ম-বিশ্বাসের আলোকাভাবে দেহের ও হৃদয়ের সমস্ত গুণই মহিমা বঞ্চিত।

তিনি বন্যজন্তু শীকার করিতে অত্যন্ত ভালবাসেন কিন্তু পক্ষিশীকার তাঁহার তত প্রিয় নহে। যাহাতে আমীর ও সাধারণ ব্যক্তি উভয়েই আমোদ উপভোগ করিতে পারে তজ্জন্য তিনি হৃদয়ের বিষাদ দূর করিয়া প্রকাশ্যভাবে বিবিধ আমোদপ্রমোদে যোগ দিতেন। যে ক্রীড়ায় তিনি ও দর্শকবর্গ আমোদ উপভোগ করেন তাহা এই—অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বর্ত্তুল ও দণ্ড লইয়া ক্রীড়া [পোলো ?]; হস্তী, মহিষ, মৃগ ও মোরগের লড়াই; মল্ল ও অসিধারীদিগের ক্রীড়া; মুষ্টিযুদ্ধ, বাজি খেলিতে পারে এমন পারাবত উড়ান, দেশ হইতে দেশান্তরে দলে দলে পক্ষীর গমনাগমন দর্শন এবং নূতন নূতন বিষয়ের দৃশ্য। তিনি গীতবাদ্য এবং বাজীকরের তামাসাও ভালবাসেন। তিনি যে সকল ব্যক্তিকে প্রায়ই আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করেন, তাহাদের সহিত তিনি পরিহাস ও রসিকতা করিতে ভালবাসেন। যদিও তিনি তাঁহার কর্ম্মের সময় নির্দ্দিষ্ট ও নিয়মিত করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার অবসর সংসার-চিন্তাহীন ব্যক্তির ন্যায় নহে। মনুষ্যের সাহায্যের ন্যায় আর কিছুই তাঁহার প্রিয় নহে। সেইজন্য তাঁহার প্রাসাদ বিবিধ ব্যক্তির সমাগমে সর্ব্বদাই পূর্ণ থাকে। ইহার মধ্যে প্রধানতঃ আমীর-গণের ভাগই অধিক; তিনি ইঁহাদিগকে প্রতিবৎসর বিভিন্ন প্রদেশ হইতে রাজসভায় আহ্বান করেন। তিনি তাঁহাদিগকে যতক্ষণ না সঙ্কেতে অশ্বারোহণ করিতে আদেশ দেন তাঁহারা ততক্ষণ সশস্ত্রে পদভ্রমণে তাঁহার অনুগমন করেন। এই সকল কার্য্যে রাজসভায় মহিমা ও মর্য্যাদা আশ্চর্য্যরূপে রক্ষিত হয়।

মহম্মদের আদেশ ও আগ্রাবাসিগণের রীতি অনুযায়ী, যাহারা ব্যবস্থা মানিয়া চলে তাহারা 'আজঙ্ঘা-লম্বিত অঙ্গরাখা, আপদগ্রন্থি কার্পাস বা পশমের শ্বেত জঙ্ঘাবরণী এবং এক নির্দ্দিষ্ট প্রকারের পাদুকা পরিধান করে। কিন্তু বাদশাহ এই ধর্ম্মপ্রচারকে উপদেশের এত সম্মান করেন যে, তিনি রেশম ও সুবর্ণ মিশ্রিত ফুলকাটা বস্ত্র খ্রীষ্টানদিগের ন্যায় আজানুলম্বিত অঙ্গরাখায় গ্রন্থির আবরণী দ্বারা স্বীয় অঙ্গ ভূষিত করেন। তিনি তরবারি ও ইউরোপীয় ছুরিকা ধারণ করিতে ভালবাসেন। তিনি যখন অন্তঃপুরে থাকেন তখন পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বিংশতিজন শরীররক্ষক তাঁহার সঙ্গে থাকে। তিনি স্পেনীয়ভাবে পরিচ্ছদ পরিধান করিবার বড়ই পক্ষপাতী এবং যখন একাকী থাকেন তখন সেইরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করেন।

তিনি হস্তী, অশ্ব ও উষ্ট্রে আরোহণ করেন এবং যুগ্মবাহী শকট পরিচালন করেন। তিনি রক্তবর্ণ কার্পেটে-আবৃত সিংহাসনে এক পদের উপর অপর পদ বিন্যস্ত করিয়া উপবেশন করেন। একখানি রেশমে আবৃত পর্ত্তুগীজ চেয়ার তাঁহার পশ্চাৎ আনীত হয়। তিনি প্রায়ই ইহার উপর আসন গ্রহণ করেন।

তাঁহার ভোজ্যদ্রব্য অত্যন্ত জাঁকাল। এগুলি চাল্লিশ খানিরও অধিক পাত্রে (পরাতে) আনীত হয়। পরাতগুলি বস্ত্রে আবৃত এবং বিষের আশঙ্কা ও সন্দেহ নিবারণ জন্য পাচক কর্তৃক চিহ্নিত থাকে। ভোজনগৃহের পার্শ্বস্থ কক্ষে ঘোষক ও সর্দ্দার খানসামার পশ্চাৎবর্ত্তী বালকগণ এগুলি বহন করিয়া লইয়া আইসে। তৎপরে খোজারা পরিবেশনকারী দাসীগণের হস্তে এগুলি প্রদান করে। কোন সাধারণ ভোজে নিমন্ত্রিত না হইলে তিনি সাধারণতঃ একাকী ভোজন করিয়া থাকেন। পিপাসা

নিবারণার্থ তিনি পোর্ট মদিরা কিংবা জলপান করেন। প্রথমোক্ত পানীয় বহু পরিমাণে পান করিবার পর তিনি বিহ্বল অবস্থায় চঞ্চলভাবে বসিয়া থাকেন। তিনি তাঁহার ভোজন-কক্ষে একাকী পালঙ্কে হেলান দিয়া উপবেশন করেন। পালঙ্কখানি দেশীয় বৃক্ষজাত কোমল অংশু-পূর্ণ বালিশ ও গদি আঁটা এবং রেশমী বস্ত্রে আবৃত।

বাদশাহের প্রাসাদের জাঁকজমক ইউরোপীয় অট্টালিকার অনুরূপ। ইহা সুন্দররূপে চিত্রিত ও ভিত্তি হইতে ছাদের প্রান্ত পর্য্যন্ত খোদিত প্রস্তরে নির্ম্মিত। ভারতীয় অন্য ক্ষুদ্র রাজাদের প্রাসাদ দেবমন্দিরের ন্যায় অনুচ্চ; কিন্তু এই প্রাসাদ বেশ উচ্চ। ইহা এত বিশাল যে ইহার মধ্যে চারিটি বৃহৎ মহল আছে; তন্মধ্যে তাঁহার নিজের মহলটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট, দ্বিতীয়টি স্ত্রীলোক-দিগের, তৃতীয়টি সন্তানগণের এবং চতুর্থটিতে ভাণ্ডার ও অস্ত্রগৃহ আছে। ছাদে টালির আচ্ছাদন নাই, ইহা খিলান করা। প্রস্তরের টালির পার্শ্বদেশে প্রলেপযুক্ত করিয়া ছাদ রৌদ্র বৃষ্টি হইতে রক্ষিত। ইহাতে অট্টালিকা সহজেই শুষ্ক থাকে। চারিটি ক্ষুদ্র স্তম্ভোপরি স্থাপিত বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র গৃহদ্বারা অট্টালিকাগুলি ভূষিত। এইগুলি দেখিতে ক্ষুদ্র গাড়ী-বারান্দার ন্যায়। কতকগুলি বপ্রে ইহাদের সৌন্দর্য্য বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। ইহাতে পারাবত অবস্থান করে। বপ্রগুলির চতুঃপার্শ্ব সুধাধবলিত; কেবল ছাদ, কৃষ্ণনীল, ধূসর ও শ্বেত প্রস্তর বিনির্ম্মিত; তজ্জন্য ইহা অত্যন্ত মনোহর। খোজা ও বাঁদীগণ পারাবতের তত্ত্বাবধান করে। যেরূপ উত্তম সৈন্যগণ যুদ্ধের বাদ্যদ্বারা চালিত হয় সেইরূপ এই পারাবতগুলির উড্ডয়ন কতকগুলি সঙ্কেত দ্বারা নিয়মিত হয়। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাহারা নৃত্য করে, তালে তালে উড়িয়া বেড়ায়, এবং তাহাদের পরিচিত শিশ্ শুনিবামাত্র তাহাদের কক্ষ হইতে বহির্দ্দেশে গমন করে ও

ফিরিয়া আইসে। অর্থাৎ একটা নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেতে তাহারা ছাদের উপর উপবেশন করে, আর অনুরূপ সঙ্কেত করিলে তাহারা 'খোঁপের' ভিতর উপবেশন করে; আবার অনুরূপ সঙ্কেতে 'খোঁপের' বাহিরে আইসে।

এইরূপ বিস্তৃতভাবে শিক্রির প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে পীর সেকিস ওলিজ্জেকামাসের সমাধি আছে। এই ফকির বাদশাহকে অনুরোধ করিয়া শিক্রিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করাইয়াছিলেন। তিনি আগ্রাবাসীদের পাপাচরণে কলঙ্কিত হইলেও "সেণ্ট্" রূপে (পীর) সম্মানিত হইয়া থাকেন।

জেলাল'দনাস্ তাঁহার রাজ্যের বিভিন্ন অংশে অন্য যে সকল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন সে গুলিও অল্প প্রসিদ্ধ নহে। বহু সংখ্যক রাজমিস্ত্রি, শিল্পী ও মজুর নিযুক্ত করিয়া এইগুলি তিনি অতি অল্প সময়ে নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি দুইশত ফীট দীর্ঘ সমচতুরস্র স্থানে স্তম্ভ শ্রেণীর উপর এক গৃহ তিন মাসে, বহু প্রসাধন কক্ষ ও জলপ্রণালী-সম্বলিত তিনশত ফীট বিস্তৃত এক স্নানাগার ছয় মাসে নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং এই স্থান স্নানের জন্য ব্যবহার করেন। প্রস্তর ও কড়ির গঠনে লৌহাস্ত্রের শব্দ পরিহার করিবার জন্য, অট্টালিকার প্রত্যেক অংশই স্থানান্তরে যত্নপূর্ব্বক উদ্দেশ্য অনুযায়ী গঠিত হইত; পরে অট্টালিকার নির্ম্মাণ স্থানে আনিয়া নির্ম্মাণ কার্য্যের জন্য সেগুলি জুড়িয়া দিলেই হইত। যাজকগণ ইহা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং জেরুজালেমের মন্দির নির্ম্মাণের কথা যাহা বিবৃত আছে তাহা তাঁহাদের স্মরণ পথে উদিত হইল। লৌহাস্ত্র সমুত্থিত শব্দ পরিহারের জন্য কোন অলৌকিক ঘটনার প্রয়োজন হয় না।

তিনি অট্টালিকা-নির্ম্মাণ কার্য্যে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে সময়ে সময়ে প্রস্তরের আকরে শ্রমজীবীদিগের সহিত যোগদান করিয়া স্বয়ং প্রস্তর কাটিতেন। কারখানায় নিযুক্ত সাধারণ লোকের সহিত মিলিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। পক্ষান্তরে তিনি তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে তাহাদিগের কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিতেন। তিনি আগ্রহবশতঃ চিত্রকর, স্বর্ণকার, তন্তুবায়, অস্ত্রনির্ম্মাতা, জরীর কাজ ও কার্পেট নির্ম্মাণকারীকে শিল্পকার্য্যের অনুশীলনের নিমিত্ত তাঁহার বাসস্থানের নিকট এক বৃহৎ গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। এইস্থানে তিনি প্রায়ই যাইয়া শিল্পকার্য্য দর্শনে আরাম লাভ করেন।

তিনি সাহিত্যের প্রধান উৎসাহদাতা। দর্শন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার সম্মুখে তর্কবিতর্ক করিবার নিমিত্ত এবং পূর্ব্বতন রাজগণের জীবনী ও মহৎ কার্য্যের বিবরণ শুনাইবার জন্য পণ্ডিত ব্যক্তি সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে থাকেন। তাঁহার অপূর্ব্ব বিচারশক্তি ও অসাধারণ স্মৃতিশক্তি। সেই জন্য তিনি ধীরভাবে শ্রবণ করিয়া এবং তর্কবিতর্কে স্বয়ং যোগদান করিয়া বিবিধ বিষয়ে এপ্রকার অদ্ভুত জ্ঞানলাভ করিয়াছেন যে, তাঁহার অক্ষর পরিচয় না থাকিলেও (কারণ তিনি লেখাপড়া জানেন না) তিনি কঠিন কঠিন বিষয়ে অনায়াসে ও সুন্দররূপে তর্কবিতর্ক করিতে পারেন। তিনি এত স্পষ্টরূপে ও নিপুণতার সহিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন যে, যে ব্যক্তি তাঁহার উক্ত অজ্ঞানতা সম্বন্ধে অজ্ঞ, সে তাঁহাকে পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়া মনে করিবে। আর বাস্তবিকই তাই, কারণ উপর্য্যুক্ত কারণে আমরা দেখিতে পাইতেছি তিনি সুচতুর লোকের ন্যায় গণ্য হওয়া সত্ত্বেও রাজকীয় ক্ষমতা ও মর্য্যাদা প্রভাবে তাঁহার যে বাক্‌শক্তি জন্মিয়াছে তাহাতে তাঁহাকে রাজ্যের অধিকাংশ পণ্ডিত ব্যক্তির উপরে স্থাপন

করিতে হয়। তিনি প্রত্যহ অপরের সহিত সাহিত্যের প্রসঙ্গে কথোপকথন করেন। তিনি সাধারণ অভিনেতা অপেক্ষা ভাঁড় বা বিদূষকের অভিনয় অধিক আগ্রহের সহিত দর্শন করেন, কারণ তাহাদের অভিনয়েরও সাহিত্যের দিক্ হইতে মূল্য আছে। ব্যবস্থা-দাতা বিয়োগান্ত ও মিলনান্ত প্রভৃতি নাটকের অভিনয় নিষেধ করিয়াছেন। তিনি এমনই লোক যে, স্বয়ং ন্যায়পরায়ণ ও পবিত্র ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইবার জন্য নির্দ্দোষ কার্য্যও নিষেধ করিয়াছেন। অথচ, মানবের মর্য্যাদা দূরে থাক্, মানবের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধজনক কার্য্যও বৈধ করিয়াছেন। এখানে কেবল দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। তিনি মাতা ও সহোদরা ভগিনী ব্যতীত অন্য সকল আত্মীয় স্ত্রীলোকের সহিত দূষনীয় বিবাহে অনুমতি দিয়াছেন। বাদশাহ আগ্রাবাসিগণ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত দুইপ্রকার পত্নীর ব্যবস্থা অনুমোদিত করিয়াছেন। একদিকে গৃহে পত্নী, চারি জন পর্য্যন্ত হইতে পারেন। এগুলি আইনমতে বিবাহিত পত্নী। অপর পক্ষে এমন কতকগুলি স্ত্রীলোক থাকে যাহারা স্ত্রী বলিয়া পরিগণিত হয়। ইহাদের সংখ্যা অনির্দ্দিষ্ট। যতগুলি ইচ্ছা ক্রয় করিয়া আহার দিতে পারিলেই হয়। শাস্তির দোহাই দিয়া বাদশাহ, এই ভয়ানক লাম্পট্য দোষ রাজকুমার ও প্রজাগণের বা প্রতিবেশীর পক্ষেও অনুমোদন করেন। কারণ রাজকুমারগণ প্রজার ভগিনী ও কন্যাগণকে মহলে লইয়া যান। জেলাল্দিনাসের এইরূপে তিনশত পত্নী হইয়াছে। বৃহৎ প্রাসাদে তাঁহাদের প্রত্যেকের কক্ষ আছে। ইহাদের গর্ভে তাঁহার তিন পুত্র ও দুই কন্যা হইয়াছে। যাজকগণের অবস্থান কালে তাঁহার পুত্রগণের এইরূপ নাম ছিল,—জ্যেষ্ঠের নাম সেকিস্ [সেলিম ?]—যে সেকিসের অনুরোধে বাদশাহ শিক্রিতে রাজধানী করিয়াছিলেন তাঁহার পূর্ব্বসন্তানগণের মৃত্যুর পরে এই প্রথম পুত্রই

জীবিতছিলেন, দ্বিতীয় পুত্রের নাম পাহাড়ী ও তৃতীয় পুত্রের নাম দানিস্ বা দানিয়েল।

তাঁহার গৃহকার্য্য-পরিচালন ও রাজ্যশাসনের নিমিত্ত তিনি প্রায় কুড়ি জন হিন্দুজাতীয় ক্ষুদ্র রাজাকে মন্ত্রী ও কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন। ইঁহারা বুদ্ধি ও কার্যদক্ষতার জন্য প্রসিদ্ধ। তিনি ইঁহাদিগের সহিত বন্ধুভাবে ব্যবহার করেন। ইঁহারা সর্ব্বদাই ইঁহার সঙ্গে থাকেন এবং প্রাসাদের অন্তঃপুর পর্যান্ত ইঁহাদের গতিবিধি আছে। মোগল আমীর-দিগকেও এরূপ অধিকার প্রদত্ত হয় নাই। আমীরগণের মধ্যে যাহাদের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব-বন্ধন আছে, তাঁহাদিগকেই তিনি সাধারণতঃ প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করেন।*

সম্পূর্ণ

* বলা বাহুল্য, জিস্যুইট সংক্রান্ত বৃত্তান্ত কথঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত। প্রকৃতপক্ষে আকবর খৃষ্ট ধর্ম্মগ্রহণে কতদূর অগ্রগামী হইয়াছিলেন তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। দুই এক স্থলে মূল অস্পষ্ট বলিয়া অনুবাদও অস্পষ্ট হইয়াছে।

অতিরিক্ত পত্র



চিত্র সূচীতে উল্লিখিত ছবি ব্যতীত নিম্নোক্ত আরও দুইখানি ছবি প্রদত্ত হইয়াছে।

(১) "আর্ম্মাডা" ধ্বংশের পরে রাজ্ঞী এলিজাবেথের শোভাযাত্রা।

(২) সেণ্ট্ টমাসের সমাধিস্থল।

৬৭ পৃষ্ঠায় পাদটীকায় :—

"আরাকান রাজ্যের এক প্রান্ত উচ্চ পর্ব্বতমালা বেষ্টিত। এই সকল পর্ব্বত কাশ্মীর, চীন, কাথে এবং মাগাচীনের পর্ব্বতমালার সহিত সংযুক্ত। অপর পার্শ্বে সমুদ্র। পশ্চিমে গভীর নদী ও সমুদ্র—বঙ্গদেশ এই প্রান্তেই অবস্থিত। দেশমধ্যে প্রবেশ অত্যন্ত কষ্টকর। ইহার পরাজয় দুঃসাধ্য। অধিবাসিরা মঘ নামে পরিচিত। খ্রীষ্টান ব্যতীত ইহারা অন্য কোন জাতিকে দেশ মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না। এই দেশে সুন্দর সুন্দর হস্তী পাওয়া যায়; অশ্ব একেবারেই পাওয়া যায় না। আরাকানের হস্তী অপর সকল হস্তী অপেক্ষা দেখিতে ও গুণে শ্রেষ্ঠ। শায়েস্তা খাঁ এই প্রদেশ জয় করেন। ইতঃপূর্ব্বে আর ইহা কোন দিন বিজিত হয় নাই।" (অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের "Anecdotes of Aurangzib and Histrical Essays.)"

নির্ঘণ্ট

১০নং শ্যামাচরণ দের ষ্ট্রীট, কলিকাতা
মহেশ প্রেস হইতে শ্রীউপেন্দ্র নাথ রায় দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর—"এই পর্য্যায়লব্ধ গ্রন্থাবলী যে বঙ্গসাহিত্য সমাজে বিশেষ আদরণীয় তাহা বলাই বাহুল্য। তোমার এই অধ্যবসায় অক্ষুণ্ণ থাকিয়া আমাদের সারস্বত ভাণ্ডারে নিয়ত নিযুক্ত থাক এই আমার আশীর্ব্বাদ "

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—"You are certainly doing a service to the Bengali-knowing people."

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—"No where in any other country has such an attempt been undertaken by a single scholar."

ভাইসচ্যান্সেলারগণের অভিমত—

১। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—"এই পুস্তক পাণ্ডিত্য, গবেষণা ও রচনা নৈপুণ্যের প্রচুর পরিচয় দিতেছে। এই গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারের একটি মহার্হরত্ন বলিয়া পরিগণিত হইবে।"

২। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—"তোমার গ্রন্থ পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। ইহা অতি সুন্দর হইবে।"

৩। ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—"তোমার বই অত্যন্ত আহ্লাদ ও মনোযোগের সহিত পড়িতেছি এবং সংবাদপত্র সমূহে ইহার ভুয়সী প্রশংসা দেখিয়া অতীব আহ্লাদিত হইয়াছি।"

হাইকোর্টের জজদিগের অভিমত—

১। স্যার প্রতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—"গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসার জন্য বিশেষরূপে প্রশংসার্হ।"

২। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী—"ইহা আমি যত্নের সহিত পড়িয়াছি। ইহা অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। অতি মূল্যবান সংগ্রহ।"

৩। শ্রীযুক্ত সারদা চরণ মিত্র—"ভাষার গৌরব বৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধন হইল।"

The Calcutta University is purchasing 50 Copies of each Volume

৫০০০০৲ টাকা ব্যয়ে এই গ্রন্থাবলীর মুদ্রাঙ্কণ শেষ হইবে।